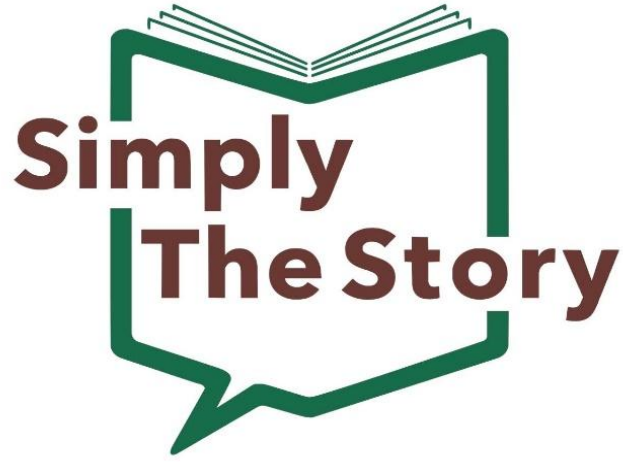




এসটিএস (STS) নির্দেশিকা

আলোচনার মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থ অনুধাবন, শ্রবণ ও সাড়া প্রদান

ডরোথি এ. মিলার

দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট

আপনি যদি এই নির্দেশিকাটি আপনার ভাষায় অনুবাদ করতে আগ্রহী হন, তবে আমরা এ বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে পারলে আনন্দিত হব। সর্বশেষ সংস্করণটি পেতে এবং আপনার ভাষায় অনুবাদের কাজ ইতিমধ্যে চলছে কি না তা নিশ্চিত করতে, অনুগ্রহ করে info@SimplyTheStory.org ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

সিম্পলি দ্য স্টোরি হ্যান্ডবুক, সংস্করণ ৬জি
কপিরাইট © ২০২৪ দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট
প্রকাশক: দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট
পিও বক্স ১৮৭, হেমেন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া ৯২৫৪৬
(৯৫১) ৬৫৮-১৬১৯

India Address: P O Box.3, Sidhartha Nagar (PO), Mysore-570011-India
info@SimplyTheStory.org | info@Gods-Story.org
www.SimplyTheStory.org | www.Gods-Story.org
বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত জীবন্ত সব গল্প শুনুন।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের পূর্বানুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্ভারযোগ্য কোনো ব্যবস্থায় সংরক্ষণ বা কোনো উপায়ে—তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমেই হোক—প্রচার করা যাবে না; তবে মুদ্রিত পর্যালোচনা বা সমালোচনায় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়।

আপনি যদি এই নথিটি অনুবাদ করতে চান, তবে অনুগ্রহ করে আমাদের জানান। অনুবাদের অনুমতি প্রদান এবং TGSP-এর নির্দেশিকা মেনে পুরো কাজটি সম্পন্ন করার বিষয়ে আপনার সাথে কাজ করতে পারলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব।

ডরোথি এ. মিলার

নির্বাহী পরিচালক, দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট (The God's Story Project)

এই ইংরেজি প্রকাশনায় ব্যবহৃত ধর্মশাস্ত্রের (বাইবেলের) সমস্ত উদ্ধৃতি 'কিং জেমস ভার্সন' (King James Version) থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই পুস্তিকায় উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্রের অংশগুলো বা রেফারেন্সগুলো যাচাই করে দেখার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বিষয়বস্তুগত কোনো পার্থক্য যদি গল্পের মূল অর্থ বদলে দিতে পারে বলে মনে হয়, তবে মূল ঘটনাটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন এবং গল্পটি কীভাবে বলবেন তা ঠিক করার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রার্থনা করুন।

ISBN 978-0-9855206-0-1

'Simply The Story' সম্পর্কে মানুষের মতামত

“‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply the Story বা STS) পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর কারণ এটি আমাদের গল্পটি গভীরভাবে অনুভব করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে বাইবেলের অংশটি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি নতুন আবিষ্কার এক সতেজ ও শক্তিশালী অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। বিভিন্ন স্থানে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা আমার জন্য আনন্দের বিষয় ছিল এবং এর প্রতি সাড়া সবসময়ই অত্যন্ত ইতিবাচক।”

বাবু গান্ধা - কমিউনিকেশন অফিসার, বাইবেল সোসাইটি ইন দ্য গালফ

“গত ৩০ বছর ধরে আমি বিশ্বজুড়ে কাজ করছি, যার মূল লক্ষ্য ছিল পরিচর্যার ক্ষেত্রে ‘বহুগুণ বৃদ্ধি’ (multiplication) ঘটানো। কানাডায় বসবাসরত ৭৯ বছর বয়সী এক চীনা অভিবাসীর কাছে থেকে এই বহুগুণ বৃদ্ধির সার্থকতা আমি অপ্রত্যাশিতভাবে খুঁজে পেয়েছি। তিনি বলেছিলেন:

‘ইশ! যদি ৪০ বছর আগেই আমি STS-এর দেখা পেতাম। খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে ওঠার সময় বাইবেল থেকে চিন্তাশীল প্রশ্ন করা এবং তা নিয়ে আলোচনার অভ্যাস আমাদের গড়ে ওঠেনি। এখন বাইবেল আমার কাছে এক নতুন বইয়ের মতো মনে হচ্ছে।’

যে পরিচর্যায় প্রতিটি খ্রিস্টানকে ‘ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে পরিচালনা করার’ সক্ষমতা দেওয়া হয় না, তা কেবলই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি (duplication) মাত্র। ‘গ্রেট কমিশন’ বা প্রভুর মহান আজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে STS একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”

জিম থার্বার - সেমিনারি প্রভাষক / মিশন বিষয়ক

প্রশিক্ষক, গ্লোবাল

“কয়েক বছর আগে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply the Story) প্রশিক্ষণটি আমার জীবনে আসে এবং আক্ষরিক অর্থেই তা ছিল আমার প্রার্থনার উত্তর। আমি ৩৫ বছর ধরে বিশ্বের প্রধান তিনটি অ-খ্রিস্টীয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন মহাদেশে একজন মিশনারি হিসেবে যিশুর সেবা করেছি; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তার সাথে মানানসই ও স্বাভাবিক উপায়ে নিজের বিশ্বাসের কথা তুলে ধরতে আমাকে সবসময়ই বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

“এই প্রশিক্ষণটি আক্ষরিক অর্থেই আমার জীবন বদলে দিয়েছে এবং সুসমাচার প্রচার ও শিষ্য তৈরির কাজকে আমার কাছে কেবল স্বাভাবিকই নয়, বরং আনন্দদায়ক করে তুলেছে! ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সাথে কাজ করা এবং নিয়মিতভাবে তাঁর বাক্যকে মানুষের জীবনের গভীরে প্রভাব ফেলতে দেখাটা এখন আমার কাছে এক ‘মুক্তিদায়ক’ ও আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আমি এখন আমার সেবাকার্যটি সত্যিই উপভোগ করছি এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ ফলাফল দেখতে পাচ্ছি!”

ব্রায়ান থম্পসন - চার্চ প্ল্যান্টার/মিশনারি/গল্পকথক/পডকাস্টার, ‘স্টোরি-ফোর-অল’ (story4all), যুক্তরাজ্য

“এই ‘মৌখিক ও অনুসন্ধানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন’ (oral inductive Bible study) পদ্ধতিটি প্রতিটি বাইবেল স্কুল ও খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি আবশ্যিক বিষয় হওয়া উচিত! ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ হলো এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা সুসমাচার প্রচারে যেকোনো খ্রিস্টানকে আরও কার্যকর করে তুলবে।”

রেজিনা ম্যানলি - ওরাল কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট (মৌখিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ), মিশন এভিয়েশন ফেলোশিপ, গ্লোবাল

“প্রথমবার প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর থেকে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story) আমাদের কাছে এমন মানুষের কাছে পৌঁছানোর সেরা উপায় হয়ে উঠেছে, যাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছায়নি। এই নির্দেশিকাটি আমাদের শিষ্য তৈরির মাধ্যমে সেই সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করার এক শক্তিশালী মাধ্যম জুগিয়েছে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে পরম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করার নতুন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে। আমরা বাইবেলের গল্পগুলো শিখি এবং সেগুলোকে আমাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে রাখি। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS) সম্পর্কে জানতে এবং একজন অনুশীলনকারী হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে এই নির্দেশিকাটি পড়ুন। প্রভুর সাথে আপনার আধ্যাত্মিক যাত্রার অভিজ্ঞতা এরপর আর আগের মতো থাকবে না।” —

রেভারেন্ড অ্যাপোলোস জিবো, পরিচালক, ফুফুলদে মিনিস্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টার, নাইজার।

“‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’-র একটি বড় শক্তি হলো, এতে গল্পগুলো বক্তার নিজস্ব ভাষায় বলা হয়, তবে পবিত্র শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু থেকে কোনো কিছু বাদ দেওয়া বা বাড়তি কিছু যোগ না করার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, গল্পটি বলার পর বিভিন্ন প্রশ্ন ও আলোচনার মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে পবিত্র আত্মা শিক্ষার্থীদের কাছে গল্পের অন্তর্নিহিত সম্পদ এবং এর আধ্যাত্মিক প্রয়োগগুলো উন্মোচন করতে পারেন। এই পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত উৎসাহিত করে এবং তাদের এই উপলব্ধি জাগায় যে, তারাও ঈশ্বরের বাক্য অন্যদের কাছে নির্ভুলভাবে এবং এমনভাবে তুলে ধরতে পারে যা ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধি করে।

“বর্তমানে ‘ওরাল বাইবেল স্কুল’ (মৌখিক বাইবেল শিক্ষা কার্যক্রম)-এর সেই যুগান্তকারী ধারণাটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চার্চ নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।”

— **মাইক হোলম্যান, এমএএফ (MAF) লার্নিং টেকনোলজিস, গ্লোবাল**

“আমি একজন গণ-সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছি। কর্ণাটকে শত শত নেতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে TGSP এবং STS দলের অংশ হতে পারার সুযোগের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। STS পদ্ধতির মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী শেখা আমাকে ও আমার পরিবারকে ঈশ্বরের বাণীকে তার প্রকৃত অর্থে বুঝতে, তা হৃদয়ে

ধারণ করতে এবং একজন গণ-ব্যক্তিত্ব হিসেবে যেখানেই যাই সেখানেই সেই বাণী (বা গল্প) প্রচার করতে সহায়তা করেছে।”

এম. কৃষ্ণা, এম.এ. - প্রবীণ সাংবাদিক, প্রকাশক (Pal Voice), ভি. জে. পুর, কর্ণাটক, ভারত।

“আমি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে থাই জনগণের মাঝে কাজ করছি। STS পদ্ধতির সন্ধান পাওয়ার পর আমি উপলব্ধি করি যে, এটি এমন একটি পদ্ধতি যা মূলত বৌদ্ধ-প্রধান এই জাতির মৌখিক বা কথ্য সংস্কৃতির সাথে চমৎকারভাবে মানানসই।

“এই দেশে একটি মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের (church planting movement) অত্যন্ত প্রয়োজন; যার অর্থ হলো, বাইবেল-ভিত্তিক সত্যকে সঠিক অর্থ সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত উপায়ে তুলে ধরার জন্য এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োজন যা সহজেই অন্যদের কাছে হস্তান্তর বা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং থাইল্যান্ডের প্রতিটি প্রান্তে STS পদ্ধতি শেখানোর অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, এটি কেবল গ্রামীণ এলাকার মৌখিক শিক্ষণ-পদ্ধতি পছন্দকারী মানুষদের জন্যই নয়, বরং অধিক শিক্ষিত শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্যও কতটা উপযুক্ত।”

ল্যারি ডিফ্লিন্স, ThM., PhD. - বাইবেল শিক্ষক, OMF থাইল্যান্ড।

“আমাদের এখানে ৬০ জন অনাথ শিশু রয়েছে। প্রতিদিন এদের সামলানো আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও পটভূমি থেকে এসেছে। ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতি আমাদের তাদের ঈশ্বরের বাণী শেখাতে সাহায্য করে; এখন আমাদের শিশুরা পড়াশোনায় খুব ভালো করছে, আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং স্কুলের বন্ধুদের কাছে ঈশ্বরের গল্পগুলো তুলে ধরছে।”

রেভারেন্ড বিজয় রাজ - নির্বাহী পরিচালক, হ্যাপি হোম, কর্ণাটক, ভারত

“আমার দেশে একজন আফ্রিকান মিশনারি, চার্চ প্রতিষ্ঠাকারী এবং বাইবেল স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, আমি খ্রিস্টীয় সেবাকার্যে নিয়োজিত সকল কর্মীর কাছে এই নির্দেশিকাটি (ম্যানুয়াল) সুপারিশ করছি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে, যেকোনো ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে বাইবেলের গল্প শেখানো বা নিজে শেখার ক্ষেত্রে এটি একটি বিস্তারিত ও কার্যকর মাধ্যম। আমার কাছে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story)-র চর্চা শুরু হয় নিজের ঘর থেকেই। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে, আমরা এই নির্দেশিকার কৌশলগুলো ব্যবহার করে বাইবেলের একটি গল্প শিখি ও তা নিয়ে আলোচনা করি। এর ফলে আমাদের পরিবারে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে।”

রেভারেন্ড জ্যাকব ওচিয়েং ওকোথ - প্রতিষ্ঠাতা, শাওয়ার্স অফ ব্লেসিংস চার্চ/মিনিস্ট্রিজ, কেনিয়া

“ইথিওপিয়া ও এর বাইরে পরিচর্যার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল, তা আমি STS-এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। পবিত্র শাস্ত্রের সত্যতার প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা আমাদের ইথিওপিয়ায় বাইবেলের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ‘ইন্টারঅ্যাক্টিভ’ বা পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিটি চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গল্পকথকরা মানুষকে খ্রীষ্টের পথে নিয়ে আসছেন; আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, STS পদ্ধতিটি খোদ গল্পকথকদের জীবনকেও বদলে দিচ্ছে। কারণ, পবিত্র আত্মা যখন তাঁদের সমস্ত সত্যের পথে পরিচালিত করেন, তখন তাঁরা নিজেরাই ঈশ্বরের বাক্যের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পান।”

জুলি কে ফিল্ড - প্যারাক্লেট মিশন গ্রুপ অ্যাসোসিয়েট (গ্লোবাল)

“আমি হিমালয় অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে কাজ করি। কোনো লিখিত নথিপত্র না থাকায় আমাদের এই উপজাতীয় মানুষদের প্রথাগত রীতিনীতি মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের ওপরই নির্ভরশীল। তাই, এই উপজাতীয় মানুষদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো গল্প বলা। আমাদের এই পাহাড়ি অঞ্চলে সুসমাচার তুলে ধরার ক্ষেত্রে ‘স্টারি টেলিং’ বা গল্প বলার পদ্ধতিটি (STS) আমাদের অন্যতম সেরা একটি মাধ্যম।”

রেভারেন্ড টিনুয়াংবা ইমচেন – সিনিয়র যাজক ও বাইবেল শিক্ষক, অরুণাচল প্রদেশ, ভারত

“STS আমাদের ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করেছে, কারণ এর মাধ্যমে পুরো ঘটনাটি বোঝা ও মনে রাখা এবং তা হৃদয়ে গেঁথে রাখা সহজ। এটি আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর অক্ষরজ্ঞানহীন প্রবীণদের ঈশ্বরের বাক্য শেখাতে এবং তাদের প্রতিবেশী পরিবার ও গ্রামগুলোর মানুষের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে। STS পদ্ধতি আমাদের আগের চেয়ে আরও বেশি মণ্ডলী স্থাপনে সাহায্য করেছে।”

রেভারেন্ড দেবসহায়াম – সিনিয়র যাজক/মণ্ডলী প্রতিষ্ঠাতা, এফ এল চার্চ, অন্ধ্র প্রদেশ, ভারত

“বাইবেলের ঘটনার সহজ বর্ণনা, পুনরাবৃত্তি এবং সেগুলোর মধ্য থেকে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়ায় যে বাইবেল-সম্মত নির্ভুলতা বজায় রাখা হতো, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক ও কথোপকথন-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় যখনই কেউ এমন কিছু বলত যা সামান্যতমও ‘ভুল’ বা ‘অসামঞ্জস্যপূর্ণ’ মনে হতো, তখন সঞ্চালক (গল্পকথক) কেবল জিজ্ঞেস করতেন, ‘আমরা কি গল্পের মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পাই?’ সঙ্গে সঙ্গেই পুরো দলকে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে ফিরিয়ে আনা হতো এবং বিষয়টি সহজেই সমাধান হয়ে যেত।”

যাজক মাইলস ডি-বেনেডিকটিস – ক্রস কানেকশন, যুক্তরাষ্ট্র

“বাইবেল বিষয়ক পণ্ডিত ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে, বাইবেলের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের (exegesis) ক্ষেত্রে আমি STS-কে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম বলে মনে করি। আমার দেশে ২৪ বছরের শিষ্য তৈরির পরিচর্যায় (discipleship ministry) আমি এইমাত্র উপলব্ধি করলাম যে, আমি এমন একজন ব্যক্তিকেও শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলিনি যিনি পড়তে ও লিখতে পারতেন না। এই STS ম্যানুয়ালের কৌশলগুলো আমাকে সেই বিশাল

কাজটি শুরু করতে সহায়তা করেছে। আমি সকল মানুষকে—বিশেষ করে আমার সহকর্মী ধর্মতত্ত্ববিদদের—এর প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার ও অনুসরণ করার সুপারিশ করছি।”

রেভারেন্ড লুভাও - জেরুজালেম নিউ লাইফ পেন্টেকস্টাল চার্চ ইন্টারন্যাশনাল, ডি.আর. কঙ্গো

“আমি ‘দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট ইন্ডিয়া’-র যাত্রার শুরু থেকেই এর ক্রমবিকাশ দেখেছি। বাইবেলের গল্পগুলোর সরলতা ও সহজেই অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতার (reproducibility) মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসতে আমরা দেখেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রজন্মে যদি আমরা এই জাতিকে প্রভুর কাছে নিয়ে আসতে চাই, তবে মানুষকে এমনভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যা তারা সহজে বুঝতে পারে। আমি প্রত্যেক চার্চ প্রতিষ্ঠাতাকে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার এবং খ্রীষ্টের জন্য আমাদের জাতিকে শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বাইবেলের গল্পগুলো ব্যবহার করার জোরালো সুপারিশ করছি।”

রেভারেন্ড ড. স্যাম আব্রাহাম - পরিচালক, হিমাচল বাইবেল কলেজ, বেরাকা মিনিস্ট্রিজ, ভারত

সূচিপত্র

অগ্রগামী : আফ্রিকা	9
অগ্রগামী : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	10
অধ্যায় ১: মৌখিক কৌশলের প্রয়োজনীয়তা	12
অধ্যায় ২: প্রশ্ন ও কাহিনী — বাইবেল-ভিত্তিক নজি	19
অধ্যায় ৩: শুধুই গল্প—এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	26
অধ্যায় ৪: ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply the Story) পদ্ধতিতে কীভাবে একটি গল্প প্রস্তুত করবেন	27
দক্ষতা I : কীভাবে গল্প নির্বাচন করবেন, শিখবেন এবং সুন্দরভাবে বলবেন	27
দক্ষতা II : গল্পের মধ্যে কীভাবে রত্ন খুঁজে পাওয়া যায়	41
আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ: নামক গুপ্তধন কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়	48
‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ নামক গুপ্তধন কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়	52
দক্ষতা ৩: কীভাবে প্রশ্ন তৈরি করবেন	56
গল্পের ভূমিকা কীভাবে তৈরি করবেন	60
অধ্যায় ৫: আসুন প্রস্তুতি ও উপস্থাপনার দক্ষতাগুলো প্রয়োগ করে দেখি	62
প্রস্তুতি: আধ্যাত্মিক গুপ্তধন খুঁজে বের করা	54
উপস্থাপনা পর্ব ১: তিনবার গল্প বলা	57
উপস্থাপনা পর্ব ২: আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা	64
উপস্থাপনা পর্ব ২: আধ্যাত্মিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা	70
অধ্যায় ৬: আলোচনা পরিচালনার সাধারণ পরামর্শ	89
অধ্যায় ৭: সঠিক প্রয়োগ – হাতিকে খুঁজে পাওয়া	102
অধ্যায় ৮: যারা পড়তে জানেন না এবং মৌখিক বাইবেল স্কুল	109
অধ্যায় ৯: কাঁটা বা শূল তুলে ফেলা – চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন	117
অধ্যায় ১০: ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS)-এর গল্পকথকদের শ্রেণিবিভাগ	137
অধ্যায় ১১: ব্যবহারের স্থান – STS শেখা ও ছড়িয়ে দেওয়ার উপায়	142
পরিশিষ্ট ক: কোচিং পর্যালোচনা ফর্ম	150
পরিশিষ্ট খ: একটি নমুনা গল্পের মধ্য দিয়ে যাত্রা	153
পরিশিষ্ট গ: ব্যবহারকারীর ওপর প্রভাবের প্রতিবেদন – মেন্টরিং ও বিস্তার	184
পরিশিষ্ট ঘ: একজন নেতার আবিষ্কার	188
ইশ্বরের গল্প: সৃষ্টি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত	192
বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ	193

ভূমিকা: আফ্রিকা

কয়েক বছর আগে উপসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভায় ডরোথি মিলারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সেখানে তিনি আমার স্ত্রী ও আমাকে ঈশ্বরের কাহিনী বা বার্তা প্রচারের মহিমা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন—যা মানুষের কাছে পৌঁছানোর, এমনকি বিধিনিষেধপূর্ণ এলাকায় কাজ করারও একটি চমৎকার কৌশল। আমরা একসাথে মেরি ও মার্থার একটি সাধারণ কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং অবাক হয়েছিলাম যে এর মধ্যে কত গভীর সম্পদ লুকিয়ে ছিল।

পরবর্তীতে, আমি এই ধারণাটি গ্রহণ করি এবং নাইজেরিয়ায় ‘ক্যালভারি মিনিস্ট্রিজ’ (CAPRO)-এর কয়েকটি কর্মক্ষেত্রে এটি চালু করি; এর ফলাফল ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক ও প্রভাবশালী। ‘ক্যালভারি মিনিস্ট্রিজ’ (CAPRO) হলো একটি স্থানীয় মিশনারি সংস্থা, যা আফ্রিকার ৩০টি দেশে সুসমাচার থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর (UPG) মাঝে মণ্ডলী স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে। বর্তমানে আমরা ৬৫টি এমন জনগোষ্ঠীর (UPG এবং MUPG) মাঝে মণ্ডলী স্থাপনের কাজ করছি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ঈশ্বর নিজেকে নানাভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে আমরা সেই সাক্ষ্য বা প্রমাণগুলো খুঁজে পাই। যিশু খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাব মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসার এবং মানুষকে সেই অমূল্য সম্পদ খুঁজে পেতে সহায়তা করার ইচ্ছারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS) হলো বাইবেলকে সুশৃঙ্খলভাবে জানার বা অন্বেষণ করার একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—উভয় শ্রেণীর মানুষই ঈশ্বরের বাক্যকে গভীরভাবে ও নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে (inductively) জানার সুযোগ পায়।

আফ্রিকান সংস্কৃতিতে গল্প বলার যে ঐতিহ্য রয়েছে, তা মূল্যবোধ গড়ে তোলার এবং জীবন-পরিবর্তনকারী শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর ফলে শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি বেশ পরিচিত ও আপন মনে হয়—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ বাস করেন এবং মৌখিক ঐতিহ্যের চর্চা উপভোগ করেন।

এই পরিচিত পরিবেশের বাইরেও, STS শ্রোতাদের স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করে; ফলে ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন বা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। গল্পকথকের উপস্থাপনা ভঙ্গি এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে করা ধারাবাহিক প্রশ্নগুলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এগুলো বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক ও বাইবেল-ভিত্তিক সত্যকে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও তার প্রয়োগ—এই দুটি পদ্ধতি শ্রোতাদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রোতারা বাইবেলের কাহিনীগুলোর মধ্যে নিহিত সত্যগুলোকে বুঝতে ও মনে রাখতে পারেন; উল্লেখ্য যে, বাইবেলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে এই কাহিনীগুলো। এ ছাড়াও, গল্প বলার সময় আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির বিষয়ে এসটিএস (STS) গল্পকথকদের জন্য

প্রয়োজনীয় সতর্কতার নির্দেশনা দেয়। এটি তাদের শোনা গল্পের পটভূমি, বিষয়বস্তু ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খতিয়ে দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

বিশ্বজুড়ে এসটিএস (STS) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, এই বইটিতে প্রশ্ন আকারে এমন অনেক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা বাইবেলের কাহিনীগুলো ব্যক্তিগতভাবে অনুধাবন ও অন্বেষণে সহায়ক।

যাঁরা সকল জাতির মানুষকে শিষ্য করার আহ্বান পেয়েছেন—বিশেষ করে মৌখিক ঐতিহ্যের জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এবং যাঁরা ঈশ্বরের সাথে নিজেদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক নবজাগরণ আকাঙ্ক্ষা করেন—তাঁদের সবার জন্যই এসটিএস (STS) প্রশিক্ষণের সুপারিশ করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। **আমোস আদেরোনমু - আন্তর্জাতিক পরিচালক, ক্যালভারি মিনিস্ট্রিজ (ক্যাপ্রো)**

ভূমিকা: যুক্তরাষ্ট্র

ডরোথি এবং টম মিলারের সাথে আমাদের পরিচয় ও গভীর বন্ধুত্ব ৪০ বছরেরও বেশি সময়ের। প্রথমে ‘গডস স্টোরি’ (God’s Story) চলচ্চিত্র এবং পরবর্তীতে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story) নামক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা ও দ্রুত প্রসার ঘটতে দেখাটা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। খ্রিস্টানরা কীভাবে পথহারা মানুষের কাছে খ্রিস্টকে তুলে ধরছে, অন্যদের শিষ্য করে তুলছে এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে নিজেরাও শিষ্যত্ব লাভ করছে—এই পরিচর্যা বা মিনিস্ট্রি যেভাবে সেই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে, তা দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গ্রাম ও দেশে এই পদ্ধতিগুলোর ব্যাপক বিস্তার এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নতুন উদ্দীপনা ও আগ্রহের সঞ্চার হতে দেখে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। গল্প বলার এই শৈলীটি সব জায়গার সব মানুষের কাছেই সমানভাবে আকর্ষণীয়।

এসটিএস (STS)-এর ‘ইনডাক্টিভ’ বা অনুসন্ধানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্য থেকেই অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষা আহরণ করতে সহায়তা করে; এর ফলে শাস্ত্র সম্পর্কে সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়। এসটিএস-এর এই অত্যাধুনিক কৌশলগুলো মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে সক্ষম।

বস্তুত, বয়স, জাতীয়তা, ধর্মীয় পটভূমি, শিক্ষা, সাক্ষরতার হার বা অন্য কোনো বিষয় নির্বিশেষে সুসমাচারের সত্য বার্তা নিয়ে এটি যে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তা ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’-কে সম্পূর্ণ অনন্য ও অসাধারণভাবে কার্যকর হিসেবে প্রমাণ করে।

এই পরিচর্যাটি আমাদের হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করে কারণ এটি এমন সব মানুষের কাছে পৌঁছায় যারা প্রায়শই সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বা প্রান্তিক অবস্থানে থাকে—যাদের কোনো সম্পদ, বিশেষ দক্ষতা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা দরিদ্র, সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধাবঞ্চিত—যেকোনো মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করার মতো শক্তিশালী ক্ষমতার কারণে, বিশ্বজুড়ে আমাদের দীর্ঘ পরিচর্যার জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এটিই আমাদের দেখা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

ডন ও সন্ড্রা টিপটন – প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, ফ্রেন্ড শিপস আনলিমিটেড (Friend Ships Unlimited)

ঈশ্বরের গভীর সত্যসমূহ

বাইবেলের সরল কাহিনীগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য সতর্ক করে যে, আমাদের মনকে “খ্রীষ্টের প্রতি যে সরলতা” রয়েছে, তা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে (২ করিন্থীয় ১১:৩)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাইবেলের মাধ্যমে আমাদের প্রভু ঈশ্বর নিজেকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রভু আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর সেবা করি এবং তাঁর বাক্য প্রচার করি। এই বিশেষ সুযোগের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেবাকার্যের যেকোনো সাফল্যের সমস্ত মহিমা তাঁকেই অর্পণ করি।

ঈশ্বর ‘দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট’-এর (The God’s Story Project) কাছে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সেবককে পাঠিয়েছেন, যাঁরা ‘গডস স্টোরি’-র শত শত ভাষাগত সংস্করণ তৈরি করেছেন। আমরা ‘গডস স্টোরি’-র সেই সব উদ্যোক্তা, অনুবাদক, কথক, রেকর্ডিস্ট, অর্থদাতা এবং ব্যবহারকারীদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই—যাঁরা এসেছেন মিশনারি, স্থানীয় কর্মী এবং যীশুকে ভালোবাসেন এমন সব চমৎকার মানুষের মধ্য থেকে!

বিভিন্ন দেশে কর্মরত সেই সব অফিস কর্মী ও সংগঠকদের জন্যও আমরা প্রভুর প্রশংসা করি, যাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়ে যাচ্ছেন—অথচ অনেক সময় ঈশ্বর ছাড়া আর কারও নজরেই তা আসে না। আমরা তাঁদের কথাও স্মরণ করি যাঁদের কাজ, ধারণা এবং গল্পগুলো এই নির্দেশিকা পুস্তিকায় (হ্যান্ডবুক) স্থান পেয়েছে। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story)-র পরিচালক ও প্রশিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান দলের কথা ভেবে আমরা শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করি। সেই বিশাল বাহিনীর জন্যও আমরা প্রভুর প্রশংসা করি—যাদের সংখ্যা এখন লক্ষাধিক—এবং যারা বিশ্বজুড়ে সাহসিকতার সাথে তাঁর গল্পগুলো প্রচার করছে।

১৯৯৪ সালে শিল্পী নরম ম্যাকগারি বাইবেল-ভিত্তিক দশটি ছবি এঁকেছিলেন। যীশুকে ‘আমিই সেই’ (I Am)—অর্থাৎ ঈশ্বর—হিসেবে তুলে ধরার জন্য তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতা ব্যবহার করেছিলেন; তাঁর আশা ছিল যে, এর মাধ্যমে তাঁর বৃদ্ধা মা যীশুকে নিজের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করবেন। ২০১২ সালে নরম ইহলোক ত্যাগ করে যীশুর সান্নিধ্যে যান এবং সেখানে তাঁর মায়ের সাথে মিলিত হন। তাঁর সেই শিল্পকর্মই ‘গডস স্টোরি’-র রূপ নেয়, যা পরবর্তীতে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ কার্যক্রম গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা জোগায়। নরমের সেই সেবকের মতো হৃদয়ের জন্য আমরা তাঁকে ভালোবাসি। একজন মানুষের যীশুর প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের মায়ের পরিত্রাণ দেখার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে বিশ্বব্যাপী এক বিশাল প্রচার-অভিযানে পরিণত হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রভুর প্রশংসা করি।

টম ও ডেরোথি মিলার

দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট

অধ্যায় ১: মৌখিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

পাশ্চাত্য বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ ও খ্রিস্টীয়—উভয় পরিবেশেই বাইবেল শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সময়,

আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাইবেলকে এমনভাবে তুলে ধরা যাতে তা সহজেই বোঝা যায় এবং মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে।

আমি উপলব্ধি করলাম যে, ঘটনাপ্রবাহের ক্রমিক বিন্যাস (chronological presentation) এবং গল্পের ওপর ভিত্তি করে আলোচনার মাধ্যমেই সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব।

বিশেষ করে যখন মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হতো, কিন্তু সাথে সাথে তাদের নিজেদেরই সত্যটি খুঁজে বের করার সুযোগ দেওয়া হতো, তখন তারা বাইবেলের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে পারত এবং তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারত।

ঈশ্বর আমাকে ‘গডস স্টোরি: ফ্রম ক্রিয়েশন টু ইটারনিটি’ (God’s Story: From Creation to Eternity)

নামক চলচ্চিত্রটি তৈরির সুযোগ করে দেন। বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে বাইবেলকে তুলে ধরার জন্য

এই চলচ্চিত্রে ঘটনাপ্রবাহের ক্রমিক বিন্যাস ও গল্প বলার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল।

শত শত ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত এই ৮০ মিনিটের চলচ্চিত্রটি—যা মূলত গল্প বলার মাধ্যমে বাইবেলের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছিল—তার ব্যাপক প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই চলচ্চিত্র এবং এর অডিও ট্র্যাকের উপযোগিতা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গল্পের কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল।

পরবর্তীতে, আমরা এমন সব মিশনারি নেতাদের সংস্পর্শে আসি যারা কেবল গল্পই ব্যবহার করছিলেন না,

বরং একটি নির্দিষ্ট গল্পের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ নিবদ্ধ করার গুরুত্বের ওপরও জোর দিচ্ছিলেন।

এই একটিমাত্র নির্দেশিকা ধর্মশাস্ত্র বোঝার সুযোগকে আরও প্রসারিত করেছিল; এর ফলে বিশ্বের এমন সব মানুষও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিলেন যারা পড়ার মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাননি বা পড়তে অক্ষম ছিলেন। অন্যান্য নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের এমন এক পদ্ধতির দিকে ধাবিত করে যেখানে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট গল্পের ওপরই মনোযোগ দেওয়া হয়।

এই দুয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS) বা সহজভাবে গল্প বলার পদ্ধতি।

STS-এ একটি নির্দিষ্ট গল্পের ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা হয় এবং ঈশ্বরের বাক্যের গভীরে প্রবেশ করা হয়।

সুনির্দিষ্ট আলোচনার প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষ নিজেরাই সত্যটি আবিষ্কার করে।

এখন আমরা কেবল বিষয়বস্তু বোঝা বা ব্যক্তিগত প্রয়োগের চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাই।
আমরা যা দেখি, তা হলো—স্মরণে রাখা বা মনে গেঁথে নেওয়া!

যে ব্যক্তি গাড়ি চালিয়ে শহরে যায়, সে পরের বার ফিরে আসার পথটাও জানে।

সেই ফলাফলগুলোর বাইরেও আমরা দেখি যে, মানুষ অন্যদের সাথে বিষয়গুলো ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়িত ও সাহসী হয়ে উঠছে।

STS বাইবেল-ভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপনকারীদের উৎসাহিত করে যেন তারা গল্পগুলোকে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করেন—অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ গল্প হিসেবে—যেভাবে ঈশ্বর সেগুলো প্রদান করেছেন। ‘গল্প’ বলতে আমরা বাইবেলের বিভিন্ন অংশকে বুঝি; এমনকি এমন সব অংশকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে গল্প বলে মনে হয় না। এই নির্দেশিকাটিতে (হ্যান্ডবুক) গল্পগুলো কীভাবে আকর্ষণীয় ও নির্ভুলভাবে বলা যায় এবং আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে তা শেখানো যায়, সে বিষয়ে তথ্য রয়েছে। এই নির্দেশিকা ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের উপকরণের পাশাপাশি, STS কর্মশালায় প্রদত্ত ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ বা কোচিং মানুষকে এই দক্ষতাগুলো গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ধর্মশাস্ত্র শেখার এই পদ্ধতিটি কাদের প্রয়োজন?

যুক্তরাষ্ট্রের একটি এসটিএস (STS) কর্মশালায় আগত এক ব্যক্তি ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি সেখানে এসেছিলেন:

আমার যাজক হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথম বছরের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম যে একটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে। চার্লস্টন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে বাইবেল বিষয়ে আমার চার বছরের ডিগ্রি ছিল এবং গার্ডন-কনওয়েল থিওলজিক্যাল সেমিনারি থেকে আমি সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম। আমি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঈশ্বর আমাকে সেবার জন্য যে স্থানটি দিয়েছিলেন, সেখানে আমি ‘মহান আজ্ঞা’ (Great Commission) পালন করতে চেয়েছিলাম। মণ্ডলীর বেদিতে দাঁড়িয়ে প্রচারের কাজটা ভালোই চলছিল। মানুষ মাথা নেড়ে সায় দিত এবং গির্জা থেকে বেরোনোর সময় বলত, “চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন, যাজক।”

কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কয়েকজন নতুন বিশ্বাসী তাদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত একটি সানডে স্কুল ক্লাসে সমবেত হতে শুরু করলেন। তারা বিশ্বাসে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তাদের আরও শেখার প্রয়োজন ছিল। আমরা তাদের আমাদের মণ্ডলী-গোষ্ঠীর প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত প্রচলিত পাঠ্য-উপকরণ—অর্থাৎ ‘কোয়ার্টারলি’ (ত্রৈমাসিক

পুস্তিকা) — দিয়েছিলাম। আমি তাদের উৎসাহিত করে বলতাম, “বাড়ি গিয়ে এই বিষয়গুলো পড়ে দেখবেন। আপনারা যখন ফিরে আসবেন, তখন আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারব।”

ক্লাসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, “আপনারা যা পড়েছেন তা থেকে কী শিখলেন? কোনো প্রশ্ন আছে কি? আকর্ষণীয় কিছু কি চোখে পড়ল?” প্রায় প্রতিবারই উত্তর আসত—নিস্তব্ধতা।

এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা পাঠ্য বিষয়গুলো পড়ছিল না। অবশেষে এক সপ্তাহে, হতাশ হয়ে আমি একজনকে ক্লাসের শুরুতে পাঠ্য অংশটি জোরে পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলাম। দীর্ঘ ও অস্বস্তিকর এক অপেক্ষার পর, একজন ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। তিনি খুব ধীরগতিতে ও কষ্ট করে কয়েকটি লাইন পড়লেন এবং অনেক শব্দের উচ্চারণ ভুল করলেন। তখনই আমি আসল বিষয়টি বুঝতে পারলাম! এরা পাঠ্য বিষয়গুলো পড়ছিল না—কারণ তারা আসলে ঠিকমতো পড়তেই পারত না।

বিষয়টি নিয়ে আরও খোঁজখবর নেওয়ার পর পরিসংখ্যান আমার পর্যবেক্ষণকেই নিশ্চিত করল। আমার গির্জার আশপাশে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কোনো হাই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা ছিল না। একজন তরুণ যাজক হিসেবে আমি এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম: যারা পড়তে পারে না কিংবা পড়তে চায় না, তাদের কাছে কীভাবে আমরা সুসমাচার প্রচার করব এবং কীভাবে তাদের শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলব?

দুটি ইভানজেলিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ধর্মসেবার প্রস্তুতির জন্য সাত বছর কাটানোর পরেও, আমি কখনও ‘মৌখিক শিক্ষার্থী’ (যারা শুনে বা মৌখিকভাবে শেখে) সম্পর্কে কিছু শুনিনি। ধর্মসেবার ক্ষেত্রে সাক্ষরতার স্বল্পতা যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না; আর যাদের পালক বা মেম্বারপালক হিসেবে সেবা করার জন্য ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছিলেন, সেই মৌখিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করার মতো কোনো কৌশল বা উপকরণও আমার জানা ছিল না। ঠিক এই কারণেই আমি এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছি।

সেই পালক এবং এসটিএস (STS)-এর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধ দেখা যায়: তাঁরা ঈশ্বরের বাক্যকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করেন। তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রের বাণী বুঝতে, মনে রাখতে এবং নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে আগ্রহী। পাশাপাশি, তাঁরা অন্যদের জীবনেও এই বিষয়গুলোর বিকাশ ঘটাতে চান।

মৌখিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কতটা?

বাইবেলের গল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার বিষয়টি তখন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন আমরা ‘মৌখিক পদ্ধতিতে শিখতে অভ্যস্ত’ (oral learner) বা ‘ওরাল লার্নার’ —এই শ্রেণিবিভাগটির অর্থ এবং তারা কীভাবে তথ্য গ্রহণ করে তা অনুধাবন করি।

যারা পড়তে পারেন না, তারা স্বভাবতই মৌখিক পদ্ধতিতে শিখতে অভ্যস্ত। যারা অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দিতে চান, তাদের জন্য এটি জানা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে, ধর্মগ্রন্থের লিখিত উপস্থাপনা থেকে কতজন মানুষ আসলে শিখতে সক্ষম। এই বিষয়টি যাচাই করতে গিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ: অনুসন্ধান দেখা যায় যে, অধিকাংশ দেশই তাদের সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে দেখায় অথবা সাক্ষরতা পরিমাপের ত্রুটিপূর্ণ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সেই হার প্রকাশ করে—যেমন, “যদি আপনি নিজের নাম সহ করতে পারেন, তবেই আপনি সাক্ষর!”

গত তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার মাত্রা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন গবেষণা চালানো হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে পড়ার দক্ষতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩ সালে পরিচালিত সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয় পড়তে পারেন না (৪ শতাংশ), অথবা তাদের পড়ার দক্ষতা অত্যন্ত সীমিত। এর অর্থ হলো, অর্ধেকেরও বেশি আমেরিকান পড়তে গিয়ে হিমশিম খান এবং সম্ভবত বাইবেলের অধিকাংশ অংশই তারা বুঝতে পারেন না। এই মানুষদের ভালোভাবে শেখার একমাত্র কার্যকর উপায় হলো মৌখিক পদ্ধতি।

‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story) যখন থেকে মানুষকে বাইবেলের গল্প বলা বা উপস্থাপনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে, তখন থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে—যদিও বাকি ৪৮ শতাংশ আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দক্ষ থেকে শুরু করে অত্যন্ত উচ্চমানের পাঠক রয়েছেন, তবুও তাদের অনেকেই মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে খুব ভালোভাবে শিখতে পারেন। বস্তুত, তাদের একটি বড় অংশ এভাবেই শিখতে বেশি পছন্দ করেন। এই মানুষদের ‘পছন্দসই মৌখিক শিক্ষার্থী’ (Preferred Oral Learners) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সীমিত, সেখানে সাক্ষরতার হার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। ফলে, এসব দেশে নিরক্ষর এবং মৌখিক বা শ্রবণ-নির্ভর পদ্ধতিতে শিখতে পছন্দ করা মানুষের হারও অনেক বেশি।

যারা শুনে বা মৌখিকভাবে শেখে, তারা সাধারণত কোনো নোট বা টীকা লিখে রাখে না (বা রাখতে পারে না); তাই কোনো তথ্য মনে রাখার জন্য তারা সেটিকে একটি গল্পের আকারে সাজিয়ে নেয়। যদি তাদের সামনে কোনো তথ্য কেবল ধারণা, নীতিবাক্য, বিষয়বস্তু বা রূপরেখা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—যার মধ্যে কোনো গল্পের উপাদান নেই—তখন তা মনে রাখার মতো কোনো কাঠামো বা ভিত্তি তারা খুঁজে পায় না।

বাইবেল রচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের গল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করুন।
বাইবেলের গঠনশৈলী হলো:

১০% ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
২৫-৩৫% কবিতা এবং
৫৫-৬৫% আখ্যান বা গল্প ১

আপনি কি কখনও কারও কাছে কোনো ঘটনা বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিটি বারবার প্রশ্ন ও মন্তব্য করে আপনাকে থামিয়ে দিয়েছে? ফলে, বারবার ব্যাঘাত ঘটার কারণে আপনার সেই গল্পের মূল আবেদন বা প্রভাবটাই হয়তো হারিয়ে গেছে। বাইবেলের গল্পগুলোর ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই—এগুলো যখন লিখিত রূপ অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়, তখনই এগুলোর প্রভাব সবচেয়ে জোরালো হয়। যেহেতু ঈশ্বর বাইবেলের অধিকাংশ অংশই গল্পের আকারে আমাদের দিয়েছেন, তাই আসুন আমরা প্রভুকে তাঁর সম্পূর্ণ গল্পটি বলতে দিই।

বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা

কল্পনা করুন, আপনি একটি উপহার মুড়িয়ে কোনো বন্ধুকে পাঠালেন, আর পরে সেটি কোনোভাবেই না খুলেই আপনার কাছে ফেরত এল! আপনি কি তখন ধরে নেবেন যে আপনার বন্ধু ওই উপহারের ভেতরের জিনিসটি চাননি? নাকি এমনও হতে পারে যে, যাকে উপহারটি পাঠানো হয়েছিল তিনি আসলে জানতেনই না কীভাবে সেটি খুলতে হয়?

আমরা যখন বাইবেল-ভিত্তিক সত্যগুলোকে কোনো বিষয়ভিত্তিক, ধারণাগত বা বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর মোড়কে উপস্থাপন করি, তখন যারা মূলত শুনে শেখার ওপর নির্ভরশীল (oral learners), তারা সেই মোড়কটি খুলতেই পারেন না।

যারা বাইবেলের সত্য প্রচার করতে চান, তাদের জন্য এখন সময় এসেছে ‘গল্প’ বা আখ্যানের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার পরিণাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার। সুসমাচার শোনা এবং শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে—এমন বিপুল সংখ্যক মানুষই মূলত শুনে শেখার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। প্রচারক হিসেবে আমরা যখন গল্প বা আখ্যানের বাইরে গিয়ে তথ্যগুলোকে নতুনভাবে সাজাই বা বিন্যস্ত করি, তখন শুনে শেখার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির কেবল সেই তথ্য মনে রাখতে পারেন না তা-ই নয়, বরং আমরা যে সত্যগুলো তুলে ধরি, তার অধিকাংশই তারা বুঝতেও পারেন না।

১ টম স্টেফেন, *ওয়ার্ল্ডভিউ-বেসড স্টোরিয়ার: দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ সিম্বল, স্টোরি, অ্যান্ড রিচুয়াল ইন দ্য ওরালিটি মুভমেন্ট* (ওরালিটি রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৮), ১৫৬-১৫৭।

কেন 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story) পদ্ধতি ব্যবহার করবেন?

প্রচলিত বা বিষয়-ভিত্তিক (topical) শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং আরোহী পদ্ধতি (inductive study) ও মৌখিক শৈলী-নির্ভর গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই STS পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিহিত রয়েছে: কে বা কী শিক্ষা দেবে? আসুন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ধর্মশাস্ত্র এবং পবিত্র আত্মার বাইবেল-সম্মত ভূমিকাগুলো আমরা বিবেচনা করে দেখি।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, বক্তা আগেই ঠিক করে নেন যে কী শেখানো হবে। নিজের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে ও তার সপক্ষে প্রমাণ দিতে শিক্ষক নির্দিষ্ট কিছু পদ বা অংশ নির্বাচন করে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করেন। এই পদ্ধতিটি ভুল নয়—তবে শিক্ষাদানের এটিই একমাত্র উপায় নয়।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি কোনো কাহিনী বা ঘটনাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, যার ফলে প্রাপ্ত তথ্য মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাইবেলের কাহিনীগুলো আমাদের আত্মা, প্রাণ ও শরীর—সবকিছুর ওপরই প্রভাব ফেলে। একজন শিক্ষক যখন কাহিনীটিকে ভেঙে বিভিন্ন শ্রেণিতে বা ভাগে ভাগ করে তথ্য উপস্থাপন করেন, তখন সেই তথ্য কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; তা আমাদের প্রাণ ও আত্মার গভীরে পৌঁছাতে পারে না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের সময় বক্তা আগে থেকে ঠিক করা কিছু বিষয় বা যুক্তি প্রমাণ করার জন্য বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ধৃতি বা পদ নির্বাচন করেন। শ্রোতারা তা শোনে এবং হয়তো নোটও নেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী বা আখ্যান থাকে না যা অনুসরণ করা যায়। তাই যারা নোট নিতে পারেন না, তাদের কাছে তথ্যগুলোকে একত্রে ধরে রাখার মতো কোনো সূত্র বা কাঠামো থাকে না। তাদের কাছে বিষয়টি অনেকটা হাড়বিহীন মানবদেহের মতো মনে হয়!

মণ্ডলীতে যারা শুনে শেখার ওপর নির্ভরশীল, তাদের পক্ষে শেখানো বিষয়গুলো মনে রাখার কোনো উপায় না থাকায় তারা অন্যদের কাছে সেই তথ্যের খুব একটা অংশ পৌঁছে দিতে পারেন না। কোনো গল্পের সূত্র না থাকলে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ বা ধারাবাহিকতা থাকে না। আর যারা পড়ে শেখেন—তাদের কথাই বা কী? নোট বা টীকা না দেখে তাদের পক্ষেও বার্তাটি অন্যদের কাছে তুলে ধরা কঠিন হয়ে পড়ে; তাছাড়া সত্যি বলতে, গির্জায় যারা যান, তাদের অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনের কর্মক্ষেত্রে বা চলাফেরার সময় সেই ধর্মোপদেশের নোট সাথে রাখেন না। তবে, পড়ে শেখা বা শুনে শেখা—উভয় ধরনের মানুষই সেই সব চমৎকার সাক্ষ্য বা গল্পের উদাহরণগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, যেগুলো মূলত সেই প্রথাগত বা 'লিখিত-শৈলীর' ধর্মোপদেশগুলোকে সহজবোধ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল!

তাছাড়া, অধিকাংশ শ্রোতার পক্ষেই নিজে থেকে এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক তথ্য খুঁজে বের করার কোনো উপায় থাকে না; ফলে শিক্ষকের ওপর তাদের নির্ভরতা বজায় থাকে। ঠিক যেমন মা-পাখি খাবার সংগ্রহ করে তা অপেক্ষমান ছানাদের হাঁ-করা মুখে তুলে দেয়, তেমনি শ্রোতাদের হাতেও তথ্যের টুকরো তুলে দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে এই শ্রোতারা তাদের পরবর্তী 'খাবার'-এর অপেক্ষায় থাকে। অতিরিক্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা আসলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে পাখির বাসায় পঞ্চাশ বছর বয়সী পাখি বসে থাকে!

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার অত্যধিক ব্যবহারের আরেকটি সমস্যা হলো: শিক্ষকরা প্রায়শই এমন বিষয় বেছে নেন যা তাঁদের মতে মানুষের শোনা প্রয়োজন। তখন বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে এমন সব পদ বা আয়াত বেছে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় যা ওই বিষয়টিকে সমর্থন করে—অর্থাৎ এমন সব পদ যা শিক্ষকের আগে থেকেই জানা। বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিটি শিক্ষকদের নতুন কোনো তথ্য বা অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য বাইবেলের কম পরিচিত অংশগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করতে তাগিদ দেয় না।

অধিকাংশ বিশ্বাসীই কোনো না কোনো খ্রিস্টীয় সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন কিংবা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা শুনেছেন। উপস্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্যে থাকতে পারে সুসমাচার প্রচার, সুসমাচার পৌঁছানি এমন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো, পরিবার, অর্থব্যবস্থাপনা, সংযম, প্রার্থনা, ঈশ্বরের গুণাবলি, নিরাময়, ব্যবসায় সততা কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী। এ সবই

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে মজার ব্যাপার হলো, আমরা দেখি যে গল্পের উপস্থাপনা ও আলোচনার মাধ্যমেই এই সব বিষয় তুলে ধরা ও আলোচনা করা সম্ভব।

মৌখিক ও আরোহী (inductive) পদ্ধতির গল্প বলার ক্ষেত্রে, শিক্ষক পুরো গল্পটি ব্যবহার করেন এবং গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টিগুলো বেরিয়ে আসতে দেন। শিক্ষকরা যখন আগে থেকেই ঠিক করে নেন যে কোনো ধর্মগ্রন্থের অংশ বা গল্প থেকে ঠিক কোন বিষয়টি শেখানো হবে, তখন সেই অংশের অন্যান্য তথ্য সহজেই উপেক্ষিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন ও আলোচনার মাধ্যমে যখন কোনো গল্পকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়, তখন একাধিক বিষয় উঠে আসে এবং সেগুলোর ওপর আলোচনা করা সম্ভব হয়। পবিত্র আত্মা তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত বার্তা পৌঁছে দেন।

সাধারণত, বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে—যেখানে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সমর্থনকারী ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অংশ বা আয়াতের তালিকা ব্যবহার করা হয়—শ্রোতাদের কাছে বাইবেলীয় তথ্যগুলো অজান্তেই কোনো নিয়ম বা আইনের মতো মনে হতে পারে। পক্ষান্তরে, গল্পের ব্যবহার যখন করা হয়, তখন সেই গল্প বা অংশের মধ্যে নিহিত বহুবিধ সত্য শ্রোতাদের হৃদয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়।

কখনও কখনও শিক্ষকরা মনে করেন যে তাঁরা এসটিএস (STS) পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, অথচ বাস্তবে তাঁরা সেই মূল উপাদানটিই বাদ দিয়ে ফেলেন যা এসটিএস পদ্ধতিতে বলা কোনো গল্পকে বহু মানুষের জীবন স্পর্শ করার মতো শক্তিশালী করে তোলে। ভুলটি হলো এই: শিক্ষক গল্পটি তো বলেন, কিন্তু তারপর এমন কোনো বিষয়ের সাথে গল্পটিকে জুড়ে দেন যা হয়তো সেই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই নয়।

এখানে গল্পটিকে শিক্ষকের সাথে মানানসই করে গড়ে তোলা হয়—শিক্ষককে গল্পের ছাঁচে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় না।

প্রকৃত এসটিএস (STS) পদ্ধতিতে, আপনি যে শিক্ষা বা অন্তর্দৃষ্টিই প্রদান করুন না কেন, তা অবশ্যই সেই গল্পের মধ্যেই দৃশ্যমান হতে হবে।

শিক্ষকরা যখন কোনো গল্পকে কেবল তাঁদের পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও বিশ্বাস শেখানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন—যেমনটা আমরা আগেই বলেছি—তখন তাঁরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে নতুন কিছু শেখার এক চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করেন। বাইবেলের কোনো গল্প বা অংশের মধ্যে নতুন কোনো সত্য বা রত্ন খুঁজে পাওয়াটা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত রোমাঞ্চকর একটি বিষয়। গল্প-বলিয়ে শিক্ষকের সামনে তখন মূল চ্যালেঞ্জটি হয়ে দাঁড়ায় এই যে, কীভাবে তাঁরা তাঁদের খুঁজে পাওয়া সেই নতুন রত্নগুলোকে প্রশ্ন আকারে অত্যন্ত কৌশলে ও নমনীয়ভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন, যাতে শ্রোতারাও সেই নতুন কিছু আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারেন।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আপনি কি চান যে বাইবেল-ভিত্তিক সত্যগুলো কেবল উন্নত দেশগুলোতেই নয়, বরং বিশ্বের ‘অ-সুসমাচারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী’ (UPGs) এবং ‘১০/৪০ উইন্ডো’ (10/40 window) অঞ্চলের সুসমাচার-বঞ্চিত মানুষের কাছেও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া হোক? (‘১০/৪০ উইন্ডো’ হলো উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি আয়তাকার অঞ্চল—যা মূলত ১০ ডিগ্রি ও ৪০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী—যেখানে বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করে এবং যাদের অধিকাংশই যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি।) যদি তাই হয়, তবে আমরা যেভাবে তথ্য বা বার্তা উপস্থাপন করি, তাতে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। আমরা কি এতে সাড়া দেব? (এ বিষয়ে ‘Making Disciples of Oral Learners’ বইটি দেখুন। এটি www.oralbible.com ওয়েবসাইট থেকে মুদ্রিত ও অডিও—উভয় ফরম্যাটেই ডাউনলোড করা যাবে।).

অধ্যায় ২: প্রশ্ন ও কাহিনি – বাইবেল-ভিত্তিক নজির

যিশুর আদর্শ: গল্প বলুন, প্রশ্ন করুন

যীশু কীভাবে শিক্ষা দিতেন? তাঁকে প্রায় ২০০ বার বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকবারই তিনি সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন! বাকি প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে কিংবা কোনো গল্প বা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উত্তর দিতেন। তাছাড়া, যীশু কি কেবল গল্প বলেই থেমে যেতেন? ... না। সাধারণত গল্পটি বলার পর তিনি একটি প্রশ্ন করতেন এবং আলোচনার সুযোগ করে দিতেন।

যীশু কি গল্প ব্যবহার করতেন কারণ তিনি 'তোরাহ স্কুল' থেকে পড়াশোনা শেষ করেননি, কিংবা তিনি কেবল একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন বলে? ... না! একদমই তা নয়। তাহলে কি এর কারণ এই যে, যীশুর সমসাময়িক মানুষেরা খুব একটা শিক্ষিত ছিল না (হয়তো বড়জোর ১১ শতাংশ), তাই অশিক্ষিত মানুষদের বোঝানোর জন্য তাঁকে গল্পের আশ্রয় নিতে হতো? হতে পারে ... তবে একটু দাঁড়ান। ফরীশীদের সঙ্গে যীশু কীভাবে কথা বলতেন? তিনি কি কখনও গল্প ব্যবহার করতেন? ... হ্যাঁ, করতেন। আর তারাও সেই বার্তাটি বুঝতে পারত—এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসও স্থাপন করেছিল।

আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত—যীশু কি এমন সব অসাধারণ বক্তৃতা দিতে পারতেন না, যেখানে তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উচ্চমানের শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করতেন? ... হ্যাঁ, তিনি তা পারতেনই। কিন্তু যীশু এমন সব শব্দ বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁর সমসাময়িক সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা বুঝতে পারত—শুধুমাত্র সেই সব শব্দ নয় যা কেবল অত্যন্ত শিক্ষিতরাই বুঝত।

যীশু আমাদের ইতিহাস শেখাতে আসেননি; তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক বার্তা নিয়ে এসেছিলেন যা 'মন দিয়ে শ্রবণকারী' প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারত। এসটিএস (STS)-এ অংশগ্রহণকারীরা শেখে কীভাবে সেই গল্পগুলোর মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক তথ্য বা 'রত্ন' খুঁজে বের করতে হয় এবং কীভাবে আলোচনার মাধ্যমে এমন সব প্রশ্ন তৈরি ও জিজ্ঞাসা করতে হয়, যা শ্রোতাদের সেই রত্নগুলোর সন্ধান পেতে সহায়তা করবে।

বাইবেলের গুপ্তধন কী? সেই পথ

একসময় এক ব্যক্তি কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিলেন। শহরে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন। অবশেষে তিনি যখন গ্রামে ফিরে এলেন, তখন সবাই তাঁকে পরম বন্ধু হিসেবে স্বাগত জানাল।

নতুন ধনী হওয়া এই ব্যক্তি তাঁর উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ প্রকৃত বন্ধুদের উপহার হিসেবে দিতে চাইলেন। তাই তিনি একটি পরিকল্পনা করলেন: তিনি একদিনের জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তারপর ফিরে এলেন। এরপর তিনি তাঁদের সবাইকে একত্র করলেন যাঁরা নিজেদের তাঁর বন্ধু বলে দাবি করতেন এবং তাঁদের সবাইকে বললেন যেন তাঁরা কাছের পাহাড়ের ওপারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

ধনী ব্যক্তিটি সমবেত মানুষদের একত্রিত করলেন এবং একটি ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, “নদীর দিকে যে পথটি গেছে, আমি সেই পথটি প্রস্তুত করেছি। তোমরা যদি সেই পথ ধরে যাও, তবে কিছু গুপ্তধন খুঁজে পাবে। এখন যাও; আমার দেওয়া উপহারগুলো খুঁজে নাও।”

তখন লোকজন সেখান থেকে বেরিয়ে পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কেউ কেউ মাত্র কিছুটা দূর পর্যন্তই গেল। তারা বলল, “হুম, পথটা তো বেশ কৌতূহলজাগানিয়া। দেখা যাক এর মধ্যে কী আছে।” তাই তারা নিচু হয়ে পথের ওপর থেকে কিছুটা বালি তুলে নিল এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বাড়ি নিয়ে গেল।

অন্যরা আবার দৌড়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তারা অভিযোগের সুরে বলল, “এই পথটা তো আমাদের ভালোভাবেই চেনা। এখানে নতুন কিছুই নেই। আমরা তো কোনো গুপ্তধনই খুঁজে পেলাম না।”

বাকিরা সেই পরিচিত পথ ধরে হাঁটতে থাকল। চলার পথে তারা একে অপরের সাথে কথা বলতে লাগল—যেমন, “ওই যে পড়ে থাকা পুরোনো গাছটা দেখছ? আমাদের চলার পথ সহজ করার জন্য আমাদের সেই বন্ধু ওটাকে সরিয়ে দিয়েছিল।” পথচারীরা আরও লক্ষ্য করল যে, পথটিকে নিরাপদ করার জন্য কাঁটারোপগুলোও হেঁটে ফেলা হয়েছে।

উপহারের খোঁজে তাড়াহুড়া করে ছুটে চলার পরিবর্তে, তারা আরও ধীরগতিতে হাঁটতে শুরু করল। তাদের ধনী বন্ধুটি তাদের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তার সুফল তারা উপভোগ করতে চাইল। তারা বুঝতে পারল যে, এই পথটিই আসলে তাদের বন্ধুর দেওয়া এক উপহার।

হঠাৎ, হেঁটে চলা মানুষদের মধ্যে একজন থামল এবং কোনো কিছু দেখানোর জন্য সবাইকে কাছে ডাকল।

“এই যে পথের পাশে, ঝোপের নিচে তাকাও। এখানে চালের বস্তা রয়েছে!”

এরপর আরেকজন বলে উঠল, “এদিকে তাকাও, পথের পাশের ঝোপঝাড়ের নিচে!

আমি অনেকগুলো একদম নতুন রান্নার পাত্র খুঁজে পেয়েছি!”

বারবারই, ধীরগতিতে চলা মানুষগুলো পথের ঠিক পাশেই লুকিয়ে রাখা সব উপহার খুঁজে পেতে লাগল। তারা বুঝতে পারল যে, তাদের ধনী বন্ধুটিই তাদের জন্য এই উপহারগুলো সেখানে রেখেছিল। ওই ধনী ব্যক্তিটি জানতেন যে, তাঁর প্রকৃত বন্ধুরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর দেখানো পথকে গুরুত্ব দেবে; তাই তারাই সেই উপহারগুলো খুঁজে পাবে যা তিনি তাদের জন্য সেখানে রেখেছিলেন।

যেসব মানুষ সেই ধনী ব্যক্তির পরম যত্নে প্রস্তুত করা পথ ধরে দ্রুত ছুটে গিয়েছিল, তারা সেই পথের সমস্ত গুপ্তধন বা অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া করে ফেলেছিল। তারা যথেষ্ট ধীরগতিতে চলেনি বলে সেই পথ কিংবা পথ-নির্মাতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। (আর যারা সেই পথের

বালুকণা খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—তারা এখনও সেই বিশ্লেষণেই মগ্ন। তারা এখনও সেই পথ পাড়িই দেয়নি!)

বাইবেলের প্রতিটি কাহিনীই হলো ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা এক একটি পথ। যারা বাইবেলের কোনো কাহিনীর পথ ধরে ধীরলয়ে অগ্রসর হবে, তারা সেখানে লুকিয়ে থাকা গুপ্তধন—অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সত্যের উপহার—আবিষ্কার করতে পারবে। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story)-তে আমরা ঠিক এই কাজটিই করি।

নাথানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা

২ শমুয়েল ১২:১-১৪ পদে, ঈশ্বর আধ্যাত্মিক সত্য তুলে ধরার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। রাজা দাযূদ—যিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং যাকে ঈশ্বর রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন—পরবর্তীতে ব্যভিচার এবং সেই নারীর স্বামীকে হত্যা করার জন্য নিজের সেনাপতিকে নির্দেশ দেওয়ার মতো গুরুতর পাপ করেছিলেন! এরপর দাযূদ তাঁর সেই পাপ গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাই ভাববাদী নাথন দাযূদের কাছে এসে একটি গল্প শোনালেন, যার বিষয়বস্তু ছিল এইরকম: দুজন লোক ছিল—একজন ধনী আর অন্যজন দরিদ্র। সেই অত্যন্ত ধনী লোকটির প্রচুর গবাদি পশু ও মেষ ছিল। একদিন যখন সেই ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি এলেন, তখন তিনি দরিদ্র লোকটির একমাত্র পোষা মেষশাবকটি চুরি করে জবাই করলেন এবং তা তাঁর অতিথিকে খাবার হিসেবে পরিবেশন করলেন!

নাথানের কথা শুনে দাউদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বাইবেলের সেই ঘটনায় দাউদ নাথানকে বললেন, “সদাপ্রভুর দিব্যি, যে ব্যক্তি এমন কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই মরবে! আর তাকে ওই মেষশাবকের বদলে চারটি মেষশাবক দিতে হবে; কারণ সে এমন কাজ করেছে এবং তার মনে কোনো দয়া-মায়া ছিল না।”

তখন নাথান দাউদকে বললেন, “সেই ব্যক্তিটি আপনিই।”

নাথনের ঘটনাটি শোনার আগেই, ঈশ্বরের অনুসারী হিসেবে দাযূদ কি জানতেন যে ব্যভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যা—এসবই অন্যায়? ... হ্যাঁ! তাহলে দাযূদ কি জানতেন যে তিনি পাপ করেছেন? ... হ্যাঁ, আমিও তা-ই মনে করি। দাযূদ কি তাঁর পাপ স্বীকার করেছিলেন? ... ঠিক তাই। তিনি তাঁর পাপ স্বীকার করেননি।

সাধারণত, ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ব্যভিচার ও হত্যার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রচার চালাবেন বলে আপনি আশা করেন? ... নাথন কেমন ধরনের প্রচার বা বার্তা ব্যবহার করেছিলেন? ... ও হ্যাঁ! দাযূদকে সরাসরি কোনো কথা না বলে, নাথন একটি গল্প বলেছিলেন।

লক্ষ্য করুন কী ঘটেছিল। সেই ঘটনা শুনে দাযূদ কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? ... ঠিক। দাযূদ সঠিকভাবেই সেই ধনী ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং এমনকি বলেছিলেন যে, ক্ষতিপূরণ

হিসেবে তার কী করা উচিত? ... আর সে কিসের যোগ্য ছিল? ... ঠিক ধরেছেন। দাযুদ বলেছিলেন যে, ধনী ব্যক্তিটি যে মেষশাবকটি চুরি করেছিল তার বদলে তাকে চারটি মেষশাবক দিতে হবে এবং তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত!

দাউদ সেই গল্পের মর্মার্থ উপলব্ধি করলেন—সেই ধনী ব্যক্তির পাপ দেখতে পেলেন—এবং তারপর এক ন্যায়পরায়ণ ও আধ্যাত্মিক মন্তব্য করলেন।

গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে যা সঠিক, দাউদ যখন তা মুখে স্বীকার করলেন, তখন নাথন তাঁকে সেই গল্পের সাথে যুক্ত করলেন এবং বিষয়টি তাঁর নিজের জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বললেন: “দাউদ, সেই ব্যক্তিটি আপনিই।” এরপর নাথন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলেন যে, কীভাবে দাউদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন।

অবশেষে দাযুদ তাঁর পাপের দায় স্বীকার করলেন। তিনি নাথনকে বললেন, “আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।” সেই গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা দেখি যে, মৃত্যুদণ্ডের যে শাস্তি— (যা ধনী লোকটির ওপর আসা উচিত বলে দাযুদ নাথনকে বলেছিলেন)— তা শেষ পর্যন্ত দাযুদের নিজের পরিবারেই নেমে এল।

বাইবেলে বর্ণিত দাউদের সেই ঘটনাটি ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story বা STS)-এর মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রধান দিকগুলোকে তুলে ধরে। বাইবেলের কোনো ঘটনা শোনার পর এবং তা গভীরভাবে অনুভব করার পর, শ্রোতারা সাধারণত সেই বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা করতে সক্ষম হন। ঘটনার গভীরে গিয়ে তাঁরা সেই কাহিনির চরিত্রদের বিষয়ে আধ্যাত্মিক সত্য বা তথ্য আবিষ্কার করেন এবং তা মৌখিকভাবে স্বীকার করেন। এই আবিষ্কারগুলোকে আমরা ‘আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ’ (Spiritual Observations) বলে থাকি।

আলোচনাকালে শ্রোতারা যখন উচ্চস্বরে কথা বলেন এবং কাহিনির চরিত্রদের বিষয়ে তাঁদের উপলব্ধির কথা ভাগ করে নেন, তখন গল্প-বলিয়ে তাঁদের নিজেদের সেই কাহিনির প্রেক্ষাপটে কল্পনা করার আহ্বান জানান। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সেই কাহিনির অংশ হয়ে ওঠেন এবং বিবেচনা করেন যে, আজকের দিনে মানুষ কীভাবে অনুরূপ চ্যালেঞ্জ বা সুযোগের মুখোমুখি হতে পারে। গল্প-বলিয়ে এমন সব প্রশ্ন করেন যা শ্রোতাদের তাঁদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং সেই পর্যবেক্ষণগুলো কীভাবে আজকের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে।

STS-এর পরিভাষায়, ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত এই সত্যগুলোকে ‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ (Spiritual Applications) বলা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমরা দেখেছি যে ‘আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ’ নিয়ে আলোচনার সময় পবিত্র আত্মা প্রায়শই শ্রোতাদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথা বলতে থাকেন; অর্থাৎ, কাহিনি থেকে তাঁরা যা শিখছেন, মানুষ তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করেন।

কী বা কে এটিকে সচল রাখে?

কেউ ব্যক্তিগতভাবে কত বছর ধরে প্রভুকে জানেন কিংবা বাইবেল বিষয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কতটা—তা কোনো বিষয় নয়; বাইবেল বোঝার উপায় কেবল একটাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি হলো আত্মিক। পবিত্র শাস্ত্রে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের আত্মিক বার্তা রয়েছে; তাই বাইবেলে নিহিত সেই আত্মিক সত্যগুলো কেবল পবিত্র আত্মার শিক্ষার মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব।

আমরা বাইবেল থেকে নানাভাবে শিক্ষা লাভ করি। যারা গির্জায় যান, তারা তাদের যাজকদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য ও শিক্ষা পান; যাজকরা মণ্ডলীর সদস্যদের কাছে বাইবেল-ভিত্তিক সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞানপিপাসু অনেকে কেবল আরও গভীরভাবে জানার জন্য বাইবেল স্কুলে পড়াশোনা করেন। যাজকরাও বাইবেল স্কুল ও সেমিনারিতে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা ও নতুন তথ্য পাওয়ার জন্য তাঁরা বাইবেল-বিষয়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ (কমেন্টারি) ও বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ নেন। নিজেদের বোঝাপড়া আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সেমিনারির শিক্ষার্থী ও অন্যান্যরা বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়েও পড়াশোনা করেন।

যদিও এই সমস্ত উৎসই বৈধ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত, তবুও যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্য শেখার জন্য অন্যদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন।

এই সবকিছুর উর্ধ্বে, ঈশ্বরের বার্তা বোঝার সর্বোত্তম উৎসটিকেই প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়! এই উৎসটি হলো ঈশ্বরের দেওয়া এক উপহার। সেই উৎসটি কী? বিষয়টি ভেবে দেখুন:

যীশুর কাছ থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে সরাসরি শিক্ষা লাভের পর, শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে এক অভাবনীয় বার্তা শুনলেন। যীশু তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন! যোহন ১৪ অধ্যায়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, “তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয় এবং তোমরা যেন ভীত না হও।”

যীশুর কথা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে শিষ্যরা তখন কেমন অনুভব করছিলেন?

... হ্যাঁ, তাঁরা ভীত ছিলেন। তাঁদের সেই চমৎকার ও একান্ত আপন গুরু আর তাঁদের সঙ্গে থাকবেন না। কে তাঁদের সান্ত্বনা দেবেন? কে তাঁদের শিক্ষা দেবেন? শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া শেষ বার্তায় যীশু তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাঁরা একা থাকবেন না।

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ ও ১৬ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, যীশু তাঁর অনুসারীদের এমন একজন স্থায়ী শিক্ষকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যিনি তাঁদের সব কিছু শেখাবেন এবং যীশু তাঁদের যা যা বলেছিলেন, তা তাঁদের মনে করিয়ে দেবেন। এই শিক্ষক—অর্থাৎ পবিত্র আত্মা—সপ্তাহের সাত দিন, দিন-রাত প্রতিটি অনুসারীর সঙ্গে থাকবেন! সেই সত্যের আত্মা তাঁদের সমস্ত সত্যের পথে পরিচালিত করবেন।

ঈশ্বরের বাক্য বোঝার সর্বোত্তম উৎস হলো তাঁর পবিত্র আত্মা—যে উপহার যীশু আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

ঈশ্বর ব্যাখ্যা করেন যে, পবিত্র আত্মা কীভাবে আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দেন:

কিন্তু যেমন লেখা আছে: “ঈশ্বর তাঁর প্রেমকারীদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন, তা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং তা মানুষের মনেও কখনো উদয় হয়নি।” কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন; কারণ আত্মা সব কিছুই অনুসন্ধান করেন, এমনকি ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলোও। মানুষের অন্তরের বিষয়গুলো যেমন মানুষের নিজের আত্মা ছাড়া আর কেউ জানে না, তেমনই ঈশ্বরের বিষয়গুলোও ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমরা জগতের আত্মা নয়, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা আত্মাই পেয়েছি; যাতে ঈশ্বর আমাদের যা কিছু অনুগ্রহপূর্বক দান করেছেন, তা আমরা জানতে পারি। আর আমরা সেই বিষয়গুলোর কথাই বলি—মানুষের প্রজ্ঞা যা শেখায় সেই ভাষায় নয়, বরং পবিত্র আত্মা যা শেখান সেই ভাষায়—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ের তুলনা করি।

কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলো গ্রহণ করে না; কারণ তার কাছে সেগুলো বোকামি বলে মনে হয়; সে সেগুলো জানতেও পারে না, কারণ সেগুলো আত্মিকভাবেই বোঝা যায়। কিন্তু যিনি আত্মিক মানুষ, তিনি সবকিছুর বিচার করেন, অথচ অন্য কোনো মানুষ তাঁর বিচার করতে পারে না। কারণ প্রভুর মন কে জেনেছে যে তাঁকে শিক্ষা দেবে? কিন্তু আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মন আছে। (১ করিন্থীয় ২:৯-১৬)

অনেক দিন ধরেই পবিত্র আত্মার সেই শিক্ষাকক্ষটি শূন্য পড়ে আছে। আসুন, আমরা তাঁর ক্লাসে যোগ দিই, হাত তুলে প্রশ্ন করি। বাইবেলের প্রতিটি ঘটনা ও অংশ অধ্যয়ন করার সময় আমরা প্রভুর কাছে সেই বিষয়গুলো বোঝার মতো প্রজ্ঞা চাইতে পারি এবং বিশ্বাস রাখতে পারি যে, তিনিই আমাদের উত্তর দেবেন।

এই নির্দেশিকার প্রথম অংশে আমরা ধর্মশাস্ত্র শেখা ও তা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মৌখিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের বার্তা প্রচারের জন্য গল্প ও প্রশ্ন ব্যবহারের যে বাইবেল-সম্মত নজির রয়েছে, তাও আমরা তুলে ধরেছি।

এরপর আপনি বেশ কিছু গল্প ও প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন! এখানে আপনি হাতে-কলমে প্রয়োগযোগ্য ও কার্যপদ্ধতি-বিষয়ক তথ্য পাবেন। হতে পারে আপনি ইতিমধ্যেই গল্প ও মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন—এটি চমৎকার একটি বিষয়! আশা করি, এসটিএস (STS)-এর এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আপনি খুঁজে পাবেন যা আপনার কাজের কৌশলে যুক্ত করতে পারবেন। আমরা নিজেরাও অন্যান্য শিক্ষক এবং মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রচুর ধারণা লাভ করেছি।

আবার এমনও হতে পারে যে, শেখা ও তথ্য আদান-প্রদানের কিছু পদ্ধতি কিংবা প্রভাব-সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো আপনাকে অবাক করে দেবে। এমন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কারণ হতে পারে যে,

কিছু বিষয় আপনার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। হয়তো নিজের বা অন্যদের সক্ষমতা সম্পর্কে আপনার ধারণা বা আপনাকে শেখানো বিষয়গুলোর সাথে বাস্তবতার পার্থক্য থাকতে পারে। এসটিএস (STS)-এ মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমেই মৌখিক পদ্ধতি শেখানো হয়। তাই এই নতুন উপায়গুলো প্রয়োগ করে দেখুন। এমনকি আপনি হয়তো নিজের মধ্যে ঈশ্বরপ্রদত্ত নতুন কোনো সক্ষমতাও আবিষ্কার করতে পারেন।

শিশুর মতো হয়ে। মথি ১৮ অধ্যায়ে যীশু একটি কৌতূহলোদ্দীপক সত্য তুলে ধরেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন: স্বর্গরাজ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যারা নিজেদের একটি ছোট শিশুর মতো নম্র করে। যেহেতু এটা স্পষ্ট যে আমরা শারীরিকভাবে আর শিশুতে পরিণত হতে পারি না, তাই যীশু নিশ্চয়ই শিশুদের এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলেন—যা তাদের নম্রতার সাথে সম্পর্কিত। যীশু যে নম্রতার কথা বলেছিলেন, তা-ই কি শিশুকে নতুন কোনো তথ্য বা বিষয় খোলা মনে গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে? ...

তারা আগ্রহের সাথে শোনে এবং যা দেখে ও শোনে তা অনুকরণ করে। মনে হয়, ঈশ্বর আমাদের এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যাতে শৈশবে আমরা সবকিছুর প্রতি বিশ্বয়বোধে পূর্ণ থাকি। শিশু থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বেশ যৌক্তিক। শৈশবে আমাদের মনে যা কিছু আসে, তার সবই নতুন। আমরা দ্রুত তথ্য গ্রহণ করে তা আয়ত্ত্ব করতে পারি, কারণ তখন আমাদের এমন কোনো পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা বদ্ধমূল ধারণা থাকে না যা নতুন তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আমরা আমাদের জীবনে অর্জিত তথ্যের সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নিই ও কাজ করি।

এসটিএস (STS)-এর এই নতুন ও মৌখিক উপাদানগুলোর উপযোগিতা যাচাই করার জন্য, আপনি হয়তো মনে মনে দশ বছর বয়সী সেই শৈশবে ফিরে যেতে পারেন এবং এই অপরিচিত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ ও প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। শৈশবে ফিরে যাওয়ার এই বিষয়টি হয়তো আপনাকে নতুন সব উপায়—যেগুলোর সাথে আপনি অভ্যস্ত নন—অনায়াসে ও স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দেবে। হয়তো যেসব কাজ আপনি আগে ‘পারবেন না’ বলে মনে করতেন, সেগুলো স্বাধীনভাবে চেষ্টা করার পর আপনি দেখবেন যে আপনার দক্ষতার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে।

অধ্যায় ৩: কেবলই সেই গল্প – এক পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ

রান্নাঘরে প্রস্তুতি

STS দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হলো বাইবেলের কোনো গল্প সহজে আয়ত্ত করা এবং এর মধ্যে নিহিত ‘আধ্যাত্মিক সম্পদ’ খুঁজে বের করা। এছাড়া, মৌখিক আলোচনার উপযোগী এমন সব প্রশ্ন তৈরি করাও এর একটি অংশ, যা গল্পটি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

মন্ত্রণালয়ের জন্য উপস্থাপনা

দুটি পর্যায় সম্পন্ন হয়: প্রথমে গল্প বলা, তারপর গুপ্তধন আবিষ্কার।

প্রথম ধাপ। গল্পটি তিনবার শোনানো হয়, যাতে শ্রোতারা এর বিষয়বস্তুর সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো হলো: ভালোভাবে গল্প বলা, স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহিত করা এবং আকর্ষণীয়ভাবে গল্পের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা।

১. বলা। গল্পকথক গল্পটি বলেন। (প্রথমবার বলার বিষয়টি শ্রোতাকে গল্পের দৃশ্যকল্প মনে মনে গড়ে তুলতে এবং এর প্রভাব অনুভব করতে সাহায্য করে।)

২. স্বেচ্ছাসেবক। গল্পকথক একজন স্বেচ্ছাসেবককে গল্পটি পুনরায় বলতে বলেন অথবা শ্রোতাদের জোড়ায় জোড়ায়—একে অপরকে—গল্পটি শোনাতে বলেন। (গল্পটি ‘সঠিকভাবে’ বলা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে শ্রোতারা তাদের সঙ্গীদের বলা গল্পটি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এটি গল্পটিকে শ্রোতাদের স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে সহায়তা করে।)

৩. গল্প এগিয়ে নেওয়া। গল্পকথক তৃতীয়বারের মতো শ্রোতাদের নিয়ে গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যান। এই শেষবার বলার সময় তিনি সবাইকে গল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলেন। শ্রোতাদের সহায়তায় গল্পটি যাতে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুলভাবে পুনরায় বলা যায়, সেজন্য স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়। গল্পকথক শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে নিয়ে যান। তবে এখন আর তিনি শিক্ষার্থীদের গল্পটি পুনরায় বলতে বলেন না; বরং প্রতিটি নতুন অংশের সম্পদ খোঁজার আগে, তিনি নিজেই গল্পের সেই নির্দিষ্ট অংশটি পুনরায় শুনিয়ে দেন।

১. আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ। প্রথমে, গল্পকথকরা এমন সব সহজ প্রশ্ন করেন যা শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করে। (শ্রোতাদের গল্পের চরিত্রগুলোর কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়। এরপর, প্রশ্নের জবাবে শ্রোতারা সেই চরিত্রগুলো সম্পর্কে আধ্যাত্মিকভাবে কী শিখছেন এবং গল্পের মানুষ ও ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছেন, তা তুলে ধরেন। এগুলোকেই আমরা ‘আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ’ বলে থাকি।)

২. আধ্যাত্মিক প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করে বর্তমান জীবনে সেগুলোর প্রয়োগ খোঁজা হয়। (গল্পকথকরা শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়গুলো আবিষ্কার ও তা ভাগ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আমরা সেই প্রাপ্ত বিষয়গুলোকে ‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ বলে থাকি।)

অধ্যায় ৪: 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (STS) পদ্ধতিতে কীভাবে একটি গল্প প্রস্তুত করবেন

STS পদ্ধতিতে শেখানোর জন্য তিনটি দক্ষতার প্রয়োজন:

- I. কীভাবে একটি গল্প নির্বাচন করবেন, আয়ত্ত করবেন এবং সুন্দরভাবে পরিবেশন করবেন।
- II. গল্পের মধ্য থেকে কীভাবে মূল্যবান বিষয় বা 'রত্ন' খুঁজে বের করবেন।
- III. কীভাবে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি ও জিজ্ঞাসা করবেন।

দক্ষতা I: কীভাবে একটি গল্প নির্বাচন করা, আয়ত্ত করা এবং সুন্দরভাবে বলা যায়

'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story) পদ্ধতিটি অনুসরণ করার সময় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলতে হবে, তা হলো ঈশ্বরের বাক্যের ওপর আস্থা রাখা। বিশ্বাস রাখুন যে, বাইবেলের গল্পগুলো ঈশ্বর যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেভাবে সম্পূর্ণ রূপেই বলা সবচেয়ে শ্রেয়। বাইবেলের কোনো গল্প বলার সময় বাড়তি কোনো তথ্য যোগ করবেন না, কোনো অংশ বাদ দেবেন না এবং গল্পটি বলার সময় এর বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো উপদেশ দেবেন না বা ব্যাখ্যা করবেন না।

বাইবেলের নির্বাচিত কাহিনীসমূহ

কিছু ক্ষেত্রে, কোনো নেতা হয়তো আপনাকে নির্দিষ্ট কোনো গল্প বা বাইবেলের অংশ বেছে নিতে বলতে পারেন। তবে, আপনি যদি নিজেই গল্প নির্বাচন করেন, তাহলে এখানে কয়েকটি নির্দেশিকা দেওয়া হলো।

১. যখন কোনো নির্দিষ্ট দলের কাছে বাইবেলের গল্প বলার জন্য আপনার হাতে মাত্র একটি (বা কয়েকটি) সুযোগ থাকে, তখন এমন একটি গল্প বেছে নিন যার বিষয়বস্তু শ্রোতাদের বয়সের উপযোগী এবং যার দৈর্ঘ্য আপনার হাতে থাকা সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে এমন সব গল্পের দিকে পরিচালিত করেন, যাতে শ্রোতাদের জন্য প্রয়োজনীয় সত্যসমূহ নিহিত রয়েছে।
২. ঈশ্বর যখন আমাদের বাইবেল প্রদান করলেন, তখন তাঁর সামনে বেছে নেওয়ার মতো অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। অবশ্য, ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞাবলে মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় নিখুঁত ঘটনাগুলোই নির্বাচন করেছিলেন। যেহেতু ঈশ্বরই সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একইভাবে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই প্রতিটি সংস্কৃতি ও বিশ্বাস-ব্যবস্থা সম্পর্কেও জানতেন যা মানুষ ভবিষ্যতে গড়ে তুলত।

বাইবেল সংস্কৃতি-উর্ধ্ব; অর্থাৎ, এর বিষয়বস্তু সকল সংস্কৃতির উর্ধ্ব অবস্থান করে। গল্প-কথকদের উদ্দেশ্যে আমরা একথা বলি কারণ, প্রভু প্রতিটি গল্পের মাধ্যমেই সকল মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক গুরুত্বসম্পন্ন বার্তা তুলে ধরেন।

কোনো দলের কাছে বলার জন্য হয়তো আপনি 'ভুল' কোনো গল্প বেছে নিয়েছেন— এ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার নির্বাচিত গল্পটি বলার সময় জেনে রাখুন যে, পবিত্র আত্মা সেখানে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবেন।

৩. এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে, সুসমাচার প্রচারের জন্য কিছু গল্প এবং শিষ্যত্ব গড়ে তোলার জন্য অন্য কিছু গল্প—এভাবে আমরা আগে থেকে কোনো বিভাজন করি না। এসটিএস ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে এমন সাক্ষ্য পেয়ে আসছি যে, পবিত্র আত্মা এই সমস্ত গল্পের মধ্য দিয়েই কথা বলেন এবং মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে এগুলিকে ব্যবহার করেন।

৪. যদি একই শ্রোতাদের কাছে একাধিকবার গল্প বলার সুযোগ পান, তবে বাইবেলের শুরু থেকেই তা বলা সবচেয়ে ভালো। বাইবেলের অধিকাংশ গল্পই তার আগের গল্পগুলোর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; তাই সম্ভব হলে কালানুক্রমিক বা ঘটনার ক্রমিক ধারা অনুযায়ী গল্পগুলো নির্বাচন করুন ও বলুন।

৫. গল্প বলা বা রেকর্ড করার সময়, আপনি চাইলে কোনো কোনো গল্প বাদ দিতে পারেন। তবে কোনো গল্প বাদ দিলে, পরবর্তী গল্পটি বলার আগে তার একটি ভূমিকা বা সূচনা দেওয়া ভালো; এতে আগের গল্পের সাথে নতুন গল্পটির সংযোগ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এমনকি কোনো গল্প বাদ না দিলেও, শ্রোতাদের আগের গল্পটির কথা মনে করিয়ে দিয়ে পরবর্তী গল্পের জন্য প্রস্তুত করাটা বেশ উপকারী। অন্যদেরও এতে সম্পৃক্ত করুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন, “আমরা আগে যে গল্পটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার কী কী আপনাদের মনে আছে তা কি সবাই মিলে বলতে পারবেন?” পুরো দলকে গল্পটি পুনরায় বলতে বলা হয়; ফলে কোনো স্বেচ্ছাসেবী যদি গল্পের কোনো অংশ ভুলে যান, তবে অন্যরা যখন বাকি অংশটুকু বলেন, তখন সেই ব্যক্তিকে কোনোভাবেই লজ্জিত বা বিব্রত করা হয় না।

৬. কোনো গল্প যদি দীর্ঘ হয়—যেমন ১৫টির বেশি পদ বা আয়াত নিয়ে গঠিত—তবে শেখানোর সুবিধার্থে আপনি সেটিকে দুটি আলাদা গল্পে ভাগ করে নিতে পারেন। এর ফলে শ্রোতারা উভয় অংশই ভালোভাবে শিখতে ও আলোচনা করতে পারেন। গল্পটি এমন কোনো স্থানে ভাগ করুন যেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিরতি নেওয়া যায়; এমনটা না-ও হতে পারে যে ভাগটি ঠিক অনুচ্ছেদ বা অংশের মাঝখানে করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ২ রাজাবলি ৫:১-২৭-এ বর্ণিত নামনের ঘটনাটি 'এসটিএস' (STS) পদ্ধতিতে বলার মতো একটি চমৎকার গল্প—তবে শর্ত হলো, পুরো আলোচনার জন্য আপনার হাতে ৩ ঘণ্টা সময় থাকতে হবে! আসলে, নামনের এই মূল গল্পের ভেতরে চারটি আলাদা গল্প

রয়েছে। এই বড় গল্পটিতে নিম্নলিখিত পদগুলোর মাঝে স্বাভাবিক বিরতি বা বিভাজন রয়েছে: ১-৫, ৬-১৪, ১৫-১৯ এবং ২০-২৭।

৭. যদি কোনো গল্প বেশ দীর্ঘ হয়, তবে সেটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিন। যেখানে তালিকাটি শুরু হচ্ছে, ঠিক সেই জায়গাটিতেই ভাগটি করুন। এরপর, দ্বিতীয় গল্পটির শুরুতে তালিকাটির বিস্তারিত উল্লেখ না করে কেবল এমনভাবে বলুন, “১৪টি দেশের নাগরিকরা সেই সমাবেশে এসেছিলেন।” এরপর তালিকাটি শেষ হওয়ার ঠিক পর থেকেই দ্বিতীয় গল্পটি বলা শুরু করুন। এতে করে আপনাকে তালিকাটি বিস্তারিতভাবে বলতে হবে না, অথচ আপনি দুটি নির্ভুল গল্পই বলতে পারবেন।

এভাবে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আপনি বাইবেলের এমন দুটি গল্প বললেন যা ধর্মশাস্ত্রের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা গল্প বলা শুরু করছেন বা শিখছেন, তাদের জন্য গল্প ভাগ করে নিলে তা মনে রাখা সহজ হয়। পরবর্তীতে দক্ষতা বাড়লে তারা চাইলে সেই দুটি গল্পকে পুনরায় একত্রিত করে নামসহ পুরো তালিকাটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

এখন যেহেতু আপনি জানেন কীভাবে একটি গল্প বেছে নিতে হয়, আসুন গল্পটি বলা শেখার কিছু উপায় দেখে নেওয়া যাক।

১. গল্পটি মনে রাখার ও বোঝার এবং তা নির্ভুলভাবে ও উদ্দীপনার সাথে বলার সামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা করুন।

২. গল্পটি একবার জোরে জোরে পড়ুন (অথবা কাউকে বলতে বা পড়তে শুনুন)। পড়ার সময় আপনি চাইলে কিছু শব্দ পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আপনার শ্রোতারা নিজেদের ভাব প্রকাশের জন্য সচরাচর যেসব শব্দ ব্যবহার করেন, গল্প বলার সময় সেগুলোই বেছে নিন। যেমন, ‘fearful’ (ভীতিপূর্ণ) না বলে আপনি হয়তো ‘afraid’ বা ‘scared’ (ভীত বা আতঙ্কিত)—এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আপনার কথা বলার ভঙ্গি যেন স্বাভাবিক কথোপকথনের মতো হয়। তবে খেয়াল রাখবেন যেন গল্পের মূল বিষয়বস্তু বাইবেলের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়।

আপনি যদি এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন হন যারা একাধিক ভাষা পড়তে ও বলতে পারেন, তবে গল্প শেখার ক্ষেত্রে আপনি একটি অনন্য পদ্ধতির সুযোগ নিতে পারেন। প্রথমে একটি ভাষায় গল্পটি জোরে পড়ুন এবং তারপর সেই ভাষায় গল্পটি বলুন যা আপনি শ্রোতাদের শোনানোর সময় ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি হিন্দি পড়তে পারেন এবং ইংরেজিতে গল্পটি বলতে চান, তবে হিন্দিতে লেখা অংশটি দেখে ইংরেজিতে গল্পটি জোরে বলুন। এতে আপনাকে হুবহু শব্দগুলো মনে করার চেষ্টা করতে হবে না; বরং আপনি মূল বিষয়বস্তু মনে রেখে গল্পটিকে আরও স্বাভাবিকভাবে বলতে পারবেন। পাশাপাশি, কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দগুলোও আপনি আরও সহজে বেছে নিতে পারবেন।

৩. বাইবেল বন্ধ করুন এবং চোখ বন্ধ করুন! গল্পটি স্মৃতি থেকে মুখে মুখে বলুন। গল্পটির যতটা আপনার মনে পড়ে, ঠিক ততটুকুই বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। গল্পটি বলার সময় মনে মনে এর

দৃশ্যগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করুন। বলতে গিয়ে যদি কোথাও আটকে যান বা কোনো অংশ ভুলে যান, তবে চিন্তা করবেন না; থামবেন না। শুধু বলে যেতে থাকুন। কোনো তথ্য বাদ পড়ে গেলে এবং পরে তা মনে পড়লে পরবর্তী কোনো বাক্যে তা যোগ করে নিতে পারেন। এটি হলো বিষয়বস্তু মনে রাখা বা ধারণ করা, হুবহু মুখস্থ করা নয়।

উদাহরণস্বরূপ, মূল পাঠ্যে যদি থাকে "যীশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিলেন...", কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনি ওই তিনজনের নাম ভুলে যান, তবে আপনি কেবল বলতে পারেন "যীশু তিনজন শিষ্যকে সঙ্গে নিলেন..."। এরপর গল্পটি বলতে বলতে যদি তাঁদের নাম মনে পড়ে যায়, তখন "তাঁরা" না বলে আপনি বলতে পারেন "পিতর, যাকোব ও যোহন..."। (এই মুহূর্তে আপনি কেবল গল্পটি সাজিয়ে নিচ্ছেন। গল্পটি পড়া ও বারবার বলার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, গল্পের সঠিক স্থানেই তাঁদের নামগুলো বলা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে!)

৪. গল্পটি আরও একবার জোরে জোরে পড়ুন। পড়ার সময় আপনি এমন সব তথ্য খেয়াল করবেন যা হয়তো আপনি যোগ করেছিলেন বা বাদ দিয়েছিলেন। গল্পের কতটা অংশ আপনার মনে আছে, তা দেখে আপনি সম্ভবত অবাকই হবেন। আপনি যে গল্পটি বলতে চান তা যদি দীর্ঘ হয় (১২ থেকে ১৫টির বেশি পদ বা শ্লোকবিশিষ্ট), তবে সেটি দুটি ভাগে ভাগ করে আয়ত্ত্ব করতে পারেন। দীর্ঘ গল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই কিছু আলাদা অংশ বা পর্ব থাকে। আপনি চাইলে গল্পটিকে মনে রাখার সুবিধার্থে দুটি দৃশ্য বা ছবির মতো করে কল্পনা করতে পারেন। এখানে আপনি শব্দ মুখস্থ করছেন না; বরং মনের ভেতরের ছবিগুলো অনুসরণ করে মূল গল্পটি মনে রাখছেন।

৫. আবারও আপনার বাইবেল ও চোখ বন্ধ করুন এবং গল্পটি উচ্চস্বরে বলুন। উচ্চস্বরে পড়ার ফলে বাইরের মনোযোগ-বিক্ষেপকারী শব্দগুলো আর কানে আসবে না এবং গল্পটি আপনার স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। গল্প বলার সময় চোখ বন্ধ রাখলে আপনি তা মনে মনে দেখতে পাবেন; তাই আপনার কল্পনায় সেই মানুষ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলো ফুটিয়ে তুলুন। এবার গল্পটি বলার সময় আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আগেরবারের তুলনায় আপনি গল্পের আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় মনে করতে পারছেন। সবশেষে, বাইবেলে সেই অংশটি আবার খুলুন এবং উচ্চস্বরে পড়ুন—এতে বোঝা যাবে আপনি কোনো তথ্য যোগ করেছেন কি না বা কোনো কিছু বাদ পড়েছে কি না। এমনকি ছোটখাটো বিষয়গুলোও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর যেভাবে আমাদের কাছে এই গল্পটি পৌঁছে দিয়েছেন, তার প্রতিটি অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. আপনার গল্পের শুরুর ও শেষের অংশ নির্বাচন করুন। আপনার গল্পের গতিপথ নির্ধারণ করুন—অর্থাৎ, কোথা থেকে গল্পটি শুরু করবেন এবং কীভাবে তা শেষ করবেন।

৭. মানসিক নির্দেশক (Mental Markers)। আপনার নির্বাচিত গল্পটি হয়তো সহজেই মনে রাখা সম্ভব—অর্থাৎ, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ একটি সরল রেখার মতো এগিয়ে চলে। তবে কিছু গল্পের ক্ষেত্রে এমন কিছু জটিল অংশ বা মোড় থাকতে পারে যা আপনার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, যদি না আপনি সেই পথে কোনো মানসিক চিহ্ন বা নির্দেশক (mental marker) বসিয়ে

রাখেন। গল্পটি কয়েকবার বলা ও নিজেকে যাচাই করার পর আপনি বুঝতে পারবেন যে, এতে মনে রাখার মতো কোনো কঠিন বা জটিল অংশ আছে কি না। যদি গল্পের কোনো নাম বা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বারবার বাদ পড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে যে গল্পের সেই নির্দিষ্ট স্থানে আপনার একটি মানসিক নির্দেশক বা চিহ্ন স্থাপন করা প্রয়োজন।

ক. গল্পের কোনো শব্দ, নাম বা খুঁটিনাটি বিষয় মনে করতে অসুবিধা হলে, মনে মনে একটি মজার বা অদ্ভুত ছবি এঁকে নিন। ("মেমরি ডক্টর" বা "স্মৃতি-বিশেষজ্ঞ" হিসেবে পরিচিত জেরি লুকাস এই পদ্ধতিটি জনপ্রিয় করেছিলেন।)

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি যোনার (Jonah) গল্পটি বলেন, তবে হয়তো তাঁর বাবার নাম 'অমিত্তাই' (Amittai) মনে করতে আপনার সমস্যা হতে পারে। আপনার ভাষায় এমন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের কথা ভাবুন যা ওই মনে রাখার মতো নামটির মতো শোনায়। যেমন, ইংরেজি ভাষায় একজন গল্পকথক এমন এক অদ্ভুত মানুষের কথা কল্পনা করতে পারেন যিনি নেকটাইয়ের বদলে হাতে পরার বেসবল গ্লাভস বা 'মিট' (mitt) গলায় বেঁধে রেখেছেন—যাকে বলা যায় 'অ-মিট-টাই' (A-mitt-tie)। আপনি যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, এমন কোনো ছন্দময় শব্দ বা মজার ছবি খুঁজে বের করুন যা সেই নাম বা ঘটনাটিকে আপনার মনে করিয়ে দেয়।

আপনি দেখবেন, মনে মনে ছবিটি যত বেশি অদ্ভুত বা মজার হবে, সেই কঠিন শব্দগুলো মনে রাখা ততটাই সহজ হয়ে উঠবে।

খ. গল্প বলা শেখান এমন কেউ কেউ নির্দিষ্ট নাম মনে রাখার ওপর জোর দেন না। তবে আমরা গল্পের মধ্যে নামগুলো উল্লেখ করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করি, যদিও সাধারণত গল্পের এই অংশগুলোই মনে রাখা সবচেয়ে কঠিন। প্রভু জানেন যে অধিকাংশ মানুষেরই নাম মনে রাখতে বেশ বেগ পেতে হয়। তা সত্ত্বেও, যেহেতু ঈশ্বর অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের বিভিন্ন চরিত্র ও স্থানের নাম আমাদের জানিয়েছেন, তাই গল্প বলার সময় আমরা সেই তথ্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত করতে পছন্দ করি।

৮. নির্ভুলভাবে বলতে না পারা পর্যন্ত বলুন ও যাচাই করুন। গল্পটি ভালোভাবে আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তি করুন। চোখ বন্ধ করে পুরো গল্পটি উচ্চস্বরে বলতে থাকুন, যতক্ষণ না আপনি তা নির্ভুলভাবে বলতে পারছেন।

বাইবেলের কোনো ঘটনার বিবরণ পড়ার সময় মূল কাহিনিতে বাইরের কোনো তথ্য—এমনকি বাইবেলেরই অন্য কোনো অংশে থাকা সমান্তরাল বিবরণ থেকে পাওয়া তথ্যও—যুক্ত করা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন! ঈশ্বর বাইবেলে কিছু কাহিনি একাধিকবার বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি বিবরণে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। ঈশ্বর যেহেতু কাহিনিগুলোকে আলাদাভাবে রেখেছেন, তাই আমাদেরও সেভাবেই রাখা উচিত। একবারে কেবল একটি বিবরণের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে অধ্যয়ন করলে আমরা বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে পারি। এই একাগ্রতা আমাদের সেই

নির্দিষ্ট বিবরণে নিহিত অনন্য সত্যগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করে। পরবর্তীতে যখন সমান্তরাল কাহিনিগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে, তখন বোঝা যাবে কীভাবে প্রতিটি বিবরণ একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অপরিচিতের পথে পা বাড়ানো

নতুন কোনো দক্ষতা অর্জনের সময়, আমরা যা শিখছি তার কেবল একটি অংশই আমাদের আগে থেকে কার্যকর বলে প্রমাণিত পদ্ধতিগুলোর সাথে যুক্ত করার প্রবণতা দেখাই। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছি। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story)-র জন্য আমি একটি নতুন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু বা ‘টিচিং পিস’ (teaching piece) তৈরি করছিলাম; সেটি শোনার জন্য আমাদের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক রাজি হলেন। যদিও আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল এর একটি নির্দিষ্ট অংশ কতটা স্পষ্ট হয়েছে তা যাচাই করা, কিন্তু ঈশ্বর এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিলেন।

সেই অংশটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাদের মূল গল্পটি জানা প্রয়োজন ছিল; তাই আমি কিছুটা লাজুক স্বভাবের সেই দুজনকে প্রথমে গল্পটি শিখে নিতে বললাম। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এশীয় বংশোদ্ভূত এক নারী, যিনি এর আগে চারটি ‘এসটিএস’ (STS) কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নেপথ্যে কাজ করেছিলেন। অন্যজন ছিলেন আশির কোঠায় থাকা এক ব্যক্তি (যিনি এমন উদ্যমে কাজ করেন যেন তাঁর বয়স মাত্র ২০!), যিনি এতদিন পর্যন্ত কোনো গল্প বলার বিষয়টি সফলভাবে এড়িয়ে গেছেন।

আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম, “নির্দেশনাগুলো মেনে চললে মাত্র দশ মিনিটেই তোমরা দশটি পদের (verses) এই গল্পটি শিখে ফেলতে পারবে।” আমি তাদের ‘এসটিএস’ পদ্ধতিতে গল্প শেখার নিয়মটি মনে করিয়ে দিলাম। “গল্পটি একবার উচ্চস্বরে পড়ো। পড়ার সময় স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় গল্পটি বলো। যেমন, এই গল্পে ‘দেখো’ (behold)-এর পরিবর্তে তুমি হয়তো ‘তাকাও’ বা ‘দেখো’ (look) শব্দটি ব্যবহার করতে পারো। গল্পে কী ঘটছে তা মনের চোখে কল্পনা করো। একবার পড়ার পরপরই চোখ বন্ধ করো এবং গল্পটির যতটুকু মনে আছে তা উচ্চস্বরে বলো।

“তোমার লক্ষ্য হলো মূল গল্পটি মনে রাখা, হুবহু শব্দগুলো নয়। এরপর আবার ফিরে গিয়ে গল্পটি উচ্চস্বরে পড়ো। তখন তুমি বুঝতে পারবে কোন অংশগুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে আবারও উচ্চস্বরে গল্পটি বলো। এভাবে চারবার অনুশীলন করো।” হযোগিতাপরায়ণ ও সেবার মানসিকতাসম্পন্ন সেই ব্যক্তির আমার দেওয়া নির্দেশনাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। “স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় উচ্চস্বরে পড়া, বাইবেল বন্ধ করা এবং গল্পটি বলা”—তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কথাগুলো আওড়ালেন।

তাই তারা শুরু করল। তারা পড়ছিল—মনে মনে! কেউ-ই মুখে কোনো শব্দ করছিল না। আমি তাদের পড়াশোনায় বাধা দিলাম। “তোমাদের এটা কীভাবে পড়ার কথা ছিল?” দুজনেই উত্তর দিল, “জোরে পড়ে।”

“কিন্তু,” আমি হেসে বললাম, “আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।”

“আসলে,” লোকটি বলল, “আমি তো মনে মনেই পড়ছিলাম।”

“কিন্তু আপনি তো আগেই বলেছিলেন যে আপনাকে জোরে পড়তে হবে। আপনি তো বেশ সহযোগিতাপরায়ণ মানুষ। তাহলে নির্দেশটা মানলেন না কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“জানি না,” সে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বলল, “আমার মনে হয় আমি আসলে ওভাবে কখনোই পড়ি না।”

“আর আপনি,” আমি মহিলার দিকে ফিরলাম, “আপনি কি জানতেন যে আপনাকে জোরে পড়তে হবে?” “হ্যাঁ।”

“তাহলে তো বুঝলাম না। আপনি কেন জোরে পড়লেন না?” কিছুটা লজ্জিত হয়ে তিনি বললেন, “জোরে পড়তে আমার বোকামি লাগছিল।”

আমরা সবাই হেসে উঠলাম, বিশেষ করে যখন বুঝতে পারলাম যে গল্পটি ছিল যাক্কাইয়ের (Zacchaeus) বিষয়ে—এমন এক ব্যক্তি যিনি যীশুকে দেখার জন্য এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা হয়তো বোকামি বলে মনে হতে পারত। তাছাড়া, সেই গল্পের আরেকটি সত্য দিক হলো, যাক্কাই কিন্তু নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন!

অবশেষে, অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর তারা “আমি তো কখনোই ওভাবে করিনি” এবং “হাস্যকর দেখানোর ভয়”—এই জড়তাগুলো কাটিয়ে উঠল। তারা গল্পটি জোরে পড়ল, চোখ বন্ধ করল এবং সাধ্যমতো তা আবার আবৃত্তি করল।

চারবার পড়ার পর আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, “এখন কি আপনারা আমাকে গল্পটা শোনাবেন?”

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাত্র দশ মিনিট জোরে পড়া ও আবৃত্তি করার পরই তারা দুজনেই প্রায় নিখুঁতভাবে গল্পটি শোনাল!

আমি সেই আশির কোঠায় থাকা ভদ্রলোককে মজা করে বললাম, “তা, আপনি কি সবসময়ই দশ মিনিটে দশটি পদ মুখস্থ করেন?” তিনি শুধু হাসলেন।

মহিলাটি আবেগের সাথে বলে উঠলেন, “আমি আগে কখনোই বাইবেলের এই গল্পগুলো শিখতে পারিনি! আমি চেয়েছিলাম, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠিনি।”

“আপনি কি কখনও সব নির্দেশনা মেনে চলেছেন?” “না,” তিনি হাসিমুখে বললেন, “এখনও পর্যন্ত তো নয়।”

STS-এর সমস্ত ধাপ বা বিষয়গুলো পুরোপুরি প্রয়োগ করে দেখার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করতেই আমরা এই ঘটনাটি তুলে ধরলাম। আপনি যেহেতু এই লেখাটি পড়ছেন, তাই এটা স্পষ্ট যে

আপনি লিখতে-পড়তে জানেন। কিন্তু STS-এর শেখার ও যোগাযোগের পদ্ধতিটি যেহেতু মৌখিক (মুখে মুখে শেখার ওপর ভিত্তি করে), তাই এই মৌখিক প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি অনুভব করার জন্য আপনাকে এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিশ্বাসের সাথে STS-এর প্রতিটি ধাপ ঠিক যেভাবে সাজানো হয়েছে, সেভাবেই প্রয়োগ করে দেখুন। অফিসের সেই দু'জনের মতোই, STS ব্যবহার করতে শেখা অনেকেই নির্দেশিকার কেবল পরিচিতি বা সহজ মনে হওয়া অংশগুলোই অনুসরণ করেন। কিন্তু কিছু অংশ বাদ পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পান না।

আমাদের পরামর্শ হলো, নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী STS-এর সবকটি ধাপ প্রয়োগ করার এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য বোঝার, প্রভু হয়তো আপনাকে এমন কোনো নতুন উপায় বা পদ্ধতির কথা জানাবেন যা STS-এর ব্যবহারকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

গল্পে গভীরতা ও শ্রোতার আগ্রহ যোগ করা

১. **গল্পের প্রেক্ষাপট বা পটভূমি নিয়ে চিন্তা করুন।** আপনার গল্পের ঠিক আগের বাইবেল অংশটুকু পড়ুন বা শুনুন। গল্পের ঠিক আগে বাইবেলে কী ঘটেছিল (ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক—উভয় দিক থেকেই) তা জানা থাকলে গল্পটি সম্পর্কে আপনার বোঝাপড়া আরও গভীর হবে। গল্পটি প্রস্তুতির কাজ শেষ করার পর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শ্রোতাদের গল্পটি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য কোনো ভূমিকা বা প্রাক-কথনের প্রয়োজন আছে কি না। পরবর্তীতে আমরা দেখব কীভাবে একটি ভূমিকা প্রস্তুত করতে হয়।

২. **সর্বনাম (pronouns) ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন!!!!** 'এটি', 'সে' বা 'তারা'—এসব শব্দ ব্যবহার না করে গল্পের চরিত্রগুলোর নাম এবং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা বস্তুর নাম উল্লেখ করলে শ্রোতারা গল্পটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। যখনই সম্ভব (এবং ভাষারীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য), তখন এভাবেই বলার চেষ্টা করুন।

৩. **গল্পের সময়কাল বা সময়ের বিষয়টি নিয়ে ভাবুন।** (গল্পের সময়কাল এবং পরবর্তী বিষয়—'গল্পটি নিজের মধ্যে ধারণ করা'—উভয়ই গল্পটি ভালোভাবে বোঝার ও তা সুন্দরভাবে বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।)

ক. বাইবেলের কোনো ঘটনা বা কাহিনী বাস্তবে ঘটতে যে সময় লেগেছিল, আমরা তার চেয়ে অনেক দ্রুত তা পড়ে ফেলতে পারি। তাই কাহিনীটি পুরোপুরি বোঝার জন্য ধীরে ধীরে পড়ুন। 'দ্য পাথ' (The Path) বা 'পথ'-এর সেই কাহিনীটির কথা মনে আছে? যারা ধীরে এগিয়েছিল, তারাই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিল।

খ. বাইবেলের কাহিনীর প্রতিটি অংশ মনে মনে কল্পনা করুন। কাহিনীর বিবরণ আপনাকে সেই ঘটনার জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করুক। কাহিনীটি থেকে প্রতিটি চরিত্রের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে যা জানা যায়, তা মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করুন।

গ. মনে রাখবেন, বাইবেলের কাহিনীগুলো হাজার হাজার বছর আগে ঘটে থাকলেও, সেগুলোর চরিত্ররা কিন্তু সেই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতোই যাচ্ছিল। আমরা হয়তো কাহিনীটির সাথে পরিচিত, কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল করুন: ঘটনাটি ঘটার আগে কাহিনীর কোনো চরিত্রই কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। ঘটনাপ্রবাহ মনে মনে ধীরে ধীরে কল্পনা করার চেষ্টা করুন, যাতে কাহিনীর চরিত্ররা যেভাবে অভিজ্ঞতাটি লাভ করেছিল, আপনিও ঠিক সেভাবে তা অনুভব করতে পারেন।

৪. গল্পের সাথে একাত্ম হয়ে উঠুন। গল্পের প্রতিটি অংশে লক্ষ্য করুন যে প্রতিটি চরিত্র কী বলছে ও কী করছে এবং গল্পের অন্যান্য চরিত্রের প্রতি তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে ‘শুনি’, তখন মানুষের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ করে। সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গল্পকথকরা গল্পটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন, যা তাদের সঠিক ভাবভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গল্পটি বলতে সক্ষম করে তোলে।

নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে, বাইবেলে আমরা যাদের কথা পড়ি—এমনকি ঈশ্বরের নেতা ও ভাববাদীরাও—তারা সবাই সাধারণ মানুষই ছিলেন। যদিও অনেকেই কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন ও বিশ্বাস দেখিয়েছেন, তবুও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাস ও আস্থা রাখার সেই সিদ্ধান্তটি তাদের নিজেদেরই নিতে হয়েছিল।

৫. আবেগের সাথে উক্তিগুলো বলুন। গল্পের কোনো চরিত্র যখন কথা বলে, তখন সেই কথাগুলো বলার সময় বক্তার আবেগ যদি গল্পে উল্লেখ করা থাকে বা তা স্পষ্ট বোঝা যায়, তবে আপনার কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ ফুটিয়ে তুলুন। রাগ, দুঃখ, ভয় বা হতাশার মতো আবেগগুলো খেয়াল করুন। চরিত্রটি যে কথা বলেছে তা বলার সময় যথাসম্ভব নাটকীয় ভঙ্গি বা ভাব বজায় রাখুন। যদি আবেগ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না-ও থাকে, তবুও আপনি আপনার ধারণা অনুযায়ী কথাগুলো প্রকাশ করতে পারেন—অর্থাৎ চরিত্রটি যেভাবে কথাটি বলে থাকতে পারে, সেভাবেই বলুন। তবে আপনার এই ধারণা বা ব্যাখ্যা যেন গল্পের প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। চরিত্রের উক্তিগুলো আবেগের সাথে প্রকাশ করলে গল্পটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গল্পটি থেকে বক্তার অনুভূতি সম্পর্কে যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন, তবে কেবল আপনার ‘ধারণা’র ওপর ভিত্তি করে কোনো আবেগ প্রকাশ করে কথা বলবেন না। তা করা মানে গল্পের সাথে বাড়তি কিছু যোগ করা—যা করতে বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের নিষেধ করেছেন!

আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, তা পালন করবে; তার সঙ্গে কিছুই যোগ করবে না এবং তা থেকে কিছুই বাদ দেবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২) ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যই বিশুদ্ধ; যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাদের জন্য ঢালস্বরূপ। তাঁর বাক্যের সঙ্গে কিছুই যোগ করো না; পাছে তিনি তোমাকে তিরস্কার করেন এবং তুমি মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হও। (হিতোপদেশ ৩০:৫-৬)

৬. **গল্পটি ফুটিয়ে তুলুন।** গল্পটি বলার অনুশীলন করার সময় আপনার কণ্ঠে গল্পের অন্তর্নিহিত মেজাজ ও আবেগ ফুটে ওঠা প্রয়োজন।

ক. মানুষ যখন প্রথম কোনো গল্প বলা শুরু করে, তখন নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় অনেক সময় তারা বেশ উত্তেজিত স্বরে কথা বলা শুরু করে—কিন্তু এরপর পুরো গল্পজুড়েই তারা সেই একই উত্তেজিত স্বর বজায় রাখে! দীর্ঘ সময় ধরে আবেগপূর্ণ ও উত্তেজিত স্বরে কথা বললে শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গল্পের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বাস্তব জীবনে কোনো গল্পই কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

খ. আসলে, গল্পের কোনো কোনো অংশ হয়তো দুঃখ, ভয়, সহানুভূতি, হতাশা বা অন্য কোনো আবেগের ওপর ভিত্তি করে তৈরি—যা কেবল উত্তেজিত কণ্ঠে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনুন। গল্পের প্রয়োজনে কখনো কণ্ঠের জোর বাড়িয়ে আবার কখনো নিচু স্বরে কথা বলুন (তবে খেয়াল রাখবেন যেন আপনার কথা স্পষ্টভাবে শোনা যায়)। গল্পের কোনো বিশেষ অংশের ওপর জোর দিতে চাইলে ধীরগতিতে কথা বলুন; আবার কোনো দ্রুতগতির ঘটনা বোঝাতে চাইলে দ্রুত কথা বলুন। গল্পের মেজাজ বা উত্তেজনার মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করুন। আপনার কণ্ঠের সুর ও ভঙ্গি বা বাচনভঙ্গির মাধ্যমেই গল্পের বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব।

গ. প্রতিটি ভাষাতেই কথোপকথনের সময় এমন কিছু ধ্বনি বা শব্দ বেরিয়ে আসে যা আসলে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ নয়, বরং স্বাভাবিকভাবেই কথার মাঝে মিশে যায়। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই জিহ্বা দিয়ে ‘ক্লিক’ বা চটচট শব্দ করার মাধ্যমে কোনো আবেগ প্রকাশ করা হয়।

দীর্ঘশ্বাস হয়তো ক্লান্তি বোঝায়, আবার জোরে শ্বাস ছাড়ার মাধ্যমে হতাশা প্রকাশ পেতে পারে। হঠাৎ করে দ্রুত শ্বাস নেওয়া বা বাতাস টেনে নেওয়ার ভঙ্গি বিস্ময় কিংবা ভয়ের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। হাসি কিংবা আবেগের কারণে কণ্ঠস্বর আটকে যাওয়া—এসবের মাধ্যমেই মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। এই ধরনের ধ্বনিগুলো আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে। বেড়ে ওঠার সময় আমরা আমাদের আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকেই এগুলো শিখে থাকি।

অন্যদের সাথে কথা বলার সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধ্বনি বা শব্দের প্রতি মনোযোগ দিয়ে আপনি বাইবেলের গল্পগুলো আরও স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয়ভাবে বলার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। কোনো নতুন ধ্বনি বা শব্দ লক্ষ্য করলে তা মনে গেঁথে রাখুন, যাতে বাইবেলের কোনো গল্প বলার সময় উপযুক্ত মুহূর্তে আপনি সচেতনভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন।

ডি. এমনকি শব্দগুলোর মাঝে সামান্য বিরতি বা দ্বিধা গল্পের বর্ণনায় দারুণ নাটকীয়তা ও শ্রোতাদের আগ্রহ যোগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কুষ্ঠরোগীর সেই গল্পের কথা ধরা যাক, যেখানে বর্ণনাকারী বলেন, “যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করলেন।” গল্পকথক যদি কোনো রকম দ্বিধা বা বিরতি ছাড়াই কথাগুলো বলে যান, তবে একটি চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

যীশুর পক্ষে একজন কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করাটা সত্যিই বিস্ময়কর; এটি তাঁর গভীর করুণারই বহিঃপ্রকাশ। কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিটি ধাপ বা নড়াচড়ার মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে এবং ধীরলয়ে কথাগুলো বলা প্রয়োজন। যীশু ও সেই কুষ্ঠরোগীর মধ্যকার সেই সুন্দর মুহূর্তটি তখনই দৃশ্যমান, শ্রুতিগ্রাহ্য ও অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে, যখন গল্পকথক ক্রমশ ধীর ও বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলেন, “যীশু—তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন—এবং—স্পর্শ করলেন—সেই কুষ্ঠরোগীকে।”

ই. গল্পের নাটকীয় মুহূর্তগুলো খেয়াল করুন। যখন কোনো রোগমুক্তি ঘটে, কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, কিংবা গল্পের কোনো চরিত্র জোরালো কোনো কথা বলে—তখন কথা বলার মাঝে সামান্য দ্বিধা বা বিরতি (পজ) রাখার কথা বিবেচনা করুন। এর ফলে নাটকীয় ঘটনাটি পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়ার এবং শ্রোতাদের মনে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

এফ. অধিকাংশ গল্পেই বক্তাদের কথার মাঝে সংযোগকারী সাধারণ বর্ণনামূলক অংশ থাকে। এই অংশগুলো স্বাভাবিক স্বরে বলাই সবচেয়ে ভালো।

জি. তবে কখনও কখনও বর্ণনাকারীর কথাও গল্পে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করতে পারে। বর্ণনাকারীর কথার মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন বোঝানো যায় অথবা গল্পের কোনো বিস্ময়কর অংশের দিকে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। এই কথাগুলো গভীর আগ্রহ ও আবেগের সাথে বলা হয়ে থাকে।

মনে হয় যেন কথক শ্রোতাদের সাথে কোনো গোপন ও রোমাঞ্চকর তথ্য ভাগ করে নিচ্ছেন; তাই কথাগুলো এমনভাবে বলা হয় যা অনেকটা উচ্চস্বরে ফিসফিস করার মতো শোনায়।

এভাবে কথা বললে শ্রোতাদের মনোযোগ পরবর্তী শব্দগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সেগুলো বিশেষ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এমনকি ‘ইতিমধ্যে’, ‘একই সময়ে’ বা ‘তারা পৌঁছানোর পর’-এর মতো সাধারণ শব্দগুলোও কৌতূহল জাগিয়ে তোলার মতো করে বলা যেতে পারে। আপনি কথা বলার সময় কিছুটা থেমে বা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন এবং এমন কণ্ঠস্বর ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে পারেন যা কোনো এক ধরনের রহস্য বা কৌতূহলের ইঙ্গিত দেয়।

৭. কাজের মাধ্যমে গল্প ফুটিয়ে তুলুন। গল্পের সাথে মানানসই অঙ্গভঙ্গি বা কাজের মাধ্যমে ভয়, লোভ, আগ্রাসী মনোভাব, পলায়নপরতা, বিস্ময়, সাহসিকতা, প্রজ্ঞা, বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব। এমনকি সামান্য অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও আবেগ ফুটিয়ে তোলা যায়। আপনার অবস্থান, দৃষ্টির দিক বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে আপনি গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তি, জনসমাগম বা স্থানের অবস্থান নির্দেশ করতে পারেন।

এটি একটি উচ্চতর কৌশল হলেও চর্চা করা বেশ উপভোগ্য। গল্পের কোনো চরিত্রের সংলাপ বলার সময় একপাশে সরে গিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়ান যেখানে চরিত্রটি থাকার কথা। সেই চরিত্রের ভূমিকায় থেকে এমন দিকে তাকান বা শরীর এমনভাবে নাড়াচাড়া করুন যা ওই চরিত্রের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, রোগমুক্ত কোনো ব্যক্তি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা শরীর নাড়াচাড়া করতে পারেন; আবার কেউ কেউ হয়তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠতে পারেন। কথার মাঝে দ্বিধা বা জড়তা এবং তার সাথে মানানসই শারীরিক ভঙ্গি গল্প বলার বাস্তবতা ও নাটকীয়তা যোগ করে।

একটি সতর্কবার্তা। আপনি যাদের কাছে গল্পটি বলছেন, তারা যদি পরে আপনার কাছে এসে বলেন, “আপনি চমৎকার গল্প বলেন” কিংবা “আপনার অভিনয়ের দক্ষতা দারুণ”—তবে আপনার উপস্থাপনা বা পরিবেশনার ধরনটি পুনর্বিবেচনা করুন। এখানে গল্পকথক মূল বিষয় নন; ঈশ্বরের বাক্যই হলো মূল বিষয়। গল্পকথকের অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি বা নাটকীয় নড়াচড়া শ্রোতাদের মনোযোগ মূল বার্তা বা কথ্য শব্দ থেকে সরিয়ে নিতে পারে; তখন মানুষ শোনার চেয়ে দেখার দিকেই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই কেবল আপনার বলা কথাগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সামান্য অঙ্গভঙ্গি করাই শ্রেয়। আপনি বরং চাইবেন মানুষ যেন বলে, “গল্পটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে” অথবা “গল্পের ওই চরিত্রটি যেন আমিই।”

৮. গল্প বলার সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি বসে? অনেক সংস্কৃতি ও পরিস্থিতিতে গল্প বলার সময় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে শ্রোতাদের সাথে বসে গল্প বলাটাই বেশি উপযুক্ত। তবে আমরা পরামর্শ দেব, গল্পটি বলার অনুশীলন যেন দাঁড়িয়ে করা হয়। এতে আপনি শরীরের পূর্ণ নড়াচড়া ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে গল্পটি বলতে পারবেন। ফলে পরবর্তীতে যখন কোনো বড় দলের সামনে বা অন্য কোনো পরিবেশে গল্প বলার সুযোগ আসবে—যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প বলাই সবচেয়ে ভালো উপায় হবে—তখন বড় ধরনের শারীরিক ভঙ্গি বা নড়াচড়াগুলো আপনার আগে থেকেই আয়ত্তে থাকবে।

আমরা চাই শ্রোতারা যেন আমাদের বলা গল্পগুলো বোঝে এবং মনে রাখে।

গল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাব শুধু যে ভূমিকা রাখে তা-ই নয়, বরং এগুলো গল্পের বিষয়বস্তু বোঝা ও মনে রাখার ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য, গল্প বলার সময় বসে থাকাই যদি সবচেয়ে ভালো উপায় হয়, তবে অবশ্যই বসে বলবেন। কিন্তু সেবা-কাজের অংশ হিসেবে গল্প বলার সময় আপনি যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বসে থাকেন, তবুও আপনার অনুশীলন করা কিছু অঙ্গভঙ্গি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন।

৯. গল্প শুরু করা। গল্প বলা শুরু করার সময় বলুন, “এখন এই গল্পটি হলো...” অথবা “এটি বাইবেলের একটি গল্প।” গল্প বলা শুরুর সময় একটি খোলা বাইবেল হাতে ধরুন এবং পড়ার ভঙ্গিতে মুহূর্তের জন্য সেটির দিকে তাকান। এটি শ্রোতাদের বোঝায় যে, আপনি যা বলছেন তা বাইবেল থেকেই নেওয়া হয়েছে। যদি গল্পের কোনো ভূমিকা বা প্রারম্ভিক অংশ থাকে, তবে ভূমিকা বলার সময় বাইবেলটি বন্ধ রাখুন। ভূমিকাটি আপনার নিজের কথা—গল্পের অংশ নয়। কোনো কোনো গল্প বলার সময় যদি অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয়ের জন্য আপনার উভয় হাত মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়, তবে এভাবে করতে পারেন:

কথা বলা শুরুর সময় বাইবেলটি আলতো করে কাছের কোনো টেবিল বা উপযুক্ত কোনো স্থানে রাখুন। খোলা বাইবেলটি পাশে রাখার সময়ও কথা বলা চালিয়ে যান, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারেন যে আপনি তখনও বাইবেলের কোনো গল্পই বলছেন। গল্পের শেষভাগের কাছাকাছি পৌঁছে, হাত বাড়িয়ে খোলা বাইবেলটি পুনরায় তুলে নিন এবং গল্প বলা অব্যাহত রাখুন।

(যদি আপনি এমন কোনো এলাকায় গল্প বলেন যেখানে খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তবে হয়তো আপনি বাইবেল হাতে নিতে চাইবেন না কিংবা শ্রোতাদের এটি যে বাইবেলের গল্প— তাও জানাতে চাইবেন না। সেক্ষেত্রে, কেবল গল্পটি বলুন এবং গল্পের বিষয়বস্তু ও পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতারা যেন আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন, সেই সুযোগ দিন।)

10. **মাঝে মাঝে সবার দিকেই তাকান!** STS-এ আমরা অংশগ্রহণকারীদের শেখাই যেন তারা নিজেদের গল্প বলার সময় সবার দিকেই তাকান। মজার ব্যাপার হলো, একটি কর্মশালায় যখন দলের একজন নতুন গল্পকথক পুরো সময়টা কেবল আমার দিকেই তাকিয়ে কথা বলছিলেন, তখন একটি বিষয় বেরিয়ে এল। তাকে সংশোধন করার আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার সংস্কৃতিতে কি এমন কোনো রীতি আছে যেখানে কোনো দলের সবচেয়ে বয়স্ক বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই কেবল কথা বলতে হয়? তিনি উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, এটা সত্যি।”

কী বিপদ! সংস্কৃতির সংঘাত। STS-এর লক্ষ্য হলো সবাইকে আলোচনায় টেনে আনা এবং উপস্থিত সবাইকে প্রশ্নের জবাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা স্থানীয় STS প্রশিক্ষকদের সাথে এই সাংস্কৃতিক বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। আমরা একমত হলাম যে, যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতাদের প্রতি সম্মান দেখানো জরুরি, তবুও কাউকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

আমরা একমত হলাম যে, গল্পকথকদের শুরুতেই বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান জানিয়ে কথা শুরু করা উচিত। তবে, শ্রোতাদের সামাজিক পদমর্যাদা বা অবস্থান যা-ই হোক না কেন, গল্পকথককে যথাসম্ভব সবার উদ্দেশ্যেই কথা বলতে হবে। উপস্থাপনা চলাকালে গল্পকথক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে কথা বলবেন এবং তাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত রাখবেন—তা স্বাভাবিক। কিন্তু দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে এবং তাদের সাথে কথা বলে গল্পকথক এটিই তুলে ধরেন যে (যেমনটি ‘ভালো শমরীয়’ বা ‘Good Samaritan’-এর নীতিগল্পে দেখা যায়), আজকের দিনে আমাদের প্রকৃত প্রতিবেশী কারা।

এই জগতের ঈশ্বর মানবজাতির সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যেই এমন এক প্রবণতা গেঁথে দিয়েছেন, যা শক্তিশালীকে উচ্চাসনে বসায় আর দুর্বলকে অবমূল্যায়ন করে। অথচ পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টভাবে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার এক বাইবেলীয় নীতির কথা বলে। যীশু ঠিক তাই করেছিলেন। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, সমাজের চোখে যারা ‘নিচু স্তরের’ মানুষ বলে বিবেচিত হতো, তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের সাথে সময় কাটানোর কারণেই তাঁকে প্রায়শই সমালোচনার মুখে পড়তে হতো। STS কর্মশালাগুলোতে আমরা দেখাই কীভাবে সচেতনভাবে এমন সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় যাদের অধিকাংশ সমাজই দূরে ঠেলে রাখে—যেমন নারী, শিশু, সাধারণ বা সরলমনা মানুষ, সমাজচ্যুত ব্যক্তি, অশিক্ষিত এবং জাতিগতভাবে ‘মূল্যহীন’ বলে গণ্য হওয়া জনগোষ্ঠী।

যখন কোনো সংস্কৃতির কোনো বিষয় পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিশ্বাসীদের একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হয়:

নিজের সংস্কৃতিকেই কি নিজের কাজকর্ম ও বিশ্বাসের পথপ্রদর্শক হতে দেওয়া হবে, নাকি ঈশ্বরের বাক্যকে সেই কাজকর্ম ও বিশ্বাসকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার সুযোগ দেওয়া হবে—এই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিশ্বাসীকে নিজেকেই নিতে হবে।

১১. গল্পটি শেষ করুন। গল্প বলা শেষ হলে শ্রোতাদের বলুন, “গল্পটি এখানেই শেষ,” এবং আপনার বাইবেলটি বন্ধ করুন।

১২. আপনার নির্বাচিত গল্পটি বারবার বলুন—যিনিই শুনতে রাজি হন তাঁকে—যতক্ষণ না এটি অনর্গল ও সাবলীলভাবে বলতে পারছেন। যদি আশেপাশে কোনো মানুষ না থাকে, তবে কোনো প্রাণী বা গাছকে উদ্দেশ্য করে গল্পটি বলুন। মনে রাখবেন, আপনি ছবছ শব্দ মুখস্থ করছেন না, বরং একটি নির্দিষ্ট গল্পই বলছেন।

সাহসী হোন – আস্থাশীল হোন – কোনো লেখালেখি নয়!

যীশু যখন ‘পাহাড়ের ওপর প্রদত্ত উপদেশ’ (Sermon on the Mount) দিয়েছিলেন, তখন কি এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে তিনি প্রথমে তাঁর সামনে রাখা কোনো স্ট্যান্ড বা লেকটার্নের ওপর তাঁর নোটগুলো সাজিয়ে নিয়েছিলেন? সম্ভবত না। কেউ যখন আপনাকে আপনার বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে বলেন, কিংবা জানতে চান কীভাবে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে পরিচয় হলো অথবা আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা—তখন কি আপনি উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো নোট বা লিখিত তথ্যের সাহায্য নেন? সম্ভবত না। কিছু বিষয় আমরা সরাসরি অনুভব করি বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই—তাই সেগুলো আমাদের মনে গেঁথে থাকে; সেগুলো আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এমনকি কোনো বন্ধুর সাথে যখন আমরা দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলি, তখনও আমরা তা স্মৃতি থেকেই বলি। সেই তথ্য বা ঘটনাটি আমাদের নিজেদেরই অংশ হয়ে ওঠে এবং যেহেতু এটি একটি গল্প বা অভিজ্ঞতার বিবরণ, তাই আমরা সহজেই তা পুনরায় বলতে পারি।

আমরা জানি যে, STS-এর ক্ষেত্রে আপনাকে নতুন কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অতীতে আপনি যদি কখনও কোনো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন বা কাউকে কিছু শিখিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই উপস্থাপনার বিষয়গুলো মনে রাখার জন্য আপনি নোট বা টোকা ব্যবহার করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেওয়ার সময় কিংবা নতুন কোনো বিষয় নিজে শেখার সময় নোটের প্রয়োজন হয়; কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে নোটের কোনো প্রয়োজন নেই।

STS পদ্ধতিতে প্রস্তুতির সময় গল্প এবং প্রশ্নগুলো আপনার মনে গেঁথে থাকে, কোনো লিখিত নোটে নয়! যারা প্রচুর পড়াশোনা করেন, তাদের কাছে বিষয়টি হয়তো সম্ভব বলে মনে হয় না। আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, পড়াশোনার অভ্যাস আছে এমন প্রায় সবাই তথ্য মনে রাখার জন্য লিখিত নোটের ওপর নির্ভর করতে শিখেছেন। কিন্তু STS পদ্ধতিতে নোটের কোনো প্রয়োজন নেই; তাই আমরা আপনাকে এমন একটি কাজ করতে বলছি যা সচরাচর করা হয় না। কোনো পাঠ বা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ও প্রস্তুতি নিন, কিন্তু কোনো কিছুই লিখে রাখবেন না! হ্যাঁ, আমরা সত্যিই বলছি—কোনো লিখিত নোট নয়।

আপনি যদি বাড়িতে তৈরি কোনো চকলেট কেক খেয়ে দেখেন যে তা অত্যন্ত সুস্বাদু, তবে আপনি হয়তো এর রেসিপি বা এতে ব্যবহৃত উপকরণের মিশ্রণটি জানতে চাইবেন। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে নিজের জন্য ঠিক তেমন একটি কেক তৈরি করার সময় ভ্যানিলার বদলে চকলেট কিংবা ময়দার বদলে চাল ব্যবহার করা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে? ... না, নিশ্চয়ই নয়। কারণ, কেকটির অনন্য বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব নির্ভর করে সেই নির্দিষ্ট রেসিপির ওপরই।

আমরা আপনাকে এসটিএস (STS)-এর সেই 'রেসিপি' বা পদ্ধতিটি অনুসরণ করার পরামর্শ দিই এবং বিশ্বাস রাখি যে, এসটিএস-এর প্রতিটি ধাপেরই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে।

আমরা আপনাকে 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story বা STS)-এর কোনো কর্মশালায় অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি। সেখানে আপনি মাত্র দশ মিনিটে বাইবেলের দশটি পদের একটি গল্প শেখার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। পাশাপাশি, এসটিএস প্রশিক্ষকরা আপনাকে আধ্যাত্মিক সম্পদ খুঁজে বের করা এবং প্রশ্ন প্রস্তুত করার বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করবেন। আর এসব কিছুই আপনি করবেন কোনো লিখিত নোট ছাড়াই!

দক্ষতা II: গল্পের মধ্যে কীভাবে রত্ন খুঁজে পাওয়া যায়

দ্বিতীয় যে দক্ষতাটি আপনার অর্জন করা প্রয়োজন, তা হলো—আপনি যে গল্পটি বলতে চান, তার ভেতরের রত্নগুলো খুঁজে বের করা।

বাইবেলের কোনো গল্পের মধ্যে 'সম্পদ' বা মূল্যবান বিষয় বলতে কী বোঝায়? ঈশ্বর বাইবেলের প্রতিটি গল্পের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো নিহিত রেখেছেন, সেগুলোকে আমরা 'সম্পদ' বলে অভিহিত করি।

এই সম্পদগুলো মূলত আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োগের এক সমন্বয়।

‘আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ’ বলতে বোঝায়, গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবনে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেছিলেন।

আর ‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ হলো সেই পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সত্য, যা বর্তমান জীবনে আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সত্য-সন্ধানীদের সহায়তা করা: প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে ফিলিপ ও সেই খোজা বা নপুংসক ব্যক্তির ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখি যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—ইথিওপিয়ার এক খোজা—তাঁর রথে বসে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রভু ফিলিপকে সেই খোজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোনো গল্প শোনা ভালো বিষয়, তবে শোনা গল্পের বিষয়বস্তু বুঝতে মানুষকে সহায়তা করার বিষয়টি বাইবেল-সম্মত এক দৃষ্টান্ত।

‘আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ’ নামক রত্নগুলো কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়

আপনি কেবল ইতিহাসের একটি ঘটনা হিসেবেই এই কাহিনীটি নিয়ে অনুসন্ধান করছেন না; বরং এর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে কী ঘটছে, তাও জানার চেষ্টা করছেন। বাইবেলের প্রতিটি কাহিনীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। কাহিনীর চরিত্ররা যা শেখে (অথবা যা শেখে না), তা থেকে আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর আমাদের কী শেখাতে চান। আগেই যেমন বলা হয়েছে, বাইবেলের কোনো কাহিনী মনে রাখা ও বোঝার একটি উপায় হলো সেই কাহিনীটিকে নিজের জীবনে ধারণ করা বা সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

কোনো গল্পের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়—অর্থাৎ চরিত্রগুলোর কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে যখন আপনি গল্পটি অনুভব করেন—তখন খেয়াল করুন সেই গল্পে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছেন। গল্পের সাথে এভাবে একাত্ম হওয়া আপনাকে সেই গল্পের কিছু অমূল্য বিষয় বা ‘সম্পদ’ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

এই আধ্যাত্মিক সম্পদগুলো খুঁজে পেতে গল্পটি ভালোভাবে পড়ুন এবং প্রতিটি ব্যক্তি বা দলের বিষয়ে কী বলা হয়েছে, তা বোঝার জন্য সময় নিন। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সাথেই ঈশ্বর কাজ করছেন এবং তাদের কিছু শেখাচ্ছেন।

আপনার কাছে যদি বাইবেলের এমন কোনো মুদ্রিত বা অডিও সংস্করণ থাকে যাতে বর্তমান গল্পটির আগের অংশগুলোও রয়েছে, তবে সেই তথ্যগুলোও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। গল্পটির ঠিক আগের অংশে কী আছে, তা বিবেচনা করুন। সেখানে কি এমন কোনো তথ্য আছে যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে—গল্পের চরিত্রগুলো কারা, তারা কী জানে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কী?

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সন্ধানের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ:

বিজ্ঞ পরামর্শদাতা

গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা একটি কুয়া ও পানির অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে জড়িয়ে ছিলেন; তাই সঠিক পরামর্শের আশায় তাঁরা এক জ্ঞানী উপদেষ্টার কাছে গেলেন। এই উপদেষ্টা অনেক প্রশ্ন করার জন্য পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি মানুষ ও সমস্যাটিকে গভীরভাবে বুঝতে চাইতেন যাতে তিনি বিজ্ঞ পরামর্শ দিতে পারেন।

ঘটনাটি শোনার আগে উপদেষ্টা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন? মাত্র কয়েকটি কথায় বলুন তো, আসলে কী ঘটছে?”

গ্রামবাসীরা যখন সংক্ষেপে তাঁদের সমস্যার কথা জানালেন, তখন তিনি বিচক্ষণতার সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “এই সমস্যা শুরু হওয়ার আগে কি এমন কিছু ঘটেছিল যা আমাদের বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে?”

গ্রামবাসীরা বিবাদের পেছনের ঘটনাগুলো তুলে ধরলেন। এরপর উপদেষ্টা বললেন, “এখন আমাদের পুরো ঘটনাটি বলুন, তবে দয়া করে ধীরে ধীরে বলবেন এবং কোনো খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দেবেন না।” তখন তাঁরা তাঁদের ঘটনাটি বলতে শুরু করলেন।

গ্রামবাসীরা তাদের ঘটনার কিছুটা অংশ বলতেই পরামর্শদাতা তাদের থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এবার আমাদের বলুন তো, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনারা কি কেউ কিছু বলেছিলেন বা কোনো কাজ করেছিলেন? কারণ, কী ঘটেছিল তা আরও ভালোভাবে বুঝতে এটি আমাদের সাহায্য করবে।” ঠিক তখনই এক বৃদ্ধা বললেন, “শুরু থেকেই আমি আমার প্রতিবেশীকে বলে আসছিলাম যে সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি নিচ্ছে!” পরামর্শদাতা কথাটি শুনলেন এবং এরপর জানতে চাইলেন, ঘটনার ওই পর্যায় পর্যন্ত অন্য কেউ কি কিছু বলেছিলেন বা করেছিলেন কি না। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনার সময় তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, তাদের কথা ও কাজ থেকে এই মানুষগুলো সম্পর্কে আমি কী জানতে পারি?

এরপর সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতা গ্রামের অন্য মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? আর যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন—তবে কি এমন অন্য কোনো সিদ্ধান্ত ছিল যা আপনারা নিতে পারতেন?” এক বলিষ্ঠ যুবক এগিয়ে এসে বলল, “পরিস্থিতি দেখে আমি কুয়োটি পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি, হয়তো আমি অন্য কোনোভাবেও কাজটা করতে পারতাম।” পরামর্শদাতা সেই যুবককে ধন্যবাদ জানালেন এবং জানতে চাইলেন অন্য কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কি না—অথবা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল কি না। তিনি মনে মনে আবারও ভাবলেন, মানুষ বাস্তবে যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে তা থেকে তাদের সম্পর্কে আমি কী জানতে পারি?

গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর কথা শোনার পর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বললেন, “আমি ভাবছি, ওই সিদ্ধান্তগুলোর ফলে কি কোনো ফলাফল বা প্রভাব পড়েছিল—যার কারণে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?” শীঘ্রই এক মা তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে এলেন; মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। তিনি বললেন, “কুয়া নিয়ে হওয়া সেই মারামারির প্রথম দিনেই আমার মেয়ে আহত হয়েছিল।” পরামর্শদাতা উত্তর দিলেন, “বিষয়টি জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।” এরপর গ্রামবাসীরা একে একে তাদের সিদ্ধান্তের ফলাফল এবং কীভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছিল, তা তুলে ধরল।

পরামর্শদাতা এভাবেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তিনি গ্রামবাসীদের বললেন, “দয়া করে আপনাদের গল্পের আরও কিছু অংশ বলুন।” এরপর তারা আরও কিছুটা বলার পর তিনি বললেন, “দয়া করে এখানেই থামুন।” তারপর তিনি সেই একই প্রশ্নগুলো করলেন—গ্রামবাসীরা কী বলেছিলেন বা কী করেছিলেন, তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বা কী সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, এবং তাদের সেই সিদ্ধান্তের ফলাফল ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কী ছিল। **তাদের উত্তরের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানী পরামর্শদাতা মানুষগুলো সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারছিলেন।**

অবশেষে তারা তাদের ঘটনাটি বলা শেষ করল। এরপর, গ্রামবাসীদের উত্তরগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার ফলে সেই জ্ঞানী পরামর্শদাতা সেখানকার মানুষদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেন এবং তাদের বিবাদের বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝতে পারলেন। তখন তিনি তাদের উপযুক্ত পরামর্শ দিতে সক্ষম হলেন।

‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story)-র মাধ্যমে আমরা বাইবেলের প্রতিটি গল্পের মধ্যে নিহিত মূল্যবান তথ্য খুঁজে বের করতে চাই। এই রত্নগুলোর সন্ধান পেতে, একজন বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মতোই আমরা বাইবেলের গল্পটি মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং অনেক প্রশ্ন করি। এর ফলে আমরা কেবল গল্পের ঘটনার—যা নিছকই ইতিহাস—গণ্ডি পেরিয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারি। আমরা দেখতে চাই যে, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা এখান থেকে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি।

মনে আছে, গ্রামবাসীরা যখন ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করে গল্পটি বলতে শুরু করেছিল, তার আগে সেই জ্ঞানী পরামর্শদাতা দুটি প্রশ্ন করেছিলেন?

পরামর্শদাতা গ্রামবাসীদের “পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে” বললেন। এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে বাইবেলের গল্পের বেলায় আমরাও ঠিক একই কাজ করি। বাইবেলের অধিকাংশ গল্প ও অংশে এমন কিছু বিষয় থাকে যা আমাদের গল্পের গভীরে টেনে নেয়—যেমন কোনো উত্তেজনা, সমস্যা কিংবা আনন্দের মুহূর্ত। আমরা একেই ‘পরিস্থিতি’ বলে থাকি। বাইবেলের গল্পটি ধীরগতিতে পর্যালোচনা ও প্রশ্ন করার আগে আমরা সেই গল্পের মূল পরিস্থিতিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। গল্পের চরিত্রগুলো কি ক্ষুধার্ত কিংবা কোনো বিপদের মুখে? তারা কি ভীত, বিভ্রান্ত, নাকি কোনো ইতিবাচক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে? এরপর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, “সেই সময়ে ওই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়াটা ওই মানুষদের জন্য কেমন হতে পারে?”

সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাটা গল্পের চরিত্রগুলোকে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলে। মানুষ যখন এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়, তখন তাদের কেমন অনুভূতি হতে পারে—তা উপলব্ধি করার সাথে সাথে আমরা আবেগিকভাবে সেই গল্পের সাথে জড়িয়ে পড়ি।

পরামর্শদাতা গ্রামবাসীদের এটাও জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সমস্যাটির মুখোমুখি হওয়ার আগে কী ঘটেছিল। এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে আমরাও সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মতোই কাজ করি।

বাইবেলের কোনো গল্পের মধ্যে লুকানো রত্ন বা মূল্যবান শিক্ষা খোঁজার সময় আমরা গল্পের 'পটভূমি' বা 'প্রেক্ষাপট' (যাকে ইংরেজিতে 'সেটিং' বা 'কনটেক্সট' বলা হয়) খুঁজি।

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। বাইবেলের গল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানাটা সহায়ক হলেও, আমরা সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতার কাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও গভীরে যাই। আমরা গল্পের আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটটিও খুঁজি। আমরা দেখি যে, গল্পের ঘটনার আগে ঈশ্বর কীভাবে সেই মানুষদের জীবনে কাজ করছিলেন এবং প্রভুর প্রতি তারা কেমন সাড়া দিয়েছিল (বা আদৌ দিয়েছিল কি না)। আমরা হয়তো বোঝার চেষ্টা করি কীভাবে তারা সেই পরিস্থিতিতে পড়ল, কতদিন ধরে তারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল অথবা তারা ঈশ্বরের সেবা করছিল কি না। আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটটি খুঁজে বের করা আমাদের আলোচ্য গল্পের আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

মনে আছে সেই জ্ঞানী পরামর্শদাতার কথা, যিনি গ্রামবাসীদের দিয়ে তাদের গল্পটি ধীরে ধীরে বলিয়েছিলেন এবং প্রতিটি অংশের পর তাদের থামতে বলেছিলেন? এরপর তিনি প্রতিটি অংশের বিষয়েই সেই একই প্রশ্নগুলো করতেন—মানুষেরা কী বলেছিল বা কী করেছিল—কারণ তিনি তাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story)-র ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক তাই করি; আমরা গল্পের শুরু থেকে যাত্রা করি এবং প্রতিটি অংশ ধরে ধরে ধীরে ও মনোযোগ সহকারে গল্পটি শুনি। আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি—"বাইবেলের এই গল্পের কোনো নির্দিষ্ট অংশের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ও কাজ থেকে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?"

আমরা সেই অংশে উল্লিখিত প্রত্যেকের কথা বিবেচনা করি—যিশু এবং পিতা ঈশ্বরসহ। আমরা প্রশ্ন করি, "সেখানে যা বলা ও করা হয়েছিল, যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (বা নেওয়া যেত), সেই সিদ্ধান্তগুলোর প্রত্যক্ষ ফলাফল এবং এর দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এসব থেকে আমি আধ্যাত্মিকভাবে কী শিক্ষা পেতে পারি?" এছাড়া, প্রতিটি অংশে—এমনকি যেখানে ঈশ্বরের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি—সেখানেও আমরা সর্বদা প্রশ্ন করি: "এই অংশে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছিলেন, মানুষের জীবনে তিনি কীভাবে কাজ করছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?" এই সব প্রশ্নের উত্তর থেকেই উঠে আসে যা আমরা 'আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ' (**Spiritual Observations**) বলে থাকি।

এসটিএস (STS)-এ আমরা এই ধারাটিই বজায় রাখি—যেখানে গল্পের কিছুটা অংশ বলার পর প্রতিটি অংশে আমরা সেই একই প্রশ্নগুলো করতে থাকি, যতক্ষণ না গল্পের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাই।

গুপ্তধনের এই ধীর ও সতর্ক অনুসন্ধান আমাদের দেখতে সাহায্য করে যে, বাইবেলের জীবিত মানুষেরা, আমাদের মতোই, বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে কী বলেছিলেন এবং কী করেছিলেন। যখন আমরা বিবেচনা করি, তখন আমরা অনেক কিছু শিখি।

পরিশেষে, অনেক প্রশ্ন করা এবং বাইবেলের ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে শোনার পর—ঠিক যেমন সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতা উত্তম পরামর্শ দিয়েছিলেন—আমরা এখন বিবেচনা করার জন্য প্রস্তুত যে, কীভাবে এই অমূল্য শিক্ষাগুলোকে আমরা নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি; অর্থাৎ, আমরা এখন ‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ করার জন্য প্রস্তুত।

বাইবেলের ঘটনাগুলো একসময় বাস্তব মানুষের জীবনেই ঘটেছিল।

সেই রক্ত-মাংসের মানুষদের কথা ভাবা শুরু করুন যারা বাস্তবে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। উপলব্ধি করুন যে, আপনার মতোই তাঁদেরও বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ ছিল। গল্পের কোনো চরিত্র কেমন অনুভব করছিল বা কী ভাবছিল, তা গল্পে স্পষ্টভাবে বলা না থাকলে আমরা তা জানতে পারি না। তবে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি—ওই চরিত্রের মতো পরিস্থিতিতে থাকলে কেমন লাগত? কোনো পরিস্থিতিতে একজন মানুষ যা অনুভব করে থাকতে পারে, তা-ই যে তাকে অনুভব করতে হতো—এমন কোনো কথা নেই।

গল্পটি অংশবিশেষ করে পড়ুন। গল্পের প্রথম অংশটি দিয়ে শুরু করুন এবং মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করুন। নিজে থেকে প্রশ্ন করুন: তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে আমি তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে কী জানতে পারছি? তাদের কি সাহসী বা ভীত, কিংবা দুঃখী বা আনন্দিত মনে হচ্ছে? নাকি অন্য কোনো আবেগ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে? তারা কেন এমন অনুভব করছে বা এমন আচরণ করছে, তার কারণ কি আমি বুঝতে পারছি?

প্রতিটি অংশ পড়ার সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়টিও খেয়াল করুন। হয়তো ওই ব্যক্তিটি ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন? মনে রাখবেন, বাইবেলের প্রতিটি গল্পে—পিতা ঈশ্বর ও যিশুসহ—সবার সামনেই অনেক বিকল্প বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল।

চরিত্রগুলোর নেওয়া সিদ্ধান্তের বাইরেও আর কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল—সেগুলো যখন আপনি দেখতে শুরু করবেন, তখন আপনি সত্যকে আবিষ্কার করবেন। উপলব্ধি করুন যে, এই সিদ্ধান্তগুলো প্রথমে তাদের মনেই নেওয়া হয়েছিল এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী কাজ করেছিল। আপনি যে গল্পটি নিয়ে পর্যালোচনা করছেন, তাতে কেবল সেই সিদ্ধান্তটিই দেখা যায় যা বাস্তবে নেওয়া হয়েছিল।

একটু ভেবে দেখুন: আর কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত যা হয়তো আরও ভালো হতো, অথবা হয়তো ততটা বিচক্ষণ হতো না?

যখন আপনি সম্ভাব্য অন্যান্য সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করেন এবং তারপর প্রকৃতপক্ষে নেওয়া সিদ্ধান্তটির দিকে ফিরে তাকান, তখন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আধ্যাত্মিকভাবে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়।

হয়তো সিদ্ধান্তটি খুব একটা ভালো ছিল না এবং আপনি দেখছেন যে, সেই সিদ্ধান্তের ফলে নেতিবাচক বা বেদনাদায়ক কোনো ফলাফল হয়েছে। আবার হয়তো সিদ্ধান্তটি ভালো ছিল এবং ইতিবাচক কিছু ঘটেছে; কিংবা এমন কিছু ঘটেছে যা ছিল অপ্রত্যাশিত। এমনও হতে পারে যে, কোনো বিষয়কে প্রথমে খারাপ ফলাফল বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

আপনাকে আরও ভাবতে হবে: সেই সিদ্ধান্তের কারণে গল্পের ওই পর্যায়ে আর কারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

নিজেকে প্রশ্ন করুন: এই ঘটনায় আমি ঈশ্বরকে কীভাবে দেখছি? তিনি যা বলছেন ও করছেন, তা থেকে তাঁর সম্পর্কে আমি কী শিখছি? এমনকি আপনি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—তাঁদের সিদ্ধান্ত বা কাজের বিষয়েও প্রশ্ন করতে পারেন; যেমন—কী করা হয়েছিল এবং কী করা যেতে পারত। আমরা জানি যে শাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বরের স্বভাব অপরিবর্তনীয় এবং তিনি সর্বদা নিখুঁত সিদ্ধান্তই নেন। কিন্তু তিনি যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সাথে তিনি আর কী করতে পারতেন—তা যখনই আমরা বিবেচনা করি, তখন ঈশ্বরের সেই নিখুঁত স্বভাবের প্রকাশ দেখে এক দারুণ অনুভূতি জাগে।

এভাবেই আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা গল্পের প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশ্ন করি। আমরা বিভিন্ন কথা, কাজ এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত (অথবা যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত)—সেগুলোর দিকে নজর দিই এবং অন্যদের ওপর সেই সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল ও প্রভাব লক্ষ্য করি। আর এরপর আমরা সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করি: ওইসব মানুষের জীবনে ঈশ্বরকে কী করতে বা কী ঘটতে দিতে দেখলাম?

যারা বিস্তারিত তথ্য পছন্দ করেন, তাদের জন্য আমরা এমন কিছু প্রশ্ন তুলে ধরছি যা আপনাকে ‘বিজ্ঞ পরামর্শদাতা’র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরও গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এগুলো কেবল কিছু পরামর্শ বা উদাহরণ—যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, কোনো গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অমূল্য রত্ন খুঁজে পেতে কত বিচিত্র উপায়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এই নমুনাগুলো মূলত আপনার নিজস্ব চিন্তাভাবনার খোরাক জোগানোর জন্য; কোনো গল্প নিয়ে পরিচর্যা বা আলোচনার সময় অন্যদের করার মতো প্রশ্ন হিসেবে এগুলো ব্যবহারের জন্য নয়।

নিজেকে প্রশ্ন করুন:

- এই ঘটনায় এমন কিছু কি আছে যা আমাকে অবাক করেছে—যেমন ঈশ্বর বা মানুষের কোনো কাজ, কিংবা মানুষের আচরণের কোনো ফলাফল? বাইবেলে ঈশ্বর যেভাবে

ঘটনাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা মনোযোগ দিয়ে শোনার সময় দেখুন তো সেই বিস্ময়কর বিষয়টির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

- এই ঘটনার আগে এমন কী ঘটেছিল যা থেকে আমি বুঝতে পারি যে চরিত্রগুলো কারা এবং কেন তারা এমন আচরণ করছে?
- আমি কি ঈশ্বরের কোনো গুণাবলি—যেমন ধৈর্য, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, জ্ঞান, ন্যায়বিচার, দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, দুর্বলদের প্রতি যত্ন, সবার প্রতি সমান সম্মান বা ভালোবাসা—প্রকাশ পেতে দেখছি?
- ঈশ্বর কাদের প্রতি সেই গুণাবলি প্রকাশ করেছিলেন এবং তা কি আমাকে কোনো শিক্ষা দিতে পারে?
- ঘটনাটি থেকে কি আমি বুঝতে পারছি যে এতে জড়িত ব্যক্তির বিবাসী নাকি অবিবাসী?
- গল্পের মানুষদের কি সত্যের আন্তরিক সন্ধানী, সংশয়বাদী কিংবা ঈশ্বরকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যানকারী বলে মনে হচ্ছে?
- কারও কি কোনো সমস্যা আছে? থাকলে, সমস্যাটি কতটা বড়?
- সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটি কীভাবে সেই কঠিন পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন?
- সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটি যদি সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে যান, তবে তিনি কীভাবে সেই সাহায্য প্রার্থনা করেন?
- ব্যক্তিটি কি শ্রদ্ধার সাথে নাকি অহংকারের সাথে ঈশ্বরের কাছে যান?
- ঈশ্বর এই ব্যক্তির প্রতি কেমন আচরণ করেন? তা থেকে আমরা কী বুঝতে পারি?
- গল্পে কি এমন কোনো নেতা আছেন যিনি ঈশ্বরের বাধ্য থাকেন? যদি থাকেন, তবে সেই বাধ্যতার ফলাফল কী হয়?
- গল্পে কি এমন কোনো নেতা আছেন যিনি ঈশ্বরের বাধ্য থাকেন না? যদি থাকেন, তবে সেই অবাধ্যতার ফলাফল কী হয়?
- গল্পে কি কারো বিশ্বাস বা মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে?
- কোনো চরিত্রের মধ্যে কি বিশ্বাস, ভালোবাসা, দয়া, ক্রোধ, ভয়, আশা, কুসংস্কার, সন্দেহ, লোভ, বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, অসম্মান বা অন্য কোনো মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়?
- ওইসব মানুষের বিশ্বাস, অনুভূতি, কথা বা কাজের প্রতি ঈশ্বর কীভাবে সাড়া দেন এবং ঈশ্বরের সেই সাড়া থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি?

- গল্পের কোনো কোনো চরিত্র কি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?
- ঠিক কী কারণে তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন আসে?
- পরিবর্তনের ফলে কী ঘটে এবং তা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
- গল্পে কি কোনো অলৌকিক ঘটনা বা অতিপ্রাকৃত বিষয় আছে? থাকলে, তা গল্পের মানুষদের ওপর কী প্রভাব ফেলে?
- মানুষকে সতর্ক করতে, শিক্ষা দিতে বা উৎসাহিত করতে ঈশ্বর গল্পের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজে লাগান?

‘আধ্যাত্মিক প্রয়োগ’ নামক রত্নগুলো কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়

আধ্যাত্মিক প্রয়োগ খুঁজে বের করা। কোনো কাহিনী বা ঘটনা মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করার পর, আমরা জানতে চাই যে বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনে এর কী তাৎপর্য থাকতে পারে। ঠিক এই পর্যায়েই আমরা এর আধ্যাত্মিক প্রয়োগগুলো খুঁজে দেখি। যে কাহিনীটি আমরা এতক্ষণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, তার মধ্যে নিজেদেরকে স্থাপন করার মাধ্যমে আমরা এই কাজটি করতে পারি। আমরা কাহিনীটিকে সেইসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছি যারা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। এরপর, কাহিনীর অভ্যন্তর থেকে ধাপে ধাপে—একবারে একটি করে—আমরা সেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বা উপলব্ধির দিকগুলো খতিয়ে দেখি যা আমরা আগেই চিহ্নিত করেছিলাম।

STS-এর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো—আধ্যাত্মিক প্রয়োগগুলোকে অবশ্যই কোনো গল্পের মধ্য থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। লক্ষ্য করুন, প্রশ্নগুলো কীভাবে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বেশ দূরবর্তী বিষয় দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে এগিয়ে আসে।

নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করুন:

১. **হুম?** ... গল্পটিতে আমি প্রথম কোন আধ্যাত্মিক বিষয়টি লক্ষ্য করলাম?. বর্তমানে কি এমন কিছু ঘটে? ২. **যদি তাই হয়,** তবে ঠিক কী কী উপায়ে এর অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটে?
৩. **এমনটা কি কখনও আমার—**অথবা আমার পরিচিত কারও—সাথে ঘটেছে?
৪. **এটি কি এখনই ঘটছে?** যদি তাই হয়, তবে কীভাবে ঘটছে এবং এই গল্পের বিষয়বস্তু কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো অনুধাবনে যেসব প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করেছিল, সেগুলোর কয়েকটি ব্যবহার করেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত প্রয়োগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। হয়তো নিচের প্রশ্নগুলো করে দেখতে পারেন:

- হ্যাঁ, এমনটা আমার সাথে আগেও ঘটেছে। তখন আমি কী বলেছিলাম? কী করেছিলাম?
- আমার সামনে কি কোনো বিকল্প ছিল? আমি কোন বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলাম?
- আমি আর কী করতে পারতাম? আমার সেই সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হয়েছিল?
- আমার সিদ্ধান্তের ফলে কারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কীভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছিল?
- বর্তমানে যদি আমি এমন কোনো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাই, তবে আমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি? সেই ঘটনা থেকে আমি কী শিখেছি, যা আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে?

সবশেষে, গল্পটির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রশ্ন করুন:

- আমার নিজের পরিস্থিতিতে, কিংবা আমার পরিচিত এমন কারো জীবনে—যিনি ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন—আমি কীভাবে ঈশ্বরের কার্যসাধন দেখতে পাচ্ছি?
- ঈশ্বর ও তাঁর স্বভাব সম্পর্কে আমি কী শিখেছি, অথবা কী শেখা উচিত ছিল?

কোনো গল্প প্রথমবার পড়ার সময় এর বিষয়বস্তু কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। গল্পের কোনো ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর কেন সেভাবে সাড়া দেন, তা নিয়ে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। কখনও কখনও কোনো গল্প পড়ার সময় আপনার মনে হতে পারে, “গল্পটি বেশ সুন্দর, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোনো আধ্যাত্মিক বিষয় খুঁজে পাচ্ছি না। আর আমার জীবনের সাথে এর কী সম্পর্ক, তা-ও আমি একদমই বুঝতে পারছি না!”

বিষয়টি বিবেচনা করুন। বাইবেলের প্রতিটি ঘটনা বা কাহিনিতে এমন অনেক অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে যা আমরা আজও কাজে লাগাতে পারি। শাস্ত্রের নিম্নলিখিত দুটি অংশ থেকে আপনি কি খুঁজে বের করতে পারেন যে, বাইবেলে ঈশ্বর যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন, তার উপযোগিতা সম্পর্কে সেগুলো আমাদের কী শিক্ষা দেয়? এই অন্তর্দৃষ্টিগুলো আপনাকে ঈশ্বরের কার্যকলাপের পেছনের কারণগুলো অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করবে। এই অংশগুলো এই বিষয়টির ওপর জোর দেয় যে, বাইবেলের প্রতিটি অংশে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও তা জীবনে প্রয়োগের মতো বিষয় নিহিত রয়েছে।

২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদে বলা হয়েছে যে, সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রদত্ত। এর মহৎ উদ্দেশ্য হলো—শিক্ষা, ভেঁসনা, সংশোধন এবং ধার্মিকতার পথে নির্দেশনা প্রদান করা; যাতে ঈশ্বরের অনুসারীরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত সৎ কাজের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেন।

১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়ে বাইবেল তুলে ধরেছে যে, কীভাবে ঈশ্বর বিশ্বস্ততার সাথে ও ব্যক্তিগতভাবে ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন, অথচ সেই লোকেরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে মূর্তিপূজা করেছিল। এরপর বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টের অনুসারী আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সব বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; কারণ আমরা যেসব প্রলোভনের সম্মুখীন হই, তা সেই সময়ের ও বর্তমানের অন্যান্য মানুষের অভিজ্ঞতার মতোই। আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তিনি আমাদের ক্ষমতার বাইরে কোনো প্রলোভনের সম্মুখীন হতে দেবেন না, বরং প্রলোভনের সাথে সাথেই তিনি তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও প্রস্তুত রাখবেন, যাতে আমরা তা সহ্য করতে পারি।

এই অংশগুলো থেকে বোঝা যায় যে, বাইবেলের সমস্ত কথাই—যার মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণও অন্তর্ভুক্ত—আমাদের জন্যই লেখা হয়েছে। আমরা জানি যে, বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা সমান করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কোনো গল্পে কেবল কিছু শব্দ জুড়ে দেন না; তাই বাইবেলের গল্পগুলোর প্রতিটি তথ্যের অর্থ আমাদের জীবনে কী হতে পারে, তা বোঝার জন্য আমাদের সেগুলো মনোযোগ সহকারে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

গল্পকথক এবং প্রশ্ন-প্রস্তুতকারক হিসেবে, শ্রোতাদের নিজেদেরই সেই সত্যগুলো খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য আপনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

গল্পের মধ্যকার রত্নগুলোর সন্ধান আপনি নিজে না পাওয়া পর্যন্ত শ্রোতাদের সেগুলোর কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না।

কোনো গল্প প্রস্তুত করার সময় যদি আপনি—একজন গল্পকথক হিসেবে—সেই গল্পের দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে প্রভাবিত না হন, তবে এটিই উপযুক্ত সময় পেছনে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে সেই সত্যগুলোর সন্ধান করার, যা হয়তো আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। গুপ্তধন বা মূল্যবান শিক্ষা খুঁজে বের করার যাবতীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করার পরেও যদি আপনি সেই গল্পে কোনো আধ্যাত্মিক সত্য খুঁজে না পান, তবে অন্যদের কাছে তা বলার জন্য আপনি এখনও প্রস্তুত নন।

গল্পটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে যখন আপনি এর অনেকগুলো শিক্ষার (বা গুপ্তধনের) মধ্যে কিছু খুঁজে পাবেন, তখন আপনি এমন সব প্রশ্ন তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হবেন—যা শ্রোতাদের আলতোভাবে সেই গুপ্তধনগুলো নিজেরাই খুঁজে বের করার পথে নিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন করার গুরুত্ব

হাটার সময় যদি হঠাৎ কোনো গুপ্তধন খুঁজে পান, তবে আপনি নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বেন! সেই গুপ্তধনটি নিয়ে এসে যদি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেন, তবে তা পেয়ে তারাও খুব খুশি হবে। কিন্তু সেটি পাওয়ার ফলে তাদের যে আনন্দ হবে, তা আবিষ্কারের সময় আপনার যে আনন্দ হয়েছিল—তার চেয়ে কমই হবে। কারণ, কোনো কিছু আবিষ্কার করার মধ্যেই রয়েছে এক অনন্য রোমাঞ্চ।

আলোচনা-ভিত্তিক পাঠদানের শুরুতে সহজে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন ব্যবহার করুন।
এসটিএস (STS)

বাইবেল অধ্যয়ন পদ্ধতির সাফল্যের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই জানেন না যে বাইবেলে প্রচুর আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রয়েছে। আবার অনেকে জানেন যে বাইবেলের গল্পগুলোতে অনেক আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তারা হয়তো উপলব্ধি করেন না যে ব্যক্তিগতভাবে সেই সম্পদ খুঁজে বের করার সক্ষমতা তাদেরও আছে। মানুষ যখন সাধারণ কোনো তথ্যও খুঁজে পায় এবং স্বীকৃতি বা অনুমোদন লাভ করে, তখন সেই অভিজ্ঞতাগুলো তাদের আরও উত্তর খোঁজার জন্য উৎসাহিত করে।

অধিকাংশ বিশ্বাসীই বাইবেলের কোনো গল্পের প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যস্ত নন। গল্পের প্রতিটি অংশ নিয়ে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমরা তাদের সেই অংশের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করি। আমাদের সুচিন্তিত প্রশ্নগুলো (এমনকি 'হ্যাঁ' বা 'না' সূচক প্রশ্নগুলোও) মানুষকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। এই চিন্তাভাবনা তাদের নিজেদেরই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো খুঁজে বের করার দক্ষতা গড়ে তোলে।

এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে, যখন আমরা নতুন কোনো শিক্ষার্থীদের দলের সাথে কাজ শুরু করি, তখন প্রায়শই আমরা তাদের কোনো গুপ্তধনের একেবারে সন্নিগটে নিয়ে যাই এবং সেটি যেন তাদের হাতেই তুলে দিই। একজন দক্ষ শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের এমনভাবে এবং এত সূক্ষ্ম কৌশলে পরিচালিত করতে পারেন যে, তাদের মনে হয় যেন আবিষ্কারের মূল কাজটি তারাই করেছে! ক্লাসের সদস্যরা যখন বুঝতে পারে যে তারা নিজেরাই সেই গুপ্তধনের অন্তত সামান্য কোনো অংশ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তারা আরও গুপ্তধন খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

বাইবেল স্কুল বা সেমিনারিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণকারীরা সাধারণত বাইবেলের বিভিন্ন অংশ বা অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করতে শিখে থাকেন, কিন্তু একটি গল্প হিসেবে সেগুলোকে শোনার পেছনে হয়তো তাঁরা খুব একটা সময় ব্যয় করেননি। এসটিএস (STS) এমন এক দক্ষতার চর্চাকে উৎসাহিত করে, যার মাধ্যমে একটি গল্পকে অখণ্ড রূপেই ধরে রাখা যায় এবং সত্যের এক স্বতন্ত্র आधार হিসেবে সেটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

একটি 'গর্তে' পা ফেলা। মাঝেমধ্যে এমন কিছু মানুষের দেখা মেলে (যাদের ধর্মীয় শিক্ষা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে) যারা মনে করেন যে বাইবেল সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব, তার প্রায় সবই তারা জানেন! তাদের সাহায্য করার জন্য আপনি এমন একটি প্রশ্ন করতে পারেন, যা এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মানুষদের স্বেচ্ছায় একটি 'গর্তে' পা ফেলতে প্ররোচিত করবে। এখানে 'গর্ত' বলতে বোঝানো হচ্ছে কোনো ত্রুটিপূর্ণ ধারণা বা ভুল অনুমান—এমন কিছু যা সচরাচর সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু বাইবেলের মূল আখ্যান বা ঘটনার দ্বারা যার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। আপনি এমন একটি প্রশ্ন করবেন যার মধ্যে উত্তরটি প্রকাশ পাবে না; বরং প্রশ্নটি এমন হবে যা শুনে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী শ্রোতারা তাদের ভুল তথ্যটি তুলে ধরার সুযোগ

পাবেন। এরপর তাদের সেই ভুল তথ্যের জবাবে আপনি কেবল বলতে পারেন, “হুম, বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়,” এবং তারপর আলোচনার পরবর্তী অংশে এগিয়ে যেতে পারেন।

আলোচনা যতই এগোয় এবং সঠিক উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততই চটজলদি উত্তর দেওয়া ব্যক্তির বুঝতে পারেন যে তাঁরা ভুল করেছিলেন। আপনি তাঁদের ভুল ধরিয়ে দেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের করা সেই ভুলটিই নীরবে বুঝিয়ে দেয় যে, তাঁরা আসলে যতটা জানতেন বলে ভেবেছিলেন, বাস্তবে ততটা জানেন না। এমন এক সূক্ষ্ম ফাঁদে পড়ার বিশ্বয়কর অভিজ্ঞতা আত্মতুষ্টিতে ভোগা অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতভাবে কথা শোনার ও শেখার প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলে।

মাঝে মাঝে মানুষ বুঝতে পারে যে, কোনো ঘটনা বা গল্প সম্পর্কে তারা আগে যা শুনেছিল (এবং যা সঠিক বলেই ধরে নিয়েছিল) তা আসলে ঠিক নয়; বরং ঘটনাটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই তাদের অগোচরে থেকে গিয়েছিল। তখন তারা উপলব্ধি করে যে, ঘটনার প্রকৃত রূপটি বোঝার জন্য তাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতে হবে।

পবিত্র আত্মা – মহান শিক্ষক

বিশ্বাসী হিসেবে, অবিশ্বাসী বা যারা এখনও পরিভ্রাণ পায়নি এমন মানুষদের সাথে সাক্ষাতের সময় আমরা কি কেবল তাদের কাছে যোহন ৩:১৬ পদটি উদ্ধৃত করি এবং এরপর আর সেই পদটি নিয়ে তাদের সাথে কোনো আলোচনা করি না? ... শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি কেবল পবিত্র আত্মার কাজ—এমনটা ভেবে আমরা কি সেই শাস্ত্রপদটি নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকি? ... না! সম্ভব হলে অবশ্যই আমাদের সেই পদটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

আমরা জানি, বাইবেল বলে যে পবিত্র আত্মা আমাদের সমস্ত সত্যের পথে পরিচালিত করবেন। কিন্তু ‘এসটিএস’ (STS)—বাইবেল গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি—নিয়ে বিশ্বজুড়ে কাজ করার সময় আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি যে, অনেক বিশ্বাসীই জানেন না বাইবেলের গল্পগুলোর মধ্যে কত অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে; আর ঈশ্বর যে তাদের তা শিখতে সাহায্য করবেন, সে কথা তো তাদের জানাই নেই!

তাই, পবিত্র আত্মা এখনও শিক্ষা দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন—এক শূন্য শ্রেণিকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে।

STS-এর মাধ্যমে কোনো গল্প প্রস্তুত করার সময় আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সেই গল্পের অন্তর্নিহিত অমূল্য সত্য বা ‘সম্পদ’গুলো দেখিয়ে দেন। আমরা তাঁর কাছে এমন সব প্রশ্ন তৈরির জন্য সাহায্য চাই, যা অন্যদেরও সেই সত্যের সন্ধান পেতে সহায়তা করবে। শ্রোতাদের প্রশ্ন করার সময় আমরা প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মা সেই আলোচনার সঠিক দিকনির্দেশনা দেন। এরপর, শ্রোতারা যখন নিজেরা সত্যটি আবিষ্কার করতে শুরু করেন, তখন

আমরা বুঝতে পারি যে পবিত্র আত্মা সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকের হৃদয়ে—এমনকি আমাদের হৃদয়েও—কথা বলছেন।

মাঝে মাঝে শ্রোতাদের কাছ থেকে এমন সব প্রশ্ন আসতে পারে, যার উত্তর বাইবেলের অন্য কোনো গল্প বা তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া প্রয়োজন। যদি আপনি উত্তরটি জানেন এবং বাইবেল থেকে তার উৎস উল্লেখ করতে পারেন, তবে সেই মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেবেন নাকি সংক্ষেপে মূল বিষয়টি জানাবেন—সে বিষয়ে প্রজ্ঞার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। অথবা, আপনি হয়তো এমনভাবে উত্তর দিতে পারেন: “চমৎকার একটি প্রশ্ন। তবে আসুন আমরা এ বিষয়ে এখনই আলোচনা না করে অপেক্ষা করি, কারণ এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ। অন্য কোনো সময় আমি বাইবেলের এমন একটি গল্প শোনাব যা আপনার এই চমৎকার প্রশ্নটির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।”

শ্রোতাদের প্রতি সংবেদনশীল হোন। পবিত্র আত্মা কিংবা কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাই হয়তো তাকে এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গল্পের বাইরের কোনো প্রশ্ন কি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সত্য উন্মোচনের একটি সুযোগ—তা বোঝার জন্য প্রার্থনা করুন। সেই সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না। প্রশ্নটির উত্তর দিন!

যারা এসটিএস (STS) আলোচনার পদ্ধতি ব্যবহার করে গল্প বলেন, তারা ধীরে ধীরে উচ্চমানের প্রশ্ন করার দক্ষতা অর্জন করেন। মানুষ যখন নিজেরা নতুন নতুন বিষয় বা সত্য আবিষ্কার করতে শুরু করে, তখন বিচক্ষণ নেতারা বুঝতে পারেন যে তাঁরা এখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিতে পারেন; এর ফলে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই আরও বেশি কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ পায়। ঈশ্বরের দেওয়া এক বিশেষ উপহার—অর্থাৎ নতুন কিছু আবিষ্কারের বা অনুসন্ধানের ক্ষমতা—সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যখন সচেতনতা বা উদ্দীপনা জেগে ওঠে, তখন তা প্রত্যক্ষ করা এক দারুণ আনন্দের বিষয়। **ভালোবাসা প্রকাশ করুন।**

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় অনুসারে, অন্যদের সাথে মেলামেশা বা যোগাযোগের সময় আমরা যে পদ্ধতিতেই শিক্ষা দিই না কেন, আমাদের অবশ্যই ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। এমনকি শিক্ষা দেওয়ার সময় আমরা যদি সঠিক কথাও বলি কিংবা চমৎকারভাবে কথা বলি—তবুও ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কথা না বললে তা কেবল অর্থহীন কোলাহলই হয়ে দাঁড়ায়। ভালোবাসার খাতিরেই আমাদের নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দিতে **হবে।**

একটি বিষয় জেনে রাখুন: অধিকাংশ মানুষই যখন কোনো দলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তখন তাঁরা বেশ ভড়কে যান। তাই আপনি যখন কোনো গল্পের মাধ্যমে পরিচর্যা করেন কিংবা ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতি শেখান—তখন মানুষের সাথে আপনার আচরণে যেন যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা থাকে। অনেক সময় আপনাকে হয়তো বিভিন্ন নেতা বা যাজকদের প্রশিক্ষণ দিতে হতে পারে। যদিও মানুষের সামনে কথা বলায় তাঁরা নিঃসন্দেহে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তবুও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকেই কিন্তু কখনোই জনসমক্ষে কোনো বিষয়ে ‘সংশোধন’ করা হয়নি (অথবা অন্তত দীর্ঘ সময় ধরে এমনটা ঘটেনি)!

তাই, আলোচনার মাধ্যমে শেখানোর সময় অন্যদের কথায় সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সংবেদনশীল হোন। যারা ভীত বা শঙ্কিত এবং সেইসব নেতা—যারা প্রকাশ্যে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সচরাচর মেনে নিত অভ্যস্ত নন—উভয়ের প্রতিই ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাব নিয়ে সাড়া দিন। শ্রোতারা যখন গল্পটি নিজের ভাষায় বলেন, কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন কিংবা এমনকি নিজস্ব কোনো পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন, তখন একটি বিষয় মনে রাখবেন: মানুষের প্রতিক্রিয়া বা উত্তর যেমনই হোক না কেন, গল্পকথক বা শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত নম্র হওয়া এবং যারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন তাদের ইতিবাচকভাবে স্বীকৃতি জানানোর উপায় খুঁজে বের করা একান্ত জরুরি।

সবসময় মনে রাখবেন যে, কঠোরভাবে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে হাসিমুখে ও নম্রভাবে তা করা হলে শ্রোতারা তা অনেক সহজে গ্রহণ করেন। গল্পকথক হিসেবে দলের পরিবেশ কেমন হবে, তা আপনার ওপরই নির্ভর করে—এ বিষয়টি মাথায় রাখুন। আপনার সামনে একটি পছন্দ বা বিকল্প রয়েছে। আপনি শ্রোতাদের নিজস্ব ধারণা ও চিন্তাভাবনা প্রকাশে উৎসাহিত করে তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ও নতুন কিছু আবিষ্কারের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারেন; অথবা এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারেন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা মনে করবে পুরো আলোচনাটি আসলে একটি পরীক্ষা এবং তাদের সবসময় ‘সঠিক’ উত্তরই দিতে হবে—যার ফলে তাদের মধ্যে অস্বস্তি বা চাপ সৃষ্টি হবে এবং তারা অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হবে।

তাই, গল্পটি মনে রাখা ও প্রশ্ন করার জন্য আপনি যখন কঠোর পরিশ্রম করছেন, তখন যাদের নিয়ে আপনি কাজ করছেন সেই মানুষগুলোর কথাও ভাবুন। তাদের সাথে এমনভাবে সাড়া দিন যাতে আপনার মনে এই বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্ব পায় যে—আপনার দক্ষতা প্রদর্শনই মুখ্য নয়, বরং সেই দক্ষতা কাজে লাগানোর সময় মানুষের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষতা III: কীভাবে আপনার প্রশ্নগুলো সাজাবেন

বাইবেলের গল্প বলা এবং পরবর্তীতে তা নিয়ে আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ও সুফলগুলো হলো:

- ঈশ্বরের স্বভাব বা চরিত্র সম্পর্কে জানা।
- মানবজাতির জন্য ও তাদের কাছ থেকে তিনি কী চান, তা জানা।
- নিজেদের বিষয়ে সত্যটি দেখা ও স্বীকার করা।

চমৎকার একটি পর্যবেক্ষণ। ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত এই ব্যক্তি শহরের ব্যবসা ছেড়ে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার চার বছরেও তিনি খুব একটা আশানুরূপ ফল দেখতে পাননি।

এই কর্মশালায় যোগ দিতে তাঁকে উটের পিঠে চড়ে দুদিন, ‘এয়ারবাস’-এ (অর্থাৎ কোনো চলন্ত ট্রাকের ছাদে চড়ে) একদিন এবং সাধারণ বাসে চড়ে আরও একদিন ভ্রমণ করতে হয়েছিল!

কর্মশালায় যা কিছু শিখেছিলেন তা তাঁর দারুণ ভালো লেগেছিল এবং তিনি নিজেকে বেশ অনুপ্রাণিত ও সক্ষম বলে অনুভব করেছিলেন! তিনি বলেছিলেন, “অন্যরা আমাকে যা শিখিয়েছিল, আমি এতদিন সেটাই শেখাতাম; কিন্তু এই প্রশিক্ষণের আগে আমি জানতাম না যে কীভাবে বাইবেল থেকে নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করতে হয়।”

“আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আমি মানুষকে এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারব না যেখানে আমি নিজে এখনো যাইনি।”

এ কারণেই আমরা প্রশ্ন ব্যবহার করি। প্রথমে গল্পকথকরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে নিজেরা নতুন বিষয় শেখেন এবং এরপর প্রশ্নের মাধ্যমে অন্যদের সেই মূল্যবান সত্যগুলোর দিকে নিয়ে যান, যা তাঁরা নিজেরা শিখেছেন।

STS কর্মশালায় আমরা ‘ব্রেড ক্রাস্‌স’ বা রুটির ছোট ছোট টুকরো ফেলে পথ দেখানোর কৌশলটি শেখাই। যারা সবেমাত্র STS শিখছেন, তারা প্রায়শই এমন একটি ‘নিখুঁত’ প্রশ্ন করার চেষ্টা করেন যা মানুষকে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান দেবে। কিন্তু এতে খুব একটা কাজ হয় না। একটি পাখিকে খাঁচায় ঢোকানোর জন্য খাঁচার সামনে আস্ত একটা রুটি ফেলে রেখে আশা করা যায় না যে পাখিটি নিজে থেকেই খাঁচাটি খুঁজে নেবে; বরং খাঁচার ভেতর পর্যন্ত তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে একটি পথ তৈরি করতে হয়। একইভাবে, মানুষকে কোনো আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান দিতে প্রশ্ন করার সময় প্রায়শই ধারাবাহিক কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করতে হয়, যা শ্রোতাদের সহজেই সেই সত্যটি আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন। এরপর আব্রাম ও সারাইয়ের একটি অনুশীলনমূলক গল্প আসছে। সেই গল্পে—এবং এই নির্দেশিকার পরবর্তী আরও কয়েকটি গল্পে—আপনার জন্য অনেক আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগের বিষয় এবং প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু STS পদ্ধতিতে আমরা আপনাকে কখনোই প্রশ্ন লিখে রাখতে বলি না! আপনার প্রশ্ন লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আগে থেকে লিখে রাখা প্রশ্ন আসলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বা মিথস্ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। সময়ের সাথে সাথে, কথোপকথন শুরু করার জন্য ‘ওয়াইজ কাউন্সেলর’ (Wise Counsellor)-এর মৌলিক প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে এবং কোনো নোট বা লিখিত সহায়তা ছাড়াই অন্যদের শেখানোর মাধ্যমে, আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন এবং প্রশ্ন-ভিত্তিক চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা গড়ে তুলবেন।

এই নির্দেশিকায় আমরা লিখিত আকারে কিছু প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করেছি। যারা হাতে-কলমে শেখার কোনো কর্মশালায় (workshop) অংশ নিয়ে STS (স্টোরিটেলিং & স্ক্রিপচার বা শাস্ত্র-ভিত্তিক গল্প বলা) পদ্ধতি শিখতে পারেননি, অথবা যারা কর্মশালায় যা শিখেছেন তা পুনরায় ঝালিয়ে নিতে চান—তাদের জন্যই মূলত এই আয়োজন। এখানে দেওয়া লিখিত প্রশ্নগুলো হলো এক ধরনের নমুনা, যা আপনাকে মনে মনে STS-এর প্রস্তুতি ও উপস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করার অভিজ্ঞতা দেবে।

একজন গল্পকথক হিসেবে আপনি যখন ধর্মসেবা বা পরিচর্যার কাজে গল্পগুলো উপস্থাপন করবেন, তখন এমন অনেক পর্যবেক্ষণ বা প্রয়োগের বিষয় শ্রোতারা নিজেরাই খুঁজে পাবেন এবং তুলে ধরবেন—যা হয়তো আপনি প্রশ্ন করার মাধ্যমেই তাদের দিয়ে বের করে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন! শ্রোতাদের বা শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি বা ‘গুপ্তধন’ খুঁজে পাওয়াটা অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে, তারা পবিত্র শাস্ত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করতে এবং নিজেরাই সেখান থেকে মূল্যবান সত্য বা ‘গুপ্তধন’ আবিষ্কার করতে শিখছে।

অন্যদের গুপ্তধনের সন্ধানে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রশ্ন তৈরি করা

আপনি নিজে যে অমূল্য বিষয়গুলো খুঁজে পেয়েছেন, অন্যরাও যাতে তা আবিষ্কার করতে পারে—এমনভাবে প্রশ্ন সাজানোর জন্য গল্পের একেবারে শুরুতে ফিরে যান। মনে মনে পুরো গল্পটি আবার ভাবুন এবং সেই সাথে আপনার খুঁজে পাওয়া আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর (Spiritual Observations) কথা স্মরণ করুন। মনে আছে, সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতা কীভাবে গল্পের প্রতিটি অংশে অনেক প্রশ্ন করার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন? ঠিক সেভাবেই তো আপনি আপনার আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো খুঁজে পেয়েছিলেন।

একইভাবে, শ্রোতারাও যাতে আপনার মতোই সেই বিষয়গুলো আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য আপনাকে হয়তো তাদের কাছে সেই বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মতো ধারাবাহিক কিছু প্রশ্ন করতে হবে। আসলে, নিজের পাওয়া বিষয়গুলো খুঁজে বের করার সময় আপনি যেসব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলো যদি একটু মনে করার চেষ্টা করেন, তবে দেখবেন প্রায়শই সেই একই প্রশ্নগুলো পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব। অন্যদের কাছেও ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই করুন!

উদাহরণস্বরূপ: আব্রাম ও সারাইয়ের ঘটনাটি প্রস্তুত করার সময় আপনি নিশ্চয়ই অনেক সত্য বিষয় লক্ষ্য করেছেন—এমনকি এর প্রথম অংশটিতেও (আদিপুস্তক ১২:১০-১৩, কথোপকথনমূলক)।

সেই দেশে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় আব্রাম কিছুদিনের জন্য মিশরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মিশরে প্রবেশের ঠিক আগমুহূর্তে তিনি তাঁর স্ত্রী সারাইকে বললেন, “দেখো, আমি জানি যে তুমি দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী। তাই মিশরের লোকেরা যখন তোমাকে দেখবে, তখন তারা বলবে, ‘এ তো তাঁর স্ত্রী,’ এবং আমাকে হত্যা করবে; কিন্তু তোমাকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে। তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি যেন বলো যে তুমি আমার বোন। তাহলে তোমার কারণে আমার ভালো হবে এবং তোমার সুবাদে আমি বেঁচে থাকব।”

গল্পটি জানার সময় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, শুরুর দিকে আব্রাম কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখতে পারতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি ভয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের কারণে আব্রাম প্রতিজ্ঞাত দেশ ছেড়ে মিশরে চলে গিয়েছিলেন এবং

নিজেকে রক্ষা করার জন্য সারাইকে মিথ্যা বলতে বলেছিলেন। (কেউ কেউ হয়তো মিশরে যাওয়াকে ভুল মনে করে একটি দ্বন্দ্ব বা অসামঞ্জস্য দেখতে পারেন, কারণ পরবর্তী একটি ঘটনায় ঈশ্বরই যাকোব ও তাঁর পরিবারকে মিশরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে যাকোবের গল্পের "ঈশ্বরের নির্দেশনায়" বা "ঈশ্বরের পরিচালনায়" কথাটিই নিশ্চিতভাবে এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে দেয়।)

এরকম আরও অনেক বিষয় জানার পর, আপনি নিশ্চয়ই সেই পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করে কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা প্রয়োগের কথা ভেবে দেখেছেন। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, ঈশ্বর সকল মানুষকে এমন সব প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন যা পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি আমাদের বাধ্যতার পথে চলা ও সেখানে টিকে থাকার ওপর নির্ভরশীল। এরপর আপনি হয়তো উপলব্ধি করেছেন যে, কঠিন সময়ে আমরা কীভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং ঈশ্বরের পরামর্শ না নিয়ে সাহায্যের জন্য জাগতিক বা পার্থিব পথের আশ্রয় নিতে পারি। পাশাপাশি, আপনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, বিপদ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর সময় আমরা অনেক সময় আরও বড় পাপ করে বসি—যেমন ষড়যন্ত্র বা মিথ্যা বলা, কিংবা যারা আমাদের বিশ্বাস করে তাদেরও আমাদের সেই পাপের অংশীদার করে ফেলা!

এখন আপনার পর্যবেক্ষণগুলোকে প্রশ্নে রূপান্তর করুন।

গল্পের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরি করা। আপনি যখন শ্রোতাদের এমনভাবে প্রশ্ন করবেন যাতে তারা আপনার খুঁজে পাওয়া সেই অমূল্য বিষয়গুলো নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারে, তখন প্রশ্নগুলো যেন গল্পের ওপরই নিবদ্ধ থাকে।

এখানে এমন কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো, যা আগে উল্লেখ করা আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলোর আলোকে নানা বিষয় আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে পারে।

১. এই ঘটনাটি ঘটার ঠিক আগে যা ঘটেছিল বলে আমরা শুনেছি, তার ভিত্তিতে কেউ কি বলতে পারেন যে, ঈশ্বর আব্রামকে কোথায় যেতে বলেছিলেন এবং সেখানে তিনি আব্রামের জন্য কী করবেন বলে জানিয়েছিলেন?
২. আমরা দেখেছি যে, দুর্ভিক্ষের কারণে আব্রাম প্রতিজ্ঞাত দেশ ছেড়ে সাহায্যের আশায় মিশরে গিয়েছিলেন। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে সেই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আব্রাম আর কী করতে পারতেন, তা কি আমরা ভেবে দেখতে পারি?
৩. এই ঘটনায় আব্রাম যা বলেছেন, তা থেকে আমরা জানি যে মিশরীয়দের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। আব্রামের এই ভয়ের বিষয়ে আপনার কী ধারণা? অর্থাৎ, তাঁর এই ভয় থেকে কি আমরা আব্রাম সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে পারি?
৪. এর আগের ঘটনাটি নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম, তখন কি আপনার মনে আছে যে ঈশ্বর আব্রামকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না, যা তাকে সাহসী হতে এবং ভয় না পেতে সাহায্য করতে পারত? যদি দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো কী ছিল? আব্রাম কার ওপর বা কিসের ওপর ভরসা রেখেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

৫. আব্রামের বিশ্বাসের অভাবের পরিণাম কি তাঁর ঘনিষ্ঠ কারও ওপর পড়েছিল? সেখানে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?

৬. আমার মনে হয়, গল্পের অন্য কেউ কি আব্রামের সিদ্ধান্তের কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন? আপনার কী মনে হয়?

আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতারা যে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করে নিচের নমুনা প্রশ্নগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন; এই প্রশ্নগুলো আধ্যাত্মিক প্রয়োগের বিষয়গুলো উন্মোচনে সহায়তা করতে পারে।

১. ঈশ্বর আব্রামকে আশীর্বাদপূর্ণ একটি স্থানের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়লে আব্রাম সেই স্থান ত্যাগ করেন। আপনার কি মনে হয়, ঈশ্বরের অনুসারীদেরও এমন কোনো স্থান বা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়লে তারা ঈশ্বরের সেই পূর্ববর্তী নির্দেশনা বা পরিচালনার কথা ভুলে যেতে পারেন? কীভাবে এমনটা ঘটতে পারে? আপনার নিজের বা আপনার পরিচিত কারও ক্ষেত্রে কি কখনও এমনটা ঘটেছে?

২. আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর যেখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন আব্রাম সেখানে বসবাস করা সত্ত্বেও এক প্রাণঘাতী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। আজও কি যারা ঈশ্বরের অনুসরণ করেন, তারা কখনো এমন প্রাণঘাতী পরিস্থিতির সম্মুখীন হন? তারা কী ধরনের অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন? আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ কি কখনো এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যা প্রাণঘাতী হতে পারত? আব্রামের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে কি এমন কিছু ছিল যা আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে?

৩. আব্রাম আবেগের বশবর্তী হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তাতে আস্থার অভাব দেখিয়েছিলেন। আজও কি মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে বাইবেলে ঈশ্বরের কথা ভুলে যায়? এমনটা কেমন দেখায়? সম্ভাব্য আতঙ্ক বা উদ্বেগের মুহূর্তে আরও সতর্কভাবে চিন্তা করতে এই ঘটনাটি কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে?

৪. পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে মোড় নিল, তখন আব্রাম সেই স্থানটি ছেড়ে চলে গেলেন যেখানে ঈশ্বর তাঁকে যেতে বলেছিলেন। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, যা তাদের সেই স্থান ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করতে পারে যেখানে ঈশ্বর তাদের আহ্বান করেছিলেন? আপনার বা আপনার পরিচিত কারও ক্ষেত্রে কি এমনটা ঘটেছে?

৫. আমাদের জীবনে যদি কঠিন পরিস্থিতি আসে, তবে আব্রাম যা করেছিলেন তা থেকে কি আমরা কোনো ধারণা পেতে পারি যে আমাদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়? যেমন—কী কী বিষয়?

৬. বর্তমানে কি এমন কোনো সময় আসে যখন আমরা ভুল আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিই? জীবনে কোনো কঠিন পরিস্থিতি বা বিপদ এলে মানুষের ওপর কী ধরনের আবেগ প্রভাব ফেলে? আপনি কি কখনো আবেগের কারণে ভুল কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—অথবা আপনার পরিচিত কেউ কি এমনটা করেছেন? আপনি কি সেই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে পারবেন?

৭. আমরা দেখেছি যে, আব্রামের বিশ্বাসের অভাব কীভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজন ও অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। আজ, ঈশ্বরের ওপর আমাদের আস্থার অভাব কি অন্যদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে? তা কেমন হতে পারে? আপনার বা আপনার পরিচিত কারও ক্ষেত্রে কি এমনটা ঘটেছে?

আদিপুস্তকের সেই গল্পের প্রথম অংশ থেকে আপনি যে পর্যবেক্ষণমূলক ও প্রয়োগ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো করতে পারেন, সেগুলো হলো মাত্র কয়েকটি উদাহরণ।

একটি বিষয় খেয়াল রাখুন। গল্পের চরিত্ররা কী বলেছিল বা করেছিল, কিংবা তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বা কী সিদ্ধান্ত নিতে পারত—এসব নিয়ে আপনার মনে হয়তো নানা প্রশ্ন রয়েছে; তবুও শ্রোতাদের প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ ও উত্তরের প্রতি আপনাকে সর্বদা মনোযোগী হতে হবে। আপনি গল্পের যে অংশটি নিয়ে আলোচনা করছেন, তার মধ্যে তারা হয়তো অন্য কোনো মূল্যবান বিষয় (বা ‘গুপ্তধন’) খুঁজে পেতে পারে অথবা তাদের মনে অন্য কোনো প্রশ্ন জাগতে পারে। একজন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা যেমন প্রশ্ন করতেন, আপনিও সেভাবে প্রশ্ন করুন। কিন্তু আপনি যাদের শেখাচ্ছেন, তারা যদি গল্পের মধ্যে ভিন্ন কোনো মূল্যবান বিষয় খুঁজে পায়, তবে আলোচনাকে সেদিকেই এগিয়ে যেতে দিন।

শিক্ষাদানের এই সময়ে আপনাকে হয়তো আপনার নিজের প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণগুলো আপাতত সরিয়ে রেখে গল্পের অন্য কোনো মূল্যবান বিষয় নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করতে হতে পারে। পবিত্র আত্মা যখন সরাসরি শ্রোতাদের সাথে কথা বলেন, সেই দৃশ্যটি কতই না চমৎকার!

গল্পের ভূমিকা কীভাবে তৈরি করবেন

গল্পটি থেকে আধ্যাত্মিক রত্ন খুঁজে বের করার কাজ শেষ হলে, আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে গল্পটির জন্য কোনো ভূমিকা বা প্রারম্ভিক আলোচনার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা সাধারণত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়ার পরেই ভূমিকা প্রস্তুত করি; কারণ গল্পটি পুরোপুরি অধ্যয়ন না করা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না যে ভূমিকায় ঠিক কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ভূমিকাটি শ্রোতাদের জন্য সেই গল্পের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরে, যা তারা শুনতে যাচ্ছে। এটি শ্রোতাদের গল্পটি শোনার জন্য প্রস্তুত করে এবং শাস্ত্রের পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর আলোকে গল্পটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

একটি ভূমিকার মধ্যে কী কী বিষয় থাকে?

১. যদি আপনার কোনো ভূমিকা বা প্রারম্ভিক আলোচনার প্রয়োজন হয়, তবে তা সংক্ষিপ্ত রাখুন—আদর্শগতভাবে মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। আপনি যদি এমন কোনো গল্প বলেন যার প্রেক্ষাপট শ্রোতাদের আগে থেকে জানা নেই, সেক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে। স্বভাবগতভাবেই ভূমিকা বা প্রারম্ভিক আলোচনা তথ্যমূলক বা প্রামাণ্যচিত্রের ধাঁচের হয়ে থাকে, তাই গল্পের মতো তা শ্রোতাদের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না। সংক্ষিপ্ত ভূমিকাই শ্রেয়, কারণ গল্পের তুলনায় তথ্যমূলক বা প্রামাণ্য ধাঁচের বিষয়বস্তু মনে রাখা কঠিন। নিচে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হলো যার জন্য আপনি ভূমিকা ব্যবহার করতে পারেন:

ক. গল্পটিকে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার প্রয়োজন হলে ভূমিকা ব্যবহার করুন। নিশ্চিত করুন যে, আপনার নির্বাচিত গল্পটি ভালোভাবে বোঝার জন্য সেই ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বি. কখনও কখনও কোনো গল্পে এমন কিছু পরিভাষা বা শব্দ থাকতে পারে যা শ্রোতাদের কাছে নতুন বা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। গল্প শুরু করার আগে ভূমিকার মধ্যেই আপনি সেই শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারেন। যেসব শব্দ বা পরিভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতে পারে, তার উদাহরণ হলো—‘সিনাগগ’ (Synagogue), ‘মানবপুত্র’ (Son of Man) বা ‘নবীর সন্তানগণ’ (Sons of the Prophet)।

গ. প্রশ্ন-উত্তর পর্বের সময় আপনি হয়তো শ্রোতাদের এমন কোনো ‘গুপ্তধন’ বা বিশেষ তথ্য খুঁজে বের করতে বলতে পারেন, যা জানার জন্য পুরাতন নিয়মের (Old Testament) কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের সেই ঘটনাটি বলতে পারেন যেখানে যোহন বলেছিলেন, “দেখো, ঈশ্বরের মেসশাবক, যিনি জগতের পাপ বহন করে নিয়ে যান।” তাই, আলোচনার শুরুতে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে, বাইবেলে অনেকবারই ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের পাপ করার পর বলিদানের জন্য একটি মেসশাবক নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. গল্পটি বোঝার জন্য কিংবা পরবর্তীতে গল্প-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শ্রোতাদের যে তথ্যগুলো জানা জরুরি বলে আপনার মনে হয়, সেগুলো আপনার ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৩. মনে রাখবেন, কখনও কখনও কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

৪. এসটিএস (STS)-এ আমরা কেবল বাইবেলে প্রাপ্ত তথ্যই ব্যবহার করি। আমরা বাইবেলের বাইরের কোনো তথ্য কিংবা গ্রিক বা হিব্রু শব্দের সংজ্ঞা ব্যবহার করি না, কারণ এ ধরনের তথ্য কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কাছেই লভ্য। আমরা সকল বিশ্বাসীকে গল্পের মাধ্যমে শাস্ত্রের বার্তা তুলে ধরতে উৎসাহিত ও সক্ষম করে তুলতে চাই। আমাদের নিজেদের উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য থেকে—অর্থাৎ খোদ বাক্য থেকেই—গভীর সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের শেখাতে হবে যেন তারা গল্পের ওপর আস্থা রাখে।

৫. ভূমিকাটি হলো বাইবেল-ভিত্তিক এমন কিছু তথ্য যা আপনি নিজে সাজিয়ে নিয়েছেন। ভূমিকাটি বলার পর, সেটি যে শেষ হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলুন—যেমন বলতে পারেন: “এবার মূল গল্পটি” অথবা “এই হলো বাইবেলের গল্পটি।” (শিক্ষাদানের অন্যান্য পদ্ধতিতে এরপর হয়তো আপনি বলতেন, “এই গল্পটি হলো . . . সম্পর্কে।” কিন্তু এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে, গল্পটি নিজেই যেন তার বিষয়বস্তু তুলে ধরে—সেই সুযোগটিই দেওয়া হয়!)

অধ্যায় ৫: আসুন প্রস্তুতি ও উপস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করে দেখি

প্রথমে, এই নমুনা গল্পটি শিখে নিন।

আপনি চাইলে 'দক্ষতা ১' (Skill 1) পুনরায় দেখে নিতে পারেন এবং সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে বাইবেলের এই ঘটনাটি (লূক ১০:৩৮-৪২, কথোপকথনমূলক) শিখতে পারেন।

এরপর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যাত্রাপথে একটি গ্রামে এসে পৌঁছিলেন। সেখানে মার্থা নামে এক নারী যীশুকে তাঁর বাড়িতে সাদরে গ্রহণ করলেন। মার্থার মেরি নামে এক বোনও ছিল; সে যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছিল। কিন্তু মার্থা নানা রকম আপ্যায়নের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "প্রভু, আমার বোন যে আমাকে একা সব কাজ করতে দিয়ে বসে আছে, তাতে কি আপনার কোনো খেয়াল নেই? তাকে বলুন না যেন সে এসে আমাকে সাহায্য করে।"

তখন যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি তো অনেক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে আছ; কিন্তু আসলে একটি বিষয়ই প্রয়োজন। আর মেরি সেই উত্তম অংশটিই বেছে নিয়েছে, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।"

প্রস্তুতি: আধ্যাত্মিক রত্ন খুঁজে পাওয়া

গুপ্তধন অনুসন্ধান ১ – আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ খুঁজে বের করা

গল্পটি শেখার সময় আপনি হয়তো কিছু মূল্যবান রত্ন বা অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছিলেন। এখন যখন আপনি ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে গল্পটির প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে দেখবেন, তখন 'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা'র (Wise Counsellor) প্রশ্নগুলো ব্যবহার করুন। এতে আপনি আরও অনেক মূল্যবান বিষয় খুঁজে পাবেন।

'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা'র প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে ভেবে দেখুন: এই গল্পের প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি কী? বাইবেলে এই গল্পের আগে এমন কোনো ঘটনা (ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে) কি ঘটেছে যা আমাকে গল্পটি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে? মানুষ যা বলেছে ও করেছে, তা থেকে আমি আধ্যাত্মিকভাবে কী শিক্ষা নিতে পারি? সেখানে কি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তবে আর কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত? সেই সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল কী হয়েছিল এবং কাদের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল? পরামর্শদাতা যেসব উপায় বা প্রশ্ন ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো আপনিও কাজে লাগান। আর পরামর্শদাতার প্রশ্নগুলোর বাইরেও আমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি: এই পরিস্থিতিতে এবং মানুষের জীবনে ঈশ্বরকে কীভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলো আপনাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছাতে সাহায্য করবে, যেমন:

১. যখন মার্থা একা সব আপ্যায়নের কাজ শেষ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন তিনি কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও তিনিই সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তবুও নিজের এই পরিস্থিতির জন্য তিনি অন্যদের দোষারোপ করেন। তিনি যিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, যিশু তাঁর অবস্থার প্রতি কোনো খেয়ালই করছেন না। তিনি যিশুকে হুকুম করতে থাকেন। অথচ, তিনি যিশুর কাছে সাহায্য চাইতে ব্যর্থ হন।
২. মার্থা যীশুকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেন, কিন্তু তিনি এমন আচরণ করেন যেন তিনিই সবকিছুর দায়িত্বে আছেন।
৩. মার্থার এই অসম্মানজনক আচরণের কোনো জবাব যীশু দেন না।
৪. যীশু পরম স্নেহের সাথে মার্থাকে সংশোধন করে দেন।
৫. মার্থা মনে করেছিলেন যে তিনি যা করছেন তা-ই প্রয়োজনীয়, কিন্তু যীশু বললেন যে মরিয়ম সেই একটি বিষয়ই বেছে নিয়েছেন যা সত্যিই প্রয়োজনীয়।
৬. মার্থার সামনে একটি পছন্দ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল।
৭. মরিয়ম যীশুর পক্ষ বেছে নিয়েছিলেন—যা ছিল তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি এবং অন্যদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত।
৮. মরিয়ম যা বেছে নিয়েছিলেন, যীশু তা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতে দেননি।

গুপ্তধন অনুসন্ধান ২ – আধ্যাত্মিক প্রয়োগ খুঁজে বের করা

এখন, আমরা যে আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলোর তালিকা করেছি এবং আপনি নিজে যেগুলো খুঁজে পেয়েছেন—সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে গল্পটিতে ফিরে যান এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োগের কিছু অমূল্য বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

প্রথমে আপনার খুঁজে পাওয়া কোনো একটি আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের কথা মনে করুন এবং তারপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করুন, যেমন: বর্তমানে কি এমন ঘটনা ঘটে? কী কী উপায়ে এমনটা ঘটতে পারে? আমার নিজের বা আমার পরিচিত কারও জীবনে কি কখনও এমনটা ঘটেছে? আর, যদি কখনও আমার জীবনে এমন পরিস্থিতি আসে, তবে এই গল্প থেকে আমি কী শিক্ষা বা সহায়তা পেতে পারি?

নিচে এমন কিছু আধ্যাত্মিক প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হলো, যা ওই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আপনি খুঁজে পেতে পারেন:

১. সতর্ক থাকুন যেন আপনি এমন অতিরিক্ত কাজের ভার না নেন, যার ফলে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শেখার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়টুকু হারিয়ে যায়।

২. আমাদের জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে ঈশ্বরের কাছে এই কথা বলাটা কতই না দুঃখজনক: “আপনার কি কোনো মাথাব্যথা নেই?” এমন কথা নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করে।
৩. আমরা যখন সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের ভার তুলে নিই, তখন আমাদের সেই বোঝা বা কষ্টের প্রতি ঈশ্বরের কোনো খেয়াল নেই—এমন অভিযোগ করাটা কতই না বোকামি!
৪. আমাদের সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করতে হবে, তা কি আমাদেরই ঈশ্বরকে বলে দেওয়া উচিত?
৫. আমরা কি কখনো সাধ্যের চেয়ে বেশি কাজের ভার নিই—এমনকি ঈশ্বরের জন্য এমন কোনো কাজ করি যা করার নির্দেশ তিনি আমাদের দেননি?
৬. পরিস্থিতি যখন আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটে না, তখন বহুবারই আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলি।
৭. মার্থাকে সংশোধন করার সময় যীশু ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করি, তখনও তিনি প্রায়শই ধৈর্যশীল থাকেন এবং আমাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলেন।
৮. যীশু যখন মার্থাকে নাম ধরে ডাকতেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম উদ্বেগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পেত; ঠিক তেমনই ঈশ্বরও আমাদের নাম জানেন এবং আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন।
৯. রান্নাঘরে সময় কাটানো, সেবা করা কিংবা অন্য কোনো পরিচর্যার কাজ করা যে ভুল—তা নয়; কিন্তু আমাদের কাজ যদি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে তাঁর কথা শোনা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নেয়, তবে আমরা সেই ‘উত্তম বিষয়টি’ বেছে নিইনি।
১০. মার্থার আচরণের বিষয়ে যীশু তাঁর শেষ কথায় বলেন যে, মরিয়ম সেই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ই বেছে নিয়েছে। মার্থা যেভাবে চেয়েছিল মরিয়ম তার কাজ থামিয়ে এসে সেবাকার্যে সাহায্য করুক, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মার্থা মনে করত সে নিজে যা করছে সেটাই প্রয়োজনীয় কাজ।
- মাঝে মাঝে আমরাই ঠিক করে ফেলি যে, আমরা যা করছি সেটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। অথচ, ঈশ্বর হয়তো আমাদের জন্য অন্য কোনো বিষয়কে ‘একমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ’ হিসেবে বিবেচনা করেন।
১১. অনেক সময় আমরা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিই এবং ঈশ্বর আমাদের দিয়ে কী করতে চান, তা জানার জন্য একটু থামি না। কী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়—সে বিষয়ে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই। এমনকি, ঈশ্বর যাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য আহ্বান করেছেন, আমরা হয়তো তাদেরও সেই কাজ থেকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিই!

১২. যীশু বলেন, মরিয়ম যা করছে তা-ই সেই উত্তম বিষয় যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।

চূড়ান্ত বিচারের দিন ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনের কাজের দিকে তাকাবেন, তখন দেখা যেতে পারে যে ঈশ্বরের জন্য আমরা যেসব কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তার সবকটিই হয়তো সঠিক বা উত্তম ছিল না। কিন্তু যদি তা সত্যিই উত্তম কোনো কাজ হয়ে থাকে, তবে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।

১৩. অনেক সময় আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ ও পরিবার কিংবা মানুষের প্রত্যাশার বিপরীতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এখন যেহেতু আপনি নিজে সেই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন, তাই সময় হয়েছে গল্পের শুরুতে ফিরে গিয়ে এমন সব প্রশ্ন তৈরি করার, যা শ্রোতাদেরও সেই গুপ্তধন খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। এরপর আমরা এমন একটি এসটিএস (STS) উপস্থাপনা দেখব, যেখানে আপনার তৈরি করা প্রশ্নগুলোর কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহলে, আসুন এবার দেখে নেওয়া যাক—বাস্তব মানুষের সামনে গল্প বলার সময় আপনি আসলে কী করেন...

উপস্থাপনার প্রথম পর্যায়: তিনবার গল্প বলা

শ্রোতাদের গল্পটি তিনবার শোনাতে তারা গল্পটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে, যার ফলে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেওয়া তাদের জন্য সহজ হয়:

1. আপনি গল্পটি বলুন।
2. একজন স্বেচ্ছাসেবককে গল্পটি পুনরায় বলতে বলুন।
3. গল্পটি বলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিন। (এক্ষেত্রে মূলত আপনিই গল্পটি পুনরায় বলেন, তবে বলার সময় শ্রোতাদেরও তাতে সম্পৃক্ত করে **নেন।**)

প্রথমবার – আপনি গল্পটি বলুন

গল্পটি যতটা সম্ভব নির্ভুল ও আকর্ষণীয়ভাবে বলুন। বলার সময় গল্পটি ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর অঙ্গভঙ্গি ও শারীরিক ভাষা ব্যবহার করুন।

দ্বিতীয়বার – একজন স্বেচ্ছাসেবককে গল্পটি পুনরায় বলতে বলুন

স্বেচ্ছাসেবক চাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দলের সামনে বা সবার মাঝে কথা বলতে উৎসাহিত করা। এই পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণই হলো পুরো প্রক্রিয়ায় দলের সদস্যদের প্রথম ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা। তাই, যখন কোনো স্বেচ্ছাসেবকের সাথে সদয় ও সম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন উপস্থাপনা এগিয়ে চলার সাথে সাথে কেবল সেই ব্যক্তিরই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে তা নয়, বরং দলের অন্য সদস্যরাও সেই সদয় আচরণটি লক্ষ্য করেন। এই সদয় আচরণ তাদের মনেও সবার সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্বস্তি ও নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তোলে।

STS প্রক্রিয়ার এই পর্যায়ে আমরা আশা করি না যে অংশগ্রহণকারীরা গল্পটি পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলবে; গল্পটি নির্ভুলভাবে বলতে পারার বিষয়টি আসে পরবর্তী ধাপে।

উপস্থাপনার জন্য যদি সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে, তবে গল্পটি দ্বিতীয়বার বলার পর্বটি (অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে বলানোর অংশটি) বাদ দিয়ে সরাসরি তৃতীয়বার বলার পর্বে চলে যান।

স্বেচ্ছাসেবক ডাকার বা আহ্বান জানানোর বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

বিকল্প ১: বলুন, "আপনার পাশের ব্যক্তির দিকে ঘুরুন এবং আপনারা একে অপরকে গল্পটি আবার শোনান।" আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে গল্পটি পুনরায় বলানোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি মানুষকে উচ্চস্বরে কথা বলতে উৎসাহিত করে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষই সবার সামনে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন, তাই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি উপায়। মানুষ সাধারণত পরিচিত কারো পাশেই বসেন, তাই প্রায় সবাই সেই পরিচিত ব্যক্তির দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো সাহস পাবেন এবং একে অপরকে গল্পটি শুনিয়ে দিতে পারবেন।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অধিকাংশ শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণত বক্তৃতার ঢঙে পরিচালিত হয়। তাই মানুষের শেখার পরিধি বাড়াতে আমাদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে তারা নিজেদের মতামত ও চিন্তাভাবনা নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারে। কোনো দলের সামনে প্রথমবারের মতো কোনো গল্প বলার সময়, শ্রোতাদের পাশের ব্যক্তির কাছে গল্পটি পুনরায় বলতে বলা—স্বেচ্ছায় গল্পটি বলার জন্য কাউকে খুঁজে বের করার সর্বোত্তম উপায়।

একটি পরামর্শ রইল! যদি আপনার মনে হয় যে গল্পের কোনো অংশ বলতে আপনি ভুলে গেছেন, তবে এই পদ্ধতিটিই ব্যবহার করুন; কারণ এটি আপনাকে গল্পের নির্ভুলতা যাচাই করে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দেয়। শ্রোতারা যখন একে অপরকে গল্পটি শোনাতে ব্যস্ত থাকেন, তখন আপনি বাইবেলের মূল গল্পটি দেখে (বা শুনে) নিতে পারেন—আর তারা তখন একে অপরের সাথে গল্প বলা ও শোনার কাজে এতটাই মগ্ন থাকেন যে, আপনি কী করছেন তা তাদের নজরেই পড়ে না!

বিকল্প ২: একই দলের কাছে যদি দ্বিতীয় কোনো গল্প বলতে চান, তবে (প্রথম বিকল্পটি ব্যবহারের পর) এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কাজে লাগান। সবাই মিলে একবার STS গল্প শোনার পর, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে মানুষের জড়তা বা ভয় কিছুটা কমে যায়।

পুরো দলের সামনে গল্পটি পুনরায় বলার জন্য কেউ স্বেচ্ছাসেবক হতে চান কি না, তা জানতে চান। অনুরোধের সাথে সাথে দ্রুত যোগ করুন, "আপনার যতটুকু মনে আছে, ঠিক ততটুকুই বলবেন।" মুখে হাসি রাখুন এবং দলকে উৎসাহিত করতে থাকুন। এরপর একপাশে সরে দাঁড়ান এবং স্বেচ্ছাসেবককে আপনার জায়গায় আসার জন্য ইশারা করুন।

যখন কোনো স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে, তখন যিনি এগিয়ে এসেছেন তাকে হাততালি দিয়ে বা আনন্দের সাথে স্বাগত জানান। আবারও হাসিমুখে স্বেচ্ছাসেবককে বলুন, "আপনাকে শুধু গল্পটাই বলতে হবে, ভূমিকা বা সূচনা নয়। গল্পের কোনো অংশ ভুলে গেলে চিন্তা করবেন না; কারণ আপনি এটি মাত্র একবারই শুনেছেন। শুধু সেই অংশটি দিয়ে শুরু করুন যেখানে বলা হয়েছে..."— এরপর গল্পের প্রথম লাইনটি আপনি নিজে একবার বলে দিন।

স্বেচ্ছাসেবক থেকে প্রায় ১০ ফুট দূরে একপাশে গিয়ে দাঁড়ান। একদম গা ঘেঁষে দাঁড়ালে তিনি হয়তো দলের দিকে না তাকিয়ে অনুমোদনের আশায় আপনার দিকেই তাকিয়ে থাকবেন। আবার খুব বেশি দূরে সরে গেলে তিনি নিজেকে একা বা পরিত্যক্ত মনে করতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবক যখন গল্পটি বলছেন, তখন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও খেয়াল রাখবেন যেন আপনার মুখের অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভাষা আগ্রহ ও সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

আপনার মনোযোগ পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবকের ওপর নিবদ্ধ রাখুন। অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেবেন না বা STS উপস্থাপনার এই কয়েক মিনিট অন্য কারো সাথে কথা বলায় ব্যয় করবেন না। ওই স্বেচ্ছাসেবক আপনার ওপর আস্থা রেখেছেন; তাই মনোযোগ দিয়ে ও আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনে সেই আস্থার মর্যাদা রাখুন।

গল্পটি ভালোভাবে বলা হলে, আপনার কথা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবককে জানান যে তাঁর উপস্থাপনা আপনাকে কতটা মুগ্ধ করেছে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি বা ভাবপূর্ণ কোনো শব্দ ব্যবহার করে থাকলে তার প্রশংসা করুন; এতে বোঝা যাবে যে আপনি সত্যিই তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

তাছাড়া, অনেক ভুলসহ বলা কোনো গল্প সংশোধন করার চেষ্টা করাটা যারা গল্পটি শিখছে তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তাই, যেসব স্বেচ্ছাসেবক গল্পটি ভালোভাবে বলতে পারেননি, তাদের ভালো কোনো দিকের প্রশংসা করে উৎসাহিত করাই শ্রেয়। যেমন—“আপনার সাহসিকতার প্রশংসা করছি” “লোকটি কুষ্ঠরোগী ছিল—এই অংশটি আপনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন,” “উদ্ভৃতিগুলো যেভাবে আপনি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে”—অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ও উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলতে পারেন।

গল্পটি যদি দীর্ঘ হয় অথবা কোনো কারণে যদি কেউ সাড়া না দেয় (এমনকি বারবার আহ্বান জানানোর পরেও এবং এগিয়ে আসার সাহস সঞ্চয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় বা বিরতি দেওয়ার পরেও), তবে স্বেচ্ছাসেবককে গল্পটি বলতে উৎসাহিত করার একটি উপায় আছে। বলতে পারেন, “আমার একটা বুদ্ধি আছে। আপনারা কি কয়েকজন মিলে গল্পটি বলতে পারেন? একজন শুরু করবেন,

আরেকজন এরপর থেকে বলা চালিয়ে যাবেন এবং আরেকজন সাহায্য করবেন—এভাবে পুরো গল্পটি বলা হবে। আর আপনাদের শুধু ততটুকুই বলতে হবে যতটুকু আপনাদের মনে আছে।”

এভাবে কয়েকজনকে মিলে গল্পটি বলতে দিলে তাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হবে।

২৫টি দেশে গল্প বলার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সবসময়ই কোনো না কোনো স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এসেছে। যদি কখনও এমন পরিস্থিতি হয় যে কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে না, তবে আমি নিজেই এর দায়ভার নেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। আমি বলব, “জানি না কেন, আমার মনে হচ্ছে গল্পটি আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার, যাতে আমরা সবাই এটি নিয়ে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।” এরপর আমি ‘লিড থ্রু’ (Lead Through) বা নির্দেশনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যাব।

যদি কোনো স্বেচ্ছাসেবক বাড়তি তথ্য যোগ করেন বা গল্পটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে বলেন (embellish), তবে সেই বাড়তি বিষয়টির উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রোতারা সেই বাড়তি অংশটি খেয়াল করবেন এবং আপনি কীভাবে তা সামলান তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন। যদি আপনি মনে করেন যে বাড়তি অংশগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ এবং তাই আপনি উল্লেখ করলেন না যে ওই বাড়তি তথ্যগুলো ‘অনুমোদিত’ নয় (অবশ্যই সদয়ভাবে বলা উচিত), তবে এই এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে শীঘ্রই পস্তাতে হবে।

মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে, যিনি গল্পটি বলছেন তিনি খুব বেশি কিছু মনে রাখতে পারছেন না বা খুব খারাপভাবে বলছেন। এমন পরিস্থিতিতে অন্য শ্রোতাদের দিয়ে ভুল সংশোধন করাবেন না। দল বা আপনি—কেউই যদি সবার সামনে স্বেচ্ছাসেবকের বলা গল্পের ভুল শুধরে দেন, তবে তাতে তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন।

এড়িয়ে চলার বা সতর্ক না থাকার ফলাফল: বাইবেল নিয়ে যারা কঠোর বা রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন, তারা হয়তো হতাশ হতে পারেন এই ভেবে যে, এসটিএস (STS) মানুষকে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে বাড়তি কিছু যোগ করার সুযোগ দিচ্ছে (অথচ আমরা তা করি না!)। এছাড়া, অন্যরা হয়তো মনে করতে পারেন যে, গল্প বলার সময় তারা নিজেদের ইচ্ছামতো বাড়তি কথা যোগ করতে পারেন।

আসলে, এই বাড়তি বিষয়গুলোকে আপনি সদয়ভাবে সামলাতে পারেন। কেবল বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দিয়ে উৎসাহের সাথে বলুন, “আপনার আগ্রহ সত্যিই দারুণ! আপনি আমাদের এমন কিছু বাড়তি তথ্যও জানালেন যা আমার মনে হয় মূল গল্পে নেই! বাইবেলের কোনো নির্দিষ্ট গল্প বলার সময় কেবল সেই গল্পের বিষয়বস্তুটুকুই তুলে ধরা আমাদের সবার জন্যই বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ।” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যিনি গল্পটি পুনরায় বলছেন তিনি তা কত ভালো বা খারাপভাবে বললেন তা বড় কথা নয়; বরং তার কাজের মধ্যে প্রশংসা করার মতো সুনির্দিষ্ট কোনো দিক খুঁজে বের করাটাই আপনার দায়িত্ব।

মনে রাখবেন, কোনো স্বৈচ্ছাসেবককে দিয়ে গল্পটি পুনরায় বলানোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে উচ্চস্বরে কথা বলতে উৎসাহিত করা। কারো কাছ থেকেই এই মুহূর্তে এমনটা আশা করা হয় না যে, তারা গল্পটি নিখুঁতভাবে বলার মতো যথেষ্ট ভালো জানবেন।

কোনো গল্প শেখার উপায় হিসেবে স্বৈচ্ছাসেবকদের দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সেটি বারবার বলানোর পদ্ধতিটি আমরা সুপারিশ করি না। অংশগ্রহণকারীরা গল্পটি বহুবার শুনে থাকলেও, প্রথম স্বৈচ্ছাসেবক সম্ভবত কিছু ভুল করবেনই। এরপর যখন আরও স্বৈচ্ছাসেবক গল্পটি বলবেন, তখন আরও ভুল হবে—আর শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের মনে সেই ভুলগুলোই গেঁথে থাকবে! আবার, স্বৈচ্ছাসেবকদের ভুলগুলো সবার সামনে শুধরে দিয়ে যদি আপনি এই পদ্ধতির ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন, তবে মানুষের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যাহত হবে। তখন কেবল অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিরাই এগিয়ে আসবেন; আর বাকিরা সবার সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে যাবেন এবং মুখ ফুটে কিছু বলবেন না।

গল্পের নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য গল্পকথক হয়তো বারবার গল্পটি বলতে পারেন; কিন্তু আমরা বাইবেলের গল্পগুলো শেখানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি সুপারিশ করি না। যদিও গল্পকথকের মাধ্যমে বারবার একই গল্প শোনানো কার্যকর হতে পারে, তবুও গল্প শেখার ক্ষেত্রে এটি হয়তো সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপায় নয়! মুখস্থ বিদ্যা—অর্থাৎ বারবার একই তথ্য আওড়ে শেখা—তেমন আনন্দদায়ক নয়; এটি বরং একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর কাজের মতো মনে হতে পারে।

STS প্রক্রিয়ার এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য মানুষকে গল্পটি পুরোপুরি শিখিয়ে ফেলা নয়। শুরুতে আমরা চাই মানুষ গল্পটি এমনভাবে আয়ত্ত্ব করুক যাতে তারা এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমেই তাদের বোঝাপড়া বাড়ে এবং গল্প থেকে তারা যা কিছু খুঁজে পায়, তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি হয়।

পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে গল্পটি নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে। STS উপস্থাপনা এবং গল্পটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এমন একটি উপযুক্ত সময় আসে যখন আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে গল্পটি সঠিকভাবে জানা হয়েছে। আমরা একে বলি "সৃজনশীল পুনরাবৃত্তি" (creative reinforcement)। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

গল্পটি প্রথমবার শোনানোর পর, STS উপস্থাপনা প্রক্রিয়ার পরবর্তী দুটি ধাপ গল্পটি আয়ত্ত্ব করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অধিকাংশ চ্যালেঞ্জ প্রাকৃতিকভাবেই দূর করে দেয়। এরপর যে 'লিড থ্রু' (Lead Through) বা নির্দেশিত পুনঃকথন পর্বটি আসে, তা প্রায়শই মানুষের মনে গল্পটিকে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেয়। এছাড়া, গল্পকথকরা যখন গল্পটি নিয়ে পর্যবেক্ষণমূলক প্রশ্ন করেন, তখন তারা প্রতিটি নির্দিষ্ট অংশের ওপর ভিত্তি করেই প্রশ্নগুলো সাজান—অর্থাৎ যে অংশটি নিয়ে তারা আলোচনা করতে চান, প্রশ্ন করার আগে তারা সেই অংশটি পুনরায় শুনিতে নেন। এর ফলে শ্রোতারা গল্পটি ধারাবাহিকভাবে বা কালানুক্রমিকভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে শোনার সুযোগ পান, যা গল্পের বিষয়বস্তুকে তাদের মনে আরও সুদৃঢ় করে তোলে।

বিশ্বের কোনো নতুন স্থানে কর্মশালা পরিচালনা করতে গেলে প্রায়শই স্থানীয় নেতারা আমাদের একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, “আমরা চাই না আপনারা হতাশ হোন, কারণ এখানকার মানুষজন প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে না।” এমন কথা শুনলে আমরা সেই নেতাকে আন্তরিকতার সাথে বলি, “আপনাকে ধন্যবাদ। দেখা যাক কী হয়।”

প্রতিটি ক্ষেত্রেই এবং প্রতিটি জায়গাতেই (যা স্থানীয় নেতাদের জন্য ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর) শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারীদের এই সাড়া দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে STS প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হিসেবে থাকা ধীরস্থির প্রস্তুতি ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেই।

সবার ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে সমান সময় লাগে না। হয়তো কোনো খ্রিস্টীয় শিক্ষামূলক পরিবেশে তাদের শেখানো হয়েছিল যেন তারা উচ্চস্বরে কথা না বলে; আবার অনেকে হয়তো সবার সামনে ভুল করার ভয়ে পিছিয়ে থাকেন। অনেকেই মনে করেন না যে, তাদের কোনো অর্থবহ আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা বা মতামত রয়েছে যা তারা তুলে ধরতে পারেন। আসলে, অতীতের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ মানুষের মানসিকতা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা না করে কিংবা নতুন কোনো ধারণা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনা না করে। মানুষের সেই মানসিকতার পরিবর্তন বা জড়তা কাটিয়ে উঠতে দেখাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

আগের বদ্ধমূল ধারণা বা মানসিকতা পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ

এসটিএস (STS)-এর সংস্পর্শে আসার প্রথম দিন শেষে, সন্তুরোধ্ব এক শিক্ষিত ব্যক্তি বললেন, “চল্লিশ বছর আগেই আমার এটার প্রয়োজন ছিল। আমরা চীনারা সাধারণত কোনো বিষয়ে আলোচনা করি না। আমাদের বলে দেওয়া হয় কী করতে হবে আর কী বিশ্বাস করতে হবে। এটা দারুণ ব্যাপার। এই প্রথম আমরা নিজেরাই কোনো কিছু আবিষ্কার বা উপলব্ধি করতে পারছি।”

নেপালের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। কিন্তু তাদের মতামত বা উত্তরগুলোকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করায় তারা ধীরে ধীরে আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত সবাই প্রাণবন্ত আলোচনায় মেতে উঠলেন। সেখানে উপস্থিত নিরক্ষর ব্যক্তিদের একজন বললেন, “আমি তো জানতামই না যে, যারা পড়তে পারে না, ঈশ্বর তাদের সাথেও কথা বলেন।”

থাইল্যান্ডের একটি গ্রামে কর্মশালা পরিচালনার পর সেখানকার এক প্রশিক্ষক জানালেন, “শুরুতে নারীরা কোনো উত্তরই দিচ্ছিলেন না। তাদের এটা বুঝতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগেছিল যে তাদের কথা বলার অধিকার আছে এবং তাদের মতামতেরও গুরুত্ব রয়েছে। এরপর অবশ্য সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে তাদের আর থামানোই যাচ্ছিল না।”

তৃতীয় ধাপ – গল্পের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া (Lead Through the Story)

এখন আসুন মূল প্রক্রিয়ায় ফিরে যাই। আপনি গল্পটি বলেছেন এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক সেটি পুনরায় শুনিয়েছেন। এবার গল্পটি বলার তৃতীয় ধাপ, যেখানে শ্রোতারাও এতে অংশ নেবেন।

আপনি সবাইকে আপনার সাথে গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যেতে বা বলতে উৎসাহিত করবেন। গল্প বলার এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে যাওয়ার বা দ্বিধা প্রকাশ করার বিষয়টি থাকে। গল্পকথক হিসেবে আপনি এমন ভান করতে পারেন যেন গল্পের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য মনে করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে। এটি যেন শ্রোতাদের গল্প মনে রাখার ক্ষমতার কোনো কঠোর পরীক্ষা বলে মনে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বরং, শ্রোতাদের দিকে এমনভাবে তাকান যেন আপনি আশা করছেন কেউ পরবর্তী কয়েকটি শব্দ বা বাক্য বলে দেবে। যেহেতু শ্রোতারা এই পর্যায়ে পুরো গল্পটি দ্বিতীয়বারের মতো শুনছেন, তাই এটি কেবল গল্পের কিছু অংশের সাধারণ পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সবাইকে দিয়ে গল্পটি সঠিকভাবে ও নির্ভুলভাবে পুনরায় বলিয়ে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

‘লিড থ্রু’ বা গল্পের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার এই পদ্ধতিতে, আপনিই গল্প বলা শুরু করবেন, তবে শ্রোতাদেরও তাতে সম্পৃক্ত করবেন। প্রতিটি বাক্যাংশ বা বাক্যের (অথবা নতুন কোনো চিন্তার) শুরুতে আপনি বলা শুরু করবেন—তারপর থেমে যাবেন বা দ্বিধা প্রকাশ করবেন, যাতে শ্রোতারা বাকি তথ্যটুকু বলে দিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন, “যীশু একটি শহরে গেলেন এবং তিনি কি একা ছিলেন নাকি, উম...” এরপর আপনি থেমে গিয়ে এমন অঙ্গভঙ্গি করবেন যেন আপনার সাহায্যের প্রয়োজন এবং শ্রোতাদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাবেন, যাতে তারা শূন্যস্থানটি পূরণ করতে পারেন। তারা যখন বলবে “তাঁর শিষ্যরা তাঁর সাথে ছিলেন,” তখন আপনি বলবেন “হ্যাঁ!” বা “খুব ভালো।” এরপর এভাবেই গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন।

সাধারণত, মানুষের নাম বা সংখ্যা মনে রাখার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়। তাই ‘লিড থ্রু’ (Lead Through) বা গল্পের সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ করতে, আমরা সাধারণত কাউকে নাম মনে করে বলতে বলি না।

কখন কাউকে নাম মনে করে বলতে বলা উচিত, তা বোঝার জন্য বিচক্ষণতার প্রয়োজন। এই ছোট গল্পটিতে মার্tha, মেরি এবং যিশুর নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, তাই শ্রোতারা সহজেই তাদের নাম মনে রাখতে পারেন। এমন সহজ প্রশ্ন করুন যা শ্রোতাদের আত্মবিশ্বাসী বা সাহসী হতে সাহায্য করবে। তাহলে পরবর্তীতে, যখন গল্পটি নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তারা আপনার প্রশ্নের উত্তর আরও স্বাচ্ছন্দ্যে দিতে পারবেন। আপনি যদি এমন প্রশ্ন করেন যার উত্তর কেবল ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ অথবা একটি শব্দে দেওয়া যায়, তবে আলোচনার সিংহভাগ আপনাকেই করতে হবে। এর ফলে শ্রোতাদের গল্পটি সঠিকভাবে মনে রাখার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে; পাশাপাশি, আপনি যে তাদের

কাছ থেকে মুখে উত্তর শুনতে চান এবং উত্তর দেওয়াটা যে নিরাপদ—তাও তাদের বোঝানো সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন করুন, “তাহলে মার্থা কাকে এবং কী করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?” তারা যখন বলবে, “মার্থা যিশুকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য স্বাগত জানিয়েছিলেন,” তখন আপনি বলুন, “খুব ভালো।”

কখনও কখনও গল্পকথক গল্পের মাঝখানে থামতে পারেন এবং শ্রোতাদের গল্পের পরবর্তী অংশ বলতে বলতে পারেন, যেমন— “গল্পে মার্থার এক আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনি কে এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?” তারা যখন উত্তর দেবে, “মেরি হলেন মার্থার বোন এবং মেরি যিশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছেন,” তখন আপনি বলুন, “আপনারা ঠিকই বলেছেন, মেরি যিশুর কথা শুনছেন।” গল্পকথক হিসেবে আপনি ‘ঠিক’ শব্দটি বলবেন এবং তার সাথে ‘কথা শুনছেন’—এই বিষয়টিও উল্লেখ করবেন।

আপনি একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন— “তাহলে, মার্থার একটা সমস্যা আছে—অথবা এমন কিছু যা তার কাছে সমস্যা বলে মনে হয়। সেটা কী?” অথবা, গল্পটি বলার সময় শ্রোতাদের সহায়তা পাওয়ার জন্য আপনি খানিকটা থেমে এমন ভাব করতে পারেন যেন গল্পের পরবর্তী অংশটি আপনার মনে পড়ছে না। শ্রোতাদের দিয়ে গল্পটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ‘শূন্যস্থান পূরণ’ বা ‘পরের অংশ বলা’-র মতো পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করুন।

গল্পের কোনো অংশ পূরণ করার সুযোগ দিতে আপনি যখন থামবেন, তখন যদি শ্রোতারা কোনো সাড়া না দেয়, তবে ধীরে ধীরে উত্তরটি বলা শুরু করুন। মানুষকে গল্পটি মনে করার এবং বাক্যের বা চিন্তার বাকি অংশটুকু পূর্ণ করার সুযোগ দিন।

প্রশ্নের মধ্যে মূল শব্দ বা ‘কি-ওয়ার্ড’ (key words) ব্যবহার করে আপনি শ্রোতাদের গল্পের পরবর্তী অংশটি মনে করিয়ে দিতে পারেন। প্রশ্নে এই মূল শব্দগুলো থাকা অত্যন্ত জরুরি; কারণ এগুলো এমন ইঙ্গিত বা সূত্র হিসেবে কাজ করে যা শ্রোতাদের কোনো তথ্য বাদ না দিয়েই গল্পের পরবর্তী অংশ থেকে উত্তর দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

মূল শব্দ ছাড়া। উদাহরণস্বরূপ, ঘটনাটি পর্যালোচনা করার সময় আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, “আর মার্থা কী বলেছিলেন?” তখন শ্রোতা হয়তো উত্তর দিতে পারেন, “মার্থা বলেছিলেন, ‘আমার বোনকে বলো যেন সে এসে আমাকে সাহায্য করে।’” এটা ঠিক যে মার্থা সত্যিই বলেছিলেন, “আমার বোনকে বলো যেন সে এসে আমাকে সাহায্য করে,” তাই সেই উত্তরটি সঠিক ছিল। কিন্তু মার্থা যখন ওই কথাটি বলেছিলেন, তার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “প্রভু, আপনি কি কিছুই মনে করছেন না যে আমার বোন আমাকে একা সব কাজ করতে দিয়ে চলে গেছে?” সুতরাং, পর্যালোচনার প্রশ্নটি খুব সাধারণ বা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে শ্রোতা গল্পের অনেকটা পরের অংশে চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মূল শব্দসহ। শ্রোতাদের গল্পের ঘটনাপ্রবাহ বা ক্রম মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য এমন প্রশ্ন করুন যা তাদের গল্পের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি উদাহরণ হতে পারে, “মার্থা যীশুকে

কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?” প্রশ্নে “জিজ্ঞেস করা” শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি শ্রোতাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সেই বিষয়টি মনে করতে সাহায্য করলেন যা মার্tha যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

শ্রোতাদের আরও উত্তর খুঁজে বের করতে সাহায্য করার জন্য—যা তাদের আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করবে—ইতিবাচকভাবে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করুন, এমনকি যদি সেই ব্যক্তির উত্তরটি পুরোপুরি সঠিক নাও হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রশ্নটি করে দেখতে পারেন:

“আচ্ছা, মার্tha যীশুকে কী বলে সম্বোধন করেছিলেন; তিনি কোন উপাধি ব্যবহার করেছিলেন?” তারা হয়তো “রব্বি” বা “প্রভু” বলতে পারেন। যদি তারা “প্রভু” বলেন, তবে বলুন যে উত্তরটি সঠিক। আর যদি তারা “রব্বি” বলেন, তবে আপনি বলতে পারেন, “ঠিক, মার্tha যীশুকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছিলেন।” যদিও শ্রোতার দেওয়া “রব্বি” উত্তরটি পুরোপুরি সঠিক ছিল না, তবুও তার ধারণাটি সঠিক ছিল। আপনি তাদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করছেন, কিন্তু একই সাথে গল্পের সঠিকতা বজায় রাখার জন্য নমন্যভাবে সঠিক উত্তরটিও জানিয়ে দিচ্ছেন।

গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলার সময় আপনি এমন সব প্রশ্ন করতে পারেন: যীশুকে কে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? গল্পে মরিয়ম কী করছিলেন? মার্tha কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন? এরপর একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাটি বর্ণনা করুন। মার্tha যখন যীশুর সাথে কথা বলেন, তখন তিনি তাঁকে কী বলে সম্বোধন করেন? এরপর মার্tha যীশুকে কী বলেন? মার্tha কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করতে চান? যীশু মার্thাকে কীসের ব্যাপারে অতিরিক্ত ব্যস্ততার কথা বলেন? তাহলে, যীশু কি বললেন, “মরিয়ম, এখনই এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও!” যীশু কি সত্যিই এমনটা বলেছিলেন? না! আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। যীশু তা বলেননি। তাহলে, মরিয়ম এবং তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের বিষয়ে যীশু কী বলেন?

লক্ষ্য করুন যে, আমরা একটু আগে এমন একটি কথা বলেছিলাম যা ছিল স্পষ্টতই ভুল। আপনি যদি সরলভাবে এমন কোনো ভুল কথা বলেন—যেন ভুলবশতই তা বলেছেন—তবে মানুষ আপনাকে সাহায্য করতে চাইবে এবং গল্পটি সঠিকভাবে বলে দেবে। ভুল কিছু বলে গল্পটি মনে রাখতে সাহায্য করার এই পদ্ধতিটি শ্রোতাদের চমকে দেয় এবং তাদের মনোযোগ ধরে রাখে। তবে এটি খুব কম ব্যবহার করবেন; কোনো গল্প বলার সময় হয়তো মাত্র একবারই এমনটা করা যেতে পারে।

গল্পটি তৃতীয়বার বলার সময় তা শ্রোতাদের মনে গেঁথে যায়। এছাড়া, অত্যন্ত সহজ প্রশ্নগুলো (যা মূলত গল্পের বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি) শ্রোতাদের গল্পকথকের প্রশ্নের উত্তর উচ্চস্বরে দিতে উৎসাহিত করে। আগেই বলা হয়েছে, মানুষ যখন এই সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় এবং তাদের উত্তর সঠিক বলে স্বীকৃতি পায়, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এসটিএস (STS)-এর পরবর্তী দুটি ধাপ—যেগুলো কিছুটা কঠিন—সেগুলোর জন্য এই আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। পুরো আলোচনার সময় শ্রোতাদের গল্প থেকে মূল্যবান শিক্ষা বা ‘রত্ন’ খুঁজে বের করতে এবং সেগুলো উচ্চস্বরে বলতে বলা হয়।

অঙ্গভঙ্গি বা অ্যাকশন ব্যবহার করুন। আশা করি, গল্পটি প্রথমবার বলার সময় আপনি অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেছিলেন। ‘লিড থ্রু’ (Lead Through) বা গল্পটি পুনরায় বলার প্রক্রিয়ায়—যখন আপনি শ্রোতাদের গল্পটি বলতে সহায়তা করার জন্য প্রশ্ন করবেন—তখন সেই একই অঙ্গভঙ্গিগুলো প্রদর্শন করুন। এই অঙ্গভঙ্গিগুলোই শ্রোতাদের গল্পটির কথা মনে করিয়ে দেবে।

আপনি কি প্রস্তুত? আসুন, উপস্থাপনায় আমাদের দক্ষতা যাচাই করে দেখি।

উপস্থাপনা পর্ব দুই: আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ক আলোচনা

আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণসমূহ। এই গল্পটি প্রস্তুত করার সময় আমরা আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান বিষয় খুঁজে পেয়েছি। গল্পটি শেখানোর সময় আপনি এই বিষয়গুলোর কিছু অংশ বা পুরোটা তুলে ধরতে পারেন।

পরিচর্যার কাজে গল্পটি বলার সময়, মূল কাঠামো বা পর্যায়ক্রম (Lead Through) তুলে ধরার পর, প্রথমে আপনাকে জানিয়ে নিতে হবে যে গল্পের কোন অংশটি নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন। এমন কিছু বলুন, যেমন—“এখন গল্পের এই প্রথম অংশে...” এবং তারপর সেই পুরো অংশটি বলুন। ৭ থেকে ১৪টি পদের গল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত ৩ থেকে ৪টি অংশ থাকে। গল্পের ঘটনাপ্রবাহ বা তথ্যের মধ্যে যেখানে স্বাভাবিক বিরতি বা ভাগ রয়েছে, সেগুলো খেয়াল করুন। কোনো বিশেষ ভাবভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি ছাড়া তথ্যচিত্রের (documentary) মতো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গল্পটি বলুন।

গল্পটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এবং এই ভিন্ন ধরনের বলার ভঙ্গি ব্যবহার করে আপনি শ্রোতাদের বোঝাতে পারবেন না যে আপনি আসলে গল্পটি পুনরায় বলছেন। যদিও এটি গল্পটি বলার চতুর্থ পর্যায়, তবুও এটি মুখস্থ কিছু বলার মতো মনে হবে না। এছাড়া, গল্পটিকে এভাবে ভাগ করে নিলে আলোচনার সময় শ্রোতারা বুঝতে পারেন যে তাদের কেবল গল্পের সেই নির্দিষ্ট অংশটি নিয়েই কথা বলতে হবে।

নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্নগুলো আপনাকে আপনার খুঁজে পাওয়া অনেক মূল্যবান বিষয় এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কর্মশালায় মার্থা ও মরিয়মের গল্প নিয়ে আলোচনার সময় উঠে আসা বিষয়গুলোর দিকে নিয়ে যাবে। আমরা কালানুক্রমিক বা ঘটনার ক্রমধারা অনুযায়ী গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাব এবং গল্পের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব।

[সংখ্যায় চিহ্নিত প্রতিটি পর্যবেক্ষণের মধ্যে বাঁকা অক্ষরে (italics) লেখা শব্দগুলো হলো সেই প্রশ্ন যা গল্পকথক দলের সদস্যদের করতে পারেন। আর সাধারণ অক্ষরে লেখা শব্দগুলো হলো সম্ভাব্য উত্তর বা সেই মূল্যবান বিষয় যা দলের সদস্যরা খুঁজে বের করে বলতে পারেন, অথবা সেগুলো এমন কথা যা গল্পকথক দলের সদস্যদের অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধিকে নিশ্চিত করার জন্য বলতে পারেন।]

১. [১ ও ২ নম্বর প্রশ্নগুলোর উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের গল্পের পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের আবেগের সাথে এর সাথে যুক্ত করা।] এই গল্পে মনে হচ্ছে যিশু মার্থার আচরণের সমালোচনা করছেন, কিন্তু মেরি বা মরিয়মের আচরণের প্রশংসা করছেন। আমার ধারণা কি ঠিক? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] এখন আমি কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেছি! আতিথেয়তা কি ভালো কোনো কাজ? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] অতিথিদের জন্য বাড়িতে খাবার তৈরি করা কি ভালো কোনো কাজ? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] তাহলে, যে বিষয়টি আমাকে কৌতূহলী করে তুলছে তা হলো—যিশু মেরির ওপর খুশি, কিন্তু মার্থার কাজের প্রশংসা করছেন না।

২. তাছাড়া, আমরা যদি এমন সিদ্ধান্তে আসি যে—খাবার রান্নার চেয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করাটাই শ্রেয়—তবে আপনাদের জন্য খাবারটা কে তৈরি করবে, ভদ্রমহোদয়গণ? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আর ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের স্ত্রীদের রান্নাঘরে গিয়ে অতিথিদের জন্য খাবার তৈরি করতে বলা কি ঠিক হবে—যার ফলে তারা বাইবেল অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত হন—এবং তারপর তাদের এটা বলা যে, এই গল্প অনুযায়ী তারা আসলে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

যিশু আসলে আমাদের কী দেখাচ্ছেন? হয়তো আমাদের গল্পটি আরেকবার দেখা বা বিবেচনা করা উচিত?

৩. মনে আছে আমরা দেখেছিলাম যে মার্থা যীশুকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এই গল্পে কি এমন কোনো বিষয় আছে যা থেকে বোঝা যায় যে মার্থা জানতেন যীশু একজন অত্যন্ত বিশেষ ব্যক্তি? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

শ্রোতারা হয়তো উল্লেখ করতে পারেন যে মার্থা যীশুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, মার্থা যীশুকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছিলেন, মেরি যীশুর কথা শুনছিলেন অথবা মার্থা যখন যীশুর সাথে দেখা করেন তখন তাঁর সাথে শিষ্যরাও ছিলেন—যা তাঁকে সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে তুলে ধরে। এ সবই সঠিক উত্তর।

৪. আমরা গল্পে দেখি যে মার্থার বোন মেরি যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছিলেন। ‘পায়ের কাছে বসা’—এই বর্ণনাটি আপনার কাছে কী অর্থ বহন করে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ঠিক তাই! কারো পায়ের কাছে বসা হলো একজন নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের একটি বহিঃপ্রকাশ। আর আপনারা যেমনটা বললেন, এটি নিষ্ঠা ও একাত্মতাও প্রকাশ করে।

৫. মার্থা যীশুকে কী বলে সম্বোধন করেছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ‘প্রভু’ শব্দটির অর্থ কী? [উচ্চ মর্যাদা বোঝাতে আমি হাত তোলার ভঙ্গি করি, যাতে মানুষ এমনটা না ভাবে যে ‘প্রভু’ বলার অর্থ মার্থা জানতেন যীশু স্বয়ং ঈশ্বর।]

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশু সম্পর্কে মার্থার ধারণা বা জ্ঞান সম্পর্কে এটি আমাদের কী ইঙ্গিত দেয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] অর্থাৎ তিনি জানেন যে যীশু বিশেষ কেউ—এমন একজন ব্যক্তি যাঁকে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, “তিনি প্রভু,” কিন্তু তিনি যীশুর সাথে নেই বা তাঁর শিক্ষা শুনছেন না। গল্পের এই পর্যায়ে মার্থার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আপনার কী মতামত? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৬. গল্পে বলা হয়েছে যে মার্থা কাজের চাপে ভারাক্রান্ত ছিলেন এবং একাই সব সামলাচ্ছিলেন। গল্পটি পড়ে কি আমরা বুঝতে পারি যে মার্থা কতটা বড় বা কতটা আয়োজনপূর্ণ কোনো খাবার তৈরি করছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আমরা কি জানি তিনি সাধারণ কোনো খাবার—যেমন অতিথিদের ফল কিংবা চা ও বিস্কুট—দিচ্ছিলেন, নাকি এর চেয়েও বেশি কিছু পরিবেশন করছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তটি কার ছিল? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

আমার একটা প্রশ্ন আছে। মার্থা যদি মনেই করে থাকেন যে যীশুর শেখানোর মতো মূল্যবান কিছু আছে, তবে তিনি যে এমন একটি কাজ বেছে নিলেন যাতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়—তা কি অবাক করার মতো নয়? তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনারা কী মনে করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আমরা দেখি মার্থা যীশুর কাছে অভিযোগ করছেন যে তাঁর অনেক কাজ পড়ে আছে, অথচ তিনিই তো নিজের সব সময় রান্নাঘরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন! তাঁর এই যুক্তি বা চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনারা কী ভাবেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৭. হুম? মার্থা ঠিক কী বলে যীশুকে প্রশ্ন করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন এবং কেউ উত্তর দিলে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকান।] তিনি কাকে কী বলেন? (“আপনার কি কোনো খেয়াল নেই?”) আমার মনে প্রশ্ন জাগে—মার্থার কথাগুলো কি যীশুর প্রতি তাঁর আস্থার বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৮. নিজের সমস্যার সমাধানে মার্থা যা করলেন, সে সম্পর্কে আপনারা কী মনে করেন? “যীশু, আপনি মরিয়মকে বলুন আমাকে সাহায্য করতে!” [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থা এখন যীশুর সাথে কেমন আচরণ করছেন? তিনি কি যীশুকে প্রভু হিসেবে দেখছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আমিও তাই মনে করি। তিনি এমন আচরণ করছেন যেন তিনিই যীশুর কব্রী আর যীশু তাঁর ভৃত্য! মার্থা কি অন্যদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারা এখানে প্রকাশ করছেন বলে মনে হয়? কীভাবে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৯. মার্থার কথা শোনার পর এবং যিশু তাঁকে যা উত্তর দিলেন তা লক্ষ্য করার পর, আপনি কি বুঝতে পারছেন কেন যিশু মার্থাকে সংশোধন করছিলেন এবং মরিয়মের প্রশংসা করছিলেন? যিশু কোন একটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১০. তাহলে, অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য মার্থা কোন দুজন ব্যক্তিকে দায়ী করেছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ঠিক তাই—মরিয়ম ও যিশু! মার্থা কীভাবে তাঁদের দায়ী করেছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থা বলেছিলেন, “যিশু, আপনার কি কোনোই চিন্তা নেই যে আমার বোন আমাকে একাই সব কাজের ভার দিয়ে রেখেছে?” এ-ও লক্ষ্য করুন যে, মার্থা বলেছিলেন মরিয়মই তাঁকে সব কাজের ভার দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মনে করে দেখুন, নিমন্ত্রণটা কে করেছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] বড় ভোজের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

এই ঘটনায়, মার্থার ওপর কাজের অত্যধিক চাপের পরিস্থিতির জন্য কার নাম দায়ী হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ঠিক তাই—মার্থা নিজে এই পরিস্থিতির জন্য নিজেকে কোনোভাবেই দায়ী করেননি।

১১. লক্ষ্য করুন, মার্থা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা তাঁকে যিশুর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, মার্থার তৈরি করা সেই সমস্যার সমাধানে নেওয়া পদক্ষেপ কি অন্য কারও ওপর প্রভাব ফেলতে পারত? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] হ্যাঁ। মরিয়মকে তখন যিশুর সান্নিধ্য ছেড়ে চলে আসতে হতো। মার্থার নেওয়া সেই সমাধান বা পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনারা কী মনে করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১২. মার্থা যিশুর প্রতি কেমন আচরণ বা সম্মান প্রদর্শন করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থা যেভাবে যিশুর সঙ্গে কথা বলেন, তা অসম্মানজনক। প্রথমে তিনি যিশুকে দোষারোপ করেন যে তিনি মার্থার সমস্যা নিয়ে ভাবছেন না, আর তারপর তিনি যিশুর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন যিশু তাঁরই কোনো দাস!

১৩. মার্থাকে উত্তর দেওয়ার সময় যিশু কি কোনো আবেগ প্রকাশ করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। সবার সামনে মার্থার অভিযোগ এবং তাঁকে কী করতে হবে—সে বিষয়ে আদেশ দেওয়ার জবাবে যিশু আর কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারতেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আমিও সেটাই ভাবছি। এমন অসম্মানজনক আচরণের কারণে তিনি হয়তো রেগে যেতে পারতেন, অথবা এতটাই লজ্জিত হতে পারতেন যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি তা

করেননি। যীশু কীভাবে মার্থার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করুন। [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] তিনি সদয়ভাবে মার্থাকে বুঝিয়ে বলেন যে, মার্থা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছেন এবং মরিয়মের বেছে নেওয়া সেই বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।

১৪. আপনার কি মনে হয় মার্থা যীশুর প্রতি অন্য কোনোভাবে অসম্মান প্রদর্শন করছিলেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশু একজন সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন। লক্ষ্য করুন যে, মার্থা কেবল যীশুর সমালোচনা-ই করেননি, বরং তাঁর অনুসারীদের সামনেই সেই সমালোচনা করেছিলেন! এমনটা করার মাধ্যমে মার্থা আবারও যীশুর প্রতি কোনো সম্মানই দেখাননি! মার্থার কথার জবাবে যীশু যে আচরণ করেছিলেন, তাতে কি আপনি তাঁর মধ্যে অহংকার নাকি নম্রতা দেখতে পাচ্ছেন? কীভাবে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১৫. যীশু মার্থাকে যেভাবে সম্বোধন করেছিলেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়ে যেভাবে কথা বলেছিলেন, তা থেকে কি আমরা বুঝতে পারি যে তিনি মার্থাকে চিনতেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] হ্যাঁ। মার্থার সাথে কথা বলার সময় তাঁর নাম ধরে ডাকার মাধ্যমে যীশু তাঁর প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যীশু তাঁর নাম একবার নয়, বরং দুবার ব্যবহার করেছিলেন!

১৬. এই ঘটনাটি কি এমন কোনো তথ্য দেয় যা থেকে বোঝা যায় যে, মার্থার এই দুশ্চিন্তা করার বিষয়টি কি তাঁর জন্য নতুন কোনো ঘটনা ছিল, নাকি এটি তাঁর একটি অভ্যাস ছিল? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশু তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি অনেক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্ন ছিলেন; এর থেকে বোঝা যায় যে, এটি তাঁর একটি অভ্যাস ছিল।

১৭. গল্পটিতে কি এমন কিছু আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, রান্নাঘরে থেকে খাবার প্রস্তুত করা অথবা যীশুর পায়ের কাছে বসে শিক্ষা গ্রহণ করা—এর মধ্যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ মার্থার ছিল কি না? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। যীশু যখন বলেন, “মরিয়ম সেই উত্তম অংশটিই বেছে নিয়েছে,” তখন তিনি বুঝিয়ে দেন যে মার্থার সামনেও একটি পছন্দ বা বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল। যীশুর এই কথাগুলো থেকে মার্থার পছন্দ সম্পর্কে আপনি কী বুঝতে পারছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১৮. যীশু বলেছিলেন, “মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে আছ। কিন্তু কেবল একটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়।” মরিয়মের পছন্দের তুলনায় মার্থার পছন্দ ও মনোভাব সম্পর্কে যীশু এখানে কী বলছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশু মার্থাকে বোঝাচ্ছেন যে, সে নিজেকে মানসিকভাবে অস্থির বা বিচলিত হতে দিয়েছে। তিনি মার্থাকে বলছেন যে, অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে

সে ঠিকমতো চিন্তা করছে না এবং মরিয়মের পছন্দকেই তার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৯. মার্থা কি মনে করে যে সে যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা প্রয়োজনীয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থা যা করছে, তা কি যীশুর দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] খাওয়া-দাওয়া কি প্রয়োজনীয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] বিষয়টি বুঝতে আমাকে সাহায্য করুন। এই গল্পে কোনটি প্রয়োজনীয় ছিল আর কোনটি ছিল না—সে বিষয়ে যীশু কী বলছেন বলে আপনার মনে হয়?

২০. আতিথেয়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক একটি সংস্কৃতিতে, মেরির কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হয়েছিল? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মেরিকে কি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল? কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে কি তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তটি নিতে হয়েছিল? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] হ্যাঁ, ঠিক তাই—তাঁর সংস্কৃতি এবং পরিবারের প্রত্যাশা।

২১. কাজ সামলাতে হিমশিম খাওয়ার সময় এবং কাজ শেষ করতে না পারার পরিস্থিতিতে মার্থা কী করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। একটু ভেবে দেখুন। কাজের চাপ সামলাতে না পেরে মার্থা কি অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারতেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থার জন্য অনেক বিকল্প পথের কথা উঠে আসতে পারে। [কাজটি শেষ করতে অক্ষম বুঝে মার্থা আর কী কী করতে পারতেন, সে বিষয়ে সবাইকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন।]

২২. মার্থার কাছে কী কী উপায় বা সহায়তার সুযোগ ছিল? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] সাহায্যের জন্য মার্থা আর কার কাছে যেতে পারতেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] প্রায়শই যখন আমরা এই ঘটনাটি শুনি এবং এর অর্থ নিয়ে আলোচনা করি, তখন সবার শেষে যে পরামর্শটি উঠে আসে তা হলো—মার্থা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে বলতে পারতেন, "প্রভু, আমি একা এত সব খাবার তৈরি ও পরিবেশনের কাজ শেষ করতে পারছি না। এখন আমি কী করব?"

২৩. মার্থা কি অতিরিক্ত সংকোচের কারণে যীশুর কাছে গিয়ে সাহায্য চাননি? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মার্থার মনোভাবকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] এই ঘটনায় মার্থার মনোভাবের সাথে যীশুর মনোভাবের তুলনা করুন।

২৪. মার্থার পছন্দের সাথে মরিয়মের পছন্দের তুলনা করুন। সেগুলো কি একই রকম নাকি আলাদা? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] কোন নারী যীশুকে কিছু দিচ্ছেন এবং কে যীশুর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যীশু কোন কাজটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

করুন।] এটি কি আমাদের কোনো বিশেষ বিষয় বুঝতে সাহায্য করতে পারে?
[উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

আমরা আশা করি শ্রোতারা বুঝতে পারবেন যে, মার্থা যীশুর জন্য কিছু করছেন, আর মরিয়ম তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করছেন। যীশু বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, মার্থা যে কাজটি করছেন—অন্তত এই মুহূর্তে বা যেভাবে তিনি তা করছেন—তা আসলে প্রয়োজনীয় নয়। এটি 'কাজ' এবং 'অনুগ্রহ' (grace)-এর বিষয়ে চমৎকার আলোচনার সুযোগ করে দিতে পারে!

স্নেহশীল অধ্যাপকের ভঙ্গিটি হলো সদয় হওয়া এবং হাসিমুখে কথা বলা। তবে প্রশ্ন করার ধরন থেকেই বোঝা যায় যে, সঠিক উত্তরটি আগে থেকেই জানা আছে। অংশগ্রহণকারীরা তখন গল্পকথককে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখেন যিনি যেন বলছেন, “আমি জ্ঞানের পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার জানা তথ্যগুলো তোমরাও অর্জন করেছ—তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি কি তোমাদের আছে যে তোমরা এই চূড়ায় উঠে আসবে?”

আপনার প্রশ্নগুলো যেভাবে আপনার শেখানোর ধরনকে ফুটিয়ে তুলবে

আপনার খুঁজে পাওয়া চমৎকার বিষয়গুলো অন্যদেরও আবিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য আপনি কীভাবে প্রশ্ন সাজাবেন—সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, শিক্ষকদের ব্যবহৃত প্রশ্ন করার বিভিন্ন ধরন বা শৈলী সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

গল্পকথকরা যেভাবে প্রশ্ন করেন, তার ওপর ভিত্তি করেই শ্রোতারা উপস্থাপক হিসেবে তাঁদের সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলেন। কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি, শরীরের ভাষা এবং প্রশ্ন সাজানোর কৌশলের মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারেন—যেমন কঠোর কোনো স্কুলশিক্ষক, স্নেহশীল অধ্যাপক কিংবা পর্বতারোহণের সঙ্গী কোনো সহযাত্রী।

কঠোর স্কুলশিক্ষকের ভঙ্গিটি STS-এর সাথে মানানসই নয়। কঠোর মনোভাব অংশগ্রহণকারীদের মনে এমন ধারণা তৈরি করে যে, কোনো প্রশ্নের কেবল একটিই সঠিক উত্তর আছে এবং ভুল উত্তর দিলে সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে। ফলে মানুষ উত্তর দিতে ভয় পায় এবং খুব একটা সাড়া দেয় না। STS-এর পুরো প্রক্রিয়াটিতে আমরা মানুষকে ঈশ্বরের দেওয়া যুক্তি-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তাঁর বাক্য থেকে গভীর আধ্যাত্মিক সত্য খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করি; আমরা কোনোভাবেই কঠোর স্কুলশিক্ষকের মতো আচরণ করতে চাই না!

শিক্ষার্থীরা সেই আলোচনায় অংশ নেবে। কিন্তু আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন যে অল্প কয়েকজন সাড়া দিচ্ছে—তারা মূলত তারাই, যারা চটপটে বুদ্ধির অধিকারী এবং সঠিক উত্তর দিতে অভ্যস্ত। গল্পকথকের এই বিশেষ শৈলীটি ওই গুটিকয়েক মানুষের খুব পছন্দ। অন্যদের তুলনায় যারা বেশি জানে—এমন এক ‘অভিজাত’ বা বিশেষ দলের অংশ হতে পারাটা তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, সেই ‘অভিজাত’ দলের সদস্যরা কখনোই দলের বাকি অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণের কথা ভাবে না, যারা আলোচনায় অংশ নেয়নি। যারা আলোচনার বাইরে থেকে যায়, তারা কখনোই নিজেদের বুদ্ধিমান বা দক্ষ বলে মনে করে না। তারা নিজেদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান থাকে এবং বিশ্বাস করে না যে তারাও এই যাত্রায় সফল হতে পারবে।

কিন্তু ‘সহযাত্রী’ বা ‘সহ-আরোহী’র ভূমিকায় অবতীর্ণ গল্পকথকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শ্রোতাদের এমন অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন যে, সবাই মিলে যেন একটি পাহাড় বেয়ে উঠছে এবং সবাই মিলে নতুন নতুন তথ্য খুঁজে বের করছে।

একজন গল্পকথকের জন্য ‘সহযাত্রী’র ভূমিকা গ্রহণ করাটা সবচেয়ে কঠিন একটি বিষয়। কিন্তু সবার জন্য এই ভূমিকাটিই সবচেয়ে ফলপ্রসূ। এটি স্বাভাবিকভাবেই সবাইকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর ফলে অংশগ্রহণকারী কিংবা গল্পকথক—কারও মনেই অহংকার বা দস্ত সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না।

একবার একটি কর্মশালার মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে, একজন অংশগ্রহণকারী গল্পকথকের ‘সহযাত্রী’ হয়ে ওঠার গুরুত্বটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। সেই নারী বলেছিলেন, “আপনার বলা মার্খা ও মেরির গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে। এটি আমাকে অনেক ভাবিয়েছে। জানেন তো, গল্পটির কোন বিষয়টি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে?”

আমি হেসে বললাম, “কী?”

“সেটা ছিল সেই সব মুহূর্তের কথা—যখন উত্তরগুলো আপনার নিজেরও জানা ছিল না এবং আপনি আমাদেরই সেগুলো খুঁজে বের করার সুযোগ দিয়েছিলেন।”

“ওহ!” আমি বুঝিয়ে বললাম। “এটা তো ভালোই হলো। এসটিএস (STS)-এ আমরা যা শেখাই, আমি আসলে সেটাই নিজের আচরণের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। সত্যি বলতে, সারা বিশ্বে আমি এই গল্পটা অনেকবার বলেছি; তাই যখন প্রশ্নগুলো করেছিলাম, তখন মানুষের দেওয়া অধিকাংশ উত্তরই আমার আগে থেকে জানা ছিল। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সবাই যেন নিজে থেকে কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ পায়, তাই আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম।”

সে মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, সেটা তো আমি জানিই। তবে আমি আসলে সেই সব পরিস্থিতির কথা বলছি যেখানে উত্তরগুলো আপনার জানা ছিল না এবং আপনি আমাদেরই সেগুলো খুঁজে বের করতে দিয়েছিলেন। আমার খুব ভালো লেগেছিল যে, আপনি সব কিছু জানেন না—এটা আমাদের সামনে প্রকাশ করতে আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।”

হুম?—মনে মনে ভাবলাম আমি। আমার কাজ সফল হয়েছে। আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি বা দলগতভাবে যা আবিষ্কার করেছি, তার বেশিরভাগই যে আমার আগে থেকে জানা ছিল—সেটা নিয়ে আর জোর করার কোনো প্রয়োজন নেই। সে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশ নিয়েছিল। তারা চিন্তাভাবনা ও নতুন কিছু অন্বেষণের সেই ‘অনুমতি’

ও স্বাধীনতাটুকু অনুভব করতে পেরেছিল। আমরা আক্ষরিক অর্থেই যেন সবাই মিলে একসাথে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিলাম।

লক্ষ্য করবেন, আমি যখন আমার অত্যন্ত পরিচিত কোনো গল্প উপস্থাপন করি, তখনও অংশগ্রহণকারীরা এমন সব আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ খুঁজে পান যা আমার কাছে নতুন— অর্থাৎ এমন বিষয় যা আমি আগে খেয়াল করিনি। এই নতুন বিষয়গুলো খুব কমই আমার সরাসরি কোনো প্রশ্নের জবাবে বেরিয়ে আসে। বরং প্রাণবন্ত আলোচনার সময় এবং পবিত্র আত্মা যখন তাঁর কথা শ্রবণকারীদের অন্তর্দৃষ্টি দান করেন, তখনই এই অমূল্য বিষয়গুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। এসটিএস (STS) ফোরাম কেবল ব্যক্তিদের নতুন কিছু আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধই করে না, বরং তারা যা নতুন করে উপলব্ধি করেছেন, তা একে অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগও করে দেয়।

কীভাবে একজন সহযোগী অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠবেন

প্রশ্ন করার ভঙ্গি বা ভাষা অংশগ্রহণকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো গল্পকথক যদি ডিজেন্স করেন, "আচ্ছা, আব্রাহাম কয়টি উট নিয়ে এসেছিলেন?"—তখন শ্রোতারা বোঝেন যে এর একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর রয়েছে। তারা মনে মনে ভাবেন, "আমাকে সঠিক উত্তরটিই বলতে হবে।" এ ধরনের প্রশ্ন শ্রেণিকক্ষের মতো পরিবেশ তৈরি করে এবং আলোচনার সুযোগ অনেকটাই সংকুচিত করে দেয়।

এর পরিবর্তে, আপনি এমনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যেন আপনি নিজেই বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করছেন। যেমন—"আচ্ছা, আব্রাহামের কয়টি উট ছিল যেন?..." আপনার শারীরিক ভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি এবং কণ্ঠস্বর এমন হওয়া উচিত যা বোঝায় যে আপনি নিজেও সংখ্যাটি মনে করার চেষ্টা করছেন। এটি অন্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করে। কেউ যদি বলেন, "১২টি," তখন আপনি বলতে পারেন, "দেখা যাক... এটা কি ১২টি ছিল, নাকি তার চেয়ে একটু বেশি?..." এরপর অন্য কেউ যদি বলেন, "১৪টি ছিল," তখন আপনি বলতে পারেন, "আহা! আমি একমত। আমারও মনে হয় ১৪টিই ছিল। ধন্যবাদ। চমৎকার উত্তর।"

আপনি যদি এমন আচরণ করেন যে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন, তবে মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবে। আলোচনার সূত্রপাত (Lead Through), পর্যবেক্ষণ কিংবা প্রয়োগ—যেকোনো ক্ষেত্রেই মানুষ তখন কেবল নিখুঁত উত্তর খোঁজার চেষ্টা না করে বরং সাহায্য করার আগ্রহ বোধ করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে।

আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষের জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষক বা ধর্মপ্রচারকরা যখন কোনো বিষয়ে আলোচনা বা বক্তৃতা দেন, তখন শ্রোতারা সাধারণত তাঁদের এমন একজন পণ্ডিত হিসেবেই দেখেন যিনি সব প্রশ্নের উত্তর জানেন। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই শেখার মাধ্যম হিসেবে 'আলোচনা' বা 'মতবিনিময়'-এর অভিজ্ঞতা খুব একটা নেই। সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বা বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে যারা নতুন,

তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য গল্পকথক 'স্কুলশিক্ষকসুলভ' সেই ভাবমূর্তি—যিনি কেবল 'সঠিক' উত্তরের প্রত্যাশা করেন—তা কিছুটা কমিয়ে আনতে পারেন।

নতুন কোনো তথ্য বা বিষয় বেরিয়ে এলে গল্পকথক বিশ্বাস ও আনন্দের সাথে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। আপনি এমন সব কথা বলতে পারেন যেমন: "ওহ, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।" "আমার মনে হয় আপনি খুব চমৎকার একটা বিষয় ধরেছেন।" অথবা "বিষয়টা সত্যিই খুব ভালো।"

মাঝে মাঝে মানুষ এমন সব মতামত বা চিন্তা প্রকাশ করতে পারে যা সঠিক বলে মনে হয় না কিংবা গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একজন সহ-যাত্রী বা সহ-অন্বেষণকারী হিসেবে, গল্পকথক নম্রভাবে সেই মন্তব্যটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় মন্তব্যকারীকে বিরত হতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হয়তো এমন কোনো কথা বললেন যা তিনি সঠিক বলে মনে করছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চিত যে গল্পের মধ্যে এর কোনো ভিত্তি নেই। তখন আপনি বলতে পারেন, 'আচ্ছা, আমাকে একটু সাহায্য করুন তো—গল্পের ঠিক কোন জায়গায় এই বিষয়টি আছে?' যদিও আপনি জানেন যে গল্পের আলোকে সেই মন্তব্যটি যথার্থ নয়, তবুও আপনার এই নম্র প্রতিক্রিয়া তাকে সবার সামনে সরাসরি ভুল প্রমাণিত হওয়ার লজ্জা থেকে রক্ষা করে। এর ফলে সেই ব্যক্তি তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনুভব করেন এবং আরও গভীরভাবে বিষয়গুলো অন্বেষণ করতে উৎসাহিত হন।

যদি এমন কোনো ধারণা বা মতামত উঠে আসে যা আপনার কাছে ভুল বা প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে হয়, তবে তা সামলানোর আরেকটি নম্র উপায় হলো পুরো দলের মতামত বা প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া। আপনি হয়তো বলতে পারেন, "হুম, বেশ আকর্ষণীয় তো। বাকিরা এ বিষয়ে কী ভাবছেন? গল্পের আলোকে আমরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখছি?" এভাবে পুরো দলের সাথে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনি নিজেকে কোনো স্কুলশিক্ষক বা অধ্যাপকের উচ্চাসনে বসান না। বরং পবিত্র আত্মাকেই প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং ঈশ্বরের বাক্যই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের স্থান লাভ করে।

মনে রাখবেন, আপনি যত বেশি এমন ভাব করবেন যেন কোনো কিছু জানেন না, মানুষ তত বেশি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। প্রশ্ন করা বা আলোচনা পরিচালনার সময় ঠিক এই ভাবমূর্তিই তুলে ধরার চেষ্টা করুন। আপনি যদি এমন আচরণ করেন যেন সব কিছুই আপনার জানা, তবে মানুষ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক বেশি দ্বিধাবোধ করবে। আগেই যেমন বলা হয়েছে, 'শ্রেণিকক্ষ'-সুলভ পরিবেশ তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন; কারণ সেই পরিবেশে মানুষ ভুল উত্তর দিতে ভয় পায়।

দ্বিধা বা অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে—এমন সব শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করলে তা ‘সহ-অনুসন্ধানী’ বা ‘যৌথ আবিষ্কারক’-সুলভ পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রশ্ন করার শুরুতে এমন কিছু শর্তসূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করুন, যেমন: “আমি ভাবছি কি...?” “এমনটা কি হতে পারে...?” “এটা কি সম্ভব বলে মনে হয়...?” “এটা কি... এর মতো মনে হচ্ছে...?” “আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন...?” “এর অর্থ কী হতে পারে...?”

‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story) প্রক্রিয়ার সবচেয়ে কঠিন এবং আয়ত্ত করতে সবচেয়ে বেশি অনুশীলনের প্রয়োজন হয়—এমন দক্ষতাটি হলো প্রশ্ন করার কৌশল। এর মানে এই নয় যে, আপনি নিজেকে অজ্ঞ হিসেবে তুলে ধরছেন বা এমন কোনো বিষয় জানেন না বলে ভান করছেন যা আসলে আপনার জানা। বরং, এটি প্রশ্ন করার এমন একটি পদ্ধতি যা প্রমাণ করে যে আপনিও একজন ‘সহ-শিক্ষার্থী’—এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে আরও জানতে সর্বদা আগ্রহী। প্রশ্ন করার এই ভঙ্গি মানুষকে তাদের উত্তর বা মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে।

উপস্থাপনার দ্বিতীয় পর্যায়: আধ্যাত্মিক প্রয়োগ বিষয়ক আলোচনা

আধ্যাত্মিক প্রয়োগ। এর আগে, যখন আমরা মার্থা ও মরিয়মের ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন আমরা চমৎকার কিছু আধ্যাত্মিক প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছিলাম। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জেনেছিলাম এবং সেই সাথে ভেবেছিলাম যে, আজকের জীবনে কীভাবে আমরা সেই শিক্ষাগুলো কাজে লাগাতে পারি।

STS প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হলো এমন সব প্রশ্ন করা, যা শ্রোতাদের আলোচনার মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করবে—যেগুলো আপনি আগেই আবিষ্কার করেছেন। এই দক্ষতাটি যেমন গল্পকথকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, তেমনি এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূও বটে। আপনার নিজের খুঁজে পাওয়া সেই অমূল্য শিক্ষাগুলো সরাসরি শ্রোতাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রলোভন আপনাকে সংবরণ করতে হবে। এর পরিবর্তে, আপনাকে এমন সব প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যা শ্রোতাদের গল্পের ভেতরের সেই অমূল্য শিক্ষাগুলো নিজেরাই খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো, যার যেকোনোটি ব্যবহার করে মানুষকে মার্থা ও মরিয়মের গল্পের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বা প্রয়োগ খুঁজে পেতে সহায়তা করা যেতে পারে। আগেও যেমন আমরা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খুঁজে বের করার সময় করেছি, এক্ষেত্রেও গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হয়। লক্ষ্য করুন যে, প্রতিবার কোনো প্রশ্ন করার আগে গল্পের একটি ছোট অংশ—যার মধ্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ আধ্যাত্মিক বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে—প্রথমে পুনরায় উল্লেখ করা হয়। এরপর এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যা শ্রোতাদের চিন্তাধারাকে অত্যন্ত সাধারণ ও দূর্বর্তী ধারণা থেকে ক্রমশ আরও নিকটবর্তী, সুনির্দিষ্ট এবং ব্যক্তিগত প্রয়োগের দিকে নিয়ে যায়।

১. গল্পটিতে দেখা যায়, মরিয়ম কোনো সেবামূলক কাজে ব্যস্ত না থেকে যিশুর চরণে বসে তাঁর কথা শোনার সিদ্ধান্ত নেন। যিশুর সেই বাণী বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। আজ আমরা কি মরিয়মের মতো যিশুর চরণে বসার সিদ্ধান্ত নিতে পারি? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

আমরা আশা করি শ্রোতারা নিচের এই সিদ্ধান্তে বা প্রয়োগে উপনীত হবেন: বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা বা ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেকটা যিশুর কথা শোনার মতোই। এটি আমাদের দেখাতে পারে যে, যিশুর চরণে বসে থাকার বিষয়টি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আন্তরিক আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ।

২. মার্থা যীশুর সেবা করার জন্য অনেক কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত কাজের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। আজকের দিনেও কি আমাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটতে পারে? আপনার কী মনে হয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] বর্তমানে যারা সেবামূলক কাজে যুক্ত আছেন, কিংবা কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে—তারা কি কখনও নিজেদের ক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন? কী কী উপায়ে এমনটা ঘটতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যখন সেবামূলক কোনো কাজ (বা অন্য কোনো কাজ যা আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি) আমাদের ওপর অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে এবং প্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময়টুকু কেড়ে নিতে শুরু করে, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৩. মার্থা ভালো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; এটি তাঁর নিজের ধারণা ছিল, যীশুর নয়। আজকের দিনেও কি মানুষ ঠিক করতে পারে যে তারা কী ধরনের ভালো কাজ করবে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মানুষ কি এমন কোনো কাজ বেছে নিতে পারে যা দেখতে ভালো—কারণ সেগুলো ভালো কাজ বা এমনকি খ্রিস্টীয় কাজ—কিন্তু

আসলে তা ঈশ্বরের চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে না? ঈশ্বর এমন কিছু করতে বলেননি বা চাননি, অথচ মানুষ তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—এমনটা কি কখনও ঘটেছে? আপনি কি নিজে কখনও এমনটা করেছেন বা কাউকে করতে দেখেছেন? এ বিষয়ে কি কিছু বলতে পারবেন?

ঈশ্বরের জন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত কীভাবে আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় কাটানো থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] যদি আমরা বুঝতে পারি যে, সেবামূলক কাজের চাপে ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয় সময়টুকু হারিয়ে যাচ্ছে, তবে তখন আমাদের কী করা উচিত? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৪. মার্থা অতিথিদের আপ্যায়নে সাহায্য না করার জন্য মেরিকেই দোষারোপ করেছিলেন, যদিও সেই দিনের সব পরিকল্পনা ছিল মার্থারই এবং যিশুও মেরিকে সেবা-যত্ন থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে, মানুষ যখন তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের ভার নেয়, তখন তারা সাধারণত কাকে বা কীসের ওপর দোষ চাপায়? অর্থাৎ, অতিরিক্ত কাজের চাপের দায়ভার কি তারা নিজেরাই দ্রুত স্বীকার করে নেয়, নাকি এর জন্য অন্যদের দোষারোপ করে? আপনারা কী দেখেছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৫. আমরা দেখেছি যে, মার্থা সাহসের সাথে যিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি মার্থার সমস্যার প্রতি কোনো খেয়াল করছেন না। বর্তমানেও কি মানুষ কোনো পরিস্থিতির জন্য—অথবা এমনকি তাদের নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্যও—অন্যদের দোষারোপ করে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] মানুষ কি কখনো তাদের নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করার মতো পর্যায়ে চলে যায় এবং পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে এমনটা মনে করে যে ঈশ্বরের কোনো মাথাব্যথা নেই? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৬. আমরা দেখেছি যে, মার্থা জানতেন যিশু একজন শিক্ষক এবং তাঁর অনুসারী রয়েছে। তিনি যিশুকে "প্রভু" বলে সম্বোধন করেছিলেন—যার অর্থ হলো, তিনি যিশুকে তাঁর নেতা বা উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী

হিসেবে গণ্য করতেন। এরপর তিনি যীশুকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর সমস্যা সমাধানের জন্য কী করা উচিত। বর্তমানেও কি এমনটা ঘটে যে, মানুষ কোনো সমস্যায় পড়লে (এমনকি যেসব সমস্যা তারা নিজেরাই তৈরি করেছে)—তখন তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁকেই বলে দেয় কীভাবে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

মানুষ কীভাবে এমনটা করতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ঈশ্বরকে আমাদের "প্রভু" বলে সম্বোধন করা এবং তারপর আমাদের নিজেদের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হবে তা তাঁকেই বলে দেওয়া—এটা কি যুক্তিযুক্ত? আপনারা কী মনে করেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৭. অভিযোগের বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। মানুষ যখন নিজেদের ক্ষমতার বাইরে অনেক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় এবং তারপর ঈশ্বরকে বলে, "অন্যরা যে আমাকে সাহায্য করেছে না, তাতে কি আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই?"—তখন ঈশ্বরের কেমন লাগতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৮. আমরা দেখেছি যে মরিয়ম উত্তম অংশটি বেছে নিয়েছিলেন, অথচ তাঁর বোন মার্tha সেই সিদ্ধান্তের জন্য মরিয়মের সমালোচনা করেছিলেন। আজও কি এমনটা ঘটে যে, মানুষ ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও অসম্মানিত হয় এবং কেউ কেউ তাদের অন্য কিছু করার কথা বলে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] কোন কোন ক্ষেত্রে বা কোথায় এমনটা ঘটতে পারে? হয়তো বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে, পরিচর্যার কাজে কিংবা যাদের আমরা পরিচর্যা করি তাদের মধ্যেও? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

৯. ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও যদি অপমানজনক আচরণের শিকার হতে হয়, তবে কেমন লাগতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আমরা দেখেছি যীশু কীভাবে সেই অসম্মানজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর সেই প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

১০. আপনার কি মনে হয়, মার্thার মতো কায়িক পরিশ্রম করার পাশাপাশি ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তাঁর উপাসনা করা সম্ভব? বিষয়টি কেমন হতে পারে, তা বর্ণনা করার চেষ্টা করুন। [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১১. অন্যদিকে, এমন কি হতে পারে যে কেউ হয়তো বাইরে থেকে দেখতে 'মরিয়মের' মতো—বাইবেল শিখছে ও অধ্যয়ন করছে—কিন্তু আসলে তার মন পড়ে আছে কাজের কোনো প্রজেক্টের চিন্তায়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] আপনি কি কখনও নিজেকে (বা আপনার পরিচিত কাউকে) এমন পরিস্থিতিতে দেখেছেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১২. আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাবছি—যখন বাইবেল পড়ছিলাম বা প্রার্থনা করছিলাম, তখন হঠাৎ আমার মন অন্য দিকে চলে যেত এবং আমি অন্য বিষয় নিয়ে—হয়তো কোনো কাজের কথা নিয়ে—ভাবতে শুরু করতাম। এমনটা কি অন্য কারও ক্ষেত্রেও ঘটে? [থামুন।] মার্tha ও মরিয়মের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, মনের এমন বিচরণকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১৩. মার্tha যখন যীশুকে বললেন মরিয়মকে উপদেশ শোনা বন্ধ করে সেবা-কাজে সাহায্য করতে পাঠাতে, তখন আমরা দেখলাম যে সেই মুহূর্তে যীশুর কথা শোনার বিষয়ে মরিয়মের সিদ্ধান্তের সাথে মার্tha একমত ছিলেন না। আজকের দিনেও কি যীশুর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে মানুষ এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়—যেমন তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরও গভীর অঙ্গীকার করা বা হয়তো পূর্ণকালীন সেবাকার্যে (মিনিস্ট্রি) যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া—যার জন্য তাদের পরিবার বা সমাজ হয়তো সমালোচনা করতে

পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] কী ধরনের সিদ্ধান্ত এমন দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।]

১৭. মেরি যখন যীশুর কথা শোনার সিদ্ধান্ত নিলেন—এমনকি তা করতে গিয়ে যখন তাঁকে নিজের সংস্কৃতি ও আশেপাশের মানুষের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যেতে হলো—তখন যীশু তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন। এটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়? [উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন।] ঈশ্বরকে জানার বা তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটানোর প্রয়োজনে আমাদের কি কখনো নিজেদের সংস্কৃতি বা মানুষের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে? কীভাবে?

আপনি ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply The Story) পদ্ধতি ব্যবহার করে মার্tha ও মেরির বাইবেল-কাহিনিটি উপস্থাপন করা শেষ করলেন। আপনি বিভিন্নভাবে আপনার পরিচর্যার এই সময়টি সমাপ্ত করতে পারেন। আপনি প্রার্থনা করে শেষ করতে পারেন, কোনো সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারেন (নিচে যেমনটি দেওয়া হয়েছে), অথবা কিছু সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যেমন:

- এই কাহিনি থেকে আপনারা কী শিখলেন?
- এই কাহিনির মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাদের কী দেখালেন?
- ঈশ্বর সম্পর্কে আপনারা কী জানলেন?
- এমন কী বিষয় আপনারা খুঁজে পেলেন যা আগামী সপ্তাহে আপনাদের কাজে আসতে পারে?

পরিশিষ্ট খ (Appendix B): ‘একটি নমুনা কাহিনির মধ্য দিয়ে যাত্রা’ (Journey Through a Sample Story) অংশে আরও অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।

সৃজনশীল উপায়ে বিষয়বস্তু দৃঢ় করা

কোনো কাহিনী বা ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার একটি সুফল হলো, এর মাধ্যমে মানুষ কাহিনীটি বেশ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে। কাহিনীটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনার পর, গল্পকথকরা মানুষের স্মৃতিতে কাহিনীটি আরও ভালোভাবে গেঁথে রাখার জন্য সৃজনশীল কোনো উপায় বেছে নিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ দিনের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বাইবেলের ২১টি কাহিনী সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পান। এরপর, শেখা এতগুলো কাহিনী মনে রাখার জন্য সেগুলোকে পুনরায় ঝালিয়ে নেওয়া বা চর্চা করা প্রয়োজন। স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য তাদের এই কাহিনীগুলো পর্যালোচনা ও অনুশীলন করতে হয়।

আপনি হয়তো অংশগ্রহণকারীদের একে অপরকে কাহিনীটি শুনিয়ে চর্চা করতে বলতে পারেন। অথবা, এই নতুন গল্পকথকরা হয়তো এমন কোনো গান বা কবিতা তৈরি করতে পারেন যা কাহিনীটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে। মৌখিক বা মুখে বলার মতো এমন যেকোনো সৃজনশীল পদ্ধতিই ভালো, যা মানুষকে কাহিনীটি সঠিকভাবে মনে রাখতে সহায়তা করে।

এই সৃজনশীল পদ্ধতিটি বিশেষ করে তাদের জন্য উপকারী যারা পড়তে পারেন না, যাদের ভাষায় বাইবেল নেই কিংবা যাদের বোধগম্য ভাষায় বাইবেলের কোনো রেকর্ড করা কাহিনী বা অডিও-ভিডিও সংস্করণ নেই। যেসব অংশগ্রহণকারী অক্ষরজ্ঞানহীন এবং এমন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাদের ভাষায় বাইবেল বা বাইবেলের কাহিনী রেকর্ড করা নেই, তাদের জন্য এ ধরনের সহায়তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। সমাধানগুলো সবসময়ই খুব সহজ মনে হয়—অবশ্য তা খুঁজে পাওয়ার পরেই কেবল এমনটা মনে হয়! এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় আমরা অত্যন্ত কার্যকর একটি সমাধান খুঁজে পেলাম। বাইবেলের গল্পের অডিও রেকর্ডিং যাদের প্রয়োজন, তারা যখন কোনো কর্মশালায় নিজেদের মাতৃভাষায় গল্পগুলো বলেন—তখন সেই কর্মশালাতেই তাদের জন্য গল্পগুলো রেকর্ড করে রাখার এক চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়!

এসটিএস (STS)-এর কার্যক্রম শুরুর কয়েক বছর পর আমরা ‘হার্ট পকেট’ (Heart Pocket) বা ‘হৃদয়ের পকেট’ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করতে শুরু করি। আমরা বলতাম, “একবার কোনো গল্প শিখে ফেলার পর, সেই গল্পটি আপনার ‘হার্ট পকেট’-এ জমা হয়ে যায়।”

পরবর্তীতে, যারা অক্ষরজ্ঞানহীন অথচ শত শত গল্প শিখছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটি সমস্যার সন্মুখীন হলাম। তারা গল্পগুলো জানতেন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তারা নিজেদের জানা গল্পগুলোর তালিকা লিখে রাখতে পারতেন না—তাই কোন কোন গল্প তাদের জানা আছে, তা অনেক সময় মনে করতে পারতেন না!

এই সমস্যা থেকেই আমাদের ‘হার্ট পকেট বুক’ তৈরির ধারণাটি আসে। এতে ব্যবহৃত প্রতিটি পাতা ছিল ছোট আকারের (কলিং-কার্ডের মতো), যাতে একটি সাধারণ ছবি থাকত; ছবিটি দেখলেই কোনো নির্দিষ্ট গল্পের কথা সাথে সাথে মনে পড়ে যেত। এগুলো মুখস্থ করার মতো কোনো প্রতীক বা আইকন নয়; বরং এগুলো হলো সাধারণ রেখাচিত্র, যা প্রতিটি গল্পের নিজস্ব ও অনন্য কোনো বিষয়কে তুলে ধরে। এই ‘পাতা’গুলোকে ল্যামিনেট করে একটি বড় কি-রিং বা চাবির রিংয়ের সাথে আটকে দেওয়া হয়, যা গল্পকথকের ব্যক্তিগত ‘হার্ট পকেট বুক’-এ পরিণত হয়। (যারা লিখতে-পড়তে জানেন এবং অনেক গল্প শেখেন, তারাও এই বইগুলো খুব পছন্দ করেন!)

আমাদের ফলপ্রসূ সমাধান প্রদানের মাধ্যমে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যায় ৬: আলোচনা পরিচালনার সাধারণ পরামর্শ

আলোচনা যতই এগিয়ে যায়, ঈশ্বর আপনার অতীতের অভিজ্ঞতা ও বাইবেল-বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করতে পারেন। কী বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা পবিত্র আত্মা জানেন এবং শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনিই আপনাকে নির্দেশনা দেবেন।

আলোচনা সফলভাবে পরিচালনার জন্য আমরা আপনাকে যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাটি শেখাতে পারি, তা হলো ‘মনোযোগ দিয়ে শোনা ও সাড়া দেওয়া’-র বিষয়টি। কোনো গল্প বা ঘটনা নিয়ে প্রস্তুতির সময় আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে; আর যিনি গল্পটি বলছেন, সেই হিসেবে গল্প থেকে ঈশ্বর আপনাকে যে শিক্ষা বা প্রয়োগের বিষয়টি দেখান, তার প্রতি আপনাকে সাড়া দিতে হবে। একইভাবে, আলোচনার সময়ও আপনাকে শুনতে হবে ও সাড়া দিতে হবে—অর্থাৎ, অন্যরা যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাদের কথার যথাযথ উত্তর বা প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ব্যক্তি

একটি গ্রামে তিনটি বড় ও ছায়াময় গাছ ছিল। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামের মানুষজন ভিন্ন ভিন্ন গাছের নিচে বসা বিভিন্ন প্রবীণ ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হতো। কেউ কেউ এমন একজন প্রবীণের কাছে বসতে পছন্দ করত যিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাতে। আবার কেউ কেউ এমন প্রবীণের সঙ্গ চাইত যিনি মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য পরিচিত ছিলেন। তবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই একজন বিশেষ প্রবীণের সাথে সময় কাটাতে চাইত। বস্তুত, গ্রামের মানুষ তাঁকে ভালোবেসে ‘শ্রদ্ধেয় প্রবীণ’ (The Beloved Elder) বলে ডাকত।

যদিও সেই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ব্যক্তি অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলতেন, তবুও তিনি খুব ভালো শ্রোতাও ছিলেন। তবে এসব গুণের বাইরেও তাঁর মধ্যে এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন কীভাবে মানুষকে চিন্তা করার ও নতুন কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ দিয়ে নিজের জ্ঞান তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হয়। গ্রামবাসীদের চেয়ে তাঁর জ্ঞান অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর কাছে আসা মানুষদের নিজেদের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহিত করতেন। অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে কিছু বলতেন না; এর ফলে তাঁর কাছে আসা মানুষরা চিন্তাভাবনা করতে ও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে শিখত।

এই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ব্যক্তি এমনকি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহিত করতেন। অন্যদের কথা বলার সুযোগ দিতে তাঁর কোনো ভয় ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর নিজের অগাধ জ্ঞান রয়েছে। তিনি বুঝতেন যে, তিনি যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের যত বেশি সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারবেন, তারা তাঁর নেতৃত্বকে ততটাই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে।

পাশাপাশি, তাঁর অনুসারীরাও তাঁর নেতৃত্বের ধরন অনুসরণ করত এবং তারাও অন্যদের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করত। এই প্রবীণ ব্যক্তির সন্তানরা বড় হয়ে জ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং তারা তাদের বাবার দেখানো পথেই চলেছিল।

বাইবেলে যিশুর পার্থিব পরিচর্যার শুরুর দিকের একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যখন ৫,০০০ মানুষ তাঁর শিক্ষা শুনতে এসেছিল। কিন্তু সেই মানুষদের খাবারের প্রয়োজন ছিল। যিশু প্রথমে একটি প্রশ্ন করলেন এবং ফিলিপসহ তাঁর শিষ্যদের সুযোগ দিলেন এটা ভাবার যে, কীভাবে তারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু যিশুকে দিয়ে অলৌকিক কিছু করানোর মতো পরিপক্বতা বা দূরদর্শিতা তাদের কারও মধ্যেই দেখা গেল না। তাই যিশু নিজেই অলৌকিক কাজ করে সমাধানটি দেখালেন; তিনি একটি বালকের কাছে থাকা সামান্য খাবার দিয়েই সবার জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

বারবারই যিশু তাঁর শিষ্য ও অন্যদের ঈশ্বরসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করার এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিতেন। বস্তুত, যিশুকে প্রায় ২০০ বার বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি মাত্র তিনবার সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন! বাকি সব ক্ষেত্রেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে কিংবা কোনো গল্প বা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উত্তর দিতেন। আর সাধারণত, গল্পটি বলার পর যিশু একটি প্রশ্ন করতেন এবং আলোচনার সূত্রপাত করতেন। টানা তিন বছর ধরে যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন—তিনি তাঁদের উৎসাহিত করতেন যেন তাঁরা তাঁর বাক্য শোনেন, চিন্তা করেন, বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটান। এভাবেই যিশু তাঁদের অন্যদের সেবা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

বর্তমানে যখন 'এসটিএস' (STS) পদ্ধতিতে বাইবেলের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই পরিবার ও বিভিন্ন সেবাকার্যের (মিনিস্ট্রি) নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি হন; ফলে যাদের তারা শিক্ষা ও নির্দেশনা দেন, তাদের তুলনায় এই নেতাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশি থাকে। আমরা সেইসব নেতাদের সাধুবাদ জানাই যারা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় সবার আগে এগিয়ে আসেন না। এই জ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী নেতাদের অন্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে দেখাটা সত্যিই আনন্দের বিষয়। মানুষকে চিন্তাভাবনা করতে এবং নিজেদের চিন্তার জন্য দায়িত্বশীল হতে উৎসাহিত করার গুরুত্ব তারা বোঝেন। 'প্রিয় মণ্ডলী-প্রাচীন' (Beloved Elder) এবং যিশুর মতোই, এই নেতারা জানেন কীভাবে অন্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হয়। এছাড়া, কখন তাদের গভীর প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় এবং কখন সঠিক সময়ে তথ্য শেয়ার করতে হবে—সে বিষয়েও তারা সচেতন।

মনোযোগ দিয়ে শোনা ও সাড়া দেওয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ

এসটিএস (STS)-এর দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার শুরুর দিকে অনেক বিষয় মনে রাখতে হয়। যারা এই পদ্ধতিতে নতুন, তারা সাধারণত উপস্থাপনা, গল্প বলা, প্রক্রিয়ার ক্রম এবং প্রশ্ন করার বিষয়গুলোর ওপরই বেশি মনোযোগ দেন। মজার ব্যাপার হলো, নতুন উপস্থাপকরা প্রক্রিয়ার ওপর এতটাই মনোনিবেশ করেন যে প্রায়শই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যায়—আর তা

হলো ‘মানুষ’! আপনার মূল কাজ হলো অন্যদের সাথে বাইবেলের কোনো গল্প নিয়ে আলোচনা করা। মানুষ যা বলছে বা জিজ্ঞাসা করছে তা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এবং তাদের মতামতের যথাযথ সাড়া না দিলে কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা সম্ভব হয় না।

এই নতুন উদ্যোগটির সাথে আপনি সহজেই মানিয়ে নিতে পারবেন যদি আপনি নিজের ভূমিকাটিকে কেবল একটি আলোচনার সূত্রপাত বা পরিচালনার কাজ হিসেবে দেখেন। কোনো গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বহু মূল্যবান বিষয় বা ‘রত্ন’ খুঁজে বের করার পর, সেই গল্পটি নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করাটা নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক হবে। তাই নিজের ‘উপস্থাপনা’ বা আপনি কী কী বলবেন—সেসব নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বরং প্রশ্ন করুন এবং অন্যরা কী বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। গল্পটি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন; তাদের সাথে একটি স্বাভাবিক কথোপকথন চালিয়ে যান।

আলোচনা চলাকালীন, গল্পটি এগিয়ে নেওয়ার সময় কথোপকথনটি সচল রাখতে আপনি আপনার আগে থেকে তৈরি করা কিছু প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন। আশা করা যায়, আপনার এই প্রশ্নগুলো অন্যদেরও সেই সব মূল্যবান বিষয় খুঁজে পেতে সাহায্য করবে, যা আপনি প্রস্তুতির সময় নিজে আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের অনেকেই প্রতিদিন অন্যদের সাথে কথা বলি—এবং কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়াই তা করি! আমরা সাধারণত সেই বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলি যা আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। তাহলে বাইবেলের গল্পটি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও কেন আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব না বা আলোচনায় অংশ নেব না? যেহেতু এই পুরো প্রক্রিয়ায় ‘শোনা ও সাড়া দেওয়া’ (**Listening and Responding**) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই আমরা বলি: “STS-এর মূল সংজ্ঞাই হলো শোনা ও সাড়া দেওয়া।”

বাস্তব অনুশীলনে শোনা ও সাড়া দেওয়া

STS-এর আওতায় আমরা যেসব কাহিনী নিয়ে আলোচনা করি, তার মধ্যে একটি হলো ২৩ নম্বর গীতসংহিতা (Psalm 23)। বাইবেল সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান আছে এমন অধিকাংশ মানুষই এই অংশটির সাথে পরিচিত। কিন্তু ধীরস্থিরভাবে এটি পাঠ করা এবং এমন সব প্রশ্ন করা—যা আমাদের সেই গীতসংহিতার মাধ্যমে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে—তা সত্যিই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হতে পারে।

কিছুদিন আগে, বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে আমাদের পরিচালক রমেশ আমাকে জানালেন যে, তিনি STS পদ্ধতি অনুসরণ করে ২৩ নম্বর গীতসংহিতাটি শেখাচ্ছেন। (উল্লেখ্য যে, নেপালে বসবাসকারী এই মানুষটিকে STS পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা আমিই শিখিয়েছিলাম!) একটি গীতসংহিতা নিয়ে STS পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো। তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কি আমাকে এটি শেখাবেন?” সেই দিনটি আমার স্মৃতিতে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

এই প্রতিবেদনে লক্ষ্য করবেন, কাহিনীটি এবং যিনি কাহিনীটি বলছেন—তাঁদের কথা শোনার ক্ষেত্রে আমার ধীরগতির বিষয়টি। পাশাপাশি এটাও খেয়াল করবেন, কীভাবে রমেশ আমাকে এক অমূল্য রত্নের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ধাপে ধাপে ছোট ছোট ইঙ্গিত (বা সূত্র) দিচ্ছিলেন; তিনি নিজে সংযত থেকে আমাকেই সত্যটি আবিষ্কার করার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতেন এবং তারপর এমন একটি ইঙ্গিত দিতেন যা আমাকে আবিষ্কারের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেত।

তিনি পুরো কাহিনীটি নিয়েই নানা প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তথ্যের একটি বিশেষ সূত্র বা ধারা তিনি যেভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। কাহিনীটি গড়ে তোলার জন্য তিনি যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার অনেকগুলোই আমি এখানে এড়িয়ে যাচ্ছি এবং কেবল সেই একটি বিশেষ সূত্রের কথাই উল্লেখ করছি।

রমেশ জিজ্ঞেস করল, “শুরুতেই মেসটি মেসপালককে কীভাবে সম্বোধন করছে?”

আমি সেই উত্তরটাই দিলাম যা বহু বছর আগে শিখেছিলাম। “‘আমার মেসপালক।’ এটা আমাদের দেখায় যে, আমরা প্রভু যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি।”

কিন্তু রমেশ আমাকে এভাবে চট করে এগিয়ে যেতে দিল না। ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনি গল্পটিতে কী বলা হয়েছে, আর তারপরই সেই তথ্যের প্রয়োগ নিজেদের জীবনে ঘটাই।

রমেশ আমাকে ধীরস্থির হতে এবং গল্পটিতে কী বলা হয়েছে তা শুনতে বাধ্য করল; সেই সাথে এই পরিচিত অংশটি আরও মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলল। সে আমাকে বারবার গল্পটি শোনাতে লাগল।

তার শেখানোর পদ্ধতিটা যাচাই করে দেখব ভেবে আমি শুনতে রাজি হলাম। সত্যি বলতে, আমি ভাবছিলাম—যে বাইবেল-অংশটি আমি এত ভালো করে জানি, বহুবার শিখিয়েছি, এমনকি প্রবন্ধেও লিখেছি—সেখানে আমার ছাত্র আমাকে নতুন কী দেখাতে পারবে।

“এখানে তো একটা মেস কথা বলছে, তাই না?” রমেশ জিজ্ঞেস করল। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

“আচ্ছা, মেসপালকের বিষয়ে মেসটি কীভাবে কথা বলে? মেসটি মেসপালককে কীভাবে উল্লেখ করে?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কি বলতে চাইছ যে মেসটি মেসপালককে ‘সে’ (he) বলে সম্বোধন করে?”

“ঠিক তাই,” রমেশ উত্তর দিল। “কিন্তু মেসটি মেসপালককে ঠিক কোন অবস্থানে থেকে দেখে, সেটা কি খেয়াল করেছে?”

“হাঁ? কী?” আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

“মেষপালকের সাপেক্ষে মেঘটির অবস্থান কোথায়? দেখতে পাচ্ছ?” রমেশ খুব আগ্রহ নিয়ে জোর দিয়ে কথা বলছিল; সে এমন কিছু আমাকে দেখাতে চাইছিল যা আমি তখনও ধরতে পারছিলাম না। (এসটিএস-এর ক্ষেত্রে, কোনো গল্পের মধ্যে আমরা যা খুঁজে পেয়েছি তা অন্যদের দেখানোর জন্য আমরা সাধারণত তাদের ওপর খুব একটা চাপ দিই না। কিন্তু এক্ষেত্রে রমেশ—যাকে আমি একসময় শিক্ষা দিয়েছি—সে আমার সাথে বিশেষ কিছু একটা ভাগ করে নিতে খুব উদগ্রীব ছিল। একে অপরের সাথে কথা বলার ও শোনার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেহেতু আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ছিল, তাই রমেশ জানত যে গল্পটি নিয়ে ধীরস্থিরভাবে ভাবার জন্য আমাকে বারবার তাগিদ দেওয়াটা আমি মেনে নেব।)

“হুম, আমার মনে হয় মেঘটিকে যদি চালিত করা হয় বা পথ দেখানো হয়, তবে মেষপালক নিশ্চয়ই মেঘটির সামনেই থাকেন?”

“হ্যাঁ! ঠিক তাই,” রমেশ বলল। “এবার গল্পের ‘মৃত্যুছায়ার উপত্যকা’র অংশটায় এসো। সেখানে মেষপালককে মেঘটি কীভাবে সম্বোধন করছে?”

“সে?” আমি উত্তর দিলাম।

“ওহ! ভালো করে দেখো,” রমেশ ইঙ্গিত দিল। “গল্পে বলা হয়েছে, ‘আমি কোনো অমঙ্গলকে ভয় পাব না, কারণ কে আমার সঙ্গে আছেন?’ মেঘটি পালককে কী বলে ডেকেছে? কীভাবে তাকে সম্বোধন করেছে?”

“দাঁড়াও,” আমি চট করে বলে উঠলাম। “এটা তো ‘তুমি’! বাহ! কী দারুণ একটা পরিবর্তন! আমি আগে কখনও এটা খেয়াল করিনি। এখন মেঘটি পালক সম্পর্কে কথা বলছে না, বরং পালকের *উদ্দেশ্যে* কথা বলছে! চমৎকার ব্যাপার তো।”

“হ্যাঁ! আরও ভালো করে দেখো। পালক এখন কোথায় আছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ? কী পরিবর্তন হলো? ভালো করে দেখো তো!”

“কী দেখব?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আর কী পরিবর্তন হয়েছে, সেটা দেখো। ভালো করে লক্ষ করো। আগে পালক মেঘের সামনে ছিল। এখন পালক কোথায়?”

“আচ্ছা, এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি,” আমি বলে উঠলাম। “প্রথমে মেষপালক মেঘের সামনে ছিলেন, আর এখন তিনি মেঘের সাথেই আছেন।”

“ঠিক তাই! প্রথমে তিনি সামনে ছিলেন, আর এখন তিনি পাশে আছেন,” রমেশের মুখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। “তবে এখানেই শেষ নয়। আরও খেয়াল করো। গল্পে আবারও ‘তুমি’ (Thou)

সম্বোধন করা হয়েছে। মেঘটি বলছে, 'তুমি আমার মাথায় তেল লেপে দাও।' মেঘপালক যদি মেঘের মাথায় তেল লাগিয়ে দেন, তবে এখন তাঁকে কোথায় দেখা যাচ্ছে?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি! মেঘের ঠিক উপরে! মেঘপালক মেঘের উপরে অবস্থান করছেন।"

"চালিয়ে যাও," রমেশ উৎসাহ দিল। "গল্পে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমার জীবনের সমস্ত দিন মঙ্গল ও করুণা আমার অনুসরণ করবে।' মেঘটি বলছে আর কোথায় সে মেঘপালকের উপস্থিতি অনুভব করছে। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ, পারছি। এটা সত্যিই চমৎকার।"

এতক্ষণে রমেশের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল। "মেঘপালক সামনে, পাশে, উপরে এবং পেছনে—সব জায়গাতেই থাকেন। তিনি মেঘদের চারপাশেই অবস্থান করেন।"

গল্পের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে আমরা দুজনেই এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বা আমাদের জীবনে এর অর্থ নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। তা না করে কি আর পারা যায়? গল্পে যা দেখেছি, তা থেকে বর্তমান জীবনে আমাদের জন্য কী কী শিক্ষা বা প্রয়োগ হতে পারে, তা নিয়ে আমরা অনেক কথা বললাম। তবে আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল সেই নতুন উপলব্ধির বিষয়টি—কীভাবে যিশু, আমাদের মেঘপালক, আমাদের সামনে, পাশে, উপরে এবং পেছনে অবস্থান করেন। কী এক স্বস্তিদায়ক উপলব্ধিই না ছিল সেটি!

পরিশিষ্ট: কিছুদিন পর অফিসে সহকর্মীরা আলোচনা করছিলেন এই পরিচর্যার কাজে আমাদের করা ভুলত্রুটিগুলো নিয়ে এবং কীভাবে ঈশ্বর বারবার আমাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে সেই ভুলগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। আমি বললাম, "ঈশ্বর সত্যিই আমাদের আগলে রাখেন! প্রতিদিনের নানা চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার মোকাবিলা করার সময় ঈশ্বরই আমাদের দৃঢ় অবলম্বন হয়ে থাকেন। তিনি বলেন, 'এগিয়ে যাও, চিন্তা কোরো না। আমিই তোমাকে রক্ষা করব। আমি নিশ্চিত করব যেন কেউ পেছন থেকে এসে তোমার ক্ষতি করতে না পারে।'"

তখনই সেই গীতসংহিতার গল্পটি আমার মনে পড়ে গেল। "আরে! এ তো সেই ২৩ নম্বর গীতসংহিতা! 'ঈশ্বর আমাদের আগলে রাখেন'—কথাটিই আজকের ভাষায় বলা হচ্ছে 'নিশ্চয়ই আমার জীবনের সমস্ত দিন মঙ্গল ও দয়া আমার অনুগামী হবে'।"

হুম? শিক্ষক ছাত্রের কথা শুনছেন—আর দুজনেই একটি পরিচিত শাস্ত্রপদ থেকে নতুন বার্তা গ্রহণ করছেন।

এ ধরনের পারস্পরিক আদান-প্রদান—যেখানে স্থানীয় বিশ্বাসীরা ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বের নেতাদের শিক্ষা দিচ্ছেন—এখন ক্রমশ বাড়ছে। ভারত, টোগো, মোজাম্বিক, নাইজার ও ফিলিপাইনের মতো বিভিন্ন দেশের মিশনারিরা এসটিএস (STS)-এর প্রশিক্ষণ নিতে স্থানীয় প্রশিক্ষকদের কাছে আসছেন।

মূলত, এসটিএস হলো এমন কিছু মানুষের বিষয়—যারা অন্যদের কথা শোনে এবং একইসাথে ঈশ্বরের বাক্যও শোনে। ঈশ্বরের কথা শোনা ও তাতে সাড়া দেওয়ার সুযোগ সবার জন্যই উন্মুক্ত। আর এর ফলাফল প্রমাণ করে যে, কেবল উচ্চপর্যায়ের নেতারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা পান এবং সেই জ্ঞান অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেন—বিষয়টি এমন নয়। বস্তুত, অনুরোধের প্রেক্ষিতে মিশনারিদের প্রশিক্ষণদানকারী সেই স্থানীয় প্রশিক্ষকরা নিজেরাই এসটিএস-এর তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের শিক্ষার্থী!

সফল্যের পথে সহায়ক খুঁটিনাটি বিষয়

আমরা আশা করি, পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো আপনাকে STS (স্টোরি-টেলিং স্ট্র্যাটেজি বা গল্প বলার কৌশল) সম্পর্কে আরও জানতে এবং এর নতুন কিছু দক্ষতা আয়ত্ত করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আসুন এমন একটি বিষয় দিয়ে শুরু করি যা একজন শিক্ষার্থীকে তার চিন্তাশক্তি ও দক্ষতার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। যদিও আপনার মনে হতে পারে যে লিখে না রাখলে প্রশ্নগুলো মনে রাখা অসম্ভব, তবুও গল্পের বিষয়ে আপনি যেসব প্রশ্ন করতে চান, সেগুলো আগে থেকে লিখে না রাখাই শ্রেয়। প্রশ্নগুলো মনে করার জন্য মনে মনে গল্পটি পর্যালোচনা করুন এবং গল্পের বিষয়বস্তুকেই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে দিন—এতে আপনি একজন ‘বিজ্ঞ পরামর্শদাতা’ বা ‘Wise Counsellor’-এর মতো গভীর ও অর্থবহ প্রশ্ন করতে পারবেন। **তখন গল্পটিই হয়ে উঠবে আপনার মনে রাখার মাধ্যম; গল্পটিই হয়ে উঠবে আপনার নোট বা টীকা!**

আপনার ভূমিকাটি পুনর্বিবেচনা করুন। গল্পের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনেক মূল্যবান বিষয় বা ‘রত্ন’ খুঁজে পাওয়ার পর, আপনি হয়তো আপনার প্রস্তুত করা ভূমিকাটি আরও বড় বা ছোট করতে চাইবেন। যদি দেখেন যে আপনার ভূমিকায় উল্লেখ করা তথ্যগুলো আসলে গল্পের ভেতরেই রয়েছে, তবে সেই তথ্যগুলো ভূমিকা থেকে বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ১২:১-৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আব্রামের গল্পের ভূমিকা হিসেবে আপনি হয়তো শুরুতে এমন কিছু বলার পরিকল্পনা করেছিলেন: “এই গল্পটি এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে, যাকে ঈশ্বর তাঁর নিজ জাতি ও দেশ ত্যাগ করে একটি নতুন জাতি গঠন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।” কিন্তু আধ্যাত্মিক রত্ন খোঁজার সময় সেই অংশটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আপনি হয়তো বুঝতে পারলেন যে, আব্রাম বিষয়ক সেই নির্দিষ্ট তথ্যটি গল্পের ভেতরেই রয়েছে। তাই, আপনি সেই তথ্যটি আপনার ভূমিকা থেকে বাদ দিতে পারেন।

তবে, কোনো গল্পের বিষয়ে যদি এমন কোনো বিশেষ দিক বা অন্তর্দৃষ্টি আপনার নজরে আসে যা সামান্য বাড়তি তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বোঝানো সম্ভব, তবে সেই তথ্যটি আপনার ভূমিকার অংশ হিসেবে উল্লেখ করুন।

মার্থা ও মেরির গল্পের ভূমিকাটি এর আরেকটি উদাহরণ হতে পারে। এই গল্পে নিহিত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি হলো মার্থার সিদ্ধান্ত—অনেক অতিথির জন্য তিনি একটি বিশাল

ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মার্থার আচরণজনিত সেই বিস্ময়কর ঘটনা, যেখানে তিনি যিশুর

অনুসারীদের উপস্থিতিতেই যিশুর সমালোচনা করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখান। গল্পটি শুরু হয় যখন যিশু ও তাঁর শিষ্যরা একটি নির্দিষ্ট শহরে প্রবেশ করেন। গল্পে কেবল এটুকু বলা হয়েছে যে, মার্থা যিশুকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; সেখানে যিশুর সাথে তাঁর শিষ্যরাও এসেছিলেন—এমন কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

আলোচনাটি আরও স্পষ্ট করার জন্য, গল্পটির শুরুতে এ ধরনের একটি ভূমিকা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে: “পৃথিবীতে থাকাকালীন যিশু তাঁর সঙ্গী হিসেবে কিছু মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন। ‘শিষ্য’ নামে পরিচিত এই ব্যক্তির সর্বসময়ই যিশুর সাথে ভ্রমণ করতেন—অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটত কেবল তখনই, যখন যিশু কিছু সময়ের জন্য একা কোথাও যেতেন অথবা যখন তিনি অল্প কয়েকজন শিষ্যকে অন্যদের থেকে আলাদা করে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গে নিতেন।” এই তথ্যটি শ্রোতাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, যিশুর সেই সাক্ষাতের সময় তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সাথে ছিলেন।

একজন গল্পকথক হিসেবে আপনার সর্বসময় ধরে নেওয়া উচিত যে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অন্তত একজন বা তার বেশি মানুষের বাইবেল সম্পর্কে কেবল ততটুকুই জ্ঞান আছে, যতটুকু গল্প এবং ভূমিকার মাধ্যমে তাদের জানানো হয়েছে। তাই, এসটিএস (STS) পদ্ধতিতে সফল আলোচনার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে, আপনার করা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেন আগেই ভূমিকায় বা গল্পের মধ্যেই দেওয়া থাকে।

যদি আপনি উপস্থিত সবাইকে আগে কোনো গল্প শুনিয়ে থাকেন, তবে সেই আগের গল্পগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন। তবে মনে রাখবেন, অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই প্রচুর তথ্য থাকে; তাই সাধারণত কোনো গল্প ভালোভাবে শেখানোর জন্য বাইবেলের অন্য কোনো অংশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

মাঝে ভূমিকার সময় বাইবেল থেকে অতিরিক্ত কিছু তথ্য—যেমন কুষ্ঠরোগী, বিশ্রামবার (সাবাত), খাদ্যাভ্যাস বা শমরীয়দের প্রতি ইহুদিদের মনোভাব সংক্রান্ত ঈশ্বরের নিয়মকানুন—তুলে ধরলে গল্পের ঘটনাপ্রবাহ আরও গভীর ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। তবে ভূমিকায় আমরা যা-ই অন্তর্ভুক্ত করি না কেন, তা অবশ্যই বাইবেল থেকেই হতে হবে; বাইবেলের বাইরের কোনো উৎস থেকে নেওয়া যাবে না। আমরা জানি যে, বাইবেলই হলো একমাত্র অপরিবর্তনীয় ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উৎস। এছাড়া, বাইবেলের বাইরের উৎসের ওপর নির্ভর করলে এমন হতে পারে যে, যাদের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা বা বাইবেল-ব্যাখ্যা বিষয়ক বইপত্র (কমেন্টারি) নেই, তারা হয়তো মনে করবেন যে পর্যাপ্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উপকরণ না থাকায় তারা নিজেরা গল্প শোনাতে পারবেন না।

গল্পটি নিয়ে আলোচনা শেষ করার পর, আপনি হয়তো গল্পের এমন কোনো বিষয় তুলে ধরতে চাইতে পারেন যার মধ্যে স্পষ্ট প্রতীকী বা আদর্শগত (typological) তাৎপর্য রয়েছে। শ্রোতাদের এই প্রতীকী অর্থটি খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য আপনি তাদের আরেকটি “গল্প” শোনাতে পারেন।

আপনি তাদের বাইবেলের অন্য কোনো অংশের একটি নতুন গল্প বা কয়েকটি আয়াতের দিকে নিয়ে যান। গল্পটি 'এসটিএস' (STS) বা মৌখিক গল্প বলার পদ্ধতিতে বলুন। আপনার শ্রোতারা যদি বর্তমান গল্পের গভীর আধ্যাত্মিক দিকগুলো সত্যিই অনুধাবন করে থাকে, অথবা পবিত্র আত্মা যদি আপনাকে এমনটি করার জন্য পরিচালিত করেন, তবেই কেবল এটি করুন।

গল্পটি সম্পর্কে আপনি যে অতিরিক্ত তথ্য দেবেন তা এতটাই স্পষ্ট হওয়া উচিত যাতে শ্রোতারা সহজেই এর প্রয়োগ বুঝতে পারে। এমন কিছু বলে শুরু করুন, "এর অনেক পরে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল।" এরপর তাদের এমন একটি অংশের দিকে নিয়ে যান যাতে কোনো আদর্শগত বা প্রতীকী বিষয় রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই দ্বিতীয় গল্পটি নতুন নিয়মের (New Testament) কোনো অংশ থেকে নেওয়া হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি 'গণনাপুস্তক' (Numbers) ২১:৪-৯ অধ্যায়ে বর্ণিত মোশি ও পিতলের সাপের গল্পটি বলে থাকেন এবং আপনার দল যদি এর আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলো খুঁজে বের করা ও প্রয়োগ করার কাজ শেষ করে থাকে, তবে আপনি হয়তো এমন কিছু বলার তাগিদ অনুভব করতে পারেন:

"বাইবেলের সব ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। বাইবেলের পরবর্তী অংশের একটি ঘটনা আমি আপনাদের এখন শোনাতে চাই। এটি আমাদের 'মোশি ও পিতলের সাপের' ঘটনাটি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।" [সময় থাকলে, একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে যোহন ৩:১-১৬ অংশটি বলুন। সময় কম থাকলে, ১-১৩ পদের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে বলে ১৪-১৬ পদে যীশু সেই ধর্মীয় ব্যক্তিকে যে ছোট 'কাহিনীটি' শুনিয়েছিলেন, তা বলতে পারেন। মনে রাখবেন, 'এসটিএস' (STS) বা গল্প বলার পদ্ধতিতে এটি বলবেন—অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে কিছু যোগ করবেন না বা কিছু বাদ দেবেন না, তবে কথোপকথনের মতো সহজ ভাষা ব্যবহার করবেন।

"আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সাপটিকে উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন, তেমনি 'মানুষের পুত্রকেও' উঁচুতে তুলে ধরা আবশ্যিক; যেন যে কেউ তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়। কারণ ঈশ্বর জগতকে এতই প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩:১৪-১৬)।]

গল্পটি শুনে শ্রোতারা যে প্রতিক্রিয়া বা উত্তর দেয়, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাদের দেওয়া উত্তরগুলো আপনাকে তাদের প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো বুঝতে সাহায্য করবে। এই উপলব্ধিগুলো আপনাকে আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে নিজস্ব প্রশ্ন তৈরি করতে সহায়তা করবে। একেই বলা হয় "মুহূর্তের প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া" (teaching from the moment)।

অধিকাংশ প্রশ্নই হওয়া উচিত মানুষ কী করেছিল বা ঈশ্বর কী করেছিলেন—সে বিষয়ে। এই ধরনের প্রশ্ন শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক সত্যগুলো খুঁজে বের করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গল্পের

প্রতিটি চরিত্রের কাজ ও তাদের বলা কথাগুলো পর্যালোচনা করুন। “কেন” বা কারণ জানতে চায় এমন প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ এ ধরনের প্রশ্ন এমন সব অনুমান বা ধারণার জন্ম দিতে পারে যার কোনো ভিত্তি ধর্মগ্রন্থে নেই। সাধারণত “কী” বা ঘটনা-কেন্দ্রিক প্রশ্ন করাই সবচেয়ে ভালো। মজার ব্যাপার হলো, বেশ কিছু “কী” বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সবাইকে এমন এক “কেন” বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে, যা হয়তো মুখে বলা হয়নি!

পর্যবেক্ষণমূলক প্রশ্ন করুন। গল্পের শুরুর দিকের একটি ছোট অংশ পুনরায় বলার পর, আপনি হয়তো এমনটা বলতে পারেন: “গল্পের এই শুরুর অংশে এমন কিছু কি আছে যা আমাদের (গল্পের ওই অংশের কোনো একটি চরিত্র)-এর বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জানায়?” “ওই ব্যক্তি কীসের ওপর গুরুত্ব দিতেন, তা এই গল্প থেকে কীভাবে বোঝা যেতে পারে?”

বলুন: “এই অংশে ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে কি কোনো কিছু ফুটে উঠেছে?” অথবা “আমরা কি এখানে বিশ্বস্ততার কোনো প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি?” গল্পের প্রতিটি অংশ নিয়ে আলোচনার সময় খেয়াল করুন, গল্পের চরিত্রগুলো তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অসম্মান, ভয়, বিভ্রান্তি, লোভ, দয়া, সাহসিকতা, বিশ্বাস কিংবা প্রজ্ঞার কোনো পরিচয় দিচ্ছে কি না। নিশ্চিত করুন যে, আপনি যেসব প্রশ্ন করছেন সেগুলোর উত্তর ঠিক সেই গল্পের তথ্যের ভিত্তিতেই দেওয়া সম্ভব, যা আপনি এইমাত্র শুনিয়েছেন।

যেসব প্রশ্নের উত্তর কেবল ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-তে দেওয়া যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তরের পর আপনি এমন একটি প্রশ্ন করতে পারেন: “আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন তো, গল্পের এই অংশের ঠিক কোথায় বা কীভাবে আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন?”

শ্রোতাদের ধীরে ধীরে গল্পের সত্য বিষয়গুলো নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে সহায়তা করুন। আধ্যাত্মিক প্রয়োগের বিষয়গুলো খুঁজে বের করার আলোচনার সময় শ্রোতাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এমন সুযোগ খুঁজুন যখন তাদের বা তাদের পরিচিত কারও মধ্যে গল্পের চরিত্রদের মতো কোনো অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া (যেমন—সন্দেহ, ভয়, বিশ্বাস, আশা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি) দেখা দিয়েছে কি না, তা জানার জন্য প্রশ্ন করা যেতে পারে। যখন কেউ ‘হ্যাঁ’ বলেন বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে ‘হ্যাঁ’-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তখন প্রশ্ন করার উপযুক্ত সময় হলো: “কেউ কি সেই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে চান?”

ব্যক্তিগত প্রয়োগের বিষয়গুলো শেয়ার করুন। প্রয়োগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শেষ হলে—এবং ঈশ্বর যদি আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন—তবে গল্পের কোনো অংশ আপনাকে কীভাবে স্পর্শ করেছে, তা আপনি শেয়ার করতে পারেন। অথবা, গল্পের কোনো

বিশেষ অংশ তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না, তা-ও আপনি জানতে চাইতে পারেন।

ভালো প্রশ্নের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো অবশ্যই এমন হতে হবে যা:

- গল্পের মধ্যেই নিহিত থাকে।
- গল্পের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়।

গল্পের বাইরের তথ্য। গল্পের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা প্রয়োগ বোঝানোর জন্য যদি বাইরের কোনো শাস্ত্রীয় আয়াতের প্রয়োজন হয়, তবে আপনি গল্পের ভূমিকায় সেই শাস্ত্রীয় তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। একইভাবে, গল্পের ভেতর থেকে যেসব বিষয় প্রয়োগ করা সম্ভব সেগুলো তুলে ধরার পরেও অতিরিক্ত শাস্ত্রীয় তথ্যটি দেওয়া যেতে পারে।

এমনটা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই করবেন; কারণ গল্পের বাইরের শাস্ত্রীয় তথ্য ব্যবহার করলে শ্রোতারা কেবল গল্প শোনার পরিবর্তে গল্পকথকের গবেষণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন। মনে রাখবেন, গল্পকথকরা বাইবেলের এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করতে পারেন যা শ্রোতারা আগের কোনো গল্প শোনার সময় জেনেছেন।

ভালো উত্তর। শ্রোতারা যখন গ্রহণযোগ্য উত্তর দেন, তখন তাদের উৎসাহিত করুন। এ সময় এমন কথা বলুন যেমন—“ভালো উত্তর,” “আমি তো এমনটা ভাবিনি,” অথবা “কথাটা বেশ যুক্তিযুক্ত।”

ততটা ভালো নয় এমন উত্তর। শ্রোতাদের দেওয়া উত্তর যদি আপনার কাছে ভুল মনে হয়, তবে আপনি বলতে পারেন, “আসুন আমরা আবার বিষয়টি দেখি এবং মিলিয়ে নিই যে তা গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।” তারা যদি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তবে দায় নিজের ওপর নিয়ে বলতে পারেন, “দুঃখিত, আমি হয়তো ওই অংশটি পরীক্ষারভাবে বোঝাতে পারিনি” অথবা “হয়তো আমার প্রশ্নটি ঠিকঠাকভাবে করা হয়নি।”

গল্পের বাইরের তথ্য। গল্পের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা প্রয়োগ বোঝানোর জন্য যদি বাইরের কোনো শাস্ত্রীয় আয়াতের প্রয়োজন হয়, তবে আপনি গল্পের ভূমিকায় সেই শাস্ত্রীয় তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। একইভাবে, গল্পের ভেতর থেকে যেসব বিষয় প্রয়োগ করা সম্ভব সেগুলো তুলে ধরার পরেও অতিরিক্ত শাস্ত্রীয় তথ্যটি দেওয়া যেতে পারে।

তবে এমনটা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই করবেন; কারণ গল্পের বাইরের শাস্ত্রীয় তথ্য ব্যবহার করলে শ্রোতারা কেবল গল্প শোনার পরিবর্তে গল্পকথকের গবেষণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন। মনে রাখবেন, গল্পকথকরা বাইবেলের এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করতে পারেন যা শ্রোতারা আগের কোনো গল্প শোনার সময় জেনেছেন।

ভালো উত্তর। শ্রোতারা যখন গ্রহণযোগ্য উত্তর দেন, তখন তাদের উৎসাহিত করুন। এ সময় এমন কথা বলুন যেমন—“ভালো উত্তর,” “আমি তো এমনটা ভাবিনি,” অথবা “কথাটা বেশ যুক্তিযুক্ত।”

ততটা ভালো নয় এমন উত্তর। শ্রোতাদের দেওয়া উত্তর যদি আপনার কাছে ভুল মনে হয়, তবে আপনি বলতে পারেন, “আসুন আমরা আবার বিষয়টি দেখি এবং মিলিয়ে নিই যে তা গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।” তারা যদি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তবে দায় নিজের ওপর নিয়ে বলতে পারেন, “দুঃখিত, আমি হয়তো ওই অংশটি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারিনি” অথবা “হয়তো আমার প্রশ্নটি ঠিকঠাকভাবে করা হয়নি।”

বড় কোনো দলের সামনে বক্তৃতার একটি উদাহরণ। যিশুর দেওয়া অন্যতম সুপরিচিত একটি ভাষণ ‘পাহাড়ের ওপর প্রদত্ত উপদেশ’ (Sermon on the Mount) নামে পরিচিত। মথি-র বিবরণে এই ভাষণটি ৫ থেকে ৭ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। যিশুর শিক্ষা শোনার জন্য সেখানে এক বিশাল জনসমাগম হয়েছিল। তিনি পাহাড়ের ওপর উঠে বসেন এবং নিচে সমবেত মানুষদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। একজন দক্ষ ও নিপুণ বক্তা হিসেবে যিশু জানতেন, মানুষ কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে কোনো বিষয় শেখে ও মনে রাখে। তাঁর পুরো ভাষণজুড়ে তিনি এমন সব উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর শেখানো সত্যকে দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত কোনো বিষয়ের সাথে তুলনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি নীতিগল্প বা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলতেন এবং শ্রোতাদের চিন্তার খোরাক জোগাতে বিভিন্ন প্রশ্ন (আসলে ১৬টি প্রশ্ন!) করতেন। আপনার কি মনে হয়, শ্রোতারা যাতে প্রশ্নগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন, সেজন্য যিশু মাঝে মাঝে থামতেন? আপনিও কি তাঁর এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না?

সঠিকতা বজায় রাখা: পুনরালোচনার গুরুত্ব

এসটিএস (STS)-এর আলোচনা-ভিত্তিক পদ্ধতির একটি বড় সুবিধা হলো ‘পুনরালোচনা’ বা ‘রিভিউ’-এর মতো শক্তিশালী কৌশলটি ব্যবহার করা।

বাইবেলের ঘটনাগুলো যখন কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তখন এসটিএস-এ পুনরালোচনা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও মূল্যবান হয়ে ওঠে। গল্প শুরু করার আগে শিক্ষক নিজে ভূমিকা না দিয়ে, বরং যারা গল্প শুনছেন তাদেরকেই বলতে বলা যেতে পারে যেন তারা আগের বৈঠকে আলোচিত গল্প ও সেখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বা বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

শিক্ষাদানের সময় নতুন কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন, অথবা নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের কেউ হয়তো আগের বৈঠকে আসেননি; তাই গতবারের গল্পের পুনরালোচনা তাদের জন্য সহায়ক হয়। শিক্ষার্থীদের ওপর পুনরালোচনার দায়িত্ব দিলে তারা স্মৃতি থেকে গল্পটি পুনরায় বলার সুযোগ পান।

এছাড়া, সদস্যদের বলা উচিত যেন তারা আগে পাওয়া ‘মূল্যবান শিক্ষা’ বা অন্তর্দৃষ্টি এবং তারা কী শিখেছেন তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেন। পুনরালোচনার মাধ্যমে মানুষ তথ্যগুলো নিজেদের মনে ভালোভাবে গেঁথে নিতে পারে এবং অন্যদের কাছে শাস্ত্রের কথা তুলে ধরতে পারে। বৈঠকের এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে এটা বলার জন্য যে, আগের বৈঠকে শেখা গল্পটি তারা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

পাশাপাশি, আগের বৈঠকে শেখা বিষয়গুলো ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেলে শিক্ষক নিশ্চিত হতে পারেন যে গতবারের গল্প এবং তার অন্তর্নিহিত শিক্ষাগুলো সবাই সঠিকভাবে ও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। আগের পাঠে উপস্থিত ব্যক্তির যদি শেখা বিষয়গুলো নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন বা গল্পটি বলতে না পারেন, তবে তা শিক্ষকের জন্য একটি সংকেত যে সবার জন্য বিষয়টি পুনরায় আলোচনা করা প্রয়োজন। আগের গল্পটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভালোভাবে বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনো গল্পে এগিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

অধ্যায় ৭: সঠিক প্রয়োগ – হাতিটিকে খুঁজে বের করা

গল্পকথকরা যখন তাদের অনুসন্ধানী দক্ষতা বৃদ্ধি করেন, তখন তারা পাঠ্য বা ঘটনাপ্রবাহের এমন সব খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করতে শুরু করেন যা হয়তো আগে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি নতুন বিষয় আবিষ্কারের মধ্যে যে কী এক দারুণ উত্তেজনা কাজ করে! তবে, ছোটখাটো আকর্ষণীয় বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি গল্পকথকদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা মূল বিষয়বস্তু বা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি হারিয়ে না ফেলেন। গল্পকথকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বাইবেল কেবল একটি সাধারণ ইতিহাসের বই নয়। গল্পের ছোট ছোট অংশের মধ্য দিয়ে যে আধ্যাত্মিক বার্তা বা শিক্ষা উঠে আসে, তা যেন কোনোভাবেই তাদের দৃষ্টির আড়ালে না পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ, দায়ূদ ও গোলিয়াথের গল্পের কথা ধরা যাক। মানুষ প্রায়ই প্রচার করে যে দায়ূদ ছিলেন একজন ছোট বালক যিনি মেঘপালক হিসেবে দারুণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন; তবে তার চেয়েও বড় কথা হলো, একজন বিশালদেহী দৈত্যের মুখোমুখি হওয়া এবং তাকে পরাজিত করার মতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস তার ছিল। এরপর একটি প্রয়োগমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়: "আপনাদেরও দায়ূদের মতো হওয়া উচিত এবং কঠিন প্রতিকূলতার মুখেও সাহসী থাকা উচিত।"

নিঃসন্দেহে এটি একটি চমৎকার বার্তা। কিন্তু, এই গল্পের কি কেবল এটুকুই সারকথা?

যদিও গল্পটিতে সেই প্রচারিত তথ্যগুলো বিদ্যমান, তবুও এর বৃহত্তর আধ্যাত্মিক বার্তাগুলো অনেক সময় উপেক্ষিত থেকে যায়। ঘটনা অনুযায়ী, দায়ূদ জানতেন যে তার ঈশ্বর সেই দৈত্য এবং মিথ্যা দেবতাদের ওপর আস্থাশীল প্রতিপক্ষ ফিলিস্তিনীয় বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম। অথচ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এবং তাদের রাজা শৌল—যাদের সবারই উচিত ছিল সেই দৈত্য ও মিথ্যা দেবতাদের পরাস্ত করতে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করা—তারা যুদ্ধের ময়দানে ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখার সুযোগটি হাতছাড়া করেছিলেন। কিন্তু ফিলিস্তিনীয়রা, তাদের দৈত্য এবং তাদের মিথ্যা দেবতারা—সবাই পরাজিত হয়েছিল যখন আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ এক ব্যক্তি বিশ্বাসের পথে এগিয়ে এসেছিলেন।

যেকোনো গল্পের মধ্যেই অনেক মূল্যবান ও ছোট ছোট সত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে পুরো গল্পটি মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি, যাতে গল্পের মূল ও প্রধান আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই মূল সত্যকে আয়ত্ত করার বিষয়টিকে আমরা বলি "হাতি-আবিষ্কারের নীতি" (finding-the-elephant principle)। নিচের রূপকটি গল্পকথক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি স্মারক হতে পারে—গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বহু আধ্যাত্মিক রত্ন বা শিক্ষা খোঁজার পাশাপাশি গল্পের সামগ্রিক যথার্থতা বজায় রাখার বিষয়টি মনে করিয়ে দেয় এই রূপকটি।

প্রথমে, ‘হাতিকে না-দেখতে পাওয়ার’ একটি ঘটনার কথা বলা যাক:

আপনারা হয়তো এমন একটি গল্পের কথা আগে শুনে থাকবেন। পাঁচজন অন্ধ ব্যক্তি—যারা আগে কখনও হাতি দেখেনি—তাদের বলা হলো, “আপনারা এখন একটি হাতির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। দয়া করে এর বর্ণনা দিন।”

একথা শোনার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে চারজন হাতির শরীরের যে অংশটি প্রথমে স্পর্শ করল, তা-ই অনুভব করতে শুরু করল।

একজন হাতির লেজ স্পর্শ করে বর্ণনা দিল এভাবে: “এটি একটি ছোট গাছের ডাল।”

দ্বিতীয় অন্ধ ব্যক্তিটি হাতিটির কান স্পর্শ করে বলল, “হাতি নিশ্চয়ই গাছের কোনো বিশাল পাতা হবে।”

একজন ব্যক্তি হাতির শঁড়টি স্পর্শ করেই চমকে পিছিয়ে গেল। “এটা তো একটা লম্বা সাপ!”

চতুর্থ ব্যক্তিটি হাতিটির পেট জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু সে তা পারল না। তাই সে বলল, “হাতি হলো বিশাল গোলাকার পাথরের মতো; তবে আমার জানা অন্য কোনো পাথরের মতো এটি শক্ত নয়—বরং এটি নড়াচড়া করে!”

পঞ্চম অন্ধ ব্যক্তিটি উপহাসের সুরে বলল, “ওহে, হাতিকে বর্ণনা করার জন্য আমার তাকে স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বহুবার হাতির সেই জোরালো গর্জন শুনেছি। সবাই জানে যে হাতি আসলে একটি বিশাল বাদ্যযন্ত্র!”

প্রত্যেক ব্যক্তিই হাতিটির কোনো একটি অংশের বর্ণনা দিল। কিন্তু কেউই সেই অংশগুলো বা সেগুলো কীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত—তা বুঝতে পারল না; ফলে তারা সামগ্রিক রূপটি ধরতে ব্যর্থ হলো। তারা হাতিটিকে চিনতেই পারল না।

বাইবেলের কোনো গল্পে যখন আমরা মূল্যবান শিক্ষা বা ‘সম্পদ’ খুঁজি, তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি গল্পেরই একটি সামগ্রিক রূপ বা পূর্ণাঙ্গ সত্তা থাকে। আমরা এই পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে ‘হাতি’ বলে অভিহিত করছি। কোনো গল্প যখন দীর্ঘ হয়, তখন প্রায়শই তাতে একাধিক অংশ থাকে—ঠিক যেমন নাটকে একাধিক অঙ্ক বা দৃশ্য থাকে। সেই দীর্ঘ গল্পগুলোর প্রতিটি অঙ্ক বা দৃশ্যের মধ্যেই হয়তো সত্যের নিজস্ব কোনো ‘হাতি’ বা মূল সত্তা লুকিয়ে থাকতে পারে।

কখনও কখনও কোনো পরিচিত গল্প পড়ার সময়, গল্পটি কী বিষয়ে—তা নিয়ে আমাদের মনে আগে থেকেই একটি ধারণা গেঁথে থাকে। ফলে আমরা গল্পটি আসলে মন দিয়ে শোনার বা বোঝার সুযোগ হারাই। সেই অন্ধ ব্যক্তিটির কথা মনে আছে, যে হাতিকে বাদ্যযন্ত্র বলে নিশ্চিত বিশ্বাস করার কারণে তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেনি? আমরাও অনেক সময় মনে করি যে বাইবেলের কোনো অংশ সম্পর্কে আমরা সবকিছুই জানি; আর এর ফলে, গল্পটির সামগ্রিক সত্য বা মূল বার্তাটি আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়।

সেই অন্ধ ব্যক্তির যে ভুলটি করেছিলেন, আমরাও সহজেই সেই একই ভুল করে বসতে পারি। কোনো গল্পের কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু অংশ আঁকড়ে ধরে সেখানেই থেমে যাওয়ার মাধ্যমেই আমরা এমনটা করি। পুরো গল্পটি এবং এর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক বিন্যাস বা সামগ্রিক রূপটি বিবেচনা করার চেষ্টা না করলে, আমরা হয়তো সেই বিশাল হাতিটির আসল রূপটিই দেখতে পাব না।

পুরো গল্পটি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং প্রার্থনা করা। আপনি যে বিচ্ছিন্ন সত্যগুলো খুঁজে পান সেগুলোর নিশ্চয়ই মূল্য আছে, কিন্তু সেই খণ্ডাংশগুলো হয়তো হাতিটির সামগ্রিক ও সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম নাও হতে পারে।

বাইবেলের একটি গল্পে 'হাতি' (বা মূল বিষয়টি) খুঁজে বের করার উদাহরণ

প্রথমে নিচের গল্পটি পড়ুন (মার্ক ১:৪০-৪৫, সহজ ভাষায়)। এরপর সময় নিয়ে এর মধ্যে 'হাতি' বা মূল বিষয়টি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন:

একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল এবং অনুনয় করে বলল, "আপনি যদি চান, তবে আমাকে সুস্থ করতে পারেন।" যীশু তাঁর প্রতি করুণায় আর্দ্র হলেন; তিনি হাত বাড়িয়ে সেই কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "আমি চাই; তুমি সুস্থ হও।" যীশুর কথা বলার সাথে সাথেই সেই ব্যক্তির শরীর থেকে কুষ্ঠরোগ দূর হয়ে গেল এবং সে সুস্থ হয়ে উঠল।

এরপর যীশু তাকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিলেন। যীশু বললেন, "দেখো, কাউকে যেন এ বিষয়ে কিছু না বোলো; বরং যাও, নিজেকে যাজকের কাছে দেখাও এবং তোমার সুস্থতার জন্য মোশি যা আদেশ করেছিলেন, সেই অনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ করো। যাজকদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবেই এই কাজ করো।" কিন্তু সেই ব্যক্তি বাইরে গিয়ে যা ঘটেছিল তা নিয়ে অনেক কথা বলতে লাগল এবং ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিল; এর ফলে যীশু আর প্রকাশ্যে শহরে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তিনি জনবসতিহীন মরু-এলাকায় গিয়ে থাকতে লাগলেন, আর সব দিক থেকে মানুষ তাঁর কাছে আসতে লাগল।

অবশ্যই, এই গল্পে অনেক চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা 'সম্পদ' লুকিয়ে আছে। কিন্তু আপনি কি সেই 'হাতিটিকে' দেখতে পাচ্ছেন? প্রায়শই শিক্ষকরা এটি খেয়াল করেন না।

তারা সাধারণত এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করেন:

১. যীশু তাকে সুস্থ বা শুচি করতে পারেন—সেই ব্যক্তির এমন বিশ্বাস।
২. তাকে সুস্থ করার বিষয়ে যীশুর আগ্রহ বা সদিচ্ছা।
৩. সুস্থ করার ক্ষেত্রে যীশুর ক্ষমতা।
৪. যীশুর মমতা ও কোমলতা।

৫.একজন কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করার মাধ্যমে যীশুর ভালোবাসা প্রকাশ।

৬.একজন অস্পৃশ্য ব্যক্তির সাথে যীশুর একাত্মতা।

তবে এর পাশাপাশি তারা আরও কিছু বিষয়ও উল্লেখ করেন:

৭.যীশু সেই ব্যক্তিকে সুস্থতার কথা কাউকে না বলে কেবল যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাতে বলেছিলেন। কিন্তু লোকটি এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি; তাই তিনি সবার কাছে নিজের সুস্থতার কথা ছড়িয়ে দেন এবং যীশু যা করেছিলেন তার সাক্ষ্য দেন। এরপর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৮.যদিও সুস্থ হওয়া ব্যক্তির ঘটনাটি কাউকে না জানানোর কথা ছিল, তবুও নিজের আনন্দের আতিশয্যে তিনি সাক্ষ্য না দিয়ে পারলেন না। তখন সাক্ষ্য দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৯.যেহেতু লোকটি সবার কাছে নিজের সুস্থতার কথা বলতে ছুটে গিয়েছিলেন, তাই যীশুকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল এবং “চারদিক থেকে মানুষ যীশুর কাছে আসতে শুরু করেছিল।” লোকটির প্রচারের ফলে আগের চেয়েও অনেক বেশি মানুষ সুস্থতার জন্য যীশুর কাছে আসতে পেরেছিল। তখন সুস্থ হওয়া সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে কীভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, তা নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আসুন এখন গল্পটি ভালোভাবে দেখি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে, কী কী চমৎকার বিষয় বা ‘সম্পদ’ মিলে এই সম্পূর্ণ গল্পটি গড়ে উঠেছে।

উপরে উল্লিখিত নয়টি বিষয় কি গল্পটির সঠিক ও সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে, নাকি কোনোটি গল্পের গভীর কোনো দিককে এড়িয়ে যায়? এমন কি হতে পারে যে, আমরা কেবল ‘হাতিটির’ অর্ধেকটাই আবিষ্কার করেছি?

গল্পের বিভিন্ন বিষয়—যেমন সুস্থতা এবং শুচি হওয়ার জন্য কুষ্ঠরোগীর বিশ্বাস—নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা যদি গল্পের কোনো বিষয় এড়িয়ে যাই বা এমন কিছু শিক্ষা দিই যা গল্পে নেই, তবে আমরা হয়তো এর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বা মূল বার্তাটিই হারিয়ে ফেলব।

সেদিন আসলে কী ঘটেছিল? যীশুর বিষয়ে সাহসিকতার সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি আমাদের সবারই পছন্দ, তাই সুস্থ হওয়া সেই ব্যক্তির কাজগুলোকে আমরা ভালো হিসেবেই দেখি। সর্বোপরি—যীশু যা করেছিলেন, সে বিষয়ে ওই ব্যক্তি অনেক জায়গায় অনেক মানুষকে জানিয়েছিলেন! তাছাড়া, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কথা বলার সুযোগও আমরা পছন্দ করি, তাই আমরা সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিই।

তবে আসুন, এই গল্পের একটি অংশ ধীরস্থিরভাবে পর্যালোচনা করে দেখি যে, এর মধ্যে আর কী বিষয় লুকিয়ে আছে।

সুস্থ হওয়া সেই কুষ্ঠরোগীকে যীশু কী কী করতে এবং কী কী না করতে বলেছিলেন? ...

নতুন করে সুস্থ হওয়া সেই ব্যক্তিকে কি কেবল পরামর্শ বা বিকল্প হিসেবে ওই দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? ...

না। আসলে, যিশু তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সে তার সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি কাউকে কিছু না বলে। তাকে যাজকদের কাছে যেতে হতো এবং নিজেকে 'বিশুদ্ধ' বা 'পরিষ্কার' হিসেবে ঘোষণা করানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন পালন ও বলিদান সম্পন্ন করতে হতো— আর এসবই ছিল যাজকদের কাছে এক ধরনের সাক্ষ্য!

তাহলে, আমরা যখন এই গল্পটি ব্যবহার করে বাঁধভাঙা আনন্দ, সাক্ষ্য দেওয়ার মহিমা কিংবা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিই, তখন কি আমরা আসলে গল্পের মূল বিষয়টিকে অনুসরণ করছি? ... ঠিক তা নয়।

পুরো ঘটনাপ্রবাহে প্রভু আমাদের যথেষ্ট তথ্য দিয়েছেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি সেদিন আসলে কী ঘটেছিল। কিন্তু আমরা যদি ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে না শুনি, তবে মূল বিষয়টিই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে!

যারা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে গল্প বা শিক্ষা প্রদান করেন, তারা প্রথমেই গল্পের প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করেন। আসলে, এই ঘটনার ঠিক আগের কথাগুলোতেই যীশুর ইচ্ছার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যীশুর শিষ্যরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সবাই তাঁকে খুঁজছে। এর জবাবে যীশু বলেছিলেন, "চল, আমরা পাশের শহরগুলোতে যাই; সেখানেও আমাকে সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ এই উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি।" যীশু পাশের শহরগুলোতে যেতে চেয়েছিলেন।

কুষ্ঠরোগীটি যাজকদের কাছে গিয়ে কী করুক—তা যীশু চেয়েছিলেন? ... ঘটনাটিতে দেখা যায়, সুস্থ হয়ে ওঠা কুষ্ঠরোগীকে যীশু কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সে নিজেকে যাজকের কাছে দেখায় এবং মোশির নির্দেশ অনুযায়ী নিজের সুস্থতার জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করে—যা যাজকদের কাছে এক সাক্ষ্যস্বরূপ হবে।

প্রথমেই আমরা দেখি যে, যীশু সেই কুষ্ঠরোগীকে মোশির নিয়ম অনুযায়ী যাজকের কাছে নিজেকে দেখানোর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা সে মান্য করেনি; ফলে নিয়ম অনুযায়ী সেই ব্যক্তি 'আইনগতভাবে' শুচি বা রোগমুক্ত বলে গণ্য হয়নি।

তাছাড়া, যাজকদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে নিজেকে দেখানোর জন্য যীশু তাকে যে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও সে পালন করেনি। ঘটনাটি থেকে কি আমরা বুঝতে পারি যে, যীশু চেয়েছিলেন যাজকরা যেন এই রোগমুক্তির বিষয়টি জানেন এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত বা অনুমোদন করেন? ... সুস্থ হওয়ার পর, সেই ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামতো চলার প্রবণতার কারণে—যেমনটি এই ঘটনায় বলা হয়েছে—যীশু আর প্রকাশ্যে শহরে প্রবেশ করতে পারছিলেন না।

তাহলে সেই রোগমুক্ত ব্যক্তিটি আসলে কাকে সম্মান দেখিয়েছিল? যীশুকে? ... যাজকদের? ... নাকি পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ঈশ্বরের বিধি-বিধানকে? ... হ্যাঁ, আমি একমত। সে আসলে কেবল নিজেকেই— অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকেই—সম্মান দেখিয়েছিল।

রোগমুক্তির বিষয়টি আমরা যেমন গুরুত্বের সাথে দেখি, তেমনি সেই ব্যক্তির অবাধ্যতার বিষয়টিকেও আমাদের গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। ঘটনার এই পরবর্তী অংশটি আনন্দ বা সাক্ষ্য প্রদানের বিষয় নয়; এটি মূলত নিজের ইচ্ছামতো চলার বিষয়। এটি এমন এক ব্যক্তির কথা বলে, যে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবন-পরিবর্তনকারী এক উপহার চেয়ে নিয়েছিল এবং পরে তাঁর আদেশের অবাধ্য হয়ে কাজ করেছিল।

রোগমুক্তি, সুস্থ হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির বিশ্বাস এবং যীশু সম্পর্কে আমরা যেসব চমৎকার বিষয় দেখি—এ সবই মহান সত্য। কিন্তু আমরা যদি সেই ব্যক্তির অবাধ্যতা এবং তার নিজের ইচ্ছামতো চলার ফলাফল ও প্রভাবকে উপেক্ষা করি, তবে আমরা যেন হাতির অর্ধেকটাই দেখতে ব্যর্থ হলাম।

গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে (এবং এতে নিজের কোনো ধারণা বা ব্যাখ্যা জুড়ে না দিলে) পুরো বিষয়টি—অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্যটি—উঠে আসে: যিশু অলৌকিকভাবে ও করুণার বশবর্তী হয়ে একজন অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর সেই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো চললেন এবং যিনি তাঁকে সুস্থ করেছিলেন, তাঁর প্রতি অসম্মান ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করলেন। এই গল্পে সেই মূল বিষয়টিই অনেক সময় দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

মনে হয়, সেই কুষ্ঠরোগীর মনোযোগ নিরাময়কারীর চেয়ে নিরাময়ের ওপরই বেশি ছিল। বাইবেলের অনেক ঘটনাতেই আমরা মানুষকে একই ভুল করতে দেখি। মানুষ নানা ধরনের ‘ধর্মীয়’ পাপ করে বসে। অতিরিক্ত উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে তারা ঈশ্বরের নির্দেশ না শুনে বা সেগুলোর প্রতি সম্মান না দেখিয়েই ‘ঈশ্বরের জন্য’ নানা কাজ করে ফেলে! সাক্ষ্য দেওয়া কি ভুল? না—বরং আমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে যিশুর পরিকল্পনার বিপরীতে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়া কি ঠিক ছিল? ... একদমই নয়!

কেউ যখন আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বা ধর্মীয় কোনো কাজ করে, তখন ঈশ্বর সেটিকে কীভাবে দেখেন—তার একটি ধ্রুপদী উদাহরণ পাওয়া যায় ১ শমুয়েল পুস্তকে। সেখানে আমরা রাজা শৌলকে একটি ধর্মীয় কাজ করতে দেখি; কিন্তু সেই কাজের সময় ও পরিস্থিতি ছিল ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার একাধিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বর তাঁর নির্দেশ অমান্য করার এই বিষয়টিকে জঘন্যতম পাপের সাথে তুলনা করেছেন।

“সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ দেওয়া কি হোমবলি ও বলিদানের চেয়ে অধিক সন্তোষজনক নয়? দেখ, বলিদানের চেয়ে আজ্ঞা পালন করা এবং মেষের মেদের চেয়ে মনোযোগ দেওয়া উত্তম। কারণ অবাধ্যতা ডাইনির কাজের মতো পাপ এবং একগুঁয়েমি অধর্ম ও প্রতিমাপূজার সমান...” (১ শমুয়েল ১৫:২২-২৩)।

এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনার সময় সুস্থ হওয়া সেই কুষ্ঠরোগীর অবাধ্যতাকে প্রশ্ন দেওয়া বা তার সপক্ষে যুক্তি দেখানো—মানুষের সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ পাপটিকেই এক ধরনের ছাড়পত্র দেওয়ার শামিল। কখনও কখনও এই পাপটি খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে, কারণ আমরা হয়তো মুখে বলি না যে, “ঈশ্বরের পথের চেয়ে আমি আমার নিজের পথকেই বেছে নিচ্ছি।” কিন্তু ঈশ্বর যা বলেছেন তা উপেক্ষা করে আমরা যদি কেবল নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করার দিকেই মনোযোগ দিই, তবে তা পাপ। আজ্ঞা পালন না করা মানেই হলো অবাধ্যতা।

সেই অবাধ্যতার কাজ এবং তার পরিণামকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কোনো অজুহাতে যদি আমরা সুস্থ হওয়া সেই ব্যক্তির অবাধ্যতাকে ক্ষমা করে দিই, তবে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার সেই সাধারণ পাপকেই উৎসাহিত করি। আজকের দিনে বিশ্বাসীদের মুখে এমন কথা শোনা কতই না দুঃখজনক: “ওহ, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যে কী বলা আছে তা আমি জানি, কিন্তু

ভিন্নভাবে কাজ করার পেছনে আমার কাছে ভালো কারণ রয়েছে।” খুব কমই আমরা মানুষকে তাদের কাজের বর্ণনা এভাবে দিতে শুনি: “আমি ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হতে যাচ্ছি কারণ তাঁর চেয়ে আমিই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারি।”

আমরা এই অংশটি বেছে নিয়েছি কারণ অনেক শিক্ষকই এর মর্মার্থ ঠিকমতো অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, কত সহজেই আমরা কোনো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপটি এড়িয়ে যেতে পারি এবং এর ফলে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বার্তাটি শেখানোর সুযোগও হাতছাড়া করতে পারি।

ঈশ্বরের বাক্য—এমনকি কোনো একটি গল্প—শিক্ষা দেওয়া এক অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব। হাতির এই দৃষ্টান্তটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর যা কিছু বলেন তা যেন আমরা অত্যন্ত মনোযোগ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনি। বাইবেলে বহুবার বলা হয়েছে, “যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।”

এসটিএস (STS) বা গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করার সময়, আমাদের উচিত পুরো গল্পটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সেই গল্পের মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলছেন তা বোঝার ও তাতে আস্থা রাখার জন্য প্রার্থনা করা। আমরা দেখতে চাই যে, গল্পের বিভিন্ন অংশ কীভাবে আমাদের কাছে পুরো গল্পটিকে তুলে ধরে।

কুষ্ঠরোগীর গল্পটিতে ঈশ্বর আমাদের অবাধ্যতার পরিণাম দেখিয়েছেন। তবে লক্ষ্য করুন, বাইবেলের আরও অনেক গল্পে মানুষের পাপের পরিণাম সরাসরি দেখানো হয়নি। সেই সব গল্প থেকে আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি—কেবল অবাধ্যতার পরিণামকে ভয় পেয়ে নয়, বরং তাঁর নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখার কারণেই আমরা বাধ্য হতে শিখি।

মার্কের সুসমাচার থেকে এই গল্পটি সামগ্রিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ সেই ত্রাণকর্তার প্রতি অবাধ্যতার দুঃখ ও পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারে—যিনি আমাদের জীবন দান করেন; পাশাপাশি তারা শুচি হওয়া ও সুস্থতার আনন্দও উপলব্ধি করতে পারে। যদি আমরা এই গল্পের অবাধ্যতার বিষয়টিকে কোনোভাবে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দিই কিংবা পুরোপুরি এড়িয়ে যাই, তবে আমরা গল্পটির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করব এবং বিশ্বাসীদের নিজেদের ইচ্ছার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হব।

অধ্যায় ৮: অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তি ও মৌখিক বাইবেল স্কুল

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের নিয়ে যৌথ কর্মশালা

প্রায়শই STS কর্মশালায় এমন অংশগ্রহণকারীরা আসেন যারা পড়তে পারেন না। তাই এই অংশগ্রহণকারীদের যেসব গল্প শেখার প্রয়োজন, সেগুলো তাদের পড়ে শোনাতে হয়, মুখে বলতে হয় অথবা কোনো অডিও প্লেয়ারের মাধ্যমে শোনাতে হয়।

কর্মশালায় যখন রেকর্ড করা গল্পের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা 'মেগাভয়েস' (MegaVoice) বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি সৌরশক্তি-চালিত অডিও প্লেয়ার ব্যবহার করি। এগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মাতৃভাষায় 'গডস স্টোরি' (God's Story) এবং 'নতুন নিয়ম' (New Testament)—যদি তা লভ্য থাকে—রেকর্ড করা থাকে। 'গডস স্টোরি প্রজেক্ট' নিয়মিতভাবে নতুন নতুন বাইবেলের গল্প রেকর্ড করে এই প্লেয়ারগুলোতে যুক্ত করে চলেছে।

সম্ভব হলে, কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে প্লেয়ার দেওয়া হয়। যিনি প্লেয়ারটি গ্রহণ করেন তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক হন, তবে তিনি তা অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে ভাগ করে নেন। এই প্লেয়ারের সুবাদে সবাই আরও অনেক গল্প শেখার সুযোগ পায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরো গ্রামবাসী বাইবেলের গল্প শুনতে পছন্দ করে। প্রায়শই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা এই প্লেয়ারটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন (এবং যারা পড়তে পারেন না তাদের কাছে এটি সত্যিই খুব মূল্যবান); তাই তারা তাদের পাওয়া এই অমূল্য উপহারটি তাদের যাজকের হাতে তুলে দেন। যাজকরা তাদের সেবাকার্যে এগুলো ব্যবহার করেন। ওই অঞ্চলের যারা পড়তে পারেন না, তাদের সবার জন্য বাইবেলের আরও গল্প শেখার একটি উৎস হিসেবে এই প্লেয়ারগুলো কাজ করে। এছাড়া, গল্পের বিষয়বস্তু নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রেও এই রেকর্ডিংগুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশক বা রেফারেন্স হিসেবে ভূমিকা রাখে।

আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই নির্দেশিকায় বর্ণিত STS প্রশিক্ষণটিই সারা বিশ্বে—সাক্ষর ও নিরক্ষর নির্বিশেষে সবার জন্য—একই কর্মশালায় প্রদান করা হয়। প্রায়শই দেখা যায়, যারা পড়ে গল্প শেখেন তাদের তুলনায় যারা পড়তে পারেন না, তারা গল্প শেখার এবং তা সুন্দরভাবে বলার ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।

অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, নিরক্ষর শিক্ষার্থীরা গল্পের মধ্য থেকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক রত্ন বা শিক্ষা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। তবে সাক্ষর বা নিরক্ষর—সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্যই শুরুতে এমন প্রশ্ন তৈরি করাটা বেশ কঠিন মনে হতে পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে অন্যদের সেই আধ্যাত্মিক রত্নগুলোর সন্ধান পেতে সহায়তা করবে। মনে রাখবেন, প্রশ্ন তৈরি করা একটি অর্জিত দক্ষতা, যা সাক্ষর ও নিরক্ষর—উভয় ধরনের মানুষের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

একটি অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ। উগান্ডার দ্বওয়ানিরো (Dwaniro) এলাকার একটি কর্মশালায়, এক বৃদ্ধ এমন একটি বার্তা দিয়েছিলেন যা আমি এবং আফ্রিকা টিজিএসপি (TGSP)-এর পরিচালক—উভয়েই আশা করি কখনও ভুলব না। আফ্রিকা অঞ্চলের পরিচালক, যাঁর শিকড় নিহিত রয়েছে গ্রামীণ জীবনে, তিনি আমাকে এই ঘটনাটি জানিয়েছিলেন: “এখানকার মানুষ দরিদ্র এবং এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশ্বাসীদের প্রায় কেউই পড়াশোনা জানেন না। জায়গাটি অত্যন্ত অনুন্নত ও আদিম প্রকৃতির।

“আমি একজন গল্পকথককে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাঁচজন পুরুষের একটি দলকে তাঁর প্রথম এসটিএস (STS) গল্পটি শোনাতে দেখলাম; ওই ব্যক্তির আগে কখনও সেই নির্দিষ্ট গল্পটি শোনেননি। প্রায় ৬৫ বছর বয়সী সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ‘দ্বিতীয় রাজাবলি’ (Second Kings) থেকে ‘হারিয়ে যাওয়া কুঠারের ফলা’র (Lost Axe Head) গল্পটি শোনালেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি কীভাবে সেই পুরুষদের নিয়ে গল্পটি নিয়ে আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

“এরপর, গল্পকথক যখন গল্পের শিক্ষা বা প্রয়োগের বিষয়গুলো তুলে ধরছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘মনে আছে তো, এলিশার শিষ্য কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন কারণ হারিয়ে যাওয়া কুঠারের ফলাটি ছিল ধার করা?’ দলের পুরুষরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। ‘আর আমরা কি আলোচনা করিনি যে, কীভাবে এলিশা ও ঈশ্বর সেই শিষ্যের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং ধার করা কুঠারের ফলাটি খুঁজে পেতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন?’”

“‘আপনাদের ঘরে এমন কী আছে যা আসলে ধার করা?’ লোকগুলো একে অপরের দিকে তাকাল এবং কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিল।

“গল্পকথক নাছোড়বান্দা হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাদের ঘরে এমন কী আছে যার মালিক আপনারা নন?’ আবারও সেই গ্রামবাসীরা—যাদের ঘরে আসলে খুব কম জিনিসই ছিল—মাথা নেড়ে জানাল, ‘আমাদের ঘরে এমন কোনো জিনিস নেই যা আমাদের নিজস্ব নয়।’

“গল্পকথক কিছুটা হতাশ হলেন, কারণ তিনি নিজে যে সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, অন্যরা তা দেখতে পাচ্ছিল না। তাই তিনি বলেই ফেললেন, ‘আপনাদের স্ত্রীদের কথা কী বলবেন? আপনারা কি তাঁদের মালিক?’

“‘হ্যাঁ, আমরাই তাঁদের মালিক,’ সবাই সম্বরে উত্তর দিল। ‘তাঁদের জন্য আমরা চারটি করে ছাগল দিয়েছি!’

“‘আমি জানি,’ গল্পকথক বললেন। ‘কিন্তু ওই ছাগলগুলোকে প্রাণ কে দিয়েছেন আর ছাগলগুলো লালন-পালন করার সামর্থ্যই বা কে দিয়েছেন? ঈশ্বর! সুতরাং, আপনাদের স্ত্রীরা আসলে ঈশ্বরেরই মালিকানাধীন, আপনাদের নয়!’ লোকগুলো একে অপরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল এবং তারপর গল্পকথকের কথার সাথে একমত হলো।

“তাহলে, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করছি—যেন তাঁরা আমাদেরই সম্পত্তি, ঈশ্বরের কাছ থেকে ধার নেওয়া কেউ নন? আমি আমার স্ত্রীকে মারধর করি, লাথি মারি—যেন সে আমারই সম্পত্তি এবং যখন খুশি তাই করতে পারি—অথচ সে তো ধার করা, আমার নিজের নয়! আমাকে তাঁর সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেন তিনি ঈশ্বরেরই—আমার সন্তানদের ক্ষেত্রেও তাই।”

“কথাগুলো শুনে বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করলেন। লজ্জায় তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে অনুশোচনা করতে লাগলেন। এরপর অন্যরাও গম্ভীর হয়ে পড়ল, কারণ পবিত্র আত্মা তাদেরও একই বার্তা দিচ্ছিলেন। তাদের চোখ থেকেও তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। অনুশোচনার সেই মুহূর্তটিতে মূল আলোচনা বা উপস্থাপনাটি থেমে গেল।”

এই ঘটনাটি যখন আমাকে শোনানো হচ্ছিল, তখন আমার মন নানা চিন্তায় তোলপাড় করছিল। গল্পের মধ্যে কি সত্যিই সেই বার্তাটি নিহিত আছে? আমি জানি, গল্পটিতে অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া কোনো বস্তুর প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিষয়টি রয়েছে। কিন্তু এর প্রয়োগ কি যথার্থ? সেদিন সেই মানুষগুলোর কাছে তো এটি যথার্থই মনে হয়েছিল! আর তখনই আমার মনে হলো—হায়! আমি আমার কর্মীদের সাথে কেমন আচরণ করি? ভুল করলে কি তাদের ওপর ধমক দিই যেন তারা আমারই সম্পত্তি, নাকি ঈশ্বরের কাছ থেকে সাময়িকভাবে পাওয়া আমানত হিসেবে তাদের দেখি? আমার হৃদয়েও এক গভীর উপলব্ধির উদয় হলো।

[একজন নিরক্ষর বৃদ্ধ কি ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে ও তা জীবনে প্রয়োগ করতে যুক্তি ও আরোহ পদ্ধতির (inductive reasoning) আশ্রয় নিয়েছিলেন? গ্রামের অন্য মানুষদের গল্পের অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি কি প্রশ্ন করার কৌশল ব্যবহার করেছিলেন? একজন শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ পরিচর্যাকারী কি ভিন্ন সংস্কৃতির কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক প্রয়োগের শিক্ষা পেতে পারেন? হ্যাঁ, অবশ্যই—সবক্ষেত্রেই হ্যাঁ!]

ওরাল বাইবেল স্কুল (OBS)

বাইবেল নিয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়নের বিষয়ে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ থেকেই ‘ওরাল বাইবেল স্কুল’ বা মৌখিক বাইবেল শিক্ষার এই উদ্যোগটির জন্ম হয়েছে। স্থানীয় যাজক ও মণ্ডলীর নেতারা দলবদ্ধভাবে বাইবেলের কাহিনিগুলো শেখার আরও সুযোগ চেয়েছিলেন; তাঁদের সেই অনুরোধের প্রেক্ষিতেই এই স্কুলগুলোর কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

যারা OBS-এ যোগ দিতে আগ্রহী, তারা নিজেরাই আবেদন করতে পারেন অথবা স্থানীয় মণ্ডলীর যাজকরা শিক্ষার্থীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাউকে মনোনীত করতে পারেন। এখান থেকে বারোজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়, যাদের অধিকাংশই আগে কোনো কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। এরপর নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা একজন STS প্রশিক্ষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত এক সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেই প্রশিক্ষকই পরবর্তীতে OBS-এর তত্ত্বাবধায়ক বা ‘ওভারসিয়ার’-এর দায়িত্ব পালন করেন।

অধিকাংশ স্কুলের কার্যক্রম এক বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। এই এক বছর সময়ে শিক্ষার্থীরা একটানা দুই সপ্তাহ ক্লাসে অংশ নেন এবং এরপর দুই সপ্তাহের জন্য বাড়িতে ফিরে যান। কেউ কেউ অবশ্য প্রতিদিন যাতায়াত করেও ক্লাসে অংশ নেন। প্রতিটি দুই-সপ্তাহের সেশন বা পর্ব শেষে তত্ত্বাবধায়ক তিন দিনের জন্য স্কুলে পরিদর্শনে আসেন। শিক্ষার্থীরা স্থানীয়ভাবে নিজেদের খাবার কিনে নেন অথবা সঙ্গে করে খাবার নিয়ে আসেন। স্থানীয় যাজক ও বিশ্বাসীরা প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির মূল বিষয় হলো STS পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেল জুড়ে থাকা ২৯৬টি কাহিনি শেখা ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা। যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সবকটি কাহিনি আয়ত্ত করতে না পারেন, তবে সব কাহিনি শেখা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে গ্র্যাজুয়েশন বা কোর্স সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। STS কর্মশালা পরিচালনা এবং প্রচারমূলক কার্যক্রম—যাকে প্রায়শই ‘প্র্যাকটিক্যাল’ বা ব্যবহারিক কাজ বলা হয়—সেগুলোতে দক্ষতা অর্জন করাও এই প্রশিক্ষণেরই অংশ।

একজন বিশপ একটি অভিনব ধরনের স্কুলের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর গির্জার যেসব সদস্য ফুলের ক্ষেতে কাজ করতেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে কাজের ফাঁকে দুপুরের খাবারের বিরতির সময় তাঁরা প্রতিদিন মিলিত হবেন। এভাবেই ‘লাঞ্চ-টাইম স্কুল’ বা ‘মধ্যাহ্নভোজের বিরতির স্কুল’-এর ধারণাটি ছড়িয়ে পড়ল। চারটি ভিন্ন ফুলের ক্ষেতে কর্মীরা তাঁদের সেই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি করে বাইবেলের গল্প শেখা ও তা নিয়ে আলোচনা করা শুরু করলেন। অন্যান্য কর্মীরাও সেই গল্পগুলো শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। প্রথম চার মাসের মধ্যেই এত বেশি সংখ্যক মানুষ পরিত্রাণ লাভ করলেন যে, ১৬টি নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলো। (বিশ্বজুড়ে এমন হাজার হাজার নতুন গির্জা গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, যা শুরু করেছেন এসটিএস বা STS পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা—যাঁরা বাইবেলের গল্পগুলো প্রচার করছেন।)

শহর এলাকায় আরও কিছু ‘ব্যবসায়িক’ বা কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক ওবিএস (OBS)-এর সদস্যরা কাজ শেষে প্রতিদিন মিলিত হন। এই উভয় ধরনের স্কুল-মডেলেরই মূল লক্ষ্য হলো ২৯৬টি গল্প শেখা।

ভারতে বিশ্বাসী ও সত্য-সন্ধানীরা সেই ২৯৬টি গল্প শেখার জন্য ‘হোম বাইবেল স্কুল’ বা গৃহ-ভিত্তিক বাইবেল স্কুলে একত্রিত হন। তিন বা চারটি পরিবার মিলে একটি স্কুল গঠিত হয়। তাঁরা গড়ে সপ্তাহে তিনবার মিলিত হন। মিশর ও অন্যান্য দেশেও ‘হাউস চার্চ’ বা গৃহ-গির্জাগুলোতে বাইবেল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ওই ২৯৬টি গল্প ব্যবহার করা হয় এবং সদস্যরা সেই গল্পগুলো শেখেন।

ফিলিপাইনের একজন উদ্ভাবনী চিন্তাধারার নেতা একটি সাপ্তাহিক রেডিও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি স্টুডিওতে উপস্থিত অল্প কয়েকজন শ্রোতার সামনে ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতিতে বাইবেলের কোনো গল্প শোনান। শ্রোতারা ফোন করে বা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এমনকি সন্ত্রাসীদের দখলে থাকা এলাকা থেকেও কিছু বার্তা এসেছে।

এই অনুষ্ঠানগুলো শুরু করার পর, তিনি রেডিওর মাধ্যমেই একটি কর্মশালা (ওয়ার্কশপ) পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। রেডিও-ভিত্তিক সেই কর্মশালার সাফল্য প্রমাণিত হয় যখন ওই নেতা-গল্পকথক অন-এয়ারে 'ওবিএস' (OBS) বা মৌখিক বাইবেল স্কুল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। যেসব শ্রোতা রেডিওর সেই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ফোন করে জানতে চান, "আমাদের দ্বীপে কেন একটি স্কুল খোলা যাবে না?"

সেই অনুরোধ থেকেই 'মোবাইল' ওবিএস-এর কার্যক্রম শুরু হয়। তিনটি ভিন্ন এলাকায় ৭, ১৩ এবং ১৭ জনের দল নিজেদের এলাকায় একত্রিত হয়ে বাইবেলের গল্পগুলো শিখতে শুরু করে। সপ্তাহের তিন দিন স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসটিএস প্রশিক্ষকদের ফোন করে তাদের শেখা গল্পগুলো শোনায় এবং গল্প থেকে তারা কী শিক্ষা পেল বা কী জানল, তা নিয়ে আলোচনা করে।

বিভিন্ন ফরম্যাটে কার্যক্রম শুরুর দুই বছরের মধ্যেই—মোট নয়টি দেশে—সক্রিয় এসটিএস মৌখিক বাইবেল স্কুলের সংখ্যা ১টি থেকে বেড়ে ৬০টিতে উন্নীত হয়! ২৯৬টি গল্প ব্যবহারকারী 'হোম চার্চ' (গৃহ-ভিত্তিক মণ্ডলী) এবং 'হোম বাইবেল স্কুল'-এর সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে যায়।

ওবিএস শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই আগে থেকেই শিক্ষিত এবং বাইবেল স্কুল থেকে ডিপ্লোমাধারী। তাদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে যাজক বা সুসমাচার প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ওবিএস-এ শিক্ষার্থীদের কোর্স সম্পন্ন করার হার হলো—৯৫%!

মৌখিক বাইবেল স্কুলের প্রভাব—প্রথমে ধাক্কা ও বিস্ময়, তারপর গভীর শ্রদ্ধা

কল্পনা করুন সেই আকস্মিক ধাক্কার কথা, যখন আমাদের আফ্রিকা অঞ্চলের পরিচালক একটি জরুরি প্রশ্ন নিয়ে ফোন করলেন। তিনি বললেন, "লেক ভিক্টোরিয়া দ্বীপের কর্মশালাটি পরিচালনাকারী কর্মীরা একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই অঞ্চলের মানুষরা বহুবিবাহ প্রথা মেনে চলে। শুধু তাই নয়, কর্মশালার আয়োজক এবং সেখানে উপস্থিত অধিকাংশ যাজক ও নেতারও একাধিক স্ত্রী রয়েছে! এখন আমাদের কী করা উচিত? এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য কি আমাদের বিশেষ কোনো বাইবেল-কাহিনি বেছে নেওয়া উচিত?"

যাদের বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তারা বহুবিবাহে অভ্যস্ত—এই কথা শুনে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার পর, আমি প্রভুর কাছে জানতে চাইলাম কোন কাহিনিগুলো ব্যবহার করা উচিত। খুব দ্রুতই প্রভু আমার মনে সেই কথাটি জাগিয়ে দিলেন যা আমরা সবসময় বলে থাকি: **"মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকে আলাদা করে কোনো বিশেষ কাহিনি বেছে নিতে হবে না।"**

তাই আমি আমাদের পরিচালককে বললাম, "পবিত্র আত্মা কর্মশালার সাধারণ কাহিনিগুলোকেই ব্যবহার করবেন—যাতে কাহিনিটি শ্রবণকারী প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর বার্তাটি লাভ করতে পারে।"

আমাদের পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি নিশ্চিত? মনে আছে জায়গাটি কতটা দুর্গম? যে প্রশিক্ষক আমাকে ফোন করেছেন, তিনি এখন একটি গাছের ডালে বসে আছেন। দ্বীপের শেষ প্রান্তে মাত্র একটি জায়গাতেই মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়—আর সেই সংযোগ পেতে হলে তাদের গাছে চড়তে হয়! এটাই কি আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?”

আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে, আমার মতে প্রভু ঠিক এই উত্তরটিই চাইতেন। যদিও আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে বহুবিবাহ এই মানুষদের খ্রিস্টীয় জীবনের অংশ হওয়া উচিত নয়, তবুও আমি চেয়েছিলাম প্রভু যেন তাঁর নিজস্ব সময়েই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। তাই প্রশিক্ষক গাছ থেকে নেমে এলেন এবং আমরা সবাই প্রার্থনা করলাম।

কর্মশালা শেষে দলটি বাড়ি ফিরে আমাদের এই প্রতিবেদনটি পাঠাল:

“প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিনে, একটি দল যখন একটি গল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে—আপনারা ঠিকই ধরেছেন—বহুবিবাহ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেল! আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কোনো প্রশিক্ষকই কিন্তু এই প্রসঙ্গটি তোলেননি! কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না এলেও, এটা স্পষ্ট যে পবিত্র আত্মা তাদের হৃদয়ে একটি বীজ বপন করেছিলেন।

“সেই বিশ্বাসী ও তাদের পালকরা আমাদের ঘিরে ধরলেন এবং বললেন, ‘কোনো খ্রিস্টান শিক্ষকের এটাই আমাদের দ্বীপে প্রথম আগমন। আর আপনারা আমাদের জন্য বাইবেল নিয়ে এসেছেন—এমনভাবে এনেছেন যা আমরা বুঝতে পারি!’ তারা আমাদের কাছে অনুরোধ জানালেন যেন তাদের দ্বীপে একটি ‘ওরাল বাইবেল স্কুল’ (মৌখিক বাইবেল শিক্ষার স্কুল) চালু করা হয়। আমরা তাতে সম্মতি জানালাম।”

দুই সপ্তাহ পরেই স্কুলটি শুরু হলো।

স্কুলটি চলার তিন মাস পর, আমরা আমাদের পরিচালকের কাছ থেকে একটি চমকপ্রদ প্রতিবেদন পেলাম। (ততদিনে বারোজন শিক্ষার্থী ৬০টি গল্প শিখে ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছিল।) আমাদের পরিচালক জানালেন, “শিক্ষার্থীদের জীবনে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর ঠিক কোন গল্পগুলো ব্যবহার করেছেন তা আমরা না জানলেও, এই অঞ্চলের পালকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বহুবিবাহ একটি ভুল কাজ।

তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বন্ধ করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। পাশাপাশি, তারা একমত হলেন যে শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে, একাধিক স্ত্রী থাকা পালকদের অবশ্যই তাদের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।”

সেই সময় থেকে, এই নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল থেকেছেন।

তাদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর এবং বারোজন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তারা আরও একটি ‘ওরাল বাইবেল স্কুল’ (মৌখিক বাইবেল শিক্ষা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন।

পাশাপাশি, যে ব্যক্তিটি শুরুতে প্রশিক্ষকদের সেই প্রথম কর্মশালাটি পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি স্কুলটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক অসাধারণ সাক্ষ্য প্রদান করেন:

আমি আফ্রিকার 'এসটিএস' (STS) পরিচালকের মন জয় করার বা তাকে প্রভাবিত করার জন্য টানা তিন বছর চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের এতিমখানার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং আমি ভেবেছিলাম যে, পশ্চিমা বিশ্বে তার যে যোগাযোগ রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন।

অবশেষে গত বছর আমাদের দেখা হলো, কিন্তু তিনি কোনো অর্থ দিলেন না! বরং, তার দল আমাকে এবং লেক ভিক্টোরিয়া দ্বীপের অন্যান্য বিশ্বাসীদের শেখাল কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়!

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত সপ্তাহ পর্যন্ত ৭০ জন এতিম শিশুরই সহায়তার ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমাদের নিজেদের এতিম শিশুদের এই সহায়তার কাজটি করছে আমাদেরই পরিবর্তিত এক সমাজ।

একটি পুরো সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল, তা আমরা বিশ্বয়ের সাথে লক্ষ্য করেছি। মানুষ যখন বোঝাপড়াসহ ঈশ্বরের বাক্য শুনল, তখন তারা অনুশোচনা ও দীর্ঘদিনের লালিত প্রথা পরিবর্তনের মাধ্যমে তার সাড়া দিল। তারা অসহায়দের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন দেখাল এবং এমনকি তাদের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ল।

বাইবেল ঈশ্বর ও পিতার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ ধর্মের কথা বলে। যাকোব ১:২৭ পদে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য পালন করে, সে "বিপদের সময় পিতৃহীন ও বিধবাদের খোঁজখবর নেয় এবং নিজেকে জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত রাখে।" লক্ষণীয় যে, এই দ্বীপবাসীদের নৈতিক পরিবর্তন এবং এতিমদের প্রতি তাদের কার্যকলাপকে এই কথাগুলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে।

ওবিএস (OBS)-এর স্নাতকদের কার্যক্রম অব্যাহত

তহবিলের সংস্থান সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্নাতক একটি সোলার প্লেয়ার (সৌরশক্তি-চালিত অডিও প্লেয়ার) পান। অধিকাংশ স্নাতক যাজক, শিক্ষক এবং সুসমাচার প্রচারক হিসেবে তাদের কাজ চালিয়ে যান। পরিচর্যার পাশাপাশি, তাদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ নতুন কোনো ওবিএস-এ তত্ত্বাবধায়ক এবং এসটিএস (STS)-এর প্রশিক্ষক হিসেবে সেবা করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষকরা অবৈতনিক স্বৈচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। প্রয়োজন ও আহ্বানের প্রেক্ষিতে, টিজিএসপি (TGSP) প্রশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদের স্বল্প খরচের ভ্রমণ ও খাবারের ব্যয় বহন করে। কখনও কখনও অভাবী প্রশিক্ষকদের সামান্য সম্মানী প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক ক্ষমতায়ন

এক দেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর (দেশীয় পরিচালক) তাঁর দেশের বিভিন্ন স্কুলে পরিচর্যার কাজ করার জন্য একটি আমন্ত্রণ পেলেন। স্কুলে পরিচর্যার কাজে আগে থেকেই যুক্ত থাকার পাশাপাশি, ওই দেশে এসটিএস (STS)-এর কর্মীরা সক্রিয়ভাবে কর্মশালা পরিচালনা এবং ওবিএস (OBS)-এর কার্যক্রম তদারকি করছিলেন। সেই আমন্ত্রণটিই আমাদের 'আঞ্চলিক ক্ষমতায়ন' (Regional Empowerment) কর্মসূচিটি গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে; এটি এমন একটি পরিকল্পনা যার মাধ্যমে অর্থ, সময় ও কর্মীদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

প্রতিটি অঞ্চলের জন্য গৃহীত এই কৌশলে পরিচর্যা কার্যক্রম, কর্মশালা এবং ওবিএস (OBS)-কে একত্রিত করা হয়েছে। একটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাকে গড়ে ২৫টি ভিন্ন গ্রাম।

এই সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষকরা নয় মাস সময়ের মধ্যে তিনবার ওই অঞ্চলে যান। প্রশিক্ষণের সেই সফরগুলো শেষ হওয়ার পর, একজন প্রশিক্ষক অঞ্চলটিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ওবিএস-এর কার্যক্রম তদারকি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য নিয়মিত যাতায়াত অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী এগারো মাস ধরে তিনি প্রতি মাসে সেখানে যান।

এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় বিনামূল্যে 'গডস স্টোরি' (God's Story)-র কপি, বাইবেলের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ-সহ সোলার প্লেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি সফরে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ায় প্রশিক্ষকের যাতায়াত ও খাবারের খরচ খুবই কম হয়।

সফরগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর স্থানীয় নেতারা প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হয়ে ওঠেন—অর্থাৎ, বাইবেলকে সহজবোধ্য ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য উপায়ে ব্যবহার করে নেতৃত্ব ও পরিচর্যার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা তখন থেকেই সক্ষমতা বা ক্ষমতায়ন লাভ করেন। আমাদের ধারণা ছিল যে একটি অঞ্চলে ২,৫০০ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে; কিন্তু প্রথম দুই বছরে ২২টি অঞ্চলে আমরা দেখেছি যে, তার চেয়ে দশ গুণ বেশি মানুষ এর সুফল পেয়েছে!

অধ্যায় ৯: কাঁটা উপড়ে ফেলা – চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন

কাঁটা উপড়ে ফেলা: মৌখিক কৌশল আয়ত্ত করার সংগ্রাম

কাঁটা উপড়ে ফেলা: মৌখিক পদ্ধতির কৌশল আয়ত্ত করার সংগ্রাম

শজারু নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীরের কাঁটাগুলো আক্রমণকারী প্রাণীর শরীরে বিঁধিয়ে দেয়। এর তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলো সহজেই ভেতরে ঢুকে যায়, কিন্তু কাঁটার গায়ে থাকা ছোট ছকের মতো অংশের কারণে সেগুলো টেনে বের করা বেশ যন্ত্রণাদায়ক।

এই অধ্যায়ের শিরোনামে আমরা যে "কাঁটা উপড়ে ফেলার" কথা বলছি, তা প্রচার ও শিক্ষার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও সফল পদ্ধতিগুলোকে বর্জন করার বিষয় নয়। এখানে 'কাঁটা' বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন কিছু বদ্ধমূল ধারণাকে, যেমন:

- নোট বা লিখিত খসড়া ছাড়া কার্যকরভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না।
- বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশ বা অনুচ্ছেদের বাইরের তথ্য অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।
- প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে গভীরভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।
- অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তির 'ইন্ডাক্টিভ' (বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারেন না।

অভিজ্ঞতা বলে যে, শুরুতে অনেকেই STS (মৌখিক যোগাযোগ-ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি)-এর অনেক মূল বিষয় বা নীতি আয়ত্ত করতে গিয়ে হিমশিম খান। যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত—বিশেষ করে যাদের ধর্মতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ রয়েছে—তারা মৌখিক পদ্ধতিতে শিখতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের তুলনায় এ ক্ষেত্রে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

STS-এর কার্যকারিতা পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য, যারা আন্তরিকভাবে এটি শিখতে চাইছেন, আমরা তাদের পরামর্শ দিই যেন তারা এর প্রতিটি উপাদান বা ধাপ পুরোপুরি প্রয়োগ করে দেখেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত যাজক বা নেতাদের দিয়ে এই নতুন পদ্ধতিগুলোর কোনো কোনোটি—যেমন নোট না নেওয়া—প্রয়োগ করানোটা অনেকটা সেই শজারুর বিঁধে থাকা কাঁটা টেনে বের করার মতোই কঠিন কাজ! আমরা যখন কাঁটা টান দিই, তখন শিক্ষার্থীরা ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে ("আউচ!")। কিন্তু কাঁটাটি বেরিয়ে আসার পর তারা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে; কারণ তারা বুঝতে পারে যে, তারা এমন একটি নতুন দক্ষতা অর্জন করেছে যা সত্যিই চমৎকার কাজ করে!

প্রচলিত উপস্থাপনা বনাম STS পদ্ধতি

গল্প বা আখ্যানের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাদানের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ: প্রচার বা শিক্ষাদানের প্রথাগত বা প্রচলিত শৈলীতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অংশ বা গল্প পাঠ করা হয় এবং এরপর পদ-ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কখনও কখনও মূল অংশটি পাঠ না করেই বক্তা সরাসরি পদ-ভিত্তিক শিক্ষাদানে চলে যান। তখন পঠিত পদগুলোকে শিক্ষার ভিত্তি বা প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো বিশেষ সত্যের ওপর জোর দেওয়ার জন্য বাইবেলের অন্যান্য অংশেরও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

কখনও কখনও বাইবেলের বাইরের তথ্য উপস্থাপন করা হয় এবং বক্তার বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য গ্রিক বা হিব্রু শব্দের অর্থের প্রসঙ্গ টানা হতে পারে। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য ধর্মোপদেশের মধ্যে হালকা রসবোধ বা কোনো গল্পের অবতারণা করা হয়।

শ্রোতাদের জন্য কোনো প্রয়োগ বা আচরণের নির্দেশনা থাকলে, তা সাধারণত বক্তব্য প্রদানের সময় মূল আলোচনার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় অথবা একেবারে শেষে আলাদাভাবে যুক্ত করা হয়। লক্ষণীয় যে, এই প্রয়োগ বা করণীয় বিষয়গুলো শিক্ষকই নির্ধারণ করেন। শ্রোতাদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়—এভাবেই এই নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়। উপস্থাপনার এই প্রচলিত পদ্ধতিটি অবশ্যই ভুল নয়; তবে কোনো অংশ বা বিষয় শেখানোর জন্য উপস্থাপনার এই পদ্ধতিই একমাত্র উপায় নয়।

STS পদ্ধতি। এর বিপরীতে, যখন কেউ STS পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা দেন, তখন শ্রোতারা বাইবেল থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো নিজে থেকেই খুঁজে বের করতে সহায়তা পান। যেসব যাজক বা পালক সবসময় চেয়েছেন যেন তাঁদের মণ্ডলীর সদস্যরা বাইবেল অধ্যয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নতুন কোনো সত্য নিজে আবিষ্কার করার সময় মানুষের মুখের সেই আনন্দ দেখে অত্যন্ত খুশি হন।

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত একজন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত যাজক ও নেতা একটি STS কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন। একজন সফল লেখক হিসেবে তিনি এখন তাঁর পরিচর্যার কাজে STS পদ্ধতিকে যুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছিলেন:

এই [STS] পদ্ধতির সাথে প্রথাগত বা পুঁথিগত পদ্ধতির পার্থক্য হলো—STS-এর ক্ষেত্রে আমরা বাইবেলকে এমন কোনো বই হিসেবে দেখি না যা কেবল বিশ্লেষণ বা ব্যবচ্ছেদ করতে হবে; বরং আমরা একে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ হিসেবে দেখি। এই [STS] কাঠামোর মধ্যে আমরা ঘটনাগুলোকে জীবন্ত হিসেবে দেখতে শুরু করি, যার পাশাপাশি সমান্তরাল বাস্তবতার নানা দিকও (যেমন—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আবেগ, আধ্যাত্মিক সংযোগ ইত্যাদি) উন্মোচিত হতে থাকে।

বিশ্বজুড়ে যখন আমরা ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS)-এর প্রচলন করছি, তখন একটি বিষয় বারবার লক্ষ্য করছি: সাধারণত, উচ্চশিক্ষিতদের তুলনায় স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরাই STS-এর অধিকাংশ দক্ষতা

দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলেন। এর অর্থ কি এই যে, বিশ্বের স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরা শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান? অবশ্যই না!

আমরা বিষয়টি বুঝি। মানুষ যখন কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা করে এবং তা কিছুটা সফলভাবে ব্যবহার করে, তখন এমন একটি নতুন পদ্ধতি শেখা—যা তাদের জানা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হয়—তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই সাধারণত STS প্রক্রিয়ার প্রতিটি অংশ বা ধাপ পুরোপুরি কাজে লাগানোর বিষয়টি সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে।

এই অসামঞ্জস্যের মূল কারণটি সহজেই বোঝা যায়। STS কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সব উচ্চশিক্ষিত খ্রিস্টানই মনে-প্রাণে STS-এর বিষয়টিকে মেনে নেন। কিন্তু যখনই তারা ধর্মশাস্ত্র শেখা ও তা মৌখিক শৈলীতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন সেই নতুন পদ্ধতিটি তাদের কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেকে। তারা যেসব পদ্ধতি শিখেছেন এবং যার ওপর ভিত্তি করে তাদের পরিচর্যার কাজ গড়ে তুলেছেন, সেগুলো মৌখিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই STS-এর একাধিক নতুন উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো—পুরো প্রক্রিয়ার কেবল কিছু অংশ বা ধাপ প্রয়োগ করা।

যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা অভিযোজন প্রয়োজন, তার মধ্যে রয়েছে:

- বাইবেলের সমান্তরাল বা সম্পর্কিত বিভিন্ন অংশ (parallel passages) একসাথে মিলিয়ে দেখার অভ্যাস ত্যাগ করা।
- কোনো লিখিত নোট বা টীকা ছাড়াই শেখা।
- কোনো নোট ছাড়াই শিক্ষা প্রদান করা।
- উপস্থাপনাটিকে কেবল একটি নির্দিষ্ট অংশের (passage) মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা।
- বাইরের কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা প্রসঙ্গ না আনা।
- বক্তৃতা বা লেকচারের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সত্যকে উন্মোচন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
- অল্প পাঠ এবং মৌখিক পদ্ধতির (oral methods) ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো অংশ শিক্ষা দেওয়া।
- এই বিশ্বাস রাখা যে, কোনো গল্প বা অংশের মধ্যেই স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকার মতো যথেষ্ট তথ্য রয়েছে।
- আলোচনা চলাকালীন একাধিক বিষয় বা সত্য উন্মোচিত হওয়ার প্রত্যাশা রাখা।

- এই বিশ্বাস রাখা যে, শিক্ষার মূল প্রাপ্তি বা সারমর্ম হবে শিক্ষক যা উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে যা খুঁজে বের করে—তারই সমষ্টি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: আমরা কিন্তু প্রথাগত বক্তৃতা-ভিত্তিক পদ্ধতিগুলোকে কোনোভাবেই ভুল বা বর্জনীয় বলে মনে করি না। তবে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মৌখিক পদ্ধতির (oral strategies) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে; তাই আমরা মনে করি, মানুষকে এই নতুন ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো গ্রহণে সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা আনন্দিত যে, খ্রিস্টান যাজক ও শিক্ষাবিদরা ধর্মশাস্ত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজেদের পদ্ধতির পরিসর বাড়াতে এবং এতে এসটিএস (STS)-এর মতো মৌখিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

নিচে দেওয়া দুটি প্রতিবেদনই (একটি থাইল্যান্ড থেকে এবং অন্যটি নাইজেরিয়া থেকে) ওপরের তালিকায় উল্লিখিত অস্বস্তিকর বিষয়গুলোর অনেকগুলোরই সমাধান তুলে ধরে। এগুলো মৌখিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

থাইল্যান্ডের একজন যুব-কর্মী এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন:

আমি পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে এবং একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠ শুরু করতে বেশ অভ্যস্ত। পাঠ চলাকালীন আমি সবসময় সেই উদ্দেশ্যটির ওপর জোর দিই এবং এমনকি শেষেও তা পুনরায় উল্লেখ করি, যাতে শ্রোতারা কোনোভাবেই তা ভুলে না যায়। অথচ, পাঠ শেষ করার অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা যায় যে শ্রোতারা তা আর মনে রাখতে পারছে না।

এসটিএস (STS)-এর ক্ষেত্রে আমার সাধারণ পাঠ্য-উদ্দেশ্যগুলোর পাশাপাশি সবসময়ই একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য কাজ করে; তবে বড় পার্থক্যটি হলো, আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শ্রোতারা নিজেরাই সেই উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করতে পারে। নিজেরা খুঁজে বের করার ফলে বিষয়টি তাদের হৃদয় ও মনে গেঁথে যায় এবং এর ফলে আমি যা শেখাতে চেয়েছিলাম, তা তারা দীর্ঘ সময় ধরে মনে রাখতে পারে।

কিছু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান নেতা একবার উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছিলেন যে, একবারে কেবল একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা দেওয়াটা হয়তো বিষয়টিকে খুব সীমিত করে ফেলে। বাইবেলের অন্য কোনো অংশের সহায়তা ছাড়া কেবল একটি নির্দিষ্ট গল্পের অংশ ব্যবহার করার বিষয়ে তাঁরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, “শ্রোতাদের কি দেখানো হবে যে বাইবেলের প্রতিটি গল্প ঈশ্বরের মহান পরিত্রাণের পরিকল্পনারই একটি অংশ এবং তা ক্রুশে যিশুর কাজের দিকেই ইঙ্গিত করে?” (তাঁরা লুক ২৪:২৭ এবং প্রেরিত ৮:৩৫ পদের উল্লেখ করেছিলেন।) এরপর তাঁরা বলেছিলেন, “ধর্মশাস্ত্রের সামগ্রিক বা মূল আখ্যান (সুসমাচার) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বাইবেলের গল্পগুলো খুব দ্রুত কেবল নৈতিক আচরণ শেখানোর সাধারণ পাঠে পরিণত হয়।”

এই চিন্তাশীল উদ্বেগের জবাবে আমরা কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে পারি। ক্রুশের শত্রুরা সর্বদা যীশুকে খাটো করে দেখাতে এবং মানবজাতির চরম অসহায়ত্ব ও ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করতে চাইবে। সেইসব প্রতারণা বা বিভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন।

একটি মাত্র গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়ে যে প্রশ্নটি ওঠে, তার উত্তর আমরা পবিত্র আত্মার সামর্থ্য ও ভূমিকার মধ্যে খুঁজে পাই। গল্পকথক বা শিক্ষক কোনো বিষয় আগে থেকে নির্বাচন না করলেও কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বার্তা প্রচার না করলেও, পবিত্র আত্মা সেই গল্পের মাধ্যমেই তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে যখন আমরা কোনো গল্পের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো গভীরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে উন্মোচন করি, তখন এমনটি বারবার ঘটতে দেখা যায়।

ধর্মশাস্ত্র থেকে যখন বক্তৃতার ঢঙে শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন শিক্ষকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না যে শ্রোতাদের মধ্যে কে পরিত্রাণ লাভের উপায় শোনার জন্য প্রস্তুত; তাই বাধ্য হয়েই সবার কাছে সেই আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এসটিএস (STS)-এর আলোচনা-ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি গল্পকথককে মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে একটি দলীয় 'কথোপকথন' বা মতবিনিময় গড়ে ওঠে।

এই কথোপকথন চলাকালীন, যখনই ঈশ্বর সম্পর্কে বা যীশুকে জানার উপায় সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ দেখা দেয়, তখন গল্পকথক সেই নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী সাড়া দিতে পারেন। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় গল্পকথক তখন সরাসরি সুসমাচার তুলে ধরতে পারেন এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা প্রকাশকারী শাস্ত্রীয় অংশগুলো উপস্থাপন করতে পারেন। পবিত্র আত্মা কীভাবে শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেন এবং মানুষকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসেন, তা পরবর্তী প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

'ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ এমন গল্প বেছে নিতেন না' – নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি 'এসটিএস' (STS) কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিন মাস পর প্রশিক্ষক নাইজেরিয়ায় ফিরে গেলেন এটা দেখার জন্য যে, অংশগ্রহণকারীরা বিষয়গুলো ঠিকমতো আয়ত্ত্ব করতে পেরেছে কি না। প্রশিক্ষণের সময় যা কিছু শেখানো হচ্ছিল তা চারটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল বলে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না।

তিনি জানালেন, "তারা যে কেবল বিষয়টি বুঝেছিল তা-ই নয়, বরং তারা তা চর্চা করেছে এবং বাস্তবে প্রয়োগও করেছে!"

একজন সুসমাচার প্রচারক ওই এসটিএস প্রশিক্ষককে জানালেন যে, তিনি নয়জন কটরপন্থী মুসলিম ব্যক্তিকে প্রভুর পথে নিয়ে এসেছেন। ওই প্রচারক জানালেন ঠিক কী বিষয়টির মাধ্যমে এই ব্যক্তির প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি জানান, নতুন বিশ্বাসীরা বলেছিল, "গল্পের চরিত্রগুলোর

কথা আমরা জানতাম, কিন্তু কোরআনে আমাদের পুরো ঘটনাটি বলা হয়নি এবং এ বিষয়ে কেউ কখনও আমাদের সাথে আলোচনাও করেনি।”

সুসমাচার প্রচারককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো কোন ঘটনাটি বা গল্পটি তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তখন তিনি বললেন, “সেটা ছিল মোশি ও সেই পাথরের ঘটনা। জানেন তো, যাত্রাপুস্তক ১৭ অধ্যায়ের সেই ঘটনা।”

এসটিএস (STS)-এর একজন প্রবীণ প্রশিক্ষক হিসেবে এই বিষয়টি আমাকে অবাক করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু ওই গল্পের কোন বিষয়টি তাদের এতটা প্রভাবিত করল?”

এসটিএস প্রশিক্ষক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করলেন:

সুসমাচার প্রচারক আমাকে বললেন যে, নতুন বিশ্বাসীরা বলেছিল, “আমরা যখন গল্পটি শুনলাম এবং তা নিয়ে আলোচনা করলাম, তখন দেখলাম যে মোশি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত নেতা, অথচ জনগণ তাঁর প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছিল। আমরা অবাক হয়েছিলাম এটা দেখে যে, মোশি ঈশ্বরের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন জনগণের বিষয়ে কী করা উচিত। মোশি সত্যিই জনগণের প্রতি যত্নশীল ছিলেন! অথচ আমাদের নেতারা আমাদের কোনো খোঁজখবর রাখেন না। আর ঈশ্বরও কিন্তু জনগণকে শাস্তি দেননি; বরং তিনি তাদের জল দিয়েছিলেন। তিনি দয়া দেখিয়েছিলেন। আমরা সেই ঈশ্বরকেই জানতে চাই।”

আমি মনে মনে ভাবলাম: সুসমাচার প্রচারের জন্য আমি কি মোশির সেই গল্পটি বেছে নিতাম? মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত গল্পের তালিকায় কি আমি এটি রাখতাম? না, আমি হয়তো এটি বেছে নিতাম না—অন্তত তখন পর্যন্ত নয়, যতক্ষণ না আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম যে, যারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে ব্যাকুল, তারা কীভাবে তাঁর বাক্যের—যার মধ্যে বিভিন্ন গল্পও অন্তর্ভুক্ত—মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সেই ঘটনাটি আমার তালিকায় থাকুক বা না থাকুক, তা পবিত্র আত্মার তালিকায় ঠিকই ছিল! এসটিএস (STS) পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা বারবার এমনটাই ঘটতে দেখি। ঈশ্বরের বাক্য যখন হুবহু—ঠিক যেভাবে তিনি তা লিখেছিলেন—সেইভাবে তুলে ধরা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতারা এর অন্তর্নিহিত রত্নভাণ্ডার খুঁজে পান, তখন এক অলৌকিক শক্তির উন্মেষ ঘটে!

যারা যাত্রাপুস্তক ১৭ অধ্যায়ের সেই ঘটনাটি নিয়ে কাজ করেন, তাদের আমরা পরামর্শ দিই যেন এর ঠিক পরেই আরেকটি ঘটনা শোনানো হয়। শ্রোতারা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছেন কীভাবে ঈশ্বর পাথরের মধ্য থেকে জীবনদায়ী জল জুগিয়েছিলেন। তাই ১ করিন্থীয় ১০:১-৬ পদে বর্ণিত পরবর্তী ঘটনাটি শোনার সময় বিস্ময়ে তাদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। পাথর ও জলের সেই অতীত ঘটনার বর্ণনায় যে তাৎপর্য রয়েছে, তা তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। “আর সকলেই

সেই একই আত্মিক পানীয় পান করেছিল; কারণ তারা সেই আত্মিক শৈল থেকে পান করেছিল যা তাদের অনুসরণ করছিল—আর সেই শৈলই ছিলেন খ্রীষ্ট।” সেই নতুন ঘটনার মধ্যে নিহিত প্রতীকী অর্থ বা ‘টাইপোলজি’ (typology) তারা বুঝতে পারেন; তারা সেখানে যীশুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পান!

কী চমৎকার এক পরিব্রাজনমূলক বিষয়বস্তু! পরপর বলা এই দুটি ঘটনা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কিন্তু সেই মুসলিম পুরুষদের হৃদয় কি প্রতীকী অর্থযুক্ত দ্বিতীয় ঘটনাটির মাধ্যমেই স্পর্শ করা হয়েছিল? না, তা নয়। নাইজেরিয়া থেকে আসা সেই প্রতিবেদনে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন, মূসার ঘটনার ঠিক কোন বিষয়টি সেই নয়জন পুরুষকে ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিল? হ্যাঁ, সেটি ছিল ঈশ্বরের দয়ার বাস্তব প্রমাণ এবং সেই দয়াময় ঈশ্বরকে জানার প্রতি তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই, যিনি মূসার ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন, সেই সুসমাচার প্রচারক স্বভাবতই আনন্দের সাথে তাদের কাছে বিশ্বাসের পথটি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি তাদের জানালেন, কীভাবে ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে।

চিঠিপত্র বা পত্রাবলির (Epistles) বিষয়টি কী?

তবে, মৌখিক বা কথ্য পদ্ধতির মাধ্যমে বাইবেলের গল্পগুলো তুলে ধরে শিক্ষা দেওয়ার এই নতুন ধারার কথা বিবেচনা করার সময়—ঈশ্বরের সমগ্র বাক্যকে যারা ভালোবাসেন এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে যারা সচেতন—তাদের অনেকেই একটি চমৎকার প্রশ্ন করেন: “তাহলে পত্রগুলোর (Epistles) কী হবে?” আমরা এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য বেশ কিছু উত্তর তুলে ধরি।

এর মধ্যে একটি হলো এই যে, দীর্ঘকাল ধরে বাইবেলের গল্পগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে কেবল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া ধর্মোপদেশের উদাহরণ বা উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত, যারা শুনে শেখার বা মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে শেখার বিষয়টিতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে বোধগম্য ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গল্পগুলোকে ঠিক সেভাবেই—অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ রূপে—শোনা প্রয়োজন ছিল।

নিঃসন্দেহে, মৌখিক পদ্ধতির কৌশল ও গল্প ব্যবহারের মাধ্যমে যদি বাইবেলের অধিকাংশ বিষয় বিশ্বের সেই ৮০ শতাংশ মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে ওঠে—যারা হয়তো আগে আমাদের উপস্থাপনা বুঝতে পারতেন না—তবে তা অবশ্যই উদযাপনের বিষয়!

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, খ্রিস্টান শিক্ষাবিদ, যাজক এবং মিশনারিরা শিক্ষা ও প্রচারের এই শক্তিশালী ও বাইবেল-সম্মত পদ্ধতিটি খুঁজে পাচ্ছেন। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS)-এর কার্যকারিতা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যারা সাহসের সাথে গল্পগুলোকে পূর্ণাঙ্গ রূপে উপস্থাপন করছেন এবং মৌখিক ও অনুসন্ধানমূলক (inductive) পদ্ধতিতে সেগুলোর ওপর গভীর আলোচনা করছেন, তারা এর দৃশ্যমান ও ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন।

বাইবেলের গল্প শেখানোর 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (STS) পদ্ধতির প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম শুরুর প্রথম পাঁচ বছরেই; সে সময় অসংখ্য স্থানে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। ৯০টি দেশে STS-এর সূচনা হয়েছিল বা এটি ব্যবহৃত হচ্ছিল।

ফিলিপাইনে আমাদের পরিচালিত তিনটি কর্মশালার পর STS-এর দ্রুত প্রসারের একটি উদাহরণ আমাদের নজরে আসে। একজন আয়োজক আমাদের এই বার্তাটি পাঠান: “কর্মশালাগুলোর চার মাস পর আমি কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারি যে, ততদিনে ১,৪০০ জন মানুষ প্রশিক্ষণ পেয়ে গেছেন এবং ২৫টি ভাষায় STS শেখানো হচ্ছে!”

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন 'উইক্লিফ' (Wycliffe)-এর একজন অনুবাদক STS পদ্ধতিটি শিখেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামের কয়েকজন নেতাকে সেই কর্মশালাগুলোর একটিতে পাঠিয়েছিলেন। তিন মাস পর, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই পাঁচজন গ্রামবাসী শহরে গিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। এরপর সেই উইক্লিফ অনুবাদক লিখেছিলেন, “শিক্ষিত যাজকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনারা কবে আবার এসে আমাদের আরও শেখাবেন?’ অথচ সেই যাজকদের বিন্দুমাত্র ধারণাই ছিল না যে, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সেই পাঁচজন প্রশিক্ষকের মধ্যে তিনজনই ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন!”

মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে নতুনভাবে ক্ষমতায়িত ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তির—যাদের অনেকেই অক্ষরজ্ঞানহীন—অন্যদের সাথে উদ্দীপনার সাথে গল্প ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রমাণ দিচ্ছেন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই বলা ও শেখানো গল্পগুলো পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার একাধিক খবর শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত হই! আমরা যে প্রচুর আধ্যাত্মিক সুফল দেখতে পাচ্ছি, তা ঈশ্বরের বাক্যের সেই শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করে—যখন সেই বাক্যকে তার আদি ও স্বাভাবিক রূপ বা ‘প্যাকেজিং’-এ, অর্থাৎ গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

কিন্তু তবুও... পত্রগুলোর (Epistles) বিষয়ে কী বলা যায়?

STS-এর মূল নীতিগুলো বাইবেলের যেকোনো অংশের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমরা কর্মশালায় দেখিয়ে থাকি কীভাবে পত্রাবলী (Epistles) থেকে নেওয়া কিছু অংশ STS পদ্ধতি ব্যবহার করে সহজেই উপস্থাপন করা যায়। উপস্থাপনা ও প্রদর্শনের জন্য আমরা প্রায়ই পত্রাবলী এবং গীতসংহিতা (Psalms) থেকে কোনো কাহিনী বা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করি। বাইবেলের এই অংশগুলোকে সচরাচর সরাসরি কোনো ‘গল্প’ বা কাহিনী হিসেবে দেখা হয় না; কিন্তু আমরা দেখাই যে পত্রাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং ভাববাদীদের পুস্তকের অনেক অংশই দৃশ্যমান চিত্রকল্পে ভরপুর এবং সেগুলোর মধ্যে একটি স্পষ্ট কাহিনী-প্রবাহ রয়েছে। তাই, STS পদ্ধতি ব্যবহার করে এগুলোকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব।

গীতসংহিতা ১ অধ্যায়টি পড়ুন বা শুনুন—অথবা হয়তো সেই ছয়টি পদ আপনার জানা আছে। চোখ বন্ধ করুন। সেই ‘বিজ্ঞ পরামর্শদাতা’-কে প্রশ্ন করুন। লক্ষ্য করুন, গীতসংহিতা ১-এ বর্ণিত দুই ধরনের মানুষ কী করছে। তাদের পছন্দের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিন—তারা কী বেছে

নিতে পারত এবং তাদের সেই পছন্দের ফলাফল ও প্রভাব কী ছিল। লক্ষ্য করুন মানুষের জীবনে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছেন; ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে আপনি কী জানতে পারছেন, তা দেখুন।

আবার চোখ বন্ধ করে আরেকটি পরিচিত অংশ নিয়ে চিন্তা করুন। মনে মনে কল্পনা করুন গীতসংহিতা ২৩-এর সেই মেষ-বর্ণনাকারী কত মধুর ও ব্যক্তিগতভাবে তার মেষপালকের বর্ণনা দিচ্ছে। (রমেশ ও ২৩তম গীতসংহিতার গল্পে আমরা যা বলেছিলাম, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু আপনি এতে শুনতে পাবেন।) সেই মেষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পুরো বিষয়টি বা কাহিনীটি দেখার পরই কেবল ফিরে আসুন এবং কাহিনীতে যা দেখেছেন তার ভিত্তিতে প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করুন। আজকের দিনে "মেস-তুল্য মানুষ" হিসেবে আমাদের ক্ষেত্রে এবং মেষপালক যীশুর ক্ষেত্রে এর কী প্রয়োগ হতে পারে?

যিশাইয় ১:১০-২০, রোমীয় ১:১৪-২৫ এবং যাকোব ১:২২-২৭-এর ঘটনাপ্রবাহ বা বিষয়বস্তু লক্ষ্য করার চেষ্টা করুন। স্বীকার করতেই হবে যে, সাধারণ কোনো গল্পের (যেখানে কথোপকথন থাকে এবং চরিত্রের জীবনের কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে যায়) তুলনায় এই অংশগুলো মনে রাখা কিছুটা কঠিন। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে পড়ুন। চরিত্রের কী বলছে এবং কী করছে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। তারা কি কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? সেই সিদ্ধান্তগুলোর কোনো ফলাফল বা প্রভাব কি দেখা যাচ্ছে?

স্পষ্টতই, প্রতিটি অংশে ঈশ্বর বিভিন্নভাবে নিজের স্বভাব বা চরিত্র প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে STS (এসটিএস)-এর নীতিগুলো কাজে লাগান। আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ খোঁজার ক্ষেত্রে কেবল সেই নির্দিষ্ট অংশে যা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখুন। এটি সম্পন্ন করার পর, 'গল্প' বা বিষয়বস্তুর শুরুতে ফিরে যান এবং আপনার পাওয়া প্রতিটি পর্যবেক্ষণ কীভাবে আজকের দিনে আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করুন।

পুরো বাইবেল জুড়ে আমরা তিন ধরনের অংশ দেখতে পাই:

- গল্পমূলক অংশ।
- আংশিক গল্পমূলক অংশ।
- গল্প-বহির্ভূত অংশ।

তিন ধরনের অংশের মধ্যে গল্পের মতো অংশগুলো মনে রাখা সবচেয়ে সহজ, কারণ গল্পের ঘটনাগুলো মনের চোখে দেখা যায়। গল্প হলো এমন সব ঘটনা যা বাস্তব জগতে বা বাস্তবে ঘটেছিল। এগুলোতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে এবং এতে বিভিন্ন চরিত্র, কার্যকলাপ ও কথোপকথন বা সংলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে, গল্পের চরিত্রগুলোর সাথে সাথে পাঠক নিজেও সেই অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠতে পারেন; ঘটনাগুলো দেখা, শোনা এবং অনুভব করা সম্ভব হয়।

'আধা-গল্প' বা 'সেমি-স্টোরি' (semi-story) ধরনের অংশগুলো শেখা বা মনে রাখা কিছুটা কঠিন। যদিও এগুলো পুরোপুরি প্রথাগত গল্প নয়, তবুও এগুলোতে দৃশ্যমান বা চিত্রকল্প-ধর্মী অংশ থাকে;

ফলে আমরা যা শুনি তার পাশাপাশি যা 'দেখি', তাও মনে রাখতে পারি। আধা-গল্পের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কম থাকে এবং বিষয়বস্তু সাধারণত একতরফা বক্তব্য (monologue) বা বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। ভাববাদীদের (Prophets) বইয়ের অনেক অংশই এই আধা-গল্পের শ্রেণিতে পড়ে। গীতসংহিতা ১ (Psalm 1), রোমীয় ১১ (Romans 11) এবং যাকোবের পত্র (book of James) হলো আধা-গল্পের উদাহরণ।

সবচেয়ে কঠিন হলো গল্প-বহির্ভূত বা 'নন-স্টোরি' (non-story) অংশগুলো মনে রাখা, কারণ এই তিন ধরনের মধ্যে এগুলোতে দৃশ্যমান উপাদানের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। এগুলো সাধারণত নির্দেশনামূলক একতরফা বক্তব্য হয়ে থাকে এবং প্রায়শই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। প্রেরিতদের লেখা পত্রগুলোর (Epistles) অনেক অংশকেই গল্প-বহির্ভূত অংশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

যদিও প্রেরিতদের পত্রগুলো (Epistles) মূলত আখ্যানমূলক নয় এমন অংশ নিয়ে গঠিত, তবুও STS-এর অধিকাংশ কৌশল ব্যবহার করে এগুলো উপস্থাপন ও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। চমৎকারভাবে বলা গল্প শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এই পত্রগুলো হলো গভীর আবেগে পূর্ণ চিঠি—যা ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছিল। উপস্থাপনার সময় শিক্ষকদের অবশ্যই সেই আবেগের বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে এবং সেই আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়েই কথাগুলো অন্যদের কাছে পড়তে বা বলতে হবে।

পরিচর্যার ক্ষেত্রে, মনে রাখা কঠিন এমন অ-আখ্যানমূলক অংশগুলো আপনি উচ্চস্বরে পড়ে এবং তারপর STS পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে পারেন।

মৌখিক পদ্ধতিতে অ-আখ্যানমূলক অংশগুলো কীভাবে শেখানো যায়—এই দ্বিধা বা সমস্যার একটি সমাধান হলো একবারে মাত্র কয়েকটি পদ (verses) শিক্ষা দেওয়া। প্রথাগত ব্যাখ্যামূলক প্রচারের (expository preaching) ক্ষেত্রেও প্রায়শই একটি ধর্মোপদেশে মাত্র কয়েকটি পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুভূতিসহকারে সেই কয়েকটি পদ উপস্থাপন করলে এবং পরবর্তীতে ঘটনাপ্রবাহ বা বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করলে শ্রোতারা তা মনে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো নিজেকে কেবল সেই নির্দিষ্ট পদগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং হয়তো বাইবেলের এমন কিছু সংক্ষিপ্ত পটভূমি বা তথ্য প্রদান করা যা ওই অংশটিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে সাহায্য করবে।

মাত্র একটি অংশ বা অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেই কি গভীর শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব? বাইবেলের অন্য কোনো অংশে (বা বাইবেলের বাইরের কোনো উৎসে) না গিয়ে—অর্থাৎ মূল পাঠ্যটির ওপর 'আলোপাত' করার জন্য অন্য কোনো তথ্যের সাহায্য না নিয়ে—শুধুমাত্র একটি অংশ থেকেই কি আলোচনার মতো যথেষ্ট বিষয়বস্তু পাওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, এটি করা সম্ভব এবং আমরা বিভিন্ন কর্মশালায় (workshops) তা হাতে-কলমে দেখিয়ে থাকি।

আমরা একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অংশ থেকেই ঈশ্বরের বাক্যের গভীরতা ও সমৃদ্ধি তুলে ধরি। প্রথমে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা প্রদান করি, যাতে শ্রোতারা প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনীয় বাইবেল-সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে ধারণা পান—যা মূল বিষয়টি বা ঘটনাটি গড়ে তুলতে ও আলোচনা করতে সহায়ক হয়। আমরা বলি, “যিশু জেরুজালেমে তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে শেষ কথাগুলো বলছিলেন; এই জেরুজালেম শহরটিই পরবর্তীতে আদি মণ্ডলীর ‘কেন্দ্রস্থল’ বা সদর দপ্তরে পরিণত হয়েছিল। এই শিষ্যরা তিন বছর ধরে যিশুর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন—যার মধ্যে ছিল বৃহত্তর যিহূদিয়া অঞ্চল এবং এমনকি পার্শ্ববর্তী শমরিয়া অঞ্চলও, যেখানে এমন সব মানুষ বাস করত যাদের যিহূদিরা ঘৃণা করত।”

এরপর আমরা আমাদের সেই “গল্পটি” বলি, যা প্রেরিত ১:৮ পদে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, STS-এ আমরা মাত্র একটি পদের ওপর ভিত্তি করে গল্প বলি। ওই একটি পদেই এত কিছু খুঁজে পাওয়া ও আলোচনা করা সম্ভব যে, আমরা কেবল তার শেষ অর্ধেক অংশ নিয়েই কাজ করি! এই গল্পটি নিয়ে অনায়াসেই ৩০ মিনিটের আলোচনা চালানো যায়। বাইবেলের জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বাইবেল সম্পর্কে নতুন—উভয় ধরনের মানুষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আলোচনায় অংশ নেন। এতে চমৎকার সব বিষয় উন্মোচিত হয় এবং অনেক সময় আবেগঘন উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের সাথে সেই শিক্ষার প্রয়োগও উঠে আসে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, অংশগ্রহণকারীরা সেই শাস্ত্রাংশটি এমনভাবে নিজের করে নেন ও বোঝেন যে, তাঁরা পরবর্তীতে অন্যদের সাথেও সেই গল্পটি ভাগ করে নিতে পারেন—এবং সত্যিই তা করেন।

যাজক এবং খ্রিস্টীয় শিক্ষকদের একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত: খ্রিস্টীয় মণ্ডলীগুলোতে সাধারণত যে বক্তৃতা বা ধর্মোপদেশ-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা হয়তো বাইবেলের সেই সত্যগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় নয়—যে সত্যগুলো মানুষ শিখুক এবং সে অনুযায়ী কাজ করুক, সেটাই তাঁরা চান। অন্ততপক্ষে, যাঁরা শাস্ত্রের বার্তা প্রচার করেন, তাঁদের উচিত খ্রিস্টীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যা অংশগ্রহণমূলক এবং যেখানে শ্রোতারা নিজেরাই সত্যগুলো খুঁজে বের করতে পারেন।

STS ব্যবহারকারী কেউ কেউ প্রেরিত পুস্তকের বিষয়বস্তু শেখানোর পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্তভাবে বিভিন্ন পত্র বা ‘এপিসল’ (Epistles)-এর অংশবিশেষও যুক্ত করছেন। এই যাজক ও শিক্ষকরা যখন প্রেরিত পুস্তকের ঘটনাপ্রবাহ বা গল্পগুলোর ওপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা পরিচালনা করেন, তখন তাঁরা সেই পত্রগুলোর প্রসঙ্গও নিয়ে আসেন—যেগুলোর সাথে প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত ধর্মপ্রচার-যাত্রার যোগসূত্র রয়েছে। আর মনে রাখবেন, STS-কে কার্যকর করে তোলার পেছনে যে সাধারণ নীতিগুলো কাজ করে—যেমন প্রশ্ন করা এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ খুঁজে বের করা—সেই নীতিগুলো পত্র বা এপিসলগুলো শেখানোর ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর।

প্রথাগতভাবে, উচ্চশিক্ষিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষকরাই যাজক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা যোগাযোগের এমন সব পদ্ধতি ব্যবহার করেন যা মূলত লিখিত বা পাঠ-নির্ভর।

ধর্মশাস্ত্র বা বাইবেলের বিষয়বস্তু মৌখিকভাবে উপস্থাপনের কৌশল সম্পর্কে যদি এই উচ্চশিক্ষিত প্রশিক্ষকদেরই ধারণা না থাকে—এবং আরও বড় কথা, তাঁরা যদি মৌখিক উপস্থাপনার পদ্ধতিগুলো নিজে চর্চা না করেন বা অন্যদের না শেখান—তবে তাঁদের প্রশিক্ষিত ব্যক্তির কীভাবে গিয়ে এমন মানুষদের কাছে সেবা পৌঁছে দেবেন যারা মূলত মৌখিক আলোচনার মাধ্যমেই শেখে বা যারা পড়তে অক্ষম? আমরা কি বিশ্বাস করি যে, যারা পড়তে পারেন না, তাঁদেরও বাইবেলের গল্প এবং গল্প-বহির্ভূত অন্যান্য অংশ—উভয়ই বোঝার অধিকার রয়েছে? যদি তাই হয়, তবে যারা উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভবত অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরা কি তাঁদের এই মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এমন কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন না যার মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের শেখাতে পারবেন—যাতে সেই প্রশিক্ষিত ব্যক্তির পরবর্তীতে নিরক্ষর বা যারা পড়তে পারেন না, তাঁদের শিক্ষা দিতে পারেন?

কিন্তু বাইবেলের বাণী হুবহু মুখস্থ করার বিষয়টি কেমন?

মুখস্থ করার বিষয়ে দুটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন: প্রথমত, "ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে গেঁথে রাখা" বা ধারণ করার বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশ ও এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা; এবং দ্বিতীয়ত, কোনো কিছু কেবল মুখস্থ করা এবং তা মনে রাখার (বা ধারণ করার) মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে, অনেক বিশ্বাসীই বাইবেলের বাণী মুখস্থ করার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এই কর্মসূচিগুলোতে সাধারণত প্রতিটি শব্দ হুবহু মুখস্থ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। আমাদের মধ্যে যারা—বিশেষ করে কম বয়সে যখন আমাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল—বাইবেলের অনেক অংশ মুখস্থ করেছি, তাঁরা সেই অনুশীলনের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছি।

তবে, ধর্মশাস্ত্র মুখস্থ করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। খুব কম মানুষই এভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ বা আয়াত আয়ত্ত করতে পারেন; আর দীর্ঘ সময়ের জন্য সেগুলো মনে রাখতে হলে ক্রমাগত অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এর বিপরীতে, কোনো গল্প মনে রাখার মাধ্যমে আপনি তা শিখতে পারেন—যেমনটি আমরা এই বইয়ে তুলে ধরেছি। একবার গল্পটি কয়েকবার বলে ফেললে দেখবেন যে, এরপর আর খুব একটা বা আদৌ কোনো পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হচ্ছে না। গল্পটি আপনার স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে থাকে এবং যেহেতু এটি আপনার নিজের ভাষায় সংরক্ষিত হয়, তাই তা বলা সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয় এবং আজীবনের জন্য আপনার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়!

৩৭ ঘণ্টার একটি STS কর্মশালায় অনেক নতুন দক্ষতা অর্জিত হয়। এছাড়া, অংশগ্রহণকারীরা অন্তত ২১টি ভিন্ন ভিন্ন গল্প শোনে এবং সেগুলো নিয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করেন। কর্মশালার এই ২১টি গল্পের মধ্যে মোট ১৪৮টি পদ বা আয়াত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে!

অসাধারণ ব্যাপার! একবার ভাবুন তো, ১৪৮টি পদ নিজের "হৃদয়ের ভাণ্ডারে" গেঁথে নেওয়া এবং প্রয়োজনে—অর্থাৎ উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত যেকোনো সময়ে—সেগুলো স্বাভাবিকভাবে বলে ফেলার ক্ষমতার কথা। মাত্র একটি কর্মশালায় অর্জিত এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে বাইবেলের বাণী তুলে ধরার ক্ষেত্রে অধিকাংশ খ্রিস্টানের চেয়ে অনেক এগিয়ে রাখবে।

মুখস্থ করা ও মনে রাখা। বিভিন্ন ভাষায় লেখা বাইবেলের পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকান। সেগুলো কি দেখতে একই রকম? শব্দগুলো কি একে অপরের মতো? না। আসলে, মুদ্রিত বাইবেলগুলোতে শব্দ উপস্থাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার করা হতে পারে। শব্দগুলো দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। উচ্চারিত শব্দগুলোর ধ্বনিও সম্পূর্ণ ভিন্ন শোনায়। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়েছে। সেই মিল বা বিষয়টিই প্রতিটি বাইবেলে অভিন্ন থাকা উচিত। সেটি কী? ... হ্যাঁ। সেটি হলো মূল ধারণা বা তথ্য—হুবহু শব্দ নয়। শব্দগুলো সম্পূর্ণ আলাদা হলেও মূল বার্তাটি কিন্তু পরিবর্তিত হয় না।

STS-এ আমরা সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিই, যাতে অসতর্কভাবে শব্দ চয়ন, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গল্পের মূল বিষয়বস্তুতে কোনো কিছু যোগ করা, বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করা না হয়। আমরা মানুষকে কথোপকথনের ভঙ্গিতে বাইবেলের গল্পগুলো বলতে উৎসাহিত করি। তবে মূল ধারণা বা তথ্য পরিবর্তন না করার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়—তথ্যটি যতই ছোট বা গুরুত্বহীন মনে হোক না কেন।

ঈশ্বরের বাক্যকে নিজের অন্তরে ধারণ করার ক্ষেত্রে মুখস্থ করা সবসময়ই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তবে গল্প ও অংশগুলো নিখুঁতভাবে মনে রাখা এবং সেগুলো কথোপকথনের ভঙ্গিতে বলা—এ বিষয়গুলোও আমাদের স্মৃতিশক্তি ব্যবহারের কৌশলেরই অংশ।

অশিক্ষিত ব্যক্তির কি বাইবেল নিয়ে আরোহী পদ্ধতিতে (inductively) অধ্যয়ন করতে পারেন?

কখনও কখনও মানুষ ধরে নেয় যে, যারা সাক্ষর বা শিক্ষিত, তারাই কেবল সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনায় দক্ষ। আর এর বিপরীতে এমন ধারণাও প্রচলিত যে, যারা সাক্ষর নন (অথবা যারা মৌখিক যোগাযোগের সংস্কৃতির পটভূমি থেকে এসেছেন), তারা যৌক্তিক বা আরোহী চিন্তাবিদ নন এবং কখনোই তা হতে পারবেন না।

নিশ্চিতভাবেই, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সম্ভবত সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং যৌক্তিক, আরোহী ও অবরোহী (deductive) চিন্তাপদ্ধতির সংজ্ঞা—এবং শেখার ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা—আরও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও অনুধাবন করা দরকার; বিশেষ করে যারা শুনে বা মৌখিকভাবে শেখেন, তাদের ক্ষেত্রে।

বাইবেলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, সমালোচনামূলক চিন্তার ক্ষমতা কেবল শিক্ষিতদেরই দেওয়া হয়েছে—অথবা আরও সংকীর্ণভাবে বলতে গেলে, কেবল

তাদেরই দেওয়া হয়েছে যারা শিক্ষিত এবং যাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি সাক্ষরতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

এই সিদ্ধান্তটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায় যখন আমরা বিবেচনা করি যে, সকল মানুষকেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে (আদিপুস্তক ১:২৬-২৭)। আর সে কারণেই, সকল মানুষই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির গুণে ভূষিত; এবং পাপের পতনের (Fall) পর থেকেই নৈতিক বিচারের জন্য তাদের মধ্যে বিবেক কাজ করছে—এমনকি যখন তারা সেই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে, তখনও (রোমীয় ১:১৯-২৩)।

মার্ক ১২:২৪ পদে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করা যায়: যখন অত্যন্ত শিক্ষিত সদৃকীরা যীশুকে ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে এল, তখন তিনি পাল্টা একটি প্রশ্ন দিয়েই তাদের উত্তর দিলেন। মূলত যীশু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি ভুল করছ না? কারণ তোমরা না শাস্ত্র জানো, আর না ঈশ্বরের শক্তি।”

অবশ্য বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে আমরা জানি যে, ধর্মীয় সদৃকীরা শাস্ত্রের বাণীগুলো ‘জানত’। সুতরাং এখানে যীশু সম্ভবত শাস্ত্রের কথার আধ্যাত্মিক অর্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সদৃকীদের ব্যর্থতার কথাই বোঝাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব থাকায় এই ধর্মীয় নেতারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে, তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও যুক্তি-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাদের সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা শাস্ত্রকে সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে বা সর্বজনীন হিসেবে বিবেচনা করি। যারা ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতি ব্যবহার করে গল্প বলেন, তারা দেখেছেন যে—প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাগুলো যদি গল্পের শুরুতে দেওয়া থাকে—তবে শ্রোতারা, তাদের শিক্ষা বা পড়ার দক্ষতা নির্বিশেষে, বিশ্বজুড়ে বাইবেলের গল্পগুলোর মধ্যে নিহিত বহু অমূল্য সত্য খুঁজে পেতে পারেন।

প্রেরিত ৪ অধ্যায়ে যীশুর মনোনীত শিষ্যদের অন্তত কয়েকজনের শিক্ষাগত পটভূমির কথা আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, যীশু সম্পর্কে বলিষ্ঠ প্রচারের মাধ্যমে পিতর ও যোহন সদৃকী ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। তাই সেই ধর্মীয় নেতারা তাঁদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেতাদের পরিষদের সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় পিতর সেই ধর্মীয় নেতা ও যীশু সম্পর্কে এক যুক্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল বক্তব্য রাখলেন। তাঁর সেই বক্তব্য অত্যন্ত শিক্ষিত ও তাঁকে বন্দি করা সেই নেতাদের হতবাক করে দিয়েছিল।

রিষদের সদস্যরা পিতরের বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন:

“পিতর ও যোহনের সাহস দেখে এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ লোক, তা বুঝতে পেরে তাঁরা অবাক হলেন; আর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তির যীশুর সঙ্গে ছিলেন” (প্রেরিত ৪:১৩)।

আজকের দিনেও কি এমনটা ঘটে? যীশুর অশিক্ষিত অনুসারীরা কি শাস্ত্রের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে অনেক গভীর সত্য যৌক্তিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং অন্যদের তা শেখাতে পারেন?

মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করতে পারে

ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ের গোপন অংশে কথা বলে। কখনও কখনও পশ্চিমা STS প্রশিক্ষকদের গ্রামীণ পরিবেশে STS পদ্ধতি ব্যবহার করার বা সেখানে এর প্রয়োগ দেখার সুযোগ হয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন পশ্চিমা ব্যক্তি কেনিয়ার একালাকাল (Ekalakala) গ্রাম পরিদর্শন করেছিলাম। এর আগে, আফ্রিকান STS প্রশিক্ষকরা সেখানে গল্পের মাধ্যমে পরিচর্যা করেছিলেন এবং বিশ্বাসীদের STS বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিলেন।

আমাদের গাইড ব্যাখ্যা করলেন, "আমরা যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম, তখন 'গির্জা' বা উপাসনা বলতে বোঝাত—গান গাওয়া, হাততালি দেওয়া, ধর্মোপদেশ শোনা আর হয়তো বাইবেলের একটি মাত্র পদ পাঠ করা—ব্যাস, এটুকুই! বিশ্বাসীদের বাইবেল সম্পর্কে খুব কমই ধারণা ছিল। আর এখন এই যাজকরা মানুষের পরিব্রাণ ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছেন।"

আমরা যা দেখেছি, তার সাক্ষী হতে আমাদের সাথে যোগ দিন। আপনি একালাকাল (Ekalakala) গ্রামের একটি গির্জায় প্রবেশ করলেন—যার দেয়াল সিমেন্টের ব্লকের তৈরি এবং ছাদ টিনের। দেখলেন, কাম্বা (Kamba) উপজাতির প্রায় ৬০ জন মানুষে গির্জাটি পূর্ণ। গির্জার বেঞ্চে বসে থাকা মানুষদের মধ্যে ১৫ জন যাজক রয়েছেন—যারা ১১টি ভিন্ন ভিন্ন গির্জার প্রতিনিধিত্ব করছেন—এবং তাঁরা অনুষ্ঠান শুরুর অপেক্ষায় আছেন।

আপনার চোখে পড়ল নারীদের রঙিন পোশাক ও টুপি এবং পুরুষদের পরনে থাকা সেরা কোট ও টাই। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখলেন, অধিকাংশ কোটই তাদের শরীরের মাপের চেয়ে অনেক বড় এবং ছিপছিপে গড়নের মানুষগুলোর গায়ে সেগুলো টিলেঢালাভাবে ঝুলে আছে। এরপর আপনার নজরে এল কোটের হাতাগুলো জীর্ণ এবং ট্রাউজার্স বা প্যান্টগুলো ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে। আপনি ভাবলেন, কে জানে কত মানুষ এই একই 'রবিবারের পোশাক' (Sunday clothes) ব্যবহার করেছে!

আপনাকে জানানো হলো যে, বিকেল ৪টার মধ্যেই শিক্ষার পর্বটি শেষ করতে হবে; কারণ জলহস্তীরা ডাঙ্গায় উঠে আসার আগেই মানুষকে নদী পার হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। এছাড়া আপনি জানতে পারলেন যে, গির্জায় উপস্থিত অধিকাংশ মানুষকেই বাড়ি ফেরার জন্য চার ঘণ্টা পথ হেঁটে যেতে হয়—তাদের বাড়িগুলো হলো গোলাকার মাটির কুঁড়েঘর।

সেখানে একজন আফ্রিকান ব্যক্তি আদিপুস্তক ৩৫:১-৫ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তুলে ধরার এবং তা নিয়ে আলোচনার নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই উপস্থাপনাটি সোয়াহিলি ভাষায় হবে এবং কাম্বা ভাষায় অনুবাদ করা হবে। আপনি পেছনের দিকের একটি বেঞ্চে বসার পর, আপনার সাথে থাকা আফ্রিকান অনুবাদক ইংরেজিতে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন যে সেখানে কী ঘটছে।

“লোকেরা আলোচনা করছিল যে, কীভাবে ঈশ্বর দীর্ঘদিন ধরে যাকোবকে রক্ষা করেছেন এবং এখন ঈশ্বর যাকোব ও তাঁর পরিবারকে বৈথেলে—যেখানে যাকোবের সাথে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়েছিল—সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করছেন।

“তারা এখন কথা বলছিল যে, যাকোব একজন ভালো আধ্যাত্মিক নেতা; তিনি তাঁর পরিবারকে শুদ্ধ হতে এবং তাদের প্রতিমাগুলো দূর করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তারা যাকোবকে ‘ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য’ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করল।

“এরপর গল্পকথক লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই গল্পে যাকোব কি কেবল এখন একজন ভালো নেতা হয়ে উঠছেন, নাকি তিনি অনেক আগে থেকেই একজন ঈশ্বরপরায়ণ নেতা ছিলেন?’ তারপর তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্রতিমাগুলোর বিষয়ে যাকোব যা করেছিলেন, তা কি আপনাদের কোনো বিশেষ বিষয় বুঝতে সাহায্য করে?’

মনে হলো, লোকেরা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছিল।”

কয়েক মিনিট পর আপনার দোভাষী ফিসফিস করে আপনাকে বললেন, “এখন তারা গল্পের আরও গভীর বিষয়গুলো বুঝতে পারছে। তারা বলছে, ‘যাকোব তার পরিবারের কাছে থাকা সমস্ত প্রতিমা একত্র করলেন এবং তারপর সেই পৌত্তলিক বস্তুগুলো শকেমের সেই বিশেষ ওক গাছটির নিচে লুকিয়ে রাখলেন! তিনি জায়গাটি চিহ্নিত করে রেখেছিলেন!’ এখন তারা যাকোবের লোভের বিষয়ে কথা বলছে। ‘প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্য তিনি ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখেননি!’

“‘পরিবারকে প্রতিমা রাখতে দিয়ে তিনি আপসকামিতার পরিচয় দিয়েছেন,’—তারা এমনটাই বলছে। একজন ব্যক্তি এইমাত্র বললেন, ‘সেগুলোর মধ্যে কিছু ছিল কানের দুল; তাই বাড়িতে যে প্রতিমা ছিল, সে বিষয়ে যাকোবের নিশ্চয়ই আগে থেকেই জানা ছিল।’”

গির্জায় সমবেত লোকজন যখন যাকোবের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন এক নারী উঠে দাঁড়ালেন এবং উত্তেজিতভাবে অঙ্গভঙ্গি ও আঙুল দিয়ে নির্দেশ করতে করতে দ্রুত ‘কান্না’ ভাষায় কিছু বলতে লাগলেন।

আপনার দোভাষী ফিসফিস করে বললেন, “ওই নারী বলছেন, ‘আমরা এখন খ্রিস্টান, কিন্তু আমাদের কাছে এখনও নানা রকম তাবিজ-কবচ ও পবিত্র বলে গণ্য করা বস্তু লুকিয়ে রাখা আছে। আমাদের আর সেগুলো লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। আমাদের সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে!’”

এরপর কয়েক মিনিট পর এক বিশালদেহী পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং জোরালো কণ্ঠে কিছু বললেন; তার কথায় বাকি পুরুষরা সম্মতিসূচক সাড়া দিলেন।

এতক্ষণে কী বলা হচ্ছে তা জানার জন্য আপনি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন; তাই দ্রুত দোভাষীর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তিনি কী বলছেন?”

দোভাষী ওই ব্যক্তির পুরো কথাটি শুনলেন এবং তারপর ফিসফিস করে আপনাকে বললেন, “এই ব্যক্তি এইমাত্র বললেন, ‘আমি আমার পরিবার পরিচালনা করি। তারা আমার কথা মতোই চলে। কিন্তু আমি যাকোবের মতোই। আমি তাদের আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করিনি। আমাকে বদলাতে হবে।’”

[বাইবেলের সেই গল্পের দিনটিতে, গির্জার সবাই যাকোবের কপটতা বা ভণ্ডামি সম্পর্কে জানতে পারল। যে নারী ও পুরুষটি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তাঁরা যাকোবের পাপের দিকে তাকিয়ে নিজেদের পাপগুলোও চিনতে পারলেন।

সেদিন আমরা ঈশ্বরের গল্পের সেই অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষী হলাম—যে ক্ষমতা মানুষের জীবনদর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে গিয়ে বার্তা পৌঁছে দেয়! মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগকারী এই মানুষগুলোর অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত; তবুও তাঁরা এমন গভীর সত্য খুঁজে পেলেন এবং নিজেদের জীবনে তা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন, যা প্রত্যক্ষ করতে মিশনারিদের হয়তো বহু বছর ধরে প্রার্থনা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতো।]

কখনোই খুব দেরি হয়ে যায় না, কেউই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। নেপালের নাওয়ালপরাসি জেলায় এক ওঝা বাস করতেন; ৬৬ বছরের জীবনে তিনি কখনোই পড়ালেখা শেখেননি—অথচ শত শত মানুষের ওপর তাঁর ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ; মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভয়ের মিশ্র এক দৃষ্টিতে দেখত।

ষাটোর্ধ্ব বয়সে তিনি যিশুর কথা শুনেছিলেন, কিন্তু যিশুর প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। হ্যাঁ, তিনি এমন সব মানুষের কথা শুনেছিলেন যারা যিশুর নামে প্রার্থনা করেছিল এবং তাদের প্রার্থনার উত্তরও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন আত্মা বা অপশক্তি তাঁকে সাহায্য করত, তাই যিশুর সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর কেন হবে?

একদিন এই ব্যক্তির নাতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল—তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে মনে হচ্ছিল সে বুঝি মারা যাবে। ওঝা বা ঝাড়ফুককারী ব্যক্তিটি মন্ত্র পড়ে আত্মাদের কাছে ছেলেটিকে সুস্থ করার জন্য মিনতি জানাল, কিন্তু ছেলেটির অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না, বরং সে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ লোকটি যিশুর অনুসারীদের কাছে গেলেন এবং তাঁর নাতির জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা প্রার্থনা করলেন এবং ছেলেটি রোগমুক্ত হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃদ্ধ লোকটি যিশুর অনুসারী হলেন না; তিনি ওঝা হিসেবেই তাঁর জীবনযাপন চালিয়ে যেতে থাকলেন।

প্রায় তিন মাস পর, ওই ব্যক্তির স্ত্রী—যিনি যিশুতে বিশ্বাসী ছিলেন—এসটিএস (STS) বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশ নিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি তাঁর স্বামীকে একটি গল্প শোনালেন, যা তিনি সেই কর্মশালায় শিখেছিলেন।

নেপালি প্রশিক্ষকরা ‘২ রাজাবলি ৫’ অধ্যায় থেকে নামনের সেই ২৭-পদের গল্পটি শিখিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণকারীরা তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গল্পের প্রথমাংশে তাঁরা জেনেছিলেন যে, নামন ছিলেন সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। এরপর,

যদিও সিরিয়া ছিল ইসরায়েলের শত্রু রাষ্ট্র, তবুও ইসরায়েলের এক ভাববাদীর মাধ্যমে তিনি সুস্থ হতে পারেন—এ কথা শুনে নামন এক বিশাল কাফেলা বা দল নিয়ে সেই নিরাময় লাভের আশায় ইসরায়েলে যাত্রা করেছিলেন।

কিন্তু নামন যখন ভাববাদী ইলীশায়ের বাড়িতে পৌঁছালেন, তখন ইলীশায় তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করলেন না। বস্তুত, ভাববাদী নামনের সাথে দেখা করার জন্য বাইরেই বেরিয়ে এলেন না! এর পরিবর্তে, একজন ভৃত্য বেরিয়ে এসে ভাববাদীর নির্দেশ জানিয়ে দিল যে, সুস্থ হওয়ার জন্য তাঁকে স্থানীয় একটি নদীতে সাতবার ডুব দিতে হবে। নামন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন; তিনি বললেন যে, ভাববাদীর কাছ থেকে তিনি অন্যরকম কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি অভিযোগের সুরে বললেন, “দামেস্কের আবনা ও ফর্পর নদী কি ইসরায়েলের সমস্ত জলের চেয়ে ভালো নয়? আমি কি সেগুলোতে স্নান করে শুচি হতে পারি না?”

নামনের দাসেরা যখন তাকে অনুরোধ করল যেন সে গিয়ে সেই সাধারণ কাজটি করে—অর্থাৎ সুস্থ হওয়ার আশায় নদীতে ডুব দেয়—তখনই কেবল নামন তাতে রাজি হলো। সে নদীতে গেল, নির্দেশ অনুযায়ী ডুব দিল—আর সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ হয়ে উঠল!

সেই ঝাড়-ফুঁককারী বা ওঝা যখন পুরো ঘটনাটি শুনল, তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, “আমিই হলাম নামন। আমার অহংকারই আমাকে যিশুর অনুসারী হওয়া থেকে আটকে রেখেছে।”

পরদিন সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে কর্মশালায় (ওয়ার্কশপে) গেল। সেখানে সে একজন প্রশিক্ষককে বলল, “আমি যিশুর অনুসারী হতে চাই।” তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হলো এবং এরপর সে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করল। এরপর, জীবনের অধিকাংশ সময় যারা ঝাড়-ফুঁক ও তন্ত্র-মন্ত্রের জগতে কাটিয়েছে, সেই অশিক্ষিত বৃদ্ধ ব্যক্তিটি জানতে চাইল যে, সে কি সেখানে সমবেত মানুষদের কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। তার **বক্তব্যটি** ছিল এরকম:

“নামন একজন অহংকারী মানুষ ছিল এবং সেই অহংকারের কারণে সে প্রায় তার সুস্থতা হারানোর উপক্রম হয়েছিল। আমিও একজন অহংকারী মানুষ। বছরের পর বছর ধরে আমি জানতাম যে আমার যিশুকে অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু আমি এটা স্বীকার করতে চাইনি যে আমার তাঁকে প্রয়োজন। মানুষ আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আমি আমার সেই অবস্থান হারাতে চাইনি—এমনকি ঈশ্বর যখন আমার নাটিকে সুস্থ করে তুললেন, তখনও না। আমার অহংকারের কারণে আমি প্রায় আমার পরিত্রাণই হারাতে বসেছিলাম! কিন্তু এখন—আমি এখন যিশুর একজন অনুসারী।”

নিশ্চয়ই, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যেই হোক না কেন, যখনই কেউ বাইবেলে আধ্যাত্মিক তথ্য আবিষ্কার করেন, তার কৃতিত্ব প্রথমে পবিত্র আত্মাকেই দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, প্রাক্তন ওঝাটি বাইবেলের একটি গল্প শোনার পর আরোহী চিন্তন দক্ষতা ব্যবহার করে সেই গল্পের

মধ্যে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। সেই আবিষ্কারের গভীরতা শিক্ষার ঊর্ধ্বে ছিল।

মজার ব্যাপার হলো, সেই মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনগুলোতে, যারা পরিচর্যা করতেন এবং কর্মশালা পরিচালনা করতেন, তারা ছিলেন দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের দেশীয় এসটিএস (STS) প্রশিক্ষক। তারা সকলেই মৌখিক যোগাযোগের সংস্কৃতি থেকে এসেছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই মূলত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

ভাষ্যগ্রন্থের ব্যবহার সম্পর্কে কী বলা যায়?

যারা ধর্মশাস্ত্র বা পবিত্র বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের জন্য বাইবেল-ব্যাখ্যা বা 'কমেন্টারি' (commentary) জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টানরা কেবল ধর্মিক নারী-পুরুষদের মৌখিক অন্তর্দৃষ্টি বা শিক্ষার মাধ্যমেই নয়, বরং তাদের রেখে যাওয়া লিখিত শিক্ষার উত্তরাধিকার থেকেও উপকৃত হয়েছেন। কোনো ব্যাখ্যাকারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত যাচাই করাটা অনেকটা সরাসরি কারো মতামত শোনার মতোই। তবে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকতে পারে। আমরা সাধারণত আশা করি যে, প্রকাশিত কোনো শিক্ষা বা লেখা অত্যন্ত নির্ভুল হবে। এটা সত্য যে, কোনো কিছু প্রকাশের পেছনে প্রচুর সময়, অধ্যবসায় এবং সাধারণত কোনো না কোনো তদারকি বা যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া থাকে। তা সত্ত্বেও, উৎস যা-ই হোক না কেন—তা মানুষের ব্যক্তিগত মতামত হোক কিংবা লিখিত কোনো তথ্য—উভয়কেই ধর্মশাস্ত্রের আলোকে যাচাই করে দেখা আবশ্যিক।

প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে প্রভু দেখিয়েছেন কীভাবে আমরা আমাদের শেখানো বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই করতে পারি। পৌল থিমলনীকী শহরে ইহুদিদের কাছে যিশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং পৌল ও সীলের সহভাগিতায় যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেনি, সেই ইহুদিরা কিছু দুষ্কৃতকারী বা অসাধু লোকজনকে একত্রিত করে পৌল ও সীলের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে; ফলে বাধ্য হয়ে তারা রাতের বেলা সেখান থেকে চলে যান। তারা বেরিয়া শহরে যান। বেরিয়ার ইহুদিদের থিমলনীকীর ইহুদিদের চেয়ে অধিকতর উত্তম মানসিকতার বলে দেখা গিয়েছিল; কারণ তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরের বাক্য শুনতেন এবং সেই শিক্ষা সত্য কি না, তা যাচাই করার জন্য প্রতিদিন ধর্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করতেন।

লক্ষ্য করুন, বেরিয়ার বাসিন্দাদের প্রশংসা করা হয়েছিল কারণ তারা যা শুনছিলেন, তার সত্যতা যাচাই করতে ধর্মশাস্ত্রকেই মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্রই ছিল তাদের কাছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক! ভাবুন তো, কার শিক্ষার সত্যতা যাচাই করা হচ্ছিল? ... আপনি ঠিকই ধরেছেন! প্রেরিত পৌলের শিক্ষার!

তাই আজ, সেই উদাহরণ অনুসরণ করে, আমাদের সামনে যেভাবেই কোনো তথ্য আসুক না কেন—তা সরাসরি কারো মুখে শোনা কথা হোক, কোনো বাইবেল-ব্যাখ্যা বা অন্য কোনো শিক্ষামূলক উপকরণ হোক—সবকিছু যাচাই করার জন্য আমাদের বাইবেলকেই মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

যাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের লিখিত বা রেকর্ড করা সংস্করণ রয়েছে, তাদের কাছে গল্পের মাধ্যমে পরিচর্যা করার সময় আলোচনার শেষে অবশ্যই সেই গল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় অংশের উল্লেখ বা রেফারেন্স শ্রোতাদের জানিয়ে দেবেন। এর ফলে, আপনি তাদের যা শিখিয়েছেন বা আলোচনা করেছেন, তার যথার্থতা তারা যাচাই করে দেখতে পারবে।

আফ্রিকার এক বিশাল সমাবেশে সবাই গল্পের কার্যকারিতা এবং 'এসটিএস' (STS)-এর মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করছিল। বাইবেলের গল্পগুলো শিখছিল এমন এক উৎসাহী (এবং কিছুটা সুযোগসন্ধানী) যুবক একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন করে বসল। সে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি আমাদের কাছে বাইবেলের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য (commentaries) পাঠাতে পারেন?" প্রথমে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উত্তর দিলাম, "সেটার ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে। তবে আমাদের তালিকাভুক্ত ২১০টি গল্প যখন পুরোপুরি শেখা হয়ে যাবে, তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তাহলেই ভাষ্য বা ব্যাখ্যায় দেওয়া তথ্যের যথার্থতা যাচাই করার মতো প্রস্তুতি আপনার হয়ে যাবে।" (উল্লেখ্য যে, ওবিএস বা OBS-এর শিক্ষার্থীরা এখন ২৯৬টি গল্প শেখে!)

কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় যে, পবিত্র শাস্ত্রের নিজস্ব ও সহজবোধ্য অর্থের চেয়েও ভাষ্যকারদের মতামতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় মানুষ ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে নিজেদের বোঝাপড়া গড়ে তোলে ভাষ্যকারদের ওপর নির্ভর করে, কারণ নিজে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মতো আগ্রহ বা আত্মবিশ্বাস তাদের থাকে না। বাইবেল অধ্যয়ন ও তা থেকে শেখার জন্য সময় ব্যয় করার পরিবর্তে, এই মানুষগুলো শিক্ষিত ও প্রকাশিত ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামতকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

বাইবেল সাধারণ মানুষের জন্য হলেও এর মধ্যে নিহিত গভীর ও সমৃদ্ধ সত্যগুলো কেবল উচ্চশিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদরাই বুঝতে পারেন—এমন ধারণা পোষণ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, ঈশ্বর চান যেন তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলো সব মানুষই জানতে পারে; এটি কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

এক অর্থে, বাইবেলের কোনো ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে দলীয় আলোচনায় অংশ নেওয়াটা অনেকটা বাইবেল-ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে (commentaries) লেখকদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য জানার মতোই। তবে আলোচনার সময় কেউ যখন কোনো ঘটনার বিষয়ে এমন কোনো মতামত দেন যার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তখন আমরা অনায়াসেই জিজ্ঞেস করতে পারি, "এই কাহিনীর ঠিক কোন অংশে বিষয়টি রয়েছে, তা কি আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন?" একইভাবে, আমরা সবাইকে উৎসাহিত করি যেন তারা বাইবেল-ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের তথ্যের সত্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রেও ঠিক একই প্রশ্নটি করার স্বাধীনতা অনুভব করেন।

আসলে, বাইবেলের কোনো অংশের অর্থ সম্পর্কে মানুষ যখন কোনো মতামত বা ব্যাখ্যা দেয়, তখন তারা কার্যত একজন ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকাই পালন করে। তাই, মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিটি বাইবেল সম্পর্কে নতুন কোনো শিক্ষার্থী হোন কিংবা বহু বছরের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান শেয়ার করা কোনো উচ্চশিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদ—যিনিই হোন না কেন, আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, যা কিছু বলা হচ্ছে বা শেয়ার করা হচ্ছে, তা যেন বাইবেলের সেই কাহিনী বা ঘটনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

অধ্যায় ১০: 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story)-র গল্পকথকদের শ্রেণিবিভাগ

প্র্যাকটিশনার (অনুশীলনকারী)। সমস্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত নির্দেশনা (কোচিং) লাভ করেন। কীভাবে STS পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়, সেই বিষয়ক তথ্য ও কৌশল অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও আনন্দের বিষয়। এরপর শিক্ষার্থীদের STS-এর ধারণাগুলো অনুশীলন করতে হয় এবং নিজেদের দক্ষতা আরও নিখুঁত করে তুলতে হয়।

যিনি STS কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাকেই একজন "প্র্যাকটিশনার" বা অনুশীলনকারী বলা হয়। সেই প্রশিক্ষণের সুবাদে, অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী STS-এর ধারণাগুলো এমনভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারেন যে, তারা তাদের পরিচিত গণ্ডিতে বা প্রভাবের এলাকায় গিয়ে কার্যকরভাবে বাইবেলের গল্প শোনাতে এবং আলোচনার মাধ্যমে বাইবেলীয় সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হন।

আমরা প্র্যাকটিশনারদের বাইবেলের গল্প প্রচার বা পরিবেশনের কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত ও আহ্বান জানাই। এমনকি আমরা বিভিন্ন সহায়ক উপকরণও প্রদান করি—যেমন 'মিনিস্ট্রি দ্যাট মাল্টিপ্লাইজ' (Ministry That Multiplies) পুস্তিকাটি—যা ব্যবহার করে তারা ধাপে ধাপে অন্যদের STS পদ্ধতি শেখাতে বা হস্তান্তর করতে পারেন।

যদিও প্র্যাকটিশনাররা সক্রিয়ভাবে গল্প বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেন, তবুও তারা তখনও STS কর্মশালা পরিচালনা করার বা STS-এর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন না।

তবে কখনও কখনও যারা সদ্য STS শিখেছেন, তারা কেবল গল্প বলার চেয়েও বেশি কিছু করতে চান। তারা অন্যদের কাছে STS পদ্ধতি শেখানোর কৌশল বা প্রক্রিয়াটি তুলে ধরার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ও উত্সাহিত থাকেন। তাদের এই উদ্দীপনা দেখাটা আমাদের জন্য আনন্দের এবং আমরা অবশ্যই চাই যে এই কাজের বিস্তার (মাল্টিপ্লিকেশন) ঘটুক। নতুন প্র্যাকটিশনাররা আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যদের দেখাতে পারেন কীভাবে কোনো গল্পের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিক রত্ন বা শিক্ষা খুঁজে বের করতে হয়। নতুনদের কাছে STS পদ্ধতি হস্তান্তরের এটিই হলো প্রাথমিক ধাপ। যারা নতুন STS শিখছেন, তারা যখন তাদের ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়নের সময় 'ওয়াইজ কাউন্সেলর' (Wise Counsellor) বা 'জ্ঞানী পরামর্শদাতা'-র প্রশ্নগুলোর কিছু অংশ ব্যবহার করা শুরু করবেন, তখন তাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সময় আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

প্রশিক্ষার্থীরা একটি গল্প উপস্থাপন করে এবং STS বুকমার্কের প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যা করে তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। তাঁরা কোনো দলকে 'STS ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকভারি অফ দ্য বাইবেল' (STS Interactive Discovery of the Bible) এবং 'প্র্যাকটিশনার অডিও ট্রেনিং' (Practitioner Audio Training) উপকরণগুলো ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন এবং গল্পগুলো নিয়ে আলোচনার সময় দলটিকে তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

অধিকাংশ নতুন প্রশিক্ষার্থী একটি গল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে অন্যদের কাছে STS-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে পারেন। বাইবেলের কোনো গল্পের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও গভীর উপলব্ধির অভিজ্ঞতা মানুষকে STS-এর বিষয়ে আগ্রহী ও অবহিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। STS-এর মূল লক্ষ্য বা দর্শন তুলে ধরার পাশাপাশি, এই নতুন গল্প-কথকরা আমাদের সরবরাহ করা কার্যকর হ্যান্ডআউট বা তথ্যপত্রের সহায়তায় STS ব্যবহারের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করতে পারেন।

যারা অন্যদের সঠিকভাবে STS শেখাতে চান, তাদের আমরা সতর্ক করি যে তাদের অবশ্যই:

- STS প্রক্রিয়ার প্রতিটি অংশ সম্পর্কে সুদৃঢ় ধারণা থাকতে হবে।
- একটি স্পষ্ট STS মডেল উপস্থাপন করতে সক্ষম হতে হবে।
- STS-এর বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণকারী সকল উপাদানের যৌক্তিক ভিত্তি বা উদ্দেশ্য (apologetics) সম্পর্কে জানতে হবে।

কিছু প্রশিক্ষক হয়তো পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক হওয়ার আগেই কার্যক্রম শুরু করতে চান, কারণ তাঁরা বিষয়টিকে সহজ রাখতে এবং যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে দ্রুত এই নতুন তথ্য পৌঁছে দিতে চান।

আমরা বেশ কয়েকবার দেখেছি যে, অত্যন্ত উৎসাহী ও ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু প্রশিক্ষক অননুমোদিত STS প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা করেছেন। কিন্তু যারা এই কর্মশালাগুলো পরিচালনা করছিলেন, তাঁরা STS প্রশিক্ষক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। ফলে, তাঁরা একটি পূর্ণাঙ্গ STS প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। এর ফলে, তাঁদের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই STS-এর বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন বা এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। তাই, যারা গল্প বলা ও আলোচনার একটি কার্যকর এবং পুনরায় প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি শেখার প্রত্যাশা নিয়ে এই প্রশিক্ষণে এসেছিলেন, তাঁরা কোনো পূর্ণাঙ্গ বা সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেননি।

অংশগ্রহণকারীরা অসম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ফিরে যান এবং আরও খারাপ বিষয় হলো, তাঁরা ভুলবশত মনে করেন যে তাঁরা বুঝি পূর্ণাঙ্গ "STS অভিজ্ঞতা" লাভ করেছেন। প্রশিক্ষণের সেই প্রাথমিক ও দুর্বল অভিজ্ঞতার কারণে, পরবর্তীতে কোনো পূর্ণাঙ্গ ও অনুমোদিত STS কর্মশালায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুব একটা আগ্রহ দেখান না। তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা ইতিমধ্যেই STS-এর স্বাদ পেয়েছেন এবং এটি তাঁদের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর হয়নি। দুঃখজনকভাবে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ দক্ষতাগুলো শেখানোর সুযোগ আমরা আর কখনোই পাই না।

“Simply” (সহজ) বিষয়টি আসলে ততটা সহজ নয়। নাম শুনেই অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে STS (Simply The Story) বিষয়টি খুবই “সহজ” এবং এর কাজ কেবল গল্প বলা। কর্মশালায় যদি কেবল গল্পই বলা হতো, তবে আমরা খুব সহজেই একদিনের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারতাম! কিন্তু বাস্তবে, STS শিক্ষাদান এবং মিশনারি কার্যক্রমের কৌশলের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন (paradigm shift) নিয়ে আসে। মানুষ কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে শেখে এবং বাইবেল-ভিত্তিক বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কী—এসব বিষয়েও চিন্তাধারার বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

কর্মশালা পরিচালনাকারীরা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এমন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন; তাই আমরা আশা করি, যারা কার্যকরভাবে শিক্ষা দিতে চান, তারাও যেন একইভাবে সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করেন।

অন্যদের STS শেখানোর বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া, পরবর্তী প্রজন্মের গল্প-প্রচারকরা হয়তো অপরিপুষ্ট প্রশিক্ষণ নিয়েই কাজ শুরু করবেন। পরিচর্যার কাজে গল্প ব্যবহার করতে গিয়ে যখন তারা সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন সেই হতাশা থেকে তারা ভুলবশত এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে গল্প-বলার পদ্ধতিটি কার্যকর নয়—এবং তখন তারা হয়তো এটি পুরোপুরি বর্জন করবেন।

প্রাথমিক ৩৭ ঘণ্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দেখানো হয় কীভাবে STS পদ্ধতিটি প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হয়। তারা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ পান। তবে, এই প্রশিক্ষণে STS কর্মশালা পরিচালনা করা, ‘ডায়াগনস্টিক কোচিং’ (সমস্যা চিহ্নিত করে সহায়তা প্রদান) করা, কিংবা STS-এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির যেসব আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে—সেগুলোর উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

এর অর্থ কি এই যে, যারা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা শিষ্য বৃদ্ধিতে বা অন্যদের STS দক্ষতা শিখতে ও প্রয়োগ করতে সহায়তা করতে পারবেন না? মোটেও তা নয়! বরং, শিষ্য তৈরির প্রক্রিয়ায় STS-এর দায়িত্ব অন্যদের কাছে এভাবে হস্তান্তর করাকে আমরা উৎসাহিত করি। (শিষ্য বৃদ্ধির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য এই হ্যান্ডবুকের ১১ নম্বর অধ্যায়টি দেখুন: STS ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ – শেখা ও ছড়িয়ে দেওয়ার উপায়।)

আপনি যদি আপনার দলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চান, তবে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সাথে কাজ করতে পারলে আমরা আনন্দিত হব। এছাড়া, আপনি চাইলে আপনাকে একজন পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা একটি কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করে দিতে পারি। যথাযথভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব হস্তান্তর করাই আমাদের বিশেষত্ব। নিচের বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যে কেউ দ্রুত সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক হতে পারেন:

- কর্মশালার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা।
- STS-এর গল্পগুলো বলার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করা।
- STS প্রশিক্ষণের প্রতিটি অংশের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা।
- সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ (diagnostic coaching) প্রদানের সক্ষমতা দেখানো।
- STS-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে কর্মশালা পরিচালনার সক্ষমতা একজন জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষকের কাছে প্রদর্শন করা।

প্রশিক্ষকগণ: সহকারী, সাময়িক (Provisional), সনদপ্রাপ্ত এবং জ্যেষ্ঠ

এই বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা চাই যে, কর্মীরা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একমত ও একপ্রাণ হোন। আমরা প্রত্যাশা করি যে, সম্ভাব্য প্রশিক্ষকরা নিচে উল্লিখিত 'TGSP-STC মতবাদ-সংক্রান্ত বিবৃতি' (যা আমাদের ওয়েবসাইটেও রয়েছে)-এর সাথে একমত পোষণ করবেন।

মতবাদ-সংক্রান্ত বিবৃতি

আমরা নিম্নলিখিত সত্যসমূহ মেনে চলি:

- পুরাতন ও নতুন নিয়মের (Old and New Testament) সম্পূর্ণ অংশের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা— যা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত একমাত্র গ্রন্থ।
- ত্রিত্ববাদের (Trinity) মতবাদ।
- মানুষের পতন, তার ফলে সৃষ্ট নৈতিক অধঃপতন এবং নতুন জীবনের (পুনর্জন্মের) প্রয়োজনীয়তা।
- যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব; তাঁর কুমারী-গর্ভে জন্ম, পাপহীন জীবন, স্থলাভিষিক্ত ও প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু, সশরীরে পুনরুত্থান, স্বর্গে আরোহণ এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সশরীরে পুনরাগমন।
- কেবল খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার (justification) মতবাদ।
- ধার্মিক ও অধার্মিক—উভয়েরই শরীরের পুনরুত্থান।
- পরিত্রাণপ্রাপ্তদের অনন্ত জীবন এবং যারা পরিত্রাণ পায়নি তাদের অনন্ত শাস্তি।

সহকারী প্রশিক্ষকগণ। একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণের পর, অধিকাংশ অনুশীলনকারী (Practitioners) STS কর্মশালায় ছোট দলের "গোত্র" (tribe) প্রধান হিসেবে সহায়তা করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁরা সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (আমরা ইস্রায়েলের বিভিন্ন "গোত্র"-এর নামানুসারে প্রতিটি দলের নামকরণ করি।)

****অস্থায়ী প্রশিক্ষক (Provisional Instructors):**** কোনো কর্মশালায় অন্তত তিন দিন সহায়তা করার পর, যেসকল সহকারী প্রশিক্ষক পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে চান, তাঁদের কর্মশালার প্রস্তুতি ও উপস্থাপনার প্রক্রিয়াটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া, অন্যদের কাছে সদয়, বিচক্ষণ ও নম্রভাবে STS শেখানোর দক্ষতাও তাঁদের প্রদর্শন করতে হবে। যোগ্য বিবেচিত হলে একজন সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক (Certified Instructor) তাঁদের 'অস্থায়ী প্রশিক্ষক'-এর স্বীকৃতি বা উপাধি প্রদান করতে পারেন।

****সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক (Certified Instructors):**** এক বা একাধিক কর্মশালায় সহায়তা করার পর, অস্থায়ী প্রশিক্ষকরা 'সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক'-এর মর্যাদার জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীদের একজন জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষকের (Senior Instructor) কাছে STS কর্মশালার প্রতিটি ধাপ এবং STS-এর মূল ধারণাগুলোর ক্ষেত্রে তাঁদের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে।

সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকরা আনুষ্ঠানিক STS কর্মশালা পরিচালনা করতে পারেন; তবে অন্য কাউকে 'সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক' হিসেবে অনুমোদন বা স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি তাঁদের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

****জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষক (Senior Instructors):**** 'জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষক'-এর মর্যাদার জন্য বিবেচিত হতে হলে, একজন সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষককে প্রথমে একজন জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষকের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে হবে। পাশাপাশি, নতুন গল্পকথকদের (storytellers) প্রশিক্ষণ দেওয়া, মূল্যায়ন করা ও উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনার সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষকরা কেবল STS কর্মশালাই পরিচালনা করেন না, বরং তাঁরাই একমাত্র ব্যক্তি যাঁরা যোগ্য অস্থায়ী প্রশিক্ষকদের 'সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক'-এর মর্যাদা অনুমোদন ও প্রদান করতে পারেন।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত 'STS ওরাল বাইবেল স্কুল'-এর প্রশিক্ষকদের স্থানীয় সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়।

অধ্যায় ১১: প্রয়োগের ক্ষেত্র – এসটিএস (STS) শেখা ও ছড়িয়ে দেওয়ার উপায়

'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (STS) ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

আপনার বর্তমান পরিচর্যার কাজে STS-কে অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ বা যেকোনো বয়সের ও অবস্থানের মানুষের সাথেই কাজ করুন না কেন, STS আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তুলবে এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে মানুষকে সম্পৃক্ত করবে।

পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের বিষয়গুলো কম-বেশি করার মাধ্যমে, আপনার হাতে থাকা সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গল্পের উপস্থাপনার দৈর্ঘ্য আপনি ঠিক করে নিতে পারেন। আগেই যেমন বলা হয়েছে, কোনো স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে গল্পটি পুনরায় বলানোর প্রয়োজন সবসময় থাকে না। যদি আপনার হাতে সময় কম থাকে—যেমন গল্প নিয়ে পরিচর্যা করার জন্য ৩০ মিনিটেরও কম সময়—তবে স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে গল্পটি পুনরায় বলানোর বিষয়টি বাদ দিয়ে আপনি উপস্থাপনার সময় বাঁচাতে পারেন। আপনি নিজেই গল্পটি বলুন এবং তারপর সরাসরি 'লিড থ্রু' (Lead Through) বা আলোচনার মূল ধাপে চলে যান। এতেও STS পদ্ধতিটি কার্যকর থাকবে।

কথোপকথন-ভিত্তিক STS। STS গল্প বলার জন্য যখন বরাদ্দ সময় বা সুযোগ অত্যন্ত কম থাকে, তখন আপনি বেশ কিছু সৃজনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়, অংশগ্রহণকারীরা STS-এর মূল বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করার পর, আমরা তাদের এই অত্যন্ত ব্যবহারিক প্রয়োগটি শেখাই। সংক্ষেপে পদ্ধতিটি হলো:

সাতটি বা তার কম পদের (verses) একটি গল্প এক মিনিটের কিছু বেশি সময়ে বলা সম্ভব এবং নির্বাচিত কিছু পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের বিষয় নিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আলোচনা করা যায়। গল্পটি বলুন, বিভিন্ন অংশে ভাগ করে পুনরায় বলুন এবং প্রতিবার কেবল কয়েকটি পর্যবেক্ষণমূলক প্রশ্ন করুন। এরপর, দলটি গল্প থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ খুঁজে পাওয়ার পর, তাদের খুঁজে পাওয়া সেই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করুন।

প্রতিটি প্রশ্ন করার আগে, গল্পের সেই অংশটি বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলুন যেখানে সেই 'মূল সত্য' বা 'সম্পদ'টি লুকিয়ে আছে যা আপনি মানুষকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মার্ক ১:৪০-৪৫ অংশের গল্পটি বলে থাকেন, তবে প্রশ্ন করার আগে এভাবে ভূমিকা করতে পারেন: "মনে আছে, সেই কুষ্ঠরোগী যখন যীশুর সামনে নতজানু হয়ে মিনতি করে বলেছিল—'আপনি যদি চান, তবে আমাকে শুচি করতে পারেন'—তখন যীশু কেমন করুণা অনুভব করেছিলেন?" এরপর আপনার প্রশ্নটি করুন। মূল বিষয়টি হলো: ঠিক এইমাত্র শোনা গল্পের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট বিবরণ দেওয়ার পরই প্রশ্নটি করুন, যাতে তারা আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

যাজকদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ। প্রথাগত ও রক্ষণশীল মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের যাজকরা সাধারণত মণ্ডলীর মঞ্চ থেকে (পালপিট থেকে) STS পদ্ধতি ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন। অধিকাংশ গির্জায় ধর্মোপদেশ বা প্রচারের সময় যাজকের প্রশ্ন করার বিষয়টি সচরাচর দেখা যায় না। তাছাড়া, কোনো গল্প পড়ে শোনানোর পরিবর্তে তা নিজে বর্ণনা করা বা বলা—অনেক মহলেই এটি একটি বড় ধরনের পরিবর্তন বা পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যেসব যাজক STS কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন এবং এই পদ্ধতিটি পছন্দ করেছেন, তাঁরা এর কিছু সমাধান খুঁজে পেয়েছেন:

১. যাজকরা জানিয়েছেন যে তাঁরা অনানুষ্ঠানিক যুব সমাবেশে STS পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তরুণদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে, অভিভাবকরা যাজকদের কাছে এসে এমন সব প্রশ্ন করেছেন যেমন, "আপনারা কেন আমাদের এভাবেই শেখান না?"

২. অন্য যাজকরা উপাসনা-মঞ্চে (পালপিট) দাঁড়িয়ে STS পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তবে এক্ষেত্রে গল্পটি নিজে বলার পরিবর্তে তাঁরা ধর্মগ্রন্থ থেকে সেটি পাঠ করেন। তাঁরা প্রথাগত ও আনুষ্ঠানিক পাঠভঙ্গি থেকে সরে এসে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পাঠ করেন। এরপর তাঁরা গল্পটি 'গল্প বলার' (storytelling) ঢঙে উপস্থাপন করেন। সবশেষে, যাজকরা আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগমূলক প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেন।

কেউ কেউ শ্রোতাদের মুখে উত্তর দিতে উৎসাহিত করেন; আবার কেউ কেউ অলঙ্কারিক প্রশ্ন (rhetorical questions) করেন। (যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এগুলোর উত্তর মুখে দেওয়া হয় না।) আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, অলঙ্কারিক প্রশ্ন করার পর যাজককে কিছুক্ষণ চুপ থাকতে হবে। প্রশ্নগুলো অনুধাবন করার এবং উত্তর নিয়ে চিন্তা করার জন্য মানুষের সময়ের প্রয়োজন। এটি অত্যন্ত জরুরি। অল্প সময় নীরবতা পালনের এই বিশেষ দক্ষতাটি গড়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন হয়। নীরবতার পর, যাজক শ্রোতাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভাব্য ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন।

কখনও কখনও যাজকরা কোনো প্রশ্ন করার পর উপস্থিত সবাইকে তিন বা চারজনের ছোট দলে ভাগ হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলেন। কয়েক মিনিট পর যাজক সেই ধারণাগুলোর কথা উল্লেখ করেন যা হয়তো উপস্থিতরা খুঁজে পেয়েছেন বা পেতে পারতেন।

৩. কেউ কেউ গির্জায় STS পদ্ধতির প্রদর্শন করেন এই বলে যে, "এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমাদের থেকে দূরে থাকা এবং যারা পড়তে পারেন না, তাঁদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।" উপস্থিতরা এই মৌখিক বা কথ্য পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে আগ্রহী হন এবং এটি চর্চা করার সময় তাঁরা বুঝতে পারেন যে পদ্ধতিটি তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে বেশ ভালো লাগছে!

৪. যাজকরা তাঁদের সানডে স্কুলের (রবিবার স্কুল) পরিচালকদের কাছে STS পদ্ধতিটি পরিচিত করিয়েছেন। আবার অনেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিনে আয়োজিত গৃহ-সমাবেশেও এটি ব্যবহার করেছেন।

৫. এছাড়া অনেকে নতুন বিশ্বাসীদের ক্লাসেও STS পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ কাজের জন্য উপযোগী গল্পের মৌলিক সংকলনটি 'Ministry That Multiplies' (মিনিস্ট্রি দ্যাট মাল্টিপ্লাইজ) পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

সরাসরি (Live) STS পরিবেশনা—শ্রোতাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সাড়া ছাড়াই:

১. STS-এর গল্পকথকরা ১৫,০০০ মানুষের বিশাল সমাবেশেও গল্প শুনিয়েছেন। যেহেতু সরাসরি মৌখিক সাড়া পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই গল্পকথক শ্রোতাদের অনুরোধ করতেন যেন তারা পাশের ব্যক্তির কাছে গল্পটি পুনরায় বলেন। এক্ষেত্রে 'লিড থ্রু' (Lead Through) বা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার অংশটি বাদ দেওয়া হতো এবং প্রশ্নগুলো করা হতো কেবল চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্য (rhetorical questions)। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য গল্পকথক মাঝে মাঝে বলতেন, "আপনারা যদি একমত হন, তবে হাত তুলুন।"

২. STS-এর গল্পগুলো রেডিও বা টেলিভিশনেও উপস্থাপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পটি পুনরায় বলার অংশটি বাদ দেওয়া হয়, তবে প্রক্রিয়ার অন্যান্য ধাপগুলো অপরিবর্তিত থাকে। মূল কৌশলটি হলো প্রতিটি প্রশ্নের পর প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় ধরে এমন কিছু "অর্থহীন" কথাবার্তা বলা বা কোনো কাজ করা, যা শ্রোতাদের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ ও তাগিদ দেয়।

আমরা "অর্থহীন" বলছি কারণ আপনি যদি অর্থপূর্ণ কথা বলতে থাকেন, তবে শ্রোতারা আপনার কথাই শুনবে এবং আপনার করা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা করবে না। উদাহরণস্বরূপ, অর্থপূর্ণ কথা হলো: "তাহলে আপনার কী মনে হয়?" "এরপর কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি?" "আপনি কী বলবেন?" "আপনার উত্তর কী?"

"অর্থহীন কথাবার্তা" বলতে এমন সব শব্দ বা ধ্বনিকে বোঝায় যার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, কিন্তু যা নীরবতার বিরতিটুকু পূরণ করে। এই অর্থহীন ধ্বনিগুলো শ্রোতাদের মনোযোগ আপনার কথার দিকে টেনে নিয়ে বিভ্রান্ত করে না; বরং এগুলো রেডিওর সম্প্রচার বা 'এয়ারওয়েভ' পূর্ণ রাখে, যাতে কোনো শব্দ না পেয়ে শ্রোতারা স্টেশন পরিবর্তন না করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থহীন ধ্বনি হতে পারে—"হুমমমমম?" "আহহহহহ?" "উঁ-হুঁ, উঁ-হুঁ" বা "উমমমমম"।

STS-এর ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শৈলীর গল্প বলার নমুনা দেওয়া আছে।

৩. আপনি যদি STS পদ্ধতিতে দক্ষ হন এবং রেডিও স্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে তিন-চারজন ব্যক্তিকে বসানোর ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আপনি একটি চমৎকার রেডিও অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারবেন। ফিলিপাইনের যে STS গল্পকথকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি এই পদ্ধতিটিই ব্যবহার করেন। তাঁর সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানগুলোর প্রতিটিতে ৬৫০টিরও বেশি টেক্সট

মেসেজ ও ফোন কল আসে! বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি এবং রেডিওর অন্যান্য ফরম্যাট অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাট্যাভিনয়: আনন্দদায়ক ও জোরালো মাধ্যম

নাট্যাভিনয় পরিবেশন করা এবং দেখা—উভয়ই বেশ আনন্দদায়ক; এছাড়া এর মাধ্যমে কোনো কাহিনীকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলা যায়। কাহিনীটি প্রথমবার শোনানোর সময় বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে আপনি নাট্যাভিনয় ব্যবহার করতে পারেন।

সহকারীদের বলুন কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় নীরবে করে যেতে। তবে সহকারীরা যখন অভিনয় করবেন, তখন কাহিনী বর্ণনাকারীকেই সব কথা বলতে হবে। যেহেতু শ্রোতারা পুরো কাহিনীটি একজন ব্যক্তির মুখ থেকেই শোনে, তাই পরবর্তীতে তাঁরাও আপনাকে সেই কাহিনীটি হুবহু শুনিয়ে দিতে পারেন। একইভাবে, একজন ব্যক্তির কাছে পুরো কাহিনী শুনে শ্রোতারা বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্য বা অন্যদের কাছে সেই কাহিনীটি বলতে পারেন, যারা এটি আগে শোনেনি।

আমরা সহকারীদের দিয়ে চরিত্রের সংলাপ বলানোর বিষয়টি উৎসাহিত করি না। যদি বিভিন্ন সহকারীকে সংলাপ বলার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তা একটি সাধারণ নাটকে পরিণত হয়। যদিও নাটকের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করা বেশ উপভোগ্য এবং তা দর্শকদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, তবুও এতে কাহিনীটি পুনরায় বলার বা অন্যের কাছে তুলে ধরার ক্ষমতা কমে যায়।

তাছাড়া, অনেক মানুষ সংলাপ বললে কাহিনীটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ অনেককে তাদের নির্দিষ্ট সংলাপগুলো শিখতে ও মনে রাখতে হয়। পরিবেশনার সময় সংলাপ ভুলে গেলে বাইবেলের কোনো গম্ভীর কাহিনী দ্রুত হাস্যরসে বা কৌতুকপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হতে পারে। তাই খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন কাহিনীর গাম্ভীর্যপূর্ণ বার্তাটি কোনোভাবেই লঘু বা হাস্যকর হয়ে না পড়ে।

'দ্য গডস স্টোরি প্রজেক্ট' (The God's Story Project) এসটিএস (STS) শেখা ও ছড়িয়ে দেওয়ার বিভিন্ন উপায় এবং সেই সাথে নানাবিধ উপকরণ (অনেক ভাষায়) প্রদান করে।

১. STS হ্যান্ডবুক। অডিও বা লিখিত—যেকোনো ফরম্যাটেই পাওয়া এই STS হ্যান্ডবুকটিতে STS প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

২. STS ভিশন কাস্টিং (পরিচিতিমূলক উপস্থাপনা)। প্রশিক্ষক উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে আমরা আধা ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা মেয়াদী উপস্থাপনা বা প্রেজেন্টেশন আয়োজন করি। এতে আমরা STS-এর প্রদর্শন ও ধারণা ব্যাখ্যা করি এবং এর প্রভাব বা ফলাফল তুলে ধরি। একটি STS গল্পের অভিজ্ঞতা, হাতে-কলমে কাজের সুযোগ, প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পারেন যে কর্মশালা আয়োজন করা বা তাতে অংশ নেওয়া তাদের জন্য উপযুক্ত কি না।

৩. STS তিন-দিনের কর্মশালা। এই মডেলে STS-এর প্রদর্শন ও ব্যাখ্যার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। প্রশিক্ষণের এই তিন দিনে অনেক অংশগ্রহণকারীই দক্ষ অনুশীলনকারী হয়ে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেন; পরবর্তীতে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁরা গল্পের সাহায্যে পরিচর্যার কাজ (মিনিস্ট্রি) চালিয়ে যেতে পারেন।

৪. STS ওয়ান-স্টপ কর্মশালা। আমরা দুটি অংশে বিভক্ত ও পরস্পর সম্পৃক্ত এই কর্মশালাগুলোর আয়োজন করি, কারণ এগুলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যা সময়ের সাথে সাথে দক্ষ STS প্রশিক্ষক গড়ে তোলে। এই প্রশিক্ষকরা পরবর্তীতে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। প্রশিক্ষকদের দল যখন প্রশিক্ষণের জন্য অনেক দূর থেকে আসেন অথবা অংশগ্রহণকারীরা দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, তখন এই কর্মশালাটি একটি আদর্শ বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

প্রথম ১৮ ঘণ্টার প্রশিক্ষণে একটি ছোট দলকে শেখানো হয়, যেখানে প্রতি তিনজন অংশগ্রহণকারীর জন্য একজন প্রশিক্ষক থাকেন। নিবিড় শিক্ষা ও অনুশীলনের সেই ১৮ ঘণ্টা পার হওয়ার পর, সদ্য প্রশিক্ষিত এই অনুশীলনকারীরা সহকারী প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা এমন একটি বড় দলকে প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন যারা পরবর্তী ১৯ ঘণ্টার নির্দেশনার জন্য আসেন। আদর্শগতভাবে, এই অতিরিক্ত "কর্মশালা"-র ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচজন অংশগ্রহণকারীর জন্য একজন সহকারী প্রশিক্ষক থাকেন।

মোট ৩৭ ঘণ্টার এই প্রশিক্ষণের (সাধারণত ৫ দিনে সম্পন্ন) পর, এই সহকারী প্রশিক্ষকদের অধিকাংশই 'প্রভিশনাল' বা সাময়িক প্রশিক্ষক হিসেবে উন্নীত হতে পারেন। আগেই যেমন বলা হয়েছে, আরও অনুশীলন ও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সাময়িক প্রশিক্ষকরা পরবর্তীতে 'সার্টিফাইড' বা সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক হতে পারেন।

৫. এসটিএস (STS) চার্ট মাল্টিপ্লয়ার কর্মশালা। এতে শুক্রবার রাত, শনিবার ও রবিবার— অথবা শুধুমাত্র শনিবার ও রবিবার—ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি সপ্তাহান্তে ১৪ ঘণ্টার শিক্ষাদান পর্বের মাধ্যমে, টানা চারটি সপ্তাহান্তে একটি মাঝারি আকারের চার্চের সকল সদস্য দক্ষ এসটিএস অনুশীলনকারী হয়ে উঠতে পারেন।

পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে একটি বড় চার্চের (৫০,০০০ সদস্য পর্যন্ত) সকলকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি, প্রশিক্ষিতদের মধ্য থেকে একটি মূল দলকে এসটিএস প্রশিক্ষক হিসেবে সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বয়কর ব্যাপার হলো, এই মাল্টিপ্লয়ার কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে পুরো চার্চকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশকেই মাত্র এক বা দুটি সপ্তাহান্তের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়।

৬. এসটিএস হোম কর্মশালা। একজন সনদপ্রাপ্ত এসটিএস প্রশিক্ষক তিনজন বিশ্বাসীকে কোনো বাড়িতে আয়োজিত কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানান। কর্মশালাটি সম্পন্ন করতে প্রশিক্ষক

সপ্তাহে একদিন করে আড়াই ঘণ্টার সেশন পরিচালনা করেন; এভাবে ছয় সপ্তাহ ধরে কার্যক্রমটি চলে। সেশনগুলো সন্ধ্যা, বিকেল বা সপ্তাহান্তের ছুটির দিনে আয়োজন করা যেতে পারে।

এই ধরনের কর্মশালায় এমন ব্যক্তির অংশ নিতে পারেন, যারা চাকরি বা পারিবারিক দায়িত্বের কারণে একদিন বা তার চেয়ে দীর্ঘ সময়ের কর্মশালায় যোগ দেওয়ার মতো সময় বের করতে পারেন না। এছাড়া, লাজুক বা সংকোচবোধ করা ব্যক্তিদের জন্য বাড়ির পরিবেশটি বেশ আরামদায়ক ও ভীতিমুক্ত শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। আমরা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা, কিছু উপকরণ এবং সময়সূচি সরবরাহ করি।

ছয়টি সেশন শেষে, ওই একজন প্রশিক্ষক তিনজন ব্যক্তিকে দক্ষ এসটিএস অনুশীলনকারী হিসেবে গড়ে তোলেন। এরপর সেই তিনজন নতুন অনুশীলনকারীকে দ্বিতীয় আরেকটি ৬-সপ্তাহের হোম কর্মশালায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হয়। তাদের প্রত্যেককে আবার তিনজন করে নতুন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়।

আমাদের 'ওয়ান-স্টপ' (One-Stop) এবং 'চার্চ মাল্টিপ্লায়ার' কর্মশালার মতোই, এখানেও প্রশিক্ষক ধীরে ধীরে নতুন প্রশিক্ষিত অনুশীলনকারীদের নেতৃত্বের দিকে নিয়ে যান। দ্বিতীয় ৬-সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই, মূল তিনজন ব্যক্তি প্রত্যেকে আরও তিনজন করে ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করতে সহায়তা করেন। পাশাপাশি, তারা তাদের এসটিএস দক্ষতা বৃদ্ধি করেন এবং সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চালিয়ে যেতে পারেন অথবা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের জন্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—তা হতে পারে কোনো বাড়িতে বাইবেল অধ্যয়ন বা ফেলোশিপ গ্রুপের মাধ্যমে।

এই বারোজন ব্যক্তি যদি আরও তিনজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে চান, তবে পরবর্তী ছয়-সপ্তাহের সেশনের পর দলটির সদস্যসংখ্যা বেড়ে ৩৬-এ (মূল প্রশিক্ষকসহ) দাঁড়াবে। অনেক বাড়িতেই এত মানুষের জায়গা সংকুলান করা সম্ভব। STS-এর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের বড় একটি অংশ ছোট দলে সম্পন্ন হয়; তাই চারজনের এই দলগুলো প্রয়োজনে বাড়ির বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা কখনও কখনও খোলা আকাশের নিচে মিলিত হতে পারে।

STS-এ নতুন প্রশিক্ষিত ব্যক্তির আরও নতুনদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের দলের পরিধি বাড়াতে পারেন। তাঁরা বাড়িতে ছোট ছোট দল গঠন করতে পারেন অথবা সুসমাচার প্রচারের কাজে বাইবেলের গল্প বলা বা শিক্ষাদানের দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন। আবার, তাঁরা কেবল প্রভুর আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে STS-পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়নও করতে পারেন। আমরা এই সবকটি পথকেই চমৎকার বলে মনে করি।

STS-এর দক্ষতা মানুষকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখতে, তা ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে এবং অন্যদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম করে তোলে। তাঁদের নিজেদের জীবনে এবং তাঁরা

যাদের কাছে বাইবেলের গল্প বলেন ও শিক্ষা দেন, তাদের জীবনেও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের মতো গভীর প্রভাব পড়বে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে যদি অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অব্যাহত রাখেন, তবে একজন সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের পরিচালনায় শুরু হওয়া সেই প্রথম 'হোম ওয়ার্কশপ' বা গৃহ-ভিত্তিক কর্মশালার প্রভাব দুই বছরের মধ্যে ৬,০০০-এরও বেশি মানুষের ওপর পড়তে পারে! শিষ্যত্ব গড়ে তোলা ও পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক ও কার্যকর পদ্ধতি।

যেহেতু STS পদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো ঈশ্বরের বাক্য শোনা এবং তা ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করা, তাই এর ব্যাপক প্রভাব ও বিস্তারের কারণটি সহজেই অনুমেয়।

৭. শিষ্যত্ব ও বিস্তার (Discipleship-Multiplication): STS কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা 'গল্প-পরিবেশনকারী' (story practitioner) হিসেবে গড়ে ওঠেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয় পরিসরে তাদের নতুন দক্ষতা কাজে লাগাতে সক্ষম হন। 'মিনিস্ট্রি দ্যাট মাল্টিপ্লাইজ' (Ministry That Multiplies)-এর মতো বিভিন্ন মাধ্যম ও পাঠ্যক্রমের সাহায্যে গল্পের মাধ্যমে পরিচর্যা করার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই উপকরণগুলো আপনাকে এমন সব নির্দেশিকা দেয় যার মাধ্যমে আপনি যাদের শেখাচ্ছেন, তাদেরকেই STS পদ্ধতি ব্যবহারের কৌশলগুলো ধাপে ধাপে হস্তান্তর করতে পারেন—অর্থাৎ পরিচর্যা চলাকালীনই এই শেখানোর প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে! (ওয়েবসাইটের উপরের দিকের 'Training Info' এবং 'Resources' লিঙ্কগুলোতে গেলে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।)

৮. ব্রোশিওর (Brochures): তিন-ভাঁজ বিশিষ্ট (tri-fold) এই ব্রোশিওরগুলোতে পদ্ধতিটির বিবরণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা (testimony) এবং কীভাবে STS ও 'ঈশ্বরের গল্প' (God's Story) অন্যদের কাছে তুলে ধরা যায়—তার নির্দেশনা থাকে। বিশেষ বিষয়বস্তু এবং STS ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা স্থান সম্পর্কিত অন্যান্য ব্রোশিওর সম্পর্কেও খোঁজ নিতে পারেন।

৯. পরিবেশনকারীদের জন্য অডিও প্রশিক্ষণ (Practitioner Audio Training): এটি একটি গভীর ও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, যা বাইবেলের গল্প প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে এবং অংশগ্রহণমূলক দলীয় আলোচনার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। দলগুলো ২ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় নিয়ে আলোচনা ও নতুন বিষয় আবিষ্কারের কাজে মগ্ন থাকতে পারে! এটি MP3, CD বা সোলার প্লেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়।

১০. বাইবেল বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আবিষ্কার (IDB): এতে বাইবেলের গল্পের পাশাপাশি চিন্তাশীল ও দলীয় আলোচনার উপযোগী প্রশ্নাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্কুল, ক্লাস বা গৃহ-গোষ্ঠীর (home group) জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বাসী ও সত্য-সন্ধানী—উভয় শ্রেণীর মানুষই

এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু আবিষ্কারের জন্য সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়; এটি DVD ও অডিও ফরম্যাটে পাওয়া যায়।

১১. ইন্টারনেট রিসোর্স। SimplyTheStory.org-এ STS (SimplyTheStory) বিষয়ক প্রচুর তথ্য লিখিত, অডিও এবং ভিডিও ফরম্যাটে পাওয়া যায়। এখানে STS-এর বিস্তারিত বিবরণ, এর সূচনা, সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs), বিশ্বাস-সমর্থনমূলক আলোচনা (apologetics), ডাউনলোডযোগ্য উপকরণ, বিশ্বজুড়ে এর ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বা সাক্ষ্য, আসন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ওরাল বাইবেল স্কুল (Oral Bible Schools), গল্পের নমুনা এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী মিশনারি সফরের জন্য STS প্রশিক্ষণের ধারণা বা লক্ষ্য তুলে ধরতে গির্জায় ৩ মিনিটের 'What & Why' (কী ও কেন) ভিডিওটি ব্যবহার করতে পারেন। STS ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন রিসোর্স ও নিবন্ধ যুক্ত করা হয়।

১২. সরাসরি অনুশীলন ও মেন্টরিং। STS এক্সটেনশন ক্লাসের মাধ্যমে সরাসরি স্কাইপ (Skype) স্টোরি-প্র্যাকটিস সেশন এবং মেন্টরিং বা নির্দেশনায় অংশ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

১৩. অডিও হ্যান্ডবুক। STS হ্যান্ডবুকের রেকর্ড করা সিডি (CD) পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া STS প্রশিক্ষণের ডিভিডি-টিও (DVD) সংগ্রহ করতে পারেন।

১৪. টুইটার। <http://www.twitter.com/SimplyTheStory> ঠিকানায় STS-কে ফলো করুন।

১৫. আয়োজন (Hosting)। আপনি যদি কোনো কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ আয়োজনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান, তবে অনুগ্রহ করে এই হ্যান্ডবুকের শেষে তালিকাভুক্ত আপনার নিকটস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্ত নির্দেশিকা বা গাইডলাইন পেতে STS ওয়েবসাইটে গিয়ে "Hosting" লিখে অনুসন্ধান করুন।

পরিশিষ্ট ক: কোচিং বা প্রশিক্ষণ পর্যালোচনার ফর্ম

গল্পকথক _____ যে গল্পটি বলা হয়েছে _____

'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (STS) পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ STS হ্যান্ডবুকে রয়েছে। গল্পকথকদের মনে করিয়ে দিন: "আমি পরে আপনাকে পরামর্শ বা নির্দেশনা (কোচিং) দেব। গল্প বলা শুরু করার আগে এটি মনে রাখবেন: কর্মশালায় আপনার সহকর্মীরা যতই শিক্ষিত হোন না কেন, আপনাকে গল্পটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন শ্রোতারা মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণকারী (oral communicators) এবং তারা কেবল আপনার উপস্থাপিত গল্পের বিষয়বস্তু (এবং বর্তমান প্রশিক্ষণে বলা অন্যান্য গল্পের বিষয়বস্তু) সম্পর্কেই জানেন।"

একজন প্রশিক্ষক-কোচ হিসেবে গল্পকথকদের কাছ থেকে আপনি যা আশা করেন, তার কিছু অনুস্মারক বা নির্দেশিকা নিচে দেওয়া হলো:

- ১) গল্পের আগের ভূমিকা বা প্রস্তুতিমূলক অংশটি সংক্ষিপ্ত রাখুন এবং প্রয়োজন হলেই কেবল ভূমিকা ব্যবহার করুন।
- ২) ভূমিকায় বাইবেলের বাইরের কোনো তথ্য ব্যবহার করবেন না।
- ৩) বাইবেলের গল্পের নির্ভুলতা বজায় রাখুন; কোনো তথ্য বাদ দেবেন না বা নতুন কিছু যোগ করবেন না।
- ৪) একটি নির্দিষ্ট বাইবেলের গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুন; সমান্তরাল বা অন্য কোনো বিবরণের তথ্য এর সাথে মেশাবেন না।
- ৫) স্বেচ্ছাসেবক এবং শ্রোতারা যখন কথা বলেন বা প্রশ্নের উত্তর দেন, তখন তাদের প্রতি চিন্তাশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া জানান।
- ৬) 'লিড থ্রু' (গল্পের মূল অংশটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া) প্রক্রিয়াটি দ্রুত অথচ নির্ভুল হতে হবে। পুরো গল্পটি তুলে ধরুন। শ্রোতাদের সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- ৭) গল্পের কোনো একটি অংশ পুনরায় বলুন এবং তারপর একটি সুনির্দিষ্ট 'ওয়াইজ কাউন্সেলর' (Wise Counsellor) বা 'জ্ঞানী পরামর্শদাতা' ধরনের প্রশ্ন করে আলোচনা শুরু করুন।
- ৮) অংশগ্রহণকারীদের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা বা অভিযোজন ক্ষমতা প্রদর্শন করুন।
- ৯) "এ বিষয়ে আপনাদের মধ্যে আর কেউ কী ভাবছেন (বা কী দেখছেন/বলতে চান)?"—এভাবে বলে শ্রোতাদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ তৈরি করুন।
- ১০) অংশগ্রহণকারীরা পর্যবেক্ষণ থেকে যে 'আধ্যাত্মিক' বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন তা উল্লেখ করুন। এরপর ৪টি প্রশ্ন (দূর থেকে নিকট—অর্থাৎ সাধারণ থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োগের দিকে) ব্যবহার করে তাদের জীবনের জন্য প্রয়োগের বিষয়টি খুঁজে বের করতে সহায়তা করুন।
- ১১) উপদেশ বা ধর্মোপদেশ দেবেন না!
- ১২) STS উপস্থাপনার ৫টি পৃথক উপাদান বা ধাপ প্রদর্শন করুন।

গল্পকথককে বলুন: “আপনি কী কী ভালো করছেন এবং কোন বিষয়গুলো আরও ভালো করা যেতে পারে—সেগুলো মনে রাখার জন্য আমি নোট বা টীকা লিখে রাখব। পরে আপনাকে পরামর্শ বা নির্দেশনা (coaching) দেওয়ার সময় এই নোটগুলো আমার কাজে আসবে। গল্প বলার সময় কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি পাশে আছি।”

গল্পকথকের কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য এই ফর্মটি ব্যবহার করুন। কী কী ভালো হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলোর উন্নতি করা প্রয়োজন, তা নোট করে রাখুন। সুনির্দিষ্টভাবে নোট লিখুন যাতে আপনি পরে স্পষ্ট ও কার্যকরভাবে পরামর্শ দিতে পারেন। ভালো পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি আপনাকে সহায়তা করবে। ফর্মের প্রতিটি ঘর বা লাইন পূরণ করার প্রয়োজন নেই।

এই ফর্মটি গল্পকথককে দেবেন না। এছাড়া, পূরণ করা ফর্মটি এমন কোথাও ফেলে রাখবেন না যাতে অন্য কেউ তা দেখতে পায়।

প্রথম ধাপ – গল্প বলা, স্বেচ্ছাসেবক ও পরিচালনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া

শুরুর সময়:	
প্রার্থনা দিয়ে শুরু	
	গল্প বলা
১. ভূমিকা	
২. বাইবেলের ব্যবহার	
৩. নির্ভুলতা	
৪. গল্পের সাথে মানানসই অভিব্যক্তি	
৫. গল্পের ভাব ফুটিয়ে তোলা অঙ্গভঙ্গি	
৬. গল্পের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা	
	স্বেচ্ছাসেবী
১. স্বেচ্ছাসেবকের কথা শুনেছি	
২. এরপর বিশেষ কিছু সদয় কথা বলেছি	
	নেতৃত্বের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া
১. দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে	
২. বিভিন্ন পদ্ধতি (৩টি)	
৩. অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে	
৪. সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে অঙ্গভঙ্গি ও ভাবভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে	
৫. নির্ভুলতা	
৬. সাড়া বা প্রতিক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে	

দ্বিতীয় পর্যায় – আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ

শুরুর সময়:	আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ
১. শুরুতেই বা তার কাছাকাছি সময়ে পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া	
২. সঠিকভাবে অংশ বা ভাগে ভাগ করা	
৩. প্রতিটি প্রশ্নে গল্পের অংশটি পুনরায় উল্লেখ করা	
৪. 'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা'র (Wise Counsellor) সবকটি প্রশ্ন ব্যবহার করা	
৫. দলের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা আলোচনাকে উৎসাহিত করা	
৬. গভীরভাবে বিষয়বস্তু আবিষ্কারে সহায়তা করা	
৭. সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও মিথস্ক্রিয়া	
৮. অসন্তোষজনক উত্তরের ক্ষেত্রেও যথাযথ সাড়া দেওয়া	
৯. আলোচনাকে গল্পের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা	
১০. বিষয়বস্তু আবিষ্কারে সহায়তার জন্য মূল শব্দ বা 'কি-ওয়ার্ড' ব্যবহার করা	
১১. মনোযোগ দিয়ে শোনা	
১২. গল্পের মাধ্যমেই শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া	
শুরুর সময়:	আধ্যাত্মিক প্রয়োগ
১. পর্যবেক্ষণের আধ্যাত্মিক দিকটি পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে	
২. 'দূর থেকে নিকট' (Far-to-Close) বিষয়ক চারটি প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে	
৩. প্রয়োগের বিষয়টি গভীর ও গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে	
৪. দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা আলাপচারিতা উৎসাহিত করা হয়েছে	
৫. সদয় ও ইতিবাচক মনোভাবপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া বজায় রাখা হয়েছে	
৬. অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে বিষয়গুলো আবিষ্কার করতে দেওয়া হয়েছে	
সময় সমাপ্ত:	দলের সামগ্রিক নেতৃত্ব
১. দলের অংশগ্রহণের মাত্রা	
২. গল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা	
৩. সমস্যা ভালোভাবে সামলানো	
৪. উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা	
৫. গল্পের বাইরের মন্তব্য সামলানো	
৬. সময় ব্যবস্থাপনা	

সামগ্রিক সুপারিশসমূহ:

পরিশিষ্ট খ: একটি নমুনা গল্পের মধ্য দিয়ে যাত্রা —

কীভাবে প্রশ্ন প্রস্তুত করতে হয়

জাক্বয়, লুক ১৯:১-১০

এই অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা এখন আরেকটি নমুনা গল্পের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হব। আমরা যাক্বয়ের গল্পটি বেছে নিয়েছি। এর একটি কারণ হলো, যাক্বয়ের গল্পটিকে প্রায়শই কেবল শিশুদের জন্য একটি সহজ গল্প হিসেবে দেখা হয়। এটি সত্যিই সহজ, তবে এর মধ্যে গভীর অর্থও নিহিত রয়েছে।

গল্পটি সাধারণত এভাবে বলা হয়: “যাক্বয় নামের এক খাটো মানুষ যীশুকে দেখতে চেয়েছিলেন; তাই ভিড়ের ওপর দিয়ে দেখার জন্য তিনি একটি গাছে চড়লেন। ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকেরা তাঁকে পছন্দ করত না কারণ তিনি ছিলেন একজন কর-সংগ্রাহক, কিন্তু যীশু সেই খাটো মানুষটিকে লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করতে গেলেন। যাক্বয় এতে আনন্দিত হলেন এবং তাঁর অর্থের অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে দিলেন; আর আমাদেরও যাক্বয়ের মতো হওয়া উচিত।”

যদিও এই তথ্যগুলো গল্পের মধ্যেই রয়েছে—তবুও এর বাইরেও আরও অনেক কিছু খুঁজে পাওয়ার আছে। আমরা যখন ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতিতে গল্পটি নিয়ে আলোচনা করব, তখন এর অনেক গভীর ও মূল্যবান বিষয় উন্মোচিত হবে।

যাক্বয় বিষয়ক বাইবেলের এই অংশটি নিয়ে আলোচনার সময় আমরা মূলত প্রশ্ন তৈরির ওপর মনোযোগ দেব। যোগাযোগের জন্য আমরা এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করছি যা সচরাচর মৌখিক আলোচনার বাইরে মনে হতে পারে; আমরা সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ এবং প্রশ্নগুলো লিখে রাখছি। জেনে রাখুন, আমরা যা লিখছি তা মূলত আপনার চিন্তার প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। তবে, প্রস্তুতির বিষয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ না থাকায়, আমরা আপনার কাছে সেই মানসিক প্রক্রিয়াটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিন্ন একটি উপায় বেছে নিয়েছি—অর্থাৎ আমরা তা লিখে রেখেছি। বাঁকা অক্ষরে (*italics*) লেখা শব্দগুলো হলো আপনার চিন্তার বিষয়বস্তু। আর লিখিত প্রশ্নগুলো হলো আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য আপনার সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার নমুনা।

বাইবেলের কোনো গল্পের জন্য এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়াটি হলো মূলত মূল্যবান বিষয় বা ‘রত্ন’ খুঁজে বের করা এবং সেই রত্নগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরি করার একটি সুশৃঙ্খল ক্রম। যখন আপনি মনে মনে এই কাজটি করেন, তখন গল্পটিই আপনার নোট বা টোকায় পরিণত হয়। গল্পটি অনেকটা কাপড় শুকানোর দড়ির মতো। মনে মনে সেই দড়ির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়ার সময় আপনি আপনার খুঁজে পাওয়া রত্ন ও প্রশ্নগুলোকে সেই দড়িতে ঝুলিয়ে রাখেন।

এই নমুনা আলোচনার বিশালতা দেখে আপনি হয়তো অবাক হয়ে বলে উঠবেন, “এ তো অনেক দীর্ঘ!” আবার এটি নিয়ে কাজ শুরু করার পর হয়তো বলবেন (যেমনটা অন্যরা বলে থাকেন), “এতে অনেক বেশি পুনরাবৃত্তি রয়েছে!” সত্যি বলতে, এই নমুনা পদ্ধতিটি হয়তো আপনার শেখার

ধরনের সাথে মানানসই নাও হতে পারে। তবে, আমরা আপনাকে অন্তত এই নমুনাটি থেকে শেখার চেষ্টা করার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ এটি আপনাকে প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

আসলে, অনেকের কাছেই এই অধ্যায়টি প্রশ্ন তৈরির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

শুরুতে, আপনি যখন নিজে নিজে যাক্সয়ের ঘটনাটি নিয়ে পড়াশোনা করবেন, তখন হয়তো এখানে আমরা যেসব অমূল্য বিষয় বা 'সম্পদ' তুলে ধরেছি, তার সবকটি খুঁজে নাও পেতে পারেন। উল্লেখ্য যে, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই ঘটনাটি নিয়ে শিক্ষা দিয়েছি। সেই সময়গুলোতে অন্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই ঘটনাটি থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সময়ের সাথে সাথে আমরা নানা বিষয় আবিষ্কার করেছি, যা এখন আমাদের সক্ষম করে তুলেছে আপনার সাথে সেই বহুবিধ অমূল্য বিষয় ভাগ করে নেওয়ার জন্য। মূলত, আপনি অনেক মানুষের কাছ থেকে তথ্য বা অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহ করছেন—ঠিক যেমনটা STS-এর দলগত আলোচনার সময় নিয়মিত ঘটে থাকে!

STS পদ্ধতিতে গল্প বা ঘটনা প্রস্তুত ও উপস্থাপন করার সাথে সাথে আপনি নিজেও আরও অনেক নতুন নতুন অমূল্য বিষয় আবিষ্কার করবেন। এমনকি পরবর্তীতে এই ঘটনাটি নিয়ে পুনরায় চিন্তা করলে আপনি হয়তো আরও নতুন কিছু খুঁজে পেতে পারেন। ঈশ্বরের বাক্য এমনই; এর সত্যের ভাঙার কখনোই ফুরিয়ে যায় না!

এই অধ্যায়টি এমনভাবে সাজানো হয়েছে: যাক্সয়ের ঘটনাটি পড়ার ও শেখার পর, আমরা আপনাকে দেখাব কীভাবে সেই ঘটনার মধ্য থেকে আধ্যাত্মিক অমূল্য বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে হয় এবং কীভাবে এমন সব প্রশ্ন তৈরি করতে হয় যা অন্যদের সেই বিষয়গুলো আবিষ্কার করতে সহায়তা করবে।

আমাদের প্রস্তাবিত কিছু আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের সাথে আপনি হয়তো একমত নাও হতে পারেন বা সেগুলো আপনার চোখে নাও পড়তে পারে। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং একে কোনো সমস্যা হিসেবেও দেখা উচিত নয়। STS পদ্ধতিতে অন্যদের শেখানোর সময়, আপনি কেবল সেই বিষয়গুলোই তুলে ধরবেন যা আপনি নিজে স্পষ্টভাবে সেই ঘটনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

আমাদের দেওয়া কিছু ধারণা হয়তো কেবল আলোচনার খোরাক হিসেবেই কাজ করবে। দলের মধ্যে যখন সেই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, তখন প্রায়শই প্রভু অন্যদের মাধ্যমে কথা বলেন এবং সেই শাস্ত্রাংশের নতুন কোনো অর্থ বা উপলব্ধি সবার সামনে উন্মোচিত হয়।

অন্যদের নতুন কিছু আবিষ্কারের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশ্ন তৈরি করা STS পদ্ধতির অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জিং বা কঠিন কাজ। আমরা আশা করি, এখানে বারবার অনুশীলনের যে সুযোগ রাখা হয়েছে, তা আপনাকে এই নতুন দক্ষতাটির সাথে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে সাহায্য করবে।

বাস্তবে যখন আপনি এই ঘটনাটি নিয়ে শিক্ষা দেবেন, তখন সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে হয়তো কোনো এক সময়ে এর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি অমূল্য বিষয়ই তুলে ধরতে পারবেন।

আসুন শুরু করা যাক

এই অনুশীলনের জন্য পরামর্শ হলো, প্রথমে আপনি 'এসটিএস' (STS) বা কথোপকথন-ভিত্তিক শৈলীতে দশটি পদের এই গল্পটি শিখে নিন। (নিচে দেওয়া গল্পের কথোপকথন-ধর্মী নমুনাটি ব্যবহার করুন।)

এই নির্দেশিকার 'কীভাবে একটি গল্প প্রস্তুত করবেন' অংশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী গল্পটি শিখুন:

১. দশটি পদের এই গল্পটি একবার উচ্চস্বরে পড়ুন।

২. পড়ার সময় খেয়াল করবেন যে, এটি কথোপকথনের ঢঙে বলা একটি গল্পের উদাহরণ। এতে ব্যবহৃত শব্দগুলো এমন যা আমরা স্বাভাবিক কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকি। যেমন, বাইবেলে হয়তো 'পাবলিকান' (publican) শব্দটি থাকতে পারে, কিন্তু এই গল্পে বলা হয়েছে 'কর আদায়কারী' (tax collector)।

৩. গল্পটি পড়ার সময় মনে মনে দৃশ্যগুলো কল্পনা করুন।

৪. পড়া শেষ করার পরপরই চোখ বন্ধ করুন এবং গল্পটির যতটুকু মনে আছে তা উচ্চস্বরে বলুন। মনে মনে গল্পের দৃশ্যগুলো কল্পনা করুন। মনে রাখবেন, আপনি হুবহু শব্দগুলো নয়, বরং মূল গল্পটি মনে করার চেষ্টা করছেন।

৫. আবার ফিরে যান এবং গল্পটি উচ্চস্বরে পড়ুন। তখন আপনি বুঝতে পারবেন কোন অংশগুলো বাদ পড়েছিল বা ভুলবশত বাড়তি যোগ করা হয়েছিল।

৬. চোখ বন্ধ করুন। আবারও উচ্চস্বরে গল্পটি বলুন এবং বলার সময় অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয়ের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলুন, ঠিক যেমনটি আপনি মনে মনে কল্পনা করছেন।

প্রায় চারবার গল্পটি পড়ার ও পুনরাবৃত্তি করার পর, অনেকেই লক্ষ্য করবেন যে তাঁরা পুরো গল্পটি বেশ নির্ভুলভাবে বলতে পারছেন! গল্পটি নিয়ে চর্চা করার সাথে সাথে আপনি এর সাথে আরও পরিচিত হয়ে উঠবেন। পরিচর্যার কাজে এটি ব্যবহার করার আগে, আপনি হয়তো আরও কিছুটা সময় নিয়ে এটি পড়তে ও পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন, যাতে বিষয়টি একদম নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করা যায়।

তবে, চার থেকে ছয়বার চেষ্টা করার পরেও যদি গল্পটির বিষয়বস্তু মনে রাখতে আপনার অসুবিধা হয়, তবে খুব সম্ভবত আপনি অজান্তেই বিষয়বস্তু মনে রাখার নতুন পদ্ধতিটি ছেড়ে দিয়ে শব্দ মুখস্থ করার সেই পুরনো ও পরিচিত পদ্ধতিতে ফিরে গেছেন।

তথ্য শেখার ক্ষেত্রে আপনার অতীতের অভ্যাসের কারণে আপনি সেই পরিচিত পদ্ধতিতে ফিরে গেছেন এবং এর ফলে STS-এর মূল কাঠামো বা পদ্ধতিটিই বদলে ফেলেছেন!

তাই যদি দেখেন যে গল্পটি মনে রাখা খুব কঠিন হচ্ছে, তবে আমরা আপনাকে পরামর্শ দেব নির্দেশাবলীগুলো পুনরায় দেখে নেওয়ার জন্য। উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করুন এবং সাক্ষর এই গল্পটি STS পদ্ধতিতে শেখার জন্য আবারও চেষ্টা করুন...। এবার, গল্পটি পুনরাবৃত্তি করার সময় লিখিত অংশটি লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন না। আর মনে রাখবেন, উচ্চস্বরে পড়ুন এবং উচ্চস্বরেই পুনরাবৃত্তি করুন! (লুক ১৯:১-১০, কথোপকথনের ভঙ্গিতে)

যীশু যিরীহো শহরে প্রবেশ করলেন এবং তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। সেখানে সাক্ষর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ছিলেন প্রধান কর-সংগ্রাহক এবং বেশ ধনী। সাক্ষর যীশুকে দেখার চেষ্টা করলেন; কিন্তু প্রচুর ভিড়ের কারণে তা পারলেন না, কারণ তাঁর উচ্চতা ছিল কম। তাই সাক্ষর দৌড়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যীশুকে দেখার জন্য একটি সিকামোর গাছে চড়ে বসলেন; কারণ যীশু সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন।

যীশু যখন সেই জায়গায় পৌঁছালেন, তখন তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে সাক্ষরকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে বললেন, "সাক্ষর, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসো; কারণ আজ আমাকে তোমার বাড়িতেই থাকতে হবে।" সাক্ষর তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে এলেন এবং আনন্দের সাথে যীশুকে গ্রহণ করলেন। ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকেরা যখন তা দেখল, তখন তারা সবাই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলতে লাগল যে, যীশু এমন এক ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হয়ে যাচ্ছেন যিনি একজন পাপী। তখন সাক্ষর উঠে প্রভুকে বললেন, "দেখুন প্রভু, আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে দিচ্ছি; আর মিথ্যা অভিযোগ করে কারও কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকলে, আমি তাকে তার চারগুণ ফেরত দিচ্ছি।" যীশু সাক্ষরকে বললেন, "আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এল, কারণ তিনিও অব্রাহামেরই সন্তান। কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে বের করে রক্ষা করতেই 'মনুষ্যপুত্র' এসেছেন।"

অনুগ্রহ করে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন

গল্পটি প্রস্তুত করার সময় আপনার মনে যেসব চিন্তাভাবনা এসেছিল, তার সবকটির যথার্থতা বা সত্যতা হয়তো আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। শিক্ষা দেওয়ার সময় সেই অপ্রমাণিত বা অপ্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলো অন্যদের শেখানো উচিত নয়। বরং সেই ধারণাগুলো আপাতত সরিয়ে রাখুন; হয়তো অন্য কোনো গল্পে সেগুলোর সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে সেগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

গল্পটি উপস্থাপন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় আপনি হয়তো দেখবেন যে, অন্যদের উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রভু আপনাকে নতুন কোনো সত্যের সন্ধান দিচ্ছেন। আবার আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার সময় এমনও হতে পারে যে, আপনার আগের সেই চিন্তাভাবনাগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল!

আরও পড়ার আগে, যাক্কায়ের গল্পটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করুন এবং দেখুন কী কী আধ্যাত্মিক রত্ন বা শিক্ষা আপনি খুঁজে পান। গল্পটি পড়ার সময় ‘বিজ্ঞ পরামর্শদাতা’র (Wise Counsellor) সেই প্রশ্নগুলো নিজে থেকে করার চেষ্টা করুন। প্রতিটি ব্যক্তির কথা, কাজ এবং তাদের নেওয়া সিদ্ধান্ত (অথবা যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত)—এসব থেকে আধ্যাত্মিকভাবে কী শেখা যায়? নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফল ও প্রভাব লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর যা বলেছেন বা করেছেন, তা থেকে তাঁর সম্পর্কে কী জানা যায়? এই অনুশীলনটি আপনাকে আপনার দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।

এরপর, গল্পটি যখন আপনার মনে সজীব থাকবে, তখন আপনার পর্যবেক্ষণগুলোর সাথে আমাদের পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে দেখতে পারেন। এমন কিছু বিষয় বা ‘রত্ন’ আপনি খুঁজে পেতে পারেন যা আমরা উল্লেখ করিনি। একইভাবে, আমরা হয়তো বাঁকা অক্ষরে (italics) এমন কিছু পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করব যা আমাদের মাথায় এসেছিল কিন্তু আপনার নজরে পড়েনি। আপনার এই ‘রত্ন-সন্ধান’ উপভোগ করুন!

আমরা যেসব আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি:

১. যারা যীশুর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছিল, তারাই যাক্কায়কে যীশুর কাছাকাছি যেতে বাধা দিচ্ছিল।
২. যাক্কায় উচ্চতায় খাটো হলেও পদমর্যাদায় ছিলেন বড়। তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি এবং প্রধান কর-সংগ্রাহক; তবুও যীশুকে দেখার জন্য তিনি এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, সাধারণ উপায়ে কাছে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একটু কষ্টসাধ্য বা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন।
৩. জনসমক্ষে রাস্তায় দৌড়ানো এবং গাছে ওঠার মতো কাজগুলো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য হয়তো মর্যাদাহানিকর বা উপহাসের বিষয় হতে পারত; কিন্তু এই আশঙ্কা যাক্কায়কে যীশুকে দেখার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।
৪. আমরা দেখেছি যীশু ভিড়ের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর মানুষ তাঁকে ঘিরে আছে। সবাই যীশুর খুব কাছাকাছি আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল। কিন্তু তিনি তাদের কাউকেই আলাদা করে ডাকলেন না। বরং যীশু এমন একজনকে বেছে নিলেন যিনি এমনকি কাছেও ছিলেন না—আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন গাছের ওপর!
৫. যীশু যাক্কায়কে নাম ধরে ডাকলেন, যা ওই ব্যক্তির প্রতি যীশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করে। ৬. যীশু নিজেই যাক্কায়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—এমন আচরণ অধিকাংশ

সংস্কৃতিতেই অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। কী ঘটতে "যাচ্ছে" বা কী ঘটবে "আবশ্যক"—সে বিষয়ে যীশু নিশ্চিত জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করলেন, যেন তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন।

৭. কোনো ব্যক্তি যখন ওপরের দিকে তাকান—বিশেষ করে এমন কোনো নেতা যাকে অন্যরা অনুসরণ করেছে—তখন সাধারণ মানুষও কৌতূহলী হয়ে ওপরের দিকে তাকায় এটা দেখার জন্য যে নেতা কী দেখছেন। এর অর্থ হলো, কেবল যীশুই যাক্কয়কে দেখছিলেন না, বরং উপস্থিত সবাই তাঁকে দেখছিল! ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও যাক্কয় কোনো ভয় বা লজ্জা প্রকাশ করেননি; বরং তিনি আনন্দই প্রকাশ করেছিলেন।

৮. যীশু যাক্কয়কে বলেননি কেন তাঁকে যাক্কয়ের বাড়িতে যেতে হবে। কৌতূহলজাগানিয়া বিষয় হলো, যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে যাক্কয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তিনি দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

৯. ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকেরা যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কানাঘুসা বা অসন্তোষ প্রকাশ করে যাক্কয়ের বিরুদ্ধে কথা বলছিল; তারা বলছিল যে তিনি "একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গিয়েছেন।" "যেতে গিয়েছেন" (gone to be) কথাটি ইঙ্গিত করতে পারে যে যীশু হয়তো কেবলই রওনা হয়েছিলেন অথবা তিনি ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যাক্কয়ের সামনে ভিড়ের উদ্দেশ্যে যীশু যা বলেছিলেন, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের সমালোচনার কথা তিনি জানতেন। ভিড়ের সেই সমালোচনার জবাবে যীশু নিজের পক্ষে কোনো সাফাই গাইলেন না, বরং যাক্কয়ের বাড়ির দিকে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

১০. ভিড়ের অভিযোগ—যে যীশু "একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গিয়েছেন"—তা থেকে এটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা নিজেদের পাপী বলে মনে করত না।

১১. জনতা যীশুর 'অনুসারী'র মতো আচরণ করছিল। তারা যীশুকে ঘিরে তাঁর সাথে সাথে চলছিল। ভিড় এতটাই ঘন ছিল যে, তাদের কারণে যাক্কাই যীশুকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। যদিও তাদের সমালোচনার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যীশু কার বাড়িতে আহার করছেন তা নিয়ে তারা চিন্তিত, আসলে তারা সম্ভবত বোঝাতে চাইছিল যে তাদের নিজেদের বাড়িগুলোর কোনো একটিই ছিল সঠিক পছন্দ। প্রকৃতপক্ষে, যীশু কোন বাড়িতে যাবেন সেই পছন্দের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে জনতা তাঁর প্রতি চরম অসম্মানই প্রদর্শন করেছিল।

১২. বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী এই জনতার নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার মতো সাহস তাদের ছিল না। যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না; তারা এমন আচরণ করছিল যেন যীশু তাদের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছেন না—কারণ তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল।

১৩. ধনী ব্যক্তি যাক্লাই তাঁর সম্পদের অর্ধেক দরিদ্রদের দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁর মনের উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৪. যাক্লাই ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি তিনি কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে নেওয়া পরিমাণের চারগুণ ফেরত দেবেন। যাক্লাই এমনটা বলেননি যে, ‘আইনগতভাবে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলে’ তিনি সেই চারগুণ অর্থ ফেরত দেবেন। বরং তিনি স্বেচ্ছায় এমনটি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে যাক্লাই আগে থেকেই দরিদ্রদের অর্থ দান করছিলেন, কিন্তু জনতার মতামত ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। তিনি যদি সত্যিই তাঁর অর্থের অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে থাকতেন, তবে হয়তো তা গোপনে করে থাকতে পারতেন। কিন্তু যাদের তিনি ঠকিয়েছিলেন তাদের সবাইকে চারগুণ অর্থ ফেরত দিয়ে থাকলে, জনতার চোখে যাক্লাই একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হতেন।

এই ঘটনা থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো, কোনো এক পর্যায়ে যাক্লাই স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনি সবকিছু সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন যে সেদিনই সেখানে পরিত্রাণ এসেছিল। আমরা দেখতে পাই যে যাক্লাই অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন।

১৫. প্রথমে মনে হতে পারে যে যাক্লাই হয়তো যীশুর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি ‘কিনে’ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে সেদিনই যাক্লাই যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, কারণ যীশু তাঁকে বলেছিলেন, “আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো।” এই কাহিনীতে যাক্লাই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন।

১৬. এই ঘটনায় যীশু সরাসরি যাক্লয়কে বললেন, “আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো।” এরপর তিনি আরও বললেন, “কারণ তিনিও তো অব্রাহামেরই সন্তান।” এর থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে যাক্লয় ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, যীশুর কথা থেকে এটাও স্পষ্ট যে তিনি তাঁর শ্রোতা পরিবর্তন করেছিলেন এবং উপস্থিত লোকজনের সামনে যাক্লয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন!

১৭. যীশুর এই উক্তি—যে তাঁর পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য হলো “যা হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা ও রক্ষা করা”—নিশ্চিতভাবেই যাক্লয়কে সম্মানিত করেছিল; একইসাথে এটি এমন একটি সারসংক্ষেপমূলক বক্তব্য ছিল যা ভিড়ের মানুষদের সমালোচনা বা ভর্ৎসনা করছিল।

১৮. এই ঘটনায় আমরা দেখি যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও যীশু এমন একজন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যত্নশীল ছিলেন যাকে অন্য সবাই ঘৃণা করত। যীশু সেই ব্যক্তির নাম জানতেন। তিনি সবার মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছিলেন। ভিড়ের মানুষরা আড়ালে কী

বলছিল, তাও তিনি জানতেন। তাছাড়া, যাক্কয় সেদিন পরিত্রাণ লাভ করেছে—এমন ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতাও যীশুর ছিল। এই ঘটনাটিতে ফুটে ওঠা বিষয়গুলোর সামগ্রিক চিত্র ইঙ্গিত দেয় যে, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর।

১৯. ঘটনার শুরুতেই এটা স্পষ্ট যে যাক্কয় যীশুকে খুঁজছিলেন। কিন্তু এরপর ঘটনাটি এমন এক পর্যায়ে মোড় নেয় যেখানে দেখা যায়, যীশুই যাক্কয়কে খুঁজে বের করছেন!

পর্যবেক্ষণমূলক প্রশ্ন তৈরি করা:

অনুশীলনের জন্য, আমরা আপনাকে দেখাব কীভাবে এমন প্রশ্ন তৈরি করা যায় যা অন্যদের উপরে উল্লিখিত প্রতিটি পর্যবেক্ষণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি দেখবেন যে, কোনো পর্যবেক্ষণের দিকে শ্রোতাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কখনও কখনও আমরা একাধিক প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারি।

যেহেতু প্রতিটি প্রশ্নই শ্রোতাদের 'আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ'-এর (Spiritual Observations) দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই সহায়তার জন্য আমরা সেই পর্যবেক্ষণগুলো পুনরায় তালিকাভুক্ত করছি। আমরা সেগুলোকে "SO" হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এরপর, সেই পর্যবেক্ষণে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু নমুনা প্রশ্ন "SOQ" হিসেবে লেখা হয়েছে। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে ধাপে ধাপে অন্যদের সেই পর্যবেক্ষণটি খুঁজে বের করার পথে নিয়ে যাওয়া যায়। এটি অনেকটা খাঁচায় পাখি ঢোকানোর জন্য ছোট ছোট রুটির টুকরো ফেলে পথ তৈরি

করার উদাহরণের মতো।

আপনি যদি এই প্রশ্নগুলোর দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকান, তবে দেখবেন যে আমরা 'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা'র (Wise Counsellor) করা প্রশ্নগুলোর সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলোই ব্যবহার করছি। গল্পের চরিত্ররা যা বলেছে বা করেছে, যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা নিতে পারত, এবং তার ফলাফল ও প্রভাব—এসব থেকে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে কী শিখতে পারি, তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন করতে পারি। এছাড়া, ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি, তাও আমরা খুঁজে দেখি।

১. SO – যারা যীশুর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছিল, তারাই যাক্কয়কে যীশুর কাছাকাছি যেতে বাধা দিয়েছিল।

SOQ –

- এই গল্পে আমরা দেখেছি যে যাক্কয় যীশুকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যীশুর কাছাকাছি যেতে পারছিলেন না। যাক্কয়ের উচ্চতা কম হওয়ার বিষয়টি ছাড়াও, আমরা গল্পে দেখেছি যে লোকজন তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকজন এমন কী করছিল যার ফলে তারা যাক্কয়কে বাধা দিচ্ছিল?

- আমরা যদি বলি যে, যারা যীশুর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল তারাই একজন অনুসন্ধানকারীকে যীশুকে দেখা থেকে বিরত রেখেছিল, তবে সেই ভিড় বা জনসমষ্টি সম্পর্কে এটি আমাদের কী ধারণা দেয়?

২. SO – যাক্কয় উচ্চতায় ছোট হলেও পদমর্যাদায় বড় ছিলেন। তিনি একজন ধনী ব্যক্তি এবং প্রধান কর-সংগ্রাহক ছিলেন; তবুও যীশুকে দেখার ব্যাপারে তিনি এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, যখন সহজ উপায়টি কাজ করল না, তখন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই একটু কষ্টসাধ্য বা ভিন্ন পথ বেছে নিলেন।

SOQ –

- সমাজে যাক্কয়ের সামাজিক, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

- তাই, যাক্কয় তার সম্পদের কিছুটা ব্যবহার করে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করার জন্য কয়েকজন বিশালদেহী ও দুর্বৃত্ত গোছের লোক ভাড়া করলেন। আপনি কি এতে একমত? না?

আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা কী বিকল্প দেখতে পাচ্ছি? যখন এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটি সাধারণ বা সহজ উপায়ে যীশুকে দেখতে পারলেন না, তখন সাক্কিয় কী চরম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

৩. মূল বিষয় – প্রকাশ্য রাস্তায় দৌড়ানো এবং গাছে চড়ার মতো মর্যাদাহানিকর কাজ করার জন্য লোকে হয়তো তাঁকে উপহাস করতে পারে—এই আশঙ্কা সাক্কিয়কে যীশুকে দেখার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

আলোচনার প্রশ্ন –

- গল্পের এই প্রথম অংশে কি এমন কিছু আছে যা থেকে বোঝা যায় যে এলাকার মানুষ সাক্কিয় সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করত?

- সাক্কিয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে লোকেরা তাঁকে একজন অযোগ্য বা ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করত। যীশুকে দেখার জন্য রাস্তায় দৌড়ানো এবং গাছে চড়ার মতো কাজগুলো কি তাঁর মতো একজন ব্যক্তির জন্য স্বাভাবিক বলে মনে হয়? প্রকাশ্য রাস্তায় দৌড়াতে বা গাছে চড়তে গিয়ে সাক্কিয়ের কি কোনো ব্যক্তিগত ঝুঁকি ছিল?

- সাক্কিয় আর কী কী বিকল্প বেছে নিতে পারতেন?

- তাঁর কাজগুলো কি সাক্কিয় সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা দিতে পারে?

৪. মূল বিষয় – আমরা দেখেছি যীশু রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে মানুষের এক বিশাল ভিড়। মানুষ যীশুর খুব কাছাকাছি আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল। কিন্তু তিনি তাদের কাউকেই আলাদা করে ডাকলেন না। বরং যীশু এমন একজনকে বেছে নিলেন যিনি এমনকি তাঁর কাছাকাছিও ছিলেন না—আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন একটি গাছের ওপর!

আলোচনার প্রশ্ন –

• যখন যীশু ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে তিনি কার প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন?

• যীশুর এই আচরণ আমাদের কী ইঙ্গিত দেয়?

৫. মূল বিষয় – যীশু সাক্ষিয়কে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন, যা ওই ব্যক্তির প্রতি যীশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করে।

আলোচনার প্রশ্ন – আমার কৌতূহল হচ্ছে—যীশু সাক্ষিয়কে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে?

৬. মূল বিষয় – যীশু নিজেই সাক্ষিয়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (বা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন), যা অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই অত্যন্ত সাহসী বা প্রথা-বহির্ভূত একটি কাজ। যীশু এমনভাবে কথা বলেছিলেন যেন তিনি ভবিষ্যৎ জানেন—অর্থাৎ কী ঘটতে "অবশ্যই" চলেছে, সে বিষয়ে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস ছিল।

আলোচনার প্রশ্ন – কথোপকথনে কাকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে এবং এই আমন্ত্রণটি কীভাবে কিছুটা অস্বাভাবিক ছিল?

৭. মূল বিষয় – যখন কোনো ব্যক্তি উপরের দিকে তাকান—বিশেষ করে এমন কোনো নেতা যাকে অন্যরা অনুসরণ করছে—তখন সাধারণ মানুষও তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে ফেরায় এটা দেখার জন্য যে নেতা আসলে কী দেখছেন। এর অর্থ হলো, কেবল যীশুই যে সাক্ষিয়কে দেখেছিলেন তা নয়, বরং উপস্থিত সকল মানুষই তাকে দেখেছিল! সাক্ষিয় ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে কোনো ভয় বা লজ্জা প্রকাশ করেননি; বরং তিনি আনন্দই প্রকাশ করেছিলেন।

আলোচনার প্রশ্ন –

• আপনি কি কখনো এমন কোনো দলের সাথে ছিলেন যেখানে একজন ব্যক্তি উপরের দিকে তাকিয়ে কোনো কিছুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন? দলের বাকিরা তখন কী করেছিল?

• গল্পটি থেকে আমরা কি জানতে পারি যে, গাছে থাকা সাক্ষিয়কে যীশু ছাড়া আর কেউ দেখেছিল কি না? কীভাবে?

• সাক্ষিয় এক অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন এবং সবাই তাকে দেখে ফেলেছিল! একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যখন গাছের মতো কোনো অদ্ভুত জায়গায় ধরা পড়েন, তখন তার কেমন অনুভূতি হতে পারে?

• সাক্ষিয় লুকানোর বা অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করেননি; তিনি আনন্দিত হওয়া এবং দ্রুত যিশুর কাছে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আর কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারতেন? তার সেই প্রতিক্রিয়া কি আমাদের কোনো কিছু শেখাতে পারে?

৮. মূল বিষয় – যিশু সাক্ষিয়কে বলেননি কেন তাকে সাক্ষিয়র বাড়িতে যেতে হবে। এটি লক্ষণীয় যে, যিশুর আহ্বানে সাড়া দিতে সাক্ষিয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সাক্ষিয় তাড়াহুড়ো করে সাড়া দিয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি বিশ্বাস ও আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলোচনার প্রশ্ন – যিশু যখন সাক্ষিয়কে নিচে নেমে আসার জন্য ডাকলেন, তখন তিনি কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন? ঠিক কীভাবে? সাক্ষিয় সম্পর্কে এটি আমাদের কী ধারণা দেয়?

৯. মূল বিষয় – ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকেরা যিশুর বিরুদ্ধে কানাঘুষা বা সমালোচনা শুরু করেছিল; তারা বলাবলি করছিল যে তিনি কীভাবে "একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গেলেন।" "যেতে যাওয়া" বা "অতিথি হতে যাওয়া" কথাটি ইঙ্গিত করতে পারে যে যিশু কেবল রওনা হচ্ছিলেন অথবা তিনি ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

সাক্ষিয়র সামনে ভিড়ের উদ্দেশ্যে যিশু যা বলেছিলেন, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি তাদের সমালোচনার বিষয়টি জানতেন। ভিড়ের সমালোচনার জবাবে যিশু নিজের কোনো সাফাই গাইলেন না, বরং সাক্ষিয়র বাড়ির দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

আলোচনার প্রশ্ন –

• তাদের কানাঘুষা বা ফিসফিসানি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা নিজেদের সাক্ষিয়র চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উন্নত মনে করত। জাক্কয় কি ভিড়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়?

• যীশু জাক্কয়ের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভিড়ের সমালোচনার জবাবে যীশু আর কী করতে পারতেন?

• ভিড়ের সমালোচনার কোনো উত্তর না দেওয়ার বিষয়টি থেকে আমরা যীশু সম্পর্কে কী শিখতে পারি?

১০. সূত্রাং—ভিড়ের অভিযোগটি ছিল যে, যীশু "এমন এক ব্যক্তির অতিথি হয়েছেন যে একজন পাপী"; এর অর্থ হলো, ভিড় মনে করত যে তারা নিজেরা পাপী নয়।

SOQ –

• ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকেরা একে অপরের সাথে যা বলেছিল, তা কি আমাদের কাছে যাক্কয়ের বিষয়ে—আধ্যাত্মিকভাবে—কোনো কিছু তুলে ধরতে পারে?

• ভিড়ের কথার ওপর ভিত্তি করে, তারা নিজেদের সম্পর্কে—আধ্যাত্মিকভাবে—কী ধারণা পোষণ করত, সে বিষয়ে কি আমরা কিছু বুঝতে পারি?

11. **SO** – ভিড়টি যিশুর "অনুসারী"-র মতো আচরণ করেছিল। তারা যিশুকে ঘিরে রেখে তাঁর সাথে সাথে চলছিল। ভিড়টি যিশুর এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, তাদের কারণে যাক্কয় যিশুকে দেখতেই পাচ্ছিল না। যদিও তাদের সমালোচনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছিল যে যিশু কার সাথে আহাৰ করছেন তা নিয়ে তারা চিন্তিত, তবুও মনে হচ্ছিল তারা আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তাদের নিজেদের কোনো বাড়িই ছিল সঠিক পছন্দ। আসলে, যিশু কোন বাড়িতে যাবেন সেই পছন্দের বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে ভিড়টি তাঁর প্রতি চরম অসম্মানই প্রদর্শন করেছিল।

SOQ –

- আমার জানতে ইচ্ছে হয়, গল্পের শুরুতে এমন কোনো বিষয় কি আছে যা আমাদের ভিড়টিকে যিশুর "অনুসারী" হিসেবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?
- ভিড়টি যিশুকে ঘিরে রেখে চলছিল। তাদের শারীরিক কার্যকলাপ এবং যিশু কার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছেন—সে বিষয়ে তাদের আপাত আগ্রহের মাধ্যমে তারা কী ইঙ্গিত দিচ্ছিল বলে মনে হয়?
- কিন্তু আসলে তারা যিশুর প্রতি কী ধরনের সম্মান দেখাচ্ছিল—বিশেষ করে যাক্কয়ের বাড়িতে যিশুর যাওয়া নিয়ে তাদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে?

12. **SO** – বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী এই ভিড়টির নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যিশুর মুখের ওপর প্রশ্ন করার মতো সাহস তাদের ছিল না। যিশুর ক্ষমতা সম্পর্কে ভিড়টির কোনো ধারণাই ছিল না; তারা এমন আচরণ করছিল যেন মনে হচ্ছিল যিশু তাদের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল।

SOQ –

- আপনার কি মনে আছে ভিড়টি কীভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যিশুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, যারা তাঁর সাথে থাকতে চেয়েছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে তিনি কেন একজন পাপীর বাড়িতে যাচ্ছেন? মনে নেই? আপনি ঠিকই ধরেছেন! তারা ওভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। তাহলে তারা কী করেছিল?
- তাহলে তাদের আচরণের কোন বিষয়টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তারা সত্যিই যিশুকে সম্মান করত কি না?

১৩. মূল বিষয় – যাক্কয়, একজন ধনী ব্যক্তি, দরিদ্রদের নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁর মনের উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রশ্নসমূহ –

- যাক্কয় কী উদার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
- এটি কি আমাদের দেখায় যে যাক্কয়ের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছিল?

১৪. মূল বিষয় – যাক্কয় ঘোষণা করেছিলেন যে, কারও কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি যদি মিথ্যা বলে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে তার নেওয়া পরিমাণের চারগুণ ফেরত দেবেন। যাক্কয় এমনটা বলেননি যে, "আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলে" তিনি সেই চারগুণ অর্থ ফেরত দেবেন; বরং তিনি স্বেচ্ছায় এমনটা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে যাক্কয় আগে থেকেই দরিদ্রদের অর্থ দান করছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতামত ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। তিনি যদি তাঁর অর্থের অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে থাকতেন, তবে হয়তো তিনি তা গোপনে করতেন। কিন্তু যাদের তিনি ঠকিয়েছিলেন তাদের সবাইকে যদি তিনি আগেই চারগুণ অর্থ ফেরত দিয়ে থাকতেন, তবে সাধারণ মানুষের চোখে তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হতেন।

এই ঘটনা থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো, ঘটনার কোনো এক পর্যায়ে যাক্কয় স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনি সবকিছু সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন যে সেদিনই তাঁর পরিত্রাণ ঘটেছিল। আমরা দেখতে পাই যে যাক্কয় অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন।

SOQ –

- গল্পে কি এমন কোনো ইঙ্গিত আছে যে আইন বা কর্তৃপক্ষ যাক্কয়কে চোর হিসেবে শনাক্ত করেছিল, অথবা তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়েছিল বা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল—যার ফলে এখন সে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে?
- গল্প থেকে কি আমরা জানতে পারি যে যীশুর সাথে দেখা করার আগেই যাক্কয় টাকা ফেরত দেওয়া শুরু করেছিল, নাকি আপনার মনে হয় যীশুর আগমনের পরই সে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?
- যাক্কয় সম্পর্কে ভিড়ের মতামত থেকে কি আমরা বুঝতে পারি যে সে একজন অত্যন্ত সৎ কর-সংগ্রাহক ছিল এবং আগেই তার আয়ের অর্ধেক দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিল?
- যাদের বিরুদ্ধে সে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল এবং যাদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল—তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ফিরে গিয়ে সেই অর্থ ফেরত দেওয়াটা যাক্কয়ের জন্য কতটা কঠিন হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

- গল্পটি দেখে কি আমরা বুঝতে পারি যে যীশুর সাথে এই সাক্ষাতের ফলে যাক্কায়ের জীবনে কোনো পরিবর্তন এসেছিল কি না? বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

15. **SO** – প্রথমে মনে হতে পারে যে যাক্কায় হয়তো যীশুর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি বা অনুগ্রহ কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা জানি যে সেদিন যাক্কায় যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, কারণ যীশু তাকে বলেছিলেন, “আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো।” এই গল্পে যাক্কায়ই একমাত্র ব্যক্তি যে স্বীকার করেছিল সে একজন পাপী এবং সেই একমাত্র ব্যক্তি যে পরিত্রাণ লাভ করেছিল।

SOQ –

- আপনার কি মনে হয় যাক্কায় যীশুর অনুগ্রহ লাভের জন্য কিছু কেনার চেষ্টা করছিল?
- গল্পে কি এমন কোনো বিষয় আছে যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সেদিন যাক্কায়ের জীবনে সত্যিই কোনো প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এসেছিল কি না?
- যাক্কায় সম্পর্কে যীশু যা বলেছিলেন, তা কি প্রমাণ করে যে যাক্কায় সত্যিই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল?
- এই গল্পে কে নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করেছিল?
- গল্পের মধ্যে কারা নিজেদের পাপী বলে মনে করত না?
- গল্পে কতজন মানুষ যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল?
- গল্পের সমস্ত মানুষের মধ্যে কারা পরিত্রাণ লাভ করেছিল?
- এই গল্প থেকে আমরা কী পার্থক্য বুঝতে পারি—যাদের যীশুর কাছে আসার সুযোগ ছিল এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদের সাথে তাদের—যাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করেনি?

16. **SO** – গল্পে যীশু সরাসরি সাক্কাইকে বললেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এল।” যীশু আরও বললেন, “কারণ তিনিও অব্রাহামের সন্তান।” এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সাক্কাই ছাড়াও সেখানে অন্যেরা উপস্থিত ছিল। এছাড়া, যীশুর কথা থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর শ্রোতা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেই লোকদের সামনে সাক্কাইয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলছিলেন!

SOQ –

- এই গল্পে, সাক্কাই যখন যীশুর কাছে নিজের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন কেবল তারা দুজনেই কথা বলছে। কিন্তু যীশু যখন বললেন, “কারণ তিনিও অব্রাহামের সন্তান,” তখন কি আপনার মনে হয় যে সেখানে অন্যেরাও উপস্থিত ছিল—এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
- মানে, প্রথমে যীশু সাক্কাইয়ের সাথে কথা বলছিলেন এবং তারপর তিনি “তিনি” (বা “সে”) বলে উল্লেখ করলেন। তাহলে, যীশু কার সাথে কথা বলছেন বলে মনে হয়?

- যীশু কি কোনোভাবে সাক্ষাইয়ের পক্ষ নিচ্ছেন বলে মনে হয়?
- যীশু কি সেই লোকদের নিজেদের এবং সাক্ষাইয়ের বিষয়ে কোনো বিশেষ বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন?

17. **SO** – যীশুর এই উক্তিটি—যে তাঁর আসার উদ্দেশ্য হলো “যা হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা ও রক্ষা করা”—নিশ্চিতভাবেই সাক্ষাইকে সম্মান জানিয়েছিল এবং এটি এমন একটি সারসংক্ষেপমূলক কথা ছিল যা ভিড়কে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছিল।

SOQ –

- যীশু এই গল্পটি শেষ করলেন এই বলে যে, তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল “যা হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা ও রক্ষা করা।” যীশুর এই সারসংক্ষেপমূলক কথায় আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?
- আপনার কি মনে হয় যীশু ভিড়ের মানুষদের নিজেদের বিষয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন?
- আপনি কি আপনার ধারণা সম্পর্কে আরও কিছু বলতে পারেন?

১৮. সূত্রাং—এই ঘটনায় আমরা যীশুকে দেখি, যিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও এমন একজন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যত্নশীল ছিলেন যাকে অন্য সবাই ঘৃণা করত। যীশু সেই ব্যক্তির নাম জানতেন। তিনি সবার মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছিলেন। ভিড় আড়ালে কী বলছিল, তা-ও তিনি জানতেন। এছাড়া, সেদিনই যে সাক্ষিদের পরিব্রাণ লাভ হয়েছে, তা ঘোষণা করার অধিকারও যীশুর ছিল। এই ঘটনায় দৃশ্যমান বিষয়গুলোর এই সমন্বয় ইঙ্গিত দেয় যে, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর।

আলোচনার প্রশ্ন –

- এই ঘটনায় যীশুকে কী কী কাজ করতে দেখা যায়, যা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?
- এমন কোনো কথা বা কাজ কি আছে যা দেখে মনে হতে পারে যে তিনি কেবল একজন সাধারণ মানুষ নন? যেমন, এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি অন্যদের মনের কথা জানেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেন কার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে?

১৯. বিষয় – ঘটনার শুরুর দিকে এটা স্পষ্ট যে সাক্ষি যীশুকে খুঁজছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে যীশু নিজেই সাক্ষিকে খুঁজছেন!

আলোচনার প্রশ্ন –

- ঘটনার শুরুতে, আপনি কি বলবেন যে সাক্ষি যীশুকে খুঁজছিলেন?
- কী দেখে আমরা তা বুঝতে পারি?

- কিন্তু ঘটনার পরবর্তী অংশে, আপনি কি বলবেন যে যীশু সাক্ষিকে খুঁজছেন?
- ঘটনার কোথায় এমনটা দেখা যায়?
- তাহলে আসল বিষয়টি কী? সাক্ষি কি যীশুকে খুঁজছেন, নাকি যীশু সাক্ষিকে খুঁজছেন?
- উভয় কথাই কি সত্য হতে পারে? আপনার কী মনে হয়?

আধ্যাত্মিক প্রয়োগসমূহ:

পরবর্তী ধাপটি হলো আধ্যাত্মিক প্রয়োগগুলো প্রস্তুত করা। প্রতিটি প্রয়োগ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া প্রয়োজন তা বোঝাতে, আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণগুলোর তালিকা পুনরায় তুলে ধরছি। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের ঠিক পরেই তার সাথে সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক প্রয়োগটি উল্লেখ করা হবে।

সবশেষে, পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই আমরা এমন কিছু প্রশ্নের পরামর্শ দেব যা আধ্যাত্মিক প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

[দ্রষ্টব্য: **"In this section..."** (এই অংশে...) দিয়ে শুরু হওয়া বাক্যটি বাদ দেওয়া হয়েছে।]

আমরা এই পুনরাবৃত্তিটি করেছি যাতে আপনি বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারেন যে—কীভাবে প্রশ্নগুলো শ্রোতাদের পর্যবেক্ষণের দিকে নিয়ে যায়, পর্যবেক্ষণগুলো প্রয়োগের দিকে নিয়ে যায় এবং পুনরায় প্রশ্নগুলো শ্রোতাদের সেই প্রয়োগগুলোর দিকে ধাবিত করে।

এখন আমরা আধ্যাত্মিক প্রয়োগের একটি তালিকা দেখব। প্রতিটি প্রয়োগই আমাদের আলোচিত আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রক্রিয়াটি সহজে অনুসরণ করার সুবিধার্থে আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণগুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোকে "SO" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি "SO"-এর ঠিক পরেই আধ্যাত্মিক প্রয়োগটিকে "SA" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। "SA" বা প্রয়োগগুলো মূলত চিন্তাধারা বা ভাবনা, তাই আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়েছিল, এখানেও সেগুলোকে ইটালিক (বাঁকা) অক্ষরে লেখা হয়েছে।

১. **SO** – যীশুর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হওয়া ব্যক্তিরাই যীশুর কাছাকাছি পৌঁছানো থেকে যাক্ষিয়কে বাধা দিয়েছিল।

SA – আমরা যারা যীশুকে অনুসরণ করার দাবি করি, তারা অনেক সময় যীশুর সান্নিধ্য লাভ (বা ধার্মিকতা প্রদর্শনের) বিষয়ে এতটাই মগ্ন থাকি যে, অজান্তেই বা অসতর্কতাবশত এমন মানুষদের দূরে সরিয়ে দিই যারা যীশুকে খুঁজছে।

২. **SO** – যাক্কাই নামের এই ব্যক্তিটি উচ্চতায় খাটো হলেও পদমর্যাদায় ছিলেন বড়। তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি এবং প্রধান কর-সংগ্রাহক; কিন্তু যীশুকে দেখার জন্য তিনি এতটাই ব্যাকুল

ছিলেন যে, সাধারণ উপায়ে তাঁকে দেখতে না পেরে তিনি যীশুকে দেখার লক্ষ্যে বিশেষ ও কষ্টসাধ্য পদক্ষেপ নিতেও দ্বিধা করেননি।

SA – আমরা যখন যীশুকে খুঁজতে চাই, তখন আমাদের অহংকার বিসর্জন দিয়ে তাঁকে খোঁজার ও অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

3. **SO** – প্রকাশ্য রাস্তায় দৌড়ানো এবং গাছে চড়ার মতো একটি ‘মর্যাদাহানিকর’ কাজের জন্য লোকজন তাঁকে উপহাস করতে পারে—এই আশঙ্কাও যাক্সাইকে যীশুকে দেখার সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

SA – অহংকার কিংবা লোকে কী বলবে—সেই ভয়কে কখনোই যীশুকে জানার পথে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়। এমনকি আমাদের করণীয় কোনো কাজকে অন্যরা যদি বোকামি বা আমাদের সামাজিক মর্যাদার অনুপযুক্ত বলে মনে করে, তবুও সেই কাজটি আমাদের করতেই হবে।

4. **SO** – আমরা দেখেছি, যীশু যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ছিল। সবাই যীশুর খুব কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল, কিন্তু তিনি তাদের কাউকেই আলাদা করে ডাকেননি। বরং যীশু এমন একজনকে বেছে নিলেন যিনি ভিড়ের ধারেকাছেও ছিলেন না—আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন একটি গাছের ওপর।

SA – সেদিন অনেকেই যীশুর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিল। তাদের দেখে মনে হয়েছিল যে তারা তাঁর প্রতি আগ্রহী, কিন্তু যীশু তাদের উপেক্ষা করে কেবল একজনকেই বেছে নিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেকেই এমন আচরণ করে যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক নয়। ঠিক যেমন যীশু সেই আন্তরিক ব্যক্তিটিকে আহ্বান করেছিলেন, তেমনি ঈশ্বর আমাদের হৃদয় জানেন এবং বোঝেন যে আমরা সত্যিই তাঁকে খুঁজছি কি না।

5. **SO** – যীশু সাক্ষিকে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন; এটি সেই ব্যক্তির প্রতি যীশুর ব্যক্তিগত আগ্রহকেই প্রকাশ করে।

SA – এখানে আমরা যীশুর যত্নশীল স্বভাব দেখতে পাই—তিনি জানেন কোনো ব্যক্তি কোথায় আছেন এবং তাঁকে নাম ধরে চেনেন। আমরা যদি বুঝি যে যিনি তাঁকে খোঁজেন তাঁর প্রতি যীশু দয়ালু তবে আমরাও চাইব যেন তিনি আমাদের নাম ধরে জানেন—কারণ তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়াটা অত্যন্ত সান্ত্বনাদায়ক। সাক্ষি যীশুকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু যীশু যখন তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন, তখন সেই মুহূর্তটি নিশ্চয়ই আরও কতই না চমৎকার ছিল!

৬. **SO** – যীশু নিজেই সাক্ষয়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—এমন আচরণ অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই অত্যন্ত সাহসী বা প্রথা-বহির্ভূত বলে গণ্য হয়। কী ঘটতে “অবশ্যস্ভাবী”, সে বিষয়ে যীশু এমন জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করেছিলেন যেন তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন।

SA – এটি সত্যিই বিস্ময়কর ও উৎসাহব্যঞ্জক যে, যারা যীশুকে খোঁজে তিনি তাদের সঙ্গ পেতে চান এবং কী ঘটতে চলেছে তা তিনি জানেন।

৭. **SO** – কোনো ব্যক্তি যখন উপরের দিকে তাকান—বিশেষ করে এমন কোনো নেতা যাকে অন্যরা অনুসরণ করছে—তখন সাধারণ মানুষও কৌতূহলী হয়ে উপরের দিকে তাকায় এটা দেখার জন্য যে নেতা কী দেখছেন। এর অর্থ হলো, কেবল যীশুই সাক্ষ্যকে দেখেননি, বরং উপস্থিত সকল মানুষই তাকে দেখেছিল! ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও সাক্ষ্য কোনো ভয় বা লজ্জা প্রকাশ করেননি; বরং তিনি আনন্দই প্রকাশ করেছিলেন।

SA – অবিশ্বাসী বা যীশুর নামধারী অথচ অবিশ্বস্ত অনুসারীরা যখন আমাদের দিকে তাকায় এবং যীশুকে জানার আগ্রহের কারণে আমাদের বোকা বা নির্বোধ মনে করে, তখন তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি যেন আমাদের প্রভাবিত করতে না পারে। যীশু যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতি আগ্রহী—এই সত্যটি জানার পর আমাদের উচিত আনন্দের সাথে সাড়া দেওয়া।

৮. **SO** – যীশু সাক্ষ্যকে বলেননি কেন তাঁকে সাক্ষ্যের বাড়িতে যেতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে সাক্ষ্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তিনি তড়িঘড়ি করে সাড়া দিয়েছিলেন; বস্তুত, তিনি তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসই প্রদর্শন করেছিলেন।

SA – যীশু যখনই আমাদের ডাকেন, তখনই আমাদের সাড়া দিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই সাড়া দিতে হবে। দ্রুত বাধ্য হওয়া বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। আর বাধ্য হতে দেরি করাটা অবাধ্যতারই নামান্তর হতে পারে।

৯. **SO** – ভিড় যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করে যাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল; তারা বলাবলি করছিল যে, তিনি কীভাবে “একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গিয়েছেন।” “যেতে যাওয়া” বা “অতিথি হতে যাওয়া” কথাটি ইঙ্গিত করতে পারে যে, যীশু তখন সবেমাত্র রওনা হয়েছিলেন কিংবা তিনি ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

যাক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে ভিড়ের উদ্দেশ্যে যীশু যা বলেছিলেন, তা থেকে আমরা বুঝি যে তাদের সমালোচনার কথা তিনি জানতেন। ভিড়ের সমালোচনার জবাবে যীশু নিজের কোনো সাফাই গাইলেন না, বরং যাক্ষ্যের বাড়ির দিকে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

SA – আমরা হয়তো ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করতে পারি। কিন্তু আমাদের সেই পথেই অবিচল থাকতে হবে—এমনকি যদি আমাদের আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে—কিংবা কোনো ধর্মীয় জনসমষ্টির কাছ থেকেও—সমালোচনা শুনতে হয়, তবুও।

১০. **SO** – ভিড়ের এই অভিযোগ যে যীশু “একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গিয়েছেন,” তা থেকে বোঝা যায় যে তারা নিজেদের পাপী বলে মনে করত না।

SA – অহংকারী মানুষেরা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমেই নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে। আসুন, আমরা যেন সেইসব অহংকারী মানুষের মতো না হই যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করতে চায় না।

১১. পর্যবেক্ষণ – ভিড়টি যীশুর ‘অনুসারী’ হিসেবে আচরণ করছিল। তারা যীশুকে ঘিরে তাঁর সাথে সাথে চলছিল। ভিড়টি যীশুর এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, তাদের কারণে যাক্কাই যীশুকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। যদিও তাদের সমালোচনার ভঙ্গি দেখে মনে হতো যীশু কার সাথে আহা করছেন তা নিয়ে তারা চিন্তিত, আসলে তারা সম্ভবত বোঝাতে চাইছিল যে তাদের নিজেদের বাড়িগুলোর কোনো একটিই ছিল সঠিক পছন্দ। প্রকৃতপক্ষে, যীশু কোন বাড়িতে যাবেন সেই পছন্দের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ভিড়টি তাঁর প্রতি চরম অসম্মানই প্রদর্শন করেছিল।

প্রয়োগ – যারা যীশুর অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের সবাই আসলে তাঁকে চেনে না। এমন কিছু মানুষ আছে যারা ধার্মিকতার ভান করে, কিন্তু বাইবেলে যীশু যা কিছু করেন বা বলেন, তার প্রতি তারা আসলে কোনো সম্মান দেখায় না।

১২. পর্যবেক্ষণ – বিচারবুদ্ধিপ্রবণ এই ভিড়টির নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল, কিন্তু যীশুর মুখের ওপর প্রশ্ন করার মতো সাহস তাদের ছিল না। যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না; তারা এমন আচরণ করছিল যেন মনে হচ্ছিল যীশু তাদের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল।

প্রয়োগ – এই ভিড়টির আচরণ আজকের দিনের সেইসব মানুষের মতোই, যারা মনে করে যে তারা একে অপরের সাথে ফিসফিস করে কী বলছে তা ঈশ্বর শুনতে পান না, কিংবা অন্ধকার বা গোপন স্থানে তারা কী করছে তা তিনি দেখতে পান না।

১৩. পর্যবেক্ষণ – যাক্কাই একজন ধনী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, দরিদ্রদের নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে তিনি তাঁর হৃদয়ের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

SA – যীশুর সাথে প্রকৃত সাক্ষাৎ একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনে।

14. **SO** – যাক্কাই ঘোষণা করলেন যে, কারো কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি যদি মিথ্যা বলে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে তার নেওয়া পরিমাণের চারগুণ ফেরত দেবেন। যাক্কাই এমনটা বলেননি যে, "আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলে" তিনি সেই চারগুণ অর্থ ফেরত দেবেন; বরং তিনি স্বেচ্ছায় এমনটি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে যাক্কাই দরিদ্রদের অর্থ দান করছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল ভিন্ন। তিনি যদি তাঁর সম্পদের অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে থাকতেন, তবে হয়তো তা গোপনে করে থাকতে পারতেন। কিন্তু যাদের তিনি ঠকিয়েছিলেন তাদের সবাইকে চারগুণ অর্থ ফেরত দিয়ে থাকলে, সাধারণ মানুষের চোখে যাক্কাই একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হতেন।

এই ঘটনা থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো, ঘটনার কোনো এক পর্যায়ে যাক্কয় স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনি সবকিছু সঠিক করতে চেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন যে সেদিনই তাঁর পরিত্রাণ ঘটেছিল। আমরা দেখতে পাই যে যাক্কয় অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন।

SA – যাক্কাই ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি ও প্রধান কর-সংগ্রাহক, যার লোভী স্বভাব পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি সৎ ও উদার হয়ে ওঠেন। এই প্রধান কর-সংগ্রাহক এমনকি বিনম্রচিত্তে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি যাদের প্রতি অন্যায় করেছেন তাদের কাছে মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করবেন এবং আত্মসাৎ করা অর্থের চারগুণ তাদের ফেরত দেবেন। আমরা যখন যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি ও নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করি, তখন আমাদের উচিত নম্রতা প্রদর্শন করা এবং অতীতের ভুলগুলো উদারভাবে সংশোধন করার সদিচ্ছা দেখানো।

15. **SO** – শুরুতে মনে হতে পারে যে, যাক্কাই হয়তো যীশুর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি বা গ্রহণযোগ্যতা অর্থের বিনিময়ে কেনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে, সেদিন যাক্কাই যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, কারণ যীশু তাঁকে বলেছিলেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এল।” এই ঘটনায় যাক্কাই-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করেছিলেন এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন।

SA – পরিত্রাণ তাদেরই হয় যারা প্রথমে নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করে।

16. **SO** – এই ঘটনায় যীশু সরাসরি যাক্কাইকে বলেছিলেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এল।” এরপর যীশু আরও বলেন, “কারণ তিনিও অব্রাহামের সন্তান।” এর থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে যাক্কাই ছাড়াও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিল। এছাড়া, যীশুর কথা থেকে আমরা দেখি যে তিনি তাঁর বক্তব্যের শ্রোতা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেই লোকদের সামনে যাক্কাইয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন!

SA – আমরা দেখেছি যীশু কীভাবে সাক্কয়ের সাথে কাজ করেছেন এবং সাক্কয় বিশ্বাস নিয়ে যীশুর দিকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সেই পুরো সময়জুড়ে সমালোচনামুখর জনতাও সেখানে সবকিছু দেখছিল। যীশু তখনও সেই আত্ম-ধার্মিক জনতার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন; তিনি চাইছিলেন তারা যেন নিজেদের অভাবী বা ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হিসেবে দেখে এবং তাদের মন খুলে এটা বুঝতে পারে যে, সাক্কয় তাঁর মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। আজও এমন এক আত্ম-ধার্মিক গোষ্ঠী রয়েছে যারা সেইসব মানুষের সমালোচনা করে, যাদের জীবন যীশুকে অনুসরণ করার ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

17. **SO** – যীশুর এই উক্তিটি—যে তাঁর পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য হলো “যা হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা ও রক্ষা করা”—নিশ্চিতভাবেই সাক্কয়কে সম্মান জানিয়েছিল; একইসাথে এটি এমন একটি সারসংক্ষেপমূলক বক্তব্য ছিল যা সেই জনতাকে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছিল।

SA – আমরা যদি ঈশ্বরের অনুমোদন পেতে চাই, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা হারিয়ে গেছি ও পাপী; এবং আমাদের ঈশ্বরকে সুযোগ দিতে হবে যেন তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

18. **SO** – এই ঘটনায় আমরা দেখি যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও যীশু এমন একজন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যত্নশীল ছিলেন যাকে অন্য সবাই ঘৃণা করত। যীশু সেই ব্যক্তির নাম জানতেন। তিনি সবার মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছিলেন। জনতা আড়ালে কী বলছিল, তাও তিনি জানতেন। এছাড়া, যীশুর সেই ক্ষমতা ছিল এটা ঘোষণা করার যে, সেদিন সাক্ষ্য পরিব্রাণ লাভ করেছে। এই ঘটনায় দৃশ্যমান বিষয়গুলোর সমন্বয় এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর।

SA – আজকের দিনে যীশু কীভাবে আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন তা জানতে চাইলে, আমরা জনতা ও সাক্ষ্যের সাথে তাঁর আচরণের ধরনগুলো লক্ষ্য করতে পারি।

১৯. **SO** (আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ) – গল্পের শুরুতেই এটা স্পষ্ট যে যাক্কাই যীশুকে খুঁজছিলেন। এরপর গল্পটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে যীশু নিজেই যাক্কাইকে খুঁজে বের করেন!

SA (আধ্যাত্মিক প্রয়োগ) – আমরা গল্পে দেখেছি যে যাক্কাই যীশুকে খুঁজেছিলেন, আবার যীশুও যাক্কাইকে খুঁজেছিলেন। উভয় কথাই সত্য। আমাদের অবশ্যই যীশুকে খুঁজতে হবে। তবে একই সাথে এটা দেখা সত্যিই বিস্ময়কর যে, তিনিও আমাদের খোঁজ করেন!

আধ্যাত্মিক প্রয়োগমূলক প্রশ্ন তৈরি করা:

সবশেষে, আসুন এমন কিছু প্রশ্ন দেখি যা আধ্যাত্মিক প্রয়োগের দিকে নিয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োগের বিষয়গুলো পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হলো যাতে আপনি পুরো ক্রমটি দেখতে পারেন। সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োগমূলক প্রশ্নগুলো নিচে "SAQ" সংক্ষেপণের পরে লেখা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আমরা সাধারণত আপনার শেখা শেষ দুটি প্রশ্ন এখানে তালিকাভুক্ত করি না: "আপনার বা আপনার পরিচিত কারও সাথে কি কখনও এমনটা ঘটেছে?" এবং "এই গল্পের কোন বিষয়টি আপনাকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারে?" গল্পকথক যখনই উপযুক্ত মনে করবেন, তখনই এই প্রশ্নগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

১. **SO** – যারা যীশুর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছিল, তারাই যাক্কাইকে যীশুর কাছাকাছি যেতে বাধা দিচ্ছিল।

SA – আমরা যারা যীশুর অনুসারী বলে দাবি করি, তারা অনেক সময় যীশুর কাছাকাছি থাকার (বা ধার্মিক হওয়ার) বিষয়ে এতটাই মগ্ন থাকি যে, অজান্তে বা অসতর্কতাবশত আমরা এমন মানুষদের দূরে সরিয়ে দিই যারা যীশুকে খুঁজছে।

SAQ –

• আজকের দিনেও কি এমনটা হওয়া সম্ভব যে, যারা ধার্মিকতার ভান করে তারা ঈশ্বরের একজন আন্তরিক অন্বেষণকারীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?

• কীভাবে এমনটা ঘটতে পারে?

২. **SO** – যাক্লাই উচ্চতায় খাটো হলেও পদমর্যাদায় বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি এবং প্রধান কর-সংগ্রাহক; কিন্তু যীশুকে দেখার জন্য তিনি এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, যখন সহজ উপায়ে কাজ হলো না, তখন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই একটু কষ্টসাধ্য বা ভিন্ন পথ বেছে নিলেন।

SA – যখন আমরা যীশুকে খুঁজতে চাই, তখন আমাদের অহংকার বিসর্জন দিতে এবং তাঁকে খোঁজার ও অনুসরণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

SAQ –

• যাক্লাইয়ের মতো, আজকের দিনেও কি এমন সময় আসতে পারে যখন যীশুর কাছাকাছি আসার জন্য মানুষকে তাদের অহংকার বিসর্জন দিতে হবে?

• সেই সময়টি কখন হতে পারে?

• এমন কোনো ঘটনার কথা কি কেউ বলতে পারেন যখন আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন?

৩. **SO** – প্রকাশ্যে রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে গাছে চড়ার মতো একটি মর্যাদাহানিকর কাজ করার কারণে মানুষ হয়তো তাঁকে উপহাস করতে পারে—এই আশঙ্কা সত্ত্বেও যীশুকে দেখার জন্য সাক্ষিয় সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকেননি।

SA – যীশুকে জানার পথে অহংকার কিংবা লোকে কী বলবে—সেই ভয়কে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেওয়া উচিত নয়। এমনকি আমাদের কোনো কাজকে যদি অন্যরা বোকামি বা সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করে, তবুও সেই কাজটি আমাদের করা উচিত।

SAQ –

• আজকের দিনেও কি এমন সময় আসতে পারে যখন যারা যীশুর খোঁজ করছে, তাদের মানুষ উপহাস করে?

• উপহাসের পাত্র হলে কেমন লাগে?

• যীশুর খোঁজ করার কারণে আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ কি কখনো উপহাসের শিকার হয়েছেন? অথবা যীশু সম্পর্কে আরও জানার জন্য আপনাকে কি কখনো কোনো অপমানজনক কাজ করতে হয়েছে?

• সুযোগ থাকলে উপহাস এড়ানোর বিষয়টি কি আমাদের জন্য প্রলোভনসঙ্কুল হতে পারে?

• সাক্ষিয়র এই ঘটনা থেকে পাওয়া কোন উদাহরণটি আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে?

৪. **SO** – আমরা দেখেছি যে, যীশু যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ছিল। যদিও সবাই যীশুর খুব কাছাকাছি আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল, তবুও তিনি তাদের কাউকেই আলাদা করে ডাকেননি; বরং তিনি এমন একজনকে বেছে নিয়েছিলেন যিনি এমনকি তাঁর কাছাকাছিও ছিলেন না—আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন একটি গাছের ওপর!

SA – সেদিন অনেকেই যীশুর অনুগ্রহ পেতে চেয়েছিল। তাদের দেখে মনে হয়েছিল যে তারা তাঁর প্রতি আগ্রহী, কিন্তু যীশু তাদের উপেক্ষা করে কেবল একজনকেই বেছে নিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেকেই এমন আচরণ করে যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক নয়। যীশু যেমন সেই ব্যক্তিকে ডেকেছিলেন যিনি আন্তরিক ছিলেন, ঠিক তেমনই ঈশ্বর আমাদের হৃদয় জানেন এবং বোঝেন যে আমরা সত্যিই তাঁর খোঁজ করছি কি না।

SAQ –

- আপনার মতে, বর্তমানে বিশ্বের কত শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী?
- আপনি কি এমন কোনো ধার্মিক মানুষের দেখা পেয়েছেন যারা আসলে ঈশ্বরের প্রকৃত অনুসারী নন?
- সেই বিষয়টি এবং এই গল্পের মানুষদের কথা মাথায় রেখে আসুন বিষয়টি বিবেচনা করি। বিশ্বের ধার্মিক মানুষদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যারা কেবল ধর্ম পালন করেন এবং কেউ কেউ ঈশ্বরের প্রকৃত সন্ধানী?
- এই গল্পে এমন কী ঘটেছিল যা প্রকৃত সন্ধানকারীকে চিহ্নিত করেছিল?
- আজকের দিনে এর অর্থ আমাদের কাছে কী হতে পারে?

৫. **SO** – যীশু যাক্কাযকে নাম ধরে ডাকেন, যা ওই ব্যক্তির প্রতি যীশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করে।

SA – এখানে আমরা যীশুর যত্নশীল স্বভাব দেখতে পাই; তিনি জানেন একজন মানুষ কোথায় আছেন এবং তাঁকে নাম ধরে চেনেন। আমরা যদি বুঝি যে, যিনি তাঁকে খোঁজেন তাঁর প্রতি যীশু দয়ালু তবে আমরা চাইব তিনি যেন আমাদের নাম ধরে জানেন—তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়াটা স্বস্তিদায়ক। যাক্কায যীশুকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু যীশু যখন তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন, তখন সেই মুহূর্তটি নিশ্চয়ই আরও কতই না চমৎকার ছিল!

SAQ –

- যীশু যেভাবে যাক্কাযের সাথে কথা বলেছিলেন, তার কোনো বিষয় কি আজ আপনার মনে আশার সঞ্চার করে?
- আপনি কি এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন?

• কোনটি বেশি ভালো বলে মনে হয়: এমন একজন ঈশ্বর যিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখেন না, নাকি এমন একজন যিনি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন?

• আপনাকে চেনেন এমন একজন ঈশ্বর থাকার বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতে ভালো ও মন্দ দিকগুলো কী কী?

• ঈশ্বর কি কখনও আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন?

6. **SO** – যীশু নিজেই যাক্কায়ের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন—অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই এমন আচরণকে অত্যন্ত সাহসী বা প্রথা-বহির্ভূত বলে মনে করা হয়। কী ঘটতে "অবশ্যই" চলেছে সে বিষয়ে যীশু জ্ঞান ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন, যেন তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন।

SA – এটি বিস্ময়কর ও উৎসাহব্যঞ্জক যে, যারা তাঁকে খোঁজেন যীশু তাদের সাথে থাকতে চান এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

SAQ –

• আমরা দেখেছি যে যীশু জানতেন তাঁর এই সাক্ষাৎ নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। তাঁর এই উদ্দেশ্যপূর্ণ আমন্ত্রণ এবং পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কি আজকের দিনে আমাদের জন্য অর্থবহ হতে পারে? যদি হয়, তবে কীভাবে?

• এই গল্পে যীশু নিজেই যাক্কায়ের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; তিনি এমন একজনের সঙ্গে বেছে নিয়েছিলেন যিনি তাঁকে খুঁজছিলেন। আজকের দিনে বিষয়টি আমাদের কী বার্তা দেয়?

৭. **SO** – যখন কোনো ব্যক্তি উপরের দিকে তাকান—বিশেষ করে এমন কোনো নেতা যাকে অন্যরা অনুসরণ করছে—তখন সাধারণ মানুষও তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে ফেরায় এটা দেখার জন্য যে নেতা আসলে কী দেখছেন। এর অর্থ হলো, যীশু যে সাক্ষিয়কে দেখেছিলেন তা কেবল তাঁর একাধিক দেখা ছিল না; বরং সেখানে উপস্থিত সকল মানুষই তাঁকে দেখেছিল! সাক্ষিয় সবার নজরে পড়ে যাওয়ার কারণে কোনো ভয় বা লজ্জা প্রকাশ করেননি; বরং তিনি আনন্দই প্রকাশ করেছিলেন।

SA – অবিশ্বাসীরা কিংবা যিশুর অনুসারী হয়েও যারা অবিশ্বস্ত, তারা যখন যিশুকে জানার আগ্রহের কারণে আমাদের বোকা বা নির্বোধ বলে মনে করে, তখন তাদের প্রভাব আমাদের ওপর পড়তে দেওয়া উচিত নয়। আমরা যখন জানি যে যীশু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতি আগ্রহী, তখন আমাদের উচিত আনন্দের সাথে সাড়া দেওয়া।

SAQ –

• যিশুকে জানার প্রচেষ্টায় এমন কি কখনো হতে পারে যে, কাউকে তার পরিবার, সামাজিক গোষ্ঠী বা সংস্কৃতির অন্যদের চেয়ে ভিন্ন কোনো পথ বেছে নিতে হয়?

• আপনি কি কখনো এমনটা দেখেছেন?

• সাক্ষিয়র আচরণ এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ফলাফলের মধ্যে এমন কী বিষয় রয়েছে যা আমাদের উৎসাহিত করতে পারে, যদি আমাদেরও এমন কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের চেয়ে ভিন্ন কিছু বেছে নিতে হয় যা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

• যিশুর আহ্বানে আনন্দের সাথে সাড়া দেওয়ার সুযোগ কি আমাদের আছে?

৮. **SO** – যিশু সাক্ষিয়কে বলেননি কেন তাঁকে সাক্ষিয়র বাড়িতে যেতে হবে। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, যিশুর আহ্বানে সাড়া দিতে সাক্ষিয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তিনি দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি তাঁর ওপর আস্থা বা বিশ্বাসই প্রকাশ করেছিলেন।

SA – আমরা যদি কখনো বুঝতে পারি যে যিশু আমাদের ডাকছেন, তবে আমাদের অবশ্যই সাড়া দিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই সাড়া দিতে হবে। দ্রুত বাধ্য হওয়া বা সাড়া দেওয়া আস্থার পরিচায়ক। আর বিলম্বিত বাধ্যতা অবাধ্যতারই নামান্তর হতে পারে।

SAQ –

• আমরা গল্পটিতে দেখেছি যে, যিশু ভিড় এবং সাক্ষিয় সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জানতেন এবং তিনি একজনকে নাম ধরে ডেকেছিলেন। আজ যদি যিশু মানুষকে ডাকেন, তবে তারা কীভাবে সাড়া দিতে পারে?

• আমরা যদি কখনো বুঝতে পারি যে যিশু আমাদের ডাকছেন, তবে এই গল্পটি কীভাবে আমাদের সহায়তা করতে পারে?

• আমরা দেখেছি সাক্ষিয় দ্রুত ও আনন্দের সাথে সাড়া দিয়েছিলেন। যিশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে কী কী বিকল্প থাকতে পারে? আপনি ‘বিলম্বিত বাধ্যতা’-কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ৯. সুতরাং—যীশু যে “একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হতে গিয়েছেন,” তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কানাঘুসা করার মাধ্যমে জনতা জাক্‌বয়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। “গিয়েছিলেন” (বা “সাথে গিয়েছিলেন”) কথাটি ইঙ্গিত করতে পারে যে, যীশু কেবলই রওনা হচ্ছিলেন অথবা তিনি ইতিমধ্যেই সেখানে চলে গিয়েছিলেন।

জাক্‌বয়ের সামনে ভিড়ের উদ্দেশ্যে যীশু যা বলেছিলেন, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের সমালোচনার কথা তিনি জানতেন। ভিড়ের সমালোচনার জবাবে যীশু নিজের কোনো সাফাই গাইলেন না, বরং জাক্‌বয়ের বাড়ির দিকে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

SA – আমরা হয়তো ভালোভাবেই কোনো কাজ শুরু করতে পারি। কিন্তু আমাদের সেই পথে অবিচল থাকতে হবে, এমনকি যদি আশপাশের মানুষের—এমনকি কোনো ধার্মিক গোষ্ঠীর—সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়।

SAQ –

• ভিড় যীশুর বিষয়ে কানাঘুসা করছিল এবং জাক্বয়ের সমালোচনা করছিল। আজও কি যারা আধ্যাত্মিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের প্রতি কি এমন কেউ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে?

• কীভাবে এমনটা ঘটতে পারে?

• এই ধরনের অসম্মতি বা সমালোচনার জবাবে আমাদের কী করা উচিত, তা এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

10. **SO** – ভিড় অভিযোগ করেছিল যে যীশু “একজন পাপী ব্যক্তির অতিথি হয়েছেন”; এর অর্থ হলো, তারা নিজেদের পাপী বলে মনে করত না।

SA – অহংকারী মানুষেরা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমেই নিজেদের আসল রূপ প্রকাশ করে। আসুন আমরা সেইসব অহংকারী মানুষের মতো না হই, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করতে চায় না।

SAQ –

• আজকের দিনে, মানুষ যখন ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করছে, তখন যারা নিজেদের নিখুঁত ও নিষ্পাপ বলে জাহির করে, সেই ধার্মিক ব্যক্তির কি কখনো অন্যদের উপদেশ দেয়?

• ‘আত্ম-ধার্মিকতা’ বা নিজেকে ধার্মিক মনে করার প্রবণতাকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

• আপনি কি মনে করেন যে ঈশ্বরের একজন প্রকৃত অনুসারীর মধ্যে এই ধরনের আত্ম-ধার্মিকতা থাকে—বা থাকা উচিত?

11. **SO** – ভিড়টি যীশুর “অনুসারী”-র মতো আচরণ করছিল। তারা যীশুকে ঘিরে রেখে তাঁর সাথে সাথে চলছিল। ভিড় যীশুর এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, তাদের কারণে জাক্বয় যীশুকে দেখতেই পাচ্ছিল না। যদিও তাদের সমালোচনা থেকে মনে হচ্ছিল যে যীশু কার সাথে আহাশ করছেন তা নিয়ে তারা চিন্তিত, আসলে তারা সম্ভবত বোঝাতে চাইছিল যে তাদের নিজেদের কোনো বাড়িই ছিল সঠিক পছন্দ। প্রকৃতপক্ষে, যীশু কোন বাড়িতে যাবেন সেই সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ভিড়টি তাঁর প্রতি চরম অসম্মানই প্রদর্শন করেছিল।

SA – যারা যীশুর অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের সবাই আসলে তাঁকে চেনে না। এমন কিছু মানুষ আছে যারা ধার্মিকতার ভান করে, কিন্তু বাইবেলে যীশু যা কিছু করেছেন বা বলেছেন, তার প্রতি তারা আসলে কোনো সম্মান দেখায় না। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন –

• আপনার কি মনে আছে আমরা কীভাবে দেখেছিলাম যে, জনতা যীশুকে সম্মান করার ভান করলেও, তাঁর সাথে থাকার জন্য কাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল—সে বিষয়ে যীশুর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের আসল মনোভাব প্রকাশ করেছিল?

• আজকের দিনেও কি মানুষ এমন আচরণ করে যেন তারা ঈশ্বরের অনুসারী, কিন্তু আসলে তারা ঈশ্বরের চেয়ে নিজেদেরকেই বেশি গুরুত্ব দেয় বা সম্মান করে?

• বিষয়টি কেমন হতে পারে?

12. **SO** – বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগকারী সেই ভিড়ের নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার মতো সাহস তাদের ছিল না। যীশুর ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না; তারা এমন আচরণ করছিল যেন যীশু তাদের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল।

SA – এই ভিড়ের আচরণ আজকের দিনের সেইসব মানুষের মতোই, যারা মনে করে যে তারা একে অপরের কানে কানে যা বলে তা ঈশ্বর শুনতে পান না, কিংবা অন্ধকারে বা গোপনে তারা যা করে তা তিনি দেখতে পান না।

SAQ –

• আমরা গল্পটিতে দেখেছি যে, লোকেরা একে অপরকে কী বলছিল তা যীশু জানতেন।

• আজকের দিনেও কি মানুষ গোপনে এমন কিছু বলে বা অন্ধকারে এমন কোনো কাজ করে, এই ভেবে যে কেউ জানছে না তারা কী করছে—এমনকি ঈশ্বরও না?

• মানুষ কীভাবে এমনটা করতে পারে?

• ঈশ্বর সবকিছু দেখেন—এই বিষয়টি কীভাবে আমাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে?

13. **SO** – ধনী ব্যক্তি সাক্ষিয় যখন দরিদ্রদের নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি তাঁর মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করলেন।

SA – যীশুর সাথে প্রকৃত সাক্ষাৎ বা মিলন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনে।

SAQ –

• আজকের দিনে, যীশুর সাথে প্রকৃত সাক্ষাৎ কীভাবে একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করতে পারে?

• যীশুর সাথে সাক্ষাৎ কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করতে পারে, তার কিছু উদাহরণ কী হতে পারে?

14. **SO** – সাক্ষিয় ঘোষণা করলেন যে, যদি তিনি কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে নেওয়া জিনিসের চারগুণ ফেরত দেবেন। সাক্ষিয় এমনটা বলেননি যে, "যদি আইনের দ্বারা অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হই," তবেই তিনি সেই চারগুণ পরিমাণ অর্থ ফেরত দেবেন। সাক্ষিয় স্বেচ্ছায় বা নিজের ইচ্ছাতেই এমনটা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে যাক্কয় আগে থেকেই দরিদ্রদের অর্থ দান করছিলেন, কিন্তু ভিড়ের মতামত থেকে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। তিনি যদি তাঁর সম্পদের অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে থাকতেন, তবে হয়তো তা গোপনে করে থাকতে পারতেন। কিন্তু যাদের তিনি ঠকিয়েছেন তাদের সবাইকে চারগুণ অর্থ ফেরত দেওয়ার বিষয়টি তাঁকে ভিড়ের কাছে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরত।

এই ঘটনা থেকে আমরা যা জানি তা হলো, এক পর্যায়ে যাক্কয় স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনি সবকিছু সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন যে সেদিনই তাঁর পরিব্রাজ্য ঘটেছে। আমরা দেখতে পাই যে যাক্কয় অসাধারণ উদারতা দেখিয়েছিলেন।

SA – যাক্কয় ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি ও প্রধান কর-সংগ্রাহক, যার লোভী স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি সৎ ও উদার হয়ে ওঠেন। এই প্রধান কর-সংগ্রাহক নিজেকে নম্র করে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি যাদের ক্ষতি করেছেন তাদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থের চারগুণ ফেরত দেবেন। আমরা যখন যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি ও আমাদের পাপ স্বীকার করি, তখন আমাদের নম্রতা দেখানো উচিত এবং অতীতের ভুলগুলো উদারভাবে সংশোধন করার মানসিকতা থাকা উচিত।

SAQ –

- যীশুর কাছে আসার পর যাক্কয়ের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। আপনি কি এমন কোনো মানুষকে দেখেছেন যাদের জীবন যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পর আমূল পরিবর্তিত হয়েছে?
- যদি দেখে থাকেন, তবে যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পর তাদের আচরণে কী কী সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন এসেছিল?
- যাদের ক্ষতি করা হয়েছে তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষতিপূরণ বা সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে মানুষকে কোন ধরনের আবেগ ও মনোভাব উদ্ভুদ্ধ করতে পারে?
- আপনি কি এমন কাউকে দেখেছেন যিনি যীশুর অনুসারী হওয়ার পর অতীতে যাদের ক্ষতি করেছিলেন তাদের কাছে ফিরে গিয়ে সেই পাপের ক্ষতিপূরণ করেছেন? তখন কী ঘটেছিল?

15. **SO** – প্রথমে মনে হতে পারে যে যাক্কয় হয়তো যীশুর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে সেদিন যাক্কয় যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, কারণ যীশু তাঁকে বলেছিলেন, "আজ এই বাড়িতে পরিব্রাজ্য এল।" এই ঘটনায় যাক্কয়ই

একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। SA – পরিত্রাণ তাদেরই হয় যারা প্রথমে স্বীকার করে যে তারা পাপী।

SAQ –

- আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, যাক্বয় যীশুর অনুগ্রহ লাভের আশায় কোনো কিছু করার চেষ্টা করছিলেন কি না। আজও কি মানুষ ঈশ্বরকে খুশি করতে বা তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় ভালো কাজ করার কিংবা অর্থ দান করার চেষ্টা করে?

- তারা কীভাবে তা করতে পারে?

- আপনি কি কখনও এমনটা ভেবেছেন, অথবা এমন কাউকে চেনেন যিনি এমনটা করেছেন?

- আমরা দেখেছি যে, এই ঘটনায় একমাত্র সাক্ষিয়ই স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন পাপী। অর্থ ও অন্যান্য মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি তাঁর হৃদয়ের প্রকৃত পরিবর্তনের প্রমাণ দিয়েছিলেন। এছাড়া, যীশু নিশ্চিত করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষিয়র এই পরিবর্তনটি ছিল খাঁটি।

- আজকের দিনেও কি মানুষ নিজেদের পাপী হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে?

- এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের মানুষের জন্য পাপ স্বীকার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

16. **SO** (সুতরাং) – এই ঘটনায় যীশু সরাসরি সাক্ষিয়কে বলেছিলেন, “আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো।” যীশু আরও বলেছিলেন, “কারণ তিনিও অব্রাহামের সন্তান।” এর থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে সাক্ষিয় ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, যীশুর কথা থেকে আমরা দেখি যে তিনি তাঁর শ্রোতা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেই লোকদের সামনে সাক্ষিয়র পক্ষ নিয়েছিলেন!

SA (পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ) – আমরা দেখেছি যীশু সাক্ষিয়র সাথে কাজ করছেন এবং সাক্ষিয় বিশ্বাসের সাথে যীশুর দিকে ফিরে আসছেন। কিন্তু সেই পুরো সময়জুড়ে সমালোচনামুখর এক জনতাও সেখানে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। যীশু তখনও সেই আত্ম-ধার্মিক জনতার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন; তিনি চাইছিলেন যেন তারা নিজেদের অভাবী বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রার্থী হিসেবে দেখতে শেখে এবং তাদের মন উন্মুক্ত করে বুঝতে পারে যে সাক্ষিয় ঈশ্বরের মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। আজও এমন আত্ম-ধার্মিক মানুষের দল রয়েছে যারা তাদের সমালোচনা করে, যাদের জীবন যীশুকে অনুসরণ করার ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

SAQ –

- জাক্কয় যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। যদিও জাক্কয়কে কেউ পছন্দ করত না, তবুও যীশু সেই অজনপ্রিয় মানুষটির পক্ষ নিয়েছিলেন আত্ম-ধার্মিক ভিড়ের সামনে। আজকের দিনেও কি এমনটা ঘটে যে, জীবনযাপন বা পেশার কারণে মানুষ অন্যদের দ্বারা অবজ্ঞার শিকার হয়?
- কী ধরনের মানুষকে অন্যরা পাপী হিসেবে গণ্য করে—বিশেষ করে যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে, তারা কাদের নিচু চোখে দেখে?
- আপনি কি কখনও এমন কিছু ঘটতে দেখেছেন?
- যদি দেখে থাকেন, তবে সেই আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তির কি চাইত যে ওই "পাপী" ব্যক্তিটি আধ্যাত্মিক সহায়তা খুঁজুক—অর্থাৎ যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করুক?
- যীশু তবুও সেই ভিড়ের প্রতি আধ্যাত্মিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। আমাদের কাছে এর অর্থ কী হতে পারে?

17. **SO** – যীশুর এই উক্তিটি—যে তাঁর পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য হলো "যা হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বের করা ও রক্ষা করা"—নিশ্চিতভাবেই জাক্কয়কে সম্মান জানিয়েছিল এবং এটি এমন একটি সারসংক্ষেপমূলক বক্তব্য বলে মনে হয় যা ভিড়কে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছিল।

SA – আমরা যদি ঈশ্বরের অনুমোদন পেতে চাই, তবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া অবস্থা ও পাপপূর্ণ স্বভাব স্বীকার করতে হবে এবং ঈশ্বরকে আমাদের রক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে।

SAQ –

- গল্পের শেষে যীশুর দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কি এমন কিছু আছে যা আজ আমাদের দেখাতে পারে যে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী চান?
- পৃথিবীতে কতজন মানুষ সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম?
- আমাদের হারিয়ে যাওয়া অবস্থা ও পাপপূর্ণ স্বভাব স্বীকার করা কি কঠিন নাকি সহজ?
- এই গল্প থেকে কি আমরা এমন কিছু জানতে পারলাম যা ব্যাখ্যা করে কেন যীশুর কথা শোনার পরেও কিছু মানুষ তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না?
- এই গল্পটি আপনার মনে কী ভাবনার উদ্রেক করে?

১৮. **SO** (মূল বিষয়) – এই গল্পে আমরা যীশুকে দেখি—যিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও—এমন একজন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যত্নশীল হচ্ছেন যাকে অন্য সবাই ঘৃণা করত। যীশু সেই ব্যক্তির নাম জানতেন। যীশু সবার মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছিলেন। ভিড় আড়ালে কী বলছিল, তা-ও তিনি জানতেন। এছাড়া, যীশুর সেই ক্ষমতা

ছিল যা দিয়ে তিনি ঘোষণা করতে পারতেন যে, সেদিনই সাক্ষি পরিব্রাণ লাভ করেছে। গল্পে দেখা এই বিষয়গুলোর সমন্বয় ইঙ্গিত দেয় যে, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর।

SA (প্রয়োগ) – আজকের দিনে যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হতে পারে তা জানতে চাইলে, আমরা ভিড় ও সাক্ষির সাথে যীশুর আচরণের ধরনগুলো লক্ষ্য করতে পারি।

SAQ (আলোচনার প্রশ্ন) –

- আপনার কি মনে হয়, আজও এমন মানুষ আছে যারা জানতে চায় যে যীশুর সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন হতে পারে?
- মানুষ কী ধরনের বিষয় জানতে চাইতে পারে?
- এই গল্পের কোন বিষয়টি আপনার বা অন্যদের প্রশ্নের উত্তর হতে পারে?

১৯. **SO (মূল বিষয়)** – গল্পের শুরুতে দেখা যায় যে সাক্ষি যীশুকে খুঁজেছিলেন। কিন্তু পরে গল্পটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে যীশু নিজেই সাক্ষিকে খুঁজে বের করেন!

SA (প্রয়োগ) – আমরা গল্পে দেখেছি যে সাক্ষি যীশুকে খুঁজেছিলেন, আবার যীশুও সাক্ষিকে খুঁজেছিলেন। উভয় কথাই সত্য। আমাদের অবশ্যই যীশুকে খুঁজতে হবে। তবে একই সাথে এটিও বিস্ময়কর যে, তিনিও আমাদের খোঁজেন!

SAQ (আলোচনার প্রশ্ন) –

- আপনার কি মনে হয় আজও মানুষের যীশুকে খোঁজা প্রয়োজন—এই কথাটি সত্য?
- যীশুর মানুষকে খোঁজার বিষয়ে গল্পে কি কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছেন?
- এটি কি কোনো স্ববিরোধিতা বা সাংঘর্ষিক বিষয়? আপনার কী মনে হয়? যীশু কি মানুষকে খোঁজেন, নাকি মানুষ যীশুকে খোঁজে?
- উভয়ই কি হতে পারে? আপনি বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
- আজকের দিনে এর অর্থ কী হতে পারে?

পরিশিষ্ট গ (C) : ব্যবহারকারীর ওপর প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন – মেন্টরিং ও সম্প্রসারণ

“আমি অক্ষরজ্ঞানহীন, কিন্তু গত ৫ বছর ধরে যাজক (Pastor) ও সুসমাচার প্রচারক (Evangelist) হিসেবে প্রভুর সেবা করছি। ১৯৯৩ সালে আমি প্রভুর পথে আসি। আমি প্রভুর সেবা করতে এবং কোনো বাইবেল কলেজে বাইবেল বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বাইবেল কলেজগুলো আমাকে প্রশিক্ষণের জন্য গ্রহণ করেনি কারণ আমি অক্ষরজ্ঞানহীন। এছাড়া, প্রচারমঞ্চ থেকে দেওয়া ঈশ্বরের বার্তাগুলোও আমি ঠিকমতো বুঝতে পারতাম না, কারণ সেগুলো ছিল উচ্চশিক্ষিত বা লিখিত ভাষার শৈলীতে দেওয়া।

“পরিবার ও বন্ধুদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরতে আমি বেশ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময়েই প্রভু আমাদের জীবন ও পরিচর্যায় ‘টিজিএসপি’ (TGSP)-কে নিয়ে এলেন; এর জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। ‘এসটিএস’ (STS) পদ্ধতির মাধ্যমে আমি ১৫৫টি গল্প শিখেছি এবং এখন আনন্দের সাথে বলতে পারি যে, আমি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছেই সুসমাচার প্রচার করতে পারি।”

ওয়াই. বাবু - সুসমাচার প্রচারক/যাজক, এমএমবিসি (MMBC)-কর্ণাটক, ভারত

“কল্পনা করুন এমন একদল মানুষের কথা—যাদের সংস্কৃতি ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন, যাদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ই রয়েছে—যারা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নিহিত অমূল্য রত্ন খুঁজে পেতে ও আবিষ্কার করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS) স্টাডি গ্রুপে সাধারণত ঠিক এমন দৃশ্যই দেখা যায়।

“আমরা মিশনারি কর্মক্ষেত্রে, বয়স্কদের জন্য আয়োজিত গৃহ-ভিত্তিক বাইবেল পাঠের আসরে এবং শিশু ও যুবকদের পরিচর্যায় এসটিএস (STS) পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। এসটিএস-এর ধারণাগুলো আমার ধর্মোপদেশ বা প্রচারের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে।”

যাজক ক্রিস জনসন - ক্যালভারি চ্যাপেল, যুক্তরাষ্ট্র

“বর্তমান যুগে ‘মহান আজ্ঞা’ (Great Commission) পালনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি পদ্ধতি হলো ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS)। যদিও বহু শতাব্দী ধরে আমরা ঈশ্বরের বাক্য উন্মোচনের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিই (ব্যাক্যামূলক প্রচার বা ‘এক্সপজিটরি প্রিচিং’) অনুসরণ করে আসছি, তবুও আমরা এর কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছি।

“এই ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে এসটিএস (STS) শেখার পর আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, শিষ্য তৈরির ক্ষেত্রে এটি একটি আরও ভালো পদ্ধতি। এসটিএস আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে এবং

শাস্ত্রের বিষয়গুলোকে আরও গভীরভাবে বোঝার ক্ষেত্রে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। যদিও আমার দেশ দক্ষিণ সুদানে—যেখানে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশি—সেখানে এসটিএস-এর গুরুত্ব আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, তবুও আমার মতো শিক্ষিত মানুষের ওপরও এর প্রভাব আমি অনুভব করি।” “বিশ্বজুড়ে সকল খ্রিস্টান নেতার কাছে আমি এই রিসোর্সটি বিশেষভাবে সুপারিশ করছি। আমি প্রার্থনা করি যেন টিজিএসপি (TGSP) এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করে। সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালটিই হবে আপনার জন্য সর্বোত্তম সূচনা।”

রেভারেন্ড ড্যানিয়েল চাগাই গাক - অ্যাংলিকান চার্চ অফ সুদান

“আমি ‘ফুলার থিওলজিক্যাল সেমিনারি’ (Fuller Theological Seminary) থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী একজন ধর্মতাত্ত্বিক এবং মিশনারি কার্যক্রম বিষয়ক পণ্ডিত; আমি দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষদের মাঝে কাজ করেছি। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাকে কীভাবে কেবল ‘বাম-মস্তিষ্ক’ বা ‘লেফট-ব্রেইন’ কেন্দ্রিক (বিশ্লেষণধর্মী, তত্ত্ব-ভিত্তিক ও বক্তৃতা-নির্ভর) শিক্ষাদান পদ্ধতির গণ্ডিতে আটকে রেখেছিল।

“ডেরোথি কর্তৃক প্রবর্তিত এবং তাঁর নেতৃত্বে ক্রমবিকাশমান ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply the Story বা STS) পদ্ধতির গতিশীলতার মাধ্যমে আমি পুনরায় এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ‘মহা-শিক্ষক’ যিশু সর্বদা গল্পের মাধ্যমেই শিক্ষা দিতেন—এমনকি তাঁর সমসাময়িক অত্যন্ত পণ্ডিত তোরাহ-বিশেষজ্ঞদেরও। ‘এসটিএস’ (STS)-এর আদলে গল্প বলার চর্চা শুরু করার ফলে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মাঝে আমার সেবাকার্যে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে।

“আমার প্রয়োজন ছিল প্রকৃত পরিবর্তনের—নতুন করে শেখার, চিন্তার গৎবাঁধা ও পুরনো গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার এবং পবিত্র শাস্ত্রকে জীবন্ত ও প্রভাবশালী করে তুলে ধরার।

“এসটিএস (STS) উত্তর-আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে গল্প বলার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে এবং একই সাথে অ-পশ্চিমা বিশ্বের মৌখিক শিক্ষণ-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে মণ্ডলীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। গল্পের শক্তি ও বাইবেলের গল্প বলার কৌশলের মাধ্যমে যেকোনো পেশাদার শিক্ষক তাঁর সেবাকার্য বা আহ্বানের ক্ষেত্রে গভীর উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে আমি ‘এসটিএস’-কে অত্যন্ত জোরালোভাবে সুপারিশ করছি।”

বিল জোরাকার, পিএইচডি - জুডিও-ক্রিস্টিয়ান স্টাডিজ (ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন)-এর অধ্যাপক

উইলিয়াম কেরি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

“খ্রিস্টীয় জগতের একটি বড় অংশ যখন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নানা সুযোগের পেছনে ছুটছে, তখনো এমন এক জগৎ রয়ে গেছে যা প্রকৃত ধার্মিকতার জন্য তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত। সেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কেবল ঈশ্বরের বাক্য—যিশু খ্রিস্ট—দ্বারাই মেটানো সম্ভব।

“‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS)-এর গভীর শিষ্যত্ব-গঠনমূলক পদ্ধতিটি যিশুর বিশ্বয়কর ও মহিমান্বিত সত্তাকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে।

“আমরা আমাদের নাতি-নাতনিদের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ‘এসটিএস’ ব্যবহার করি। আমাদের মণ্ডলীর যাজকরা সবাই ‘এসটিএস’-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং এখন ছোট ছোট দলের মাধ্যমে তরুণদের শিক্ষাদানে এটি ব্যবহার করছেন। আমাদের মিশনের যাজক ও কমিটি এখন এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আফ্রিকায় ‘এসটিএস’ কর্মসূচি ও ‘ওরাল বাইবেল স্কুল’ (মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার স্কুল) গড়ে তোলার কাজে অর্থায়নের বিষয়টি নতুন করে সাজাচ্ছেন।” “বাইবেল অধ্যয়নের ‘ইনডাক্টিভ’ (inductive) পদ্ধতি, সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব গড়ে তোলার সুযোগগুলো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বর্তমানে আমাদের আমেরিকার শহরের কেন্দ্রস্থল বা ‘ইনার-সিটি’ (inner-city) এলাকায় কাজ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে; সেখানে এক গভীর নৈরাশ্য বিরাজ করছে, যার কারণ হলো কল্যাণকামী রাষ্ট্র (welfare state) এবং মানুষ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন মতবাদ বা সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা পরিত্রাতা ও ভ্রান্ত সুসমাচার। একমাত্র প্রকৃত সুসমাচারই হলো আশার একমাত্র উৎস। আমাদের প্রভুর শিক্ষাদানের পদ্ধতির প্রজ্ঞা আমরা কাজে লাগাতে পারি; আর ‘এসটিএস’ (STS)-এর মাধ্যমে এখন আমাদের হাতে এমন একটি ‘প্যাকেজ’ বা কার্যপদ্ধতি রয়েছে, যা ব্যবহার করে প্রভু একটি ভগ্নপ্রায় সংস্কৃতিতে পরিত্রাণ ও পুনর্গঠন নিয়ে আসবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।”

মার্ক স্যান্ডস – প্রেসিডেন্ট, চার্চ বিল্ডার ফাউন্ডেশন (গ্লোবাল)

পরামর্শদান ও বিস্মৃতি

প্রথম তিনটি সাক্ষ্য এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এসেছে যারা TGSP-এর নির্বাহী কর্মীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে গড়ে উঠেছেন। তারা যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তারা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন—যারা আবার আরও অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এটিই কি ঈশ্বরের পদ্ধতি নয়?

STS পদ্ধতি আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি আধ্যাত্মিক নেতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এর ফলে আধ্যাত্মিক নেতা তৈরি, তাদের মণ্ডলীর সাথে যুক্ত রাখা এবং মিশনারি কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে এক ধারাবাহিক বিস্মৃতি বা গুণিতক হারে বৃদ্ধি ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, তরুণ-বৃদ্ধ—সবার জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের ত্রিত্ববাদী ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করার জন্য এটি একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক আহার।

ড. মার্ক মুনিয়াপ্লা - অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল / TGSP-ইন্ডিয়া

আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি কী শব্দ ব্যবহার করব? আমি প্রভু এবং ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (STS) নামক এই মাধ্যমটির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার ২০ বছরের পরিচর্যার জীবনে এটিই আমার দেখা সবচেয়ে কার্যকরী একটি পদ্ধতি। STS নিশ্চিতভাবেই আমাকে ঈশ্বরের বাক্য আরও গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে; পাশাপাশি আমার সাংগঠনিক জীবনেও এর অনেক প্রয়োগ রয়েছে। এখান থেকে শেখা একটি বড় শিক্ষা হলো—কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিভিন্ন বিকল্প বা উপায় বিবেচনা করা। এছাড়া এটি আমার দলকে কাজের ফলাফল বা প্রভাব সম্পর্কে দূরদর্শী হতেও সাহায্য করেছে।

রমেশ সাপকোটা – সিইও, কিংডম ইনভেস্টমেন্টস নেপাল (মানব পাচার বিরোধী একটি সংস্থা)

সর্বপ্রথমে আমি সর্বশক্তিমান প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমার সহ-প্রার্থনাকারী ও বড় ভাই রমেশের প্রতি সমস্ত মহিমা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যখন তাঁর সাথে আমার দেখা হয়, তখন খ্রীষ্টে আমি ছিলাম নতুন এবং আমার পরিচর্যা ছিল সদ্যজাত শিশুর মতো। আমার আত্মিক পুষ্টি ও পরিচর্যার জন্য একজন ‘আত্মিক মা’ বা অভিভাবকের প্রয়োজন ছিল। রমেশ আমাকে STS প্রশিক্ষণ দিলেন। ওটাই ছিল শুরুর সময়। তখন খ্রীষ্টে বিশ্বাসী আমরা খুব কম সংখ্যক মানুষ ছিলাম এবং আমাদের একটিমাত্র সহভাগিতা বা মণ্ডলী ছিল যা বেশ দুর্বল অবস্থায় ছিল। তিনি আমার মণ্ডলীতে STS কার্যক্রম চালিয়ে গেলেন। এখন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই STS প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঈশ্বর আটটি মণ্ডলী স্থাপন করেছেন এবং এই বছর আমরা আরও দুটি নতুন মণ্ডলী স্থাপনের পরিকল্পনা করেছি।

মণ্ডলী বিস্তারের জন্য আমি STS পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এর ফলে চমৎকারভাবে আমি STS প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছি; শুধু আমিই নই, আমার মেয়ে—যে নিজেও একজন মণ্ডলী নেত্রী—সে-ও এই সুযোগ পেয়েছে এবং সে আমার চেয়েও ভালো ভাবে STS পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ধন্যবাদ ভাই রমেশ; আমি কেবল একটি প্রজাপতির শরীরের মতো ছিলাম, আর এখন আপনি আমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে পরিণত হতে প্রস্তুত করেছেন!

প্রভুর সেই সকল সেবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা তাঁর নাম মহিমাম্বিত করতে এবং আমাকে ও আমার পরিচর্যাকে আশীর্বাদপুষ্ট করতে এসটিএস (STS)-এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

পাস্টর কৃষ্ণ পি. ঘিমিরে - সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল চার্চেস ফেলোশিপ অফ নেপাল

পরিশিষ্ট ঘ: (D) একজন নেতার উপলব্ধি

বদ্ধ বা কঠোর নিয়ন্ত্রিত দেশে সুসমাচার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কর্মরত একজন মিশনারি

মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার কথা যখন আমি প্রথম শুনি, তখন এতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমার ধারণা ছিল, শিশুদের উপযোগী বাইবেলের গল্প শুনিতে ধর্মশাস্ত্রের ওপর সুদৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন কোনো মণ্ডলী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে একটি মিশন বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় আমি এমন এক দম্পতির সাথে ছিলাম যারা বিশ্বজুড়ে মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আমি তাঁদের নানা ধরনের প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিলাম; এমনকি তাঁদের সাথে ভ্রমণও করেছিলাম, যাতে সেই সপ্তাহান্তে তাঁদের পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ সেশনের ভিডিও ধারণ করতে পারি।

ঈশ্বরের বাক্যের ওপর মণ্ডলী এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসীদের সুদৃঢ় ভিত্তি থাকাটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ধর্মশাস্ত্রের সত্য সম্পর্কে কেবল পরিচিত থাকলেই চলে না; বরং ঈশ্বরের বাক্যকে 'ইনডাক্টিভ' বা পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে হয়। এর চেয়ে কম কিছু করা মানেই বিশ্বাসীদের বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণ (syncretism) এবং নানাবিধ সমস্যার দিকে ঠেলে দেওয়া।

পর্যবেক্ষণমূলক বাইবেল অধ্যয়ন এবং দায়িত্বশীল ব্যাখ্যার প্রতি আমার দৃঢ় অঙ্গীকার সময়ের সাথে সাথে কেবল বেড়েই চলেছে। মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার ধারণার কারণে তা বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং আরও জোরদার হয়েছে।

মৌখিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণমূলক ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যামূলক অধ্যয়ন পরিচালনার সম্ভাবনার বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এটা কি আদৌ সম্ভব? আর এর প্রয়োজনীয়তাই-বা কী?

প্রথমত, এর প্রয়োজনীয়তা কী? যারা মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেন, তাঁরা এমন সব সিডি ও সাক্ষ্যমূলক ভিডিও ক্লিপ সরবরাহ করেন যা মৌখিক বাইবেল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করে।

আমার মতে, একটি বড় মোড় এসেছিল ২০০৪ সালে 'লুজান কমিটি ফর ওয়ার্ল্ড ইভানজেলিজম'-এর সভায় উপস্থাপিত একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে। সেই প্রতিবেদনে তথ্য-উপাত্তসহ দেখানো হয়েছিল যে, বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ—এমনকি যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত 'শিক্ষিত' সমাজেও—মূলত মৌখিক আলোচনার মাধ্যমেই শিখতে পছন্দ করে (oral learners)। যেসব এলাকায় মানুষের সাক্ষরতার হার কম, সেখানে এই বিষয়টি আরও প্রকট।

গত ১৭ বছর ধরে আমাদের দল মাঠে কাজ করে যাচ্ছে। সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ মৌখিক পদ্ধতি অনুসরণ করছি—আমরা কোনো ধরনের লিখিত উপকরণ বা লিটারেচার ব্যবহার করি না—বরং আমাদের দলের সদস্যরা সুসমাচারের বার্তাটি শেখেন, মুখস্থ করেন এবং

মৌখিকভাবে তা উপস্থাপন করেন। এর ফলে আমরা অভাবনীয় ফলাফল পেয়েছি; অসংখ্য মানুষ খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

তবে, তাদের সাথে পরবর্তী পরিচর্যা বা 'ফলো-আপ'-এর ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই এমন এক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলাম যা মূলত পড়াশোনা বা অক্ষরজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমরা বিশ্বাসীদের হাতে বাইবেল তুলে দিতাম এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে শাস্ত্রপাঠ ও অধ্যয়ন করতাম; পাশাপাশি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে কীভাবে নিজে নিজে শিক্ষা আহরণ করা যায় (ইনডাক্টিভ স্টাডি), তা-ও তাদের শেখাতাম। কিন্তু পরিচর্যার এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করে আমরা যেন এক দুর্লভ বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। নতুন বিশ্বাসীরা যেন স্থবির হয়ে পড়েছিল। তাদের বিশ্বাসে কোনো বৃদ্ধি ঘটছিল না; বরং তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসছিল এবং তারা আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পিছিয়ে পড়ছিল।

আমরা একটি গ্রামে গিয়েছিলাম যেখানে প্রায় ২০ জন মানুষ আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমরা তাদের ধর্মশাস্ত্র পাঠের ওপর জোর দিয়েছিলাম—তাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে তারা নিজেরাই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে (inductively) শাস্ত্র পড়তে পারে—এবং সেই সাথে তাদের সাথে ব্যক্তিগত সময় কাটিয়ে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলাম।

আজকের দিনে, তাদের কাউকেই আর "খ্রীষ্টকে নিবিড়ভাবে অনুসরণকারী" বলা চলে না। তাদের অনেকেই তা চেয়েছিলেন, কিন্তু এত সময় পার হওয়ার পরেও মনে হয় যেন তারা ঈশ্বরের বাক্যকে কখনোই সত্যিকার অর্থে ধারণ করতে পারেনি; তা তাদের অন্তরে গেঁথে যায়নি। আমার মনে হয় না যে সেই পাঠ বা অধ্যয়ন তাদের ওপর কোনো গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।

আরও বড় কথা হলো—তারা কখনোই সেই শাস্ত্রের কথা অন্যদের কাছে তুলে ধরেনি বা প্রচার করেনি। আমরা যাদের কাছে পরিচর্যা বা সেবা পৌঁছে দিচ্ছি, তারা যদি নিজেরা অন্যদের কাছে তা পৌঁছে না দেয়, তবে আমরা কীভাবে সেই সব মানুষের কাছে পৌঁছাব যারা এখনও সুসমাচার শোনেনি?

আমার বিশ্বাস, মৌখিকভাবে বাইবেল শেখানোর মৌলিক কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, বাইবেলের সত্যগুলো মানুষ এমনভাবে গ্রহণ করতে পারে যা লিখিত পাঠের ক্ষেত্রে হয়তো সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত, মানুষ এই সত্যগুলো অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হয়—আর এটিই হলো প্রকৃত "এমন এক পরিচর্যা যা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া বা পুনরুৎপাদন করা সম্ভব।"

বিশ্বের যেসব অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বা চর্চা কঠিন বা নিষিদ্ধ (closed areas), সেখানে আরেকটি সুবিধা হলো—এতে মানুষের কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার বা বিপদে পড়ার ঝুঁকি কম থাকে। আমি আরও অনেক কথা বলতে পারি, তবে এই পদ্ধতির কৌশলগত গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই মূলত সমস্ত সিডি (CD) এবং ভিডিও ক্লিপগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: "মৌখিক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্লেষণমূলক (inductively) ও ব্যাখ্যাসহ (exegetically) শেখানো কি আদৌ সম্ভব?"

অনেক সংস্থাই এমন কোনো বিভাগ রয়েছে যারা মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শেখার বিষয়টিকে উৎসাহিত করে এবং তা শিক্ষা দেয়। তাদের অধিকাংশই 'ইন্টারন্যাশনাল ওরালিটি নেটওয়ার্ক' (ION)-এর সদস্য। আবার এমন কিছু সংস্থাও রয়েছে যারা বিশেষভাবে মৌখিক পদ্ধতিতে বাইবেল শেখানোর কাজে পারদর্শী। আমি বেশ কয়েকটি সংস্থার খোঁজখবর নিলাম, তাদের উপকরণগুলো সংগ্রহ করলাম এবং ভিডিওগুলো দেখলাম।

আমি তাদের মধ্যে একটি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মৌখিকভাবে বাইবেল শেখানোর পদ্ধতিটি শেখানোর ক্ষেত্রে কোন সংস্থাটি সবচেয়ে সেরা?" তারা 'STS' বা 'Simply the Story'-র নাম বলল। আমি তাদের ওয়েবসাইট দেখলাম, উপকরণগুলো সংগ্রহ করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে তাদের পদ্ধতিতে সত্যিই বিশেষত্ব রয়েছে।

তাদের বিষয়ে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে, তারা মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত 'ইন্ডাক্টিভ' (বাস্তব উদাহরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেখার) পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়। বাইবেলের মূল অর্থ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণধর্মী (exegetical) এবং মৌখিক বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতিটিই সবচেয়ে কাছাকাছি ও যথাযথ। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেছি। এরপর স্কাইপের (Skype) মাধ্যমে তাদের সাথে আমার যোগাযোগ শুরু হলো।

নভেম্বরের শুরুর দিকে 'Simply the Story' থেকে দুজন প্রশিক্ষক আমাদের এখানে এলেন এবং তাঁরা পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করলেন। প্রথম দুই দিন ছিল প্রশিক্ষকদের জন্য (যাদের আমরা আমাদের দল থেকে বাছাই করেছিলাম); এরপর পরবর্তী তিন দিন, সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা STS-এর প্রশিক্ষকদের সহায়তায় আমাদের দলের বাকি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিলেন। আমাদের মিশনারি কাজে এই পদ্ধতিটি অন্তর্ভুক্ত করার ফলে আমাদের কার্যক্রমে এক দারুণ গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

আমরা অবিলম্বে এটি ব্যবহার করা শুরু করি এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে যে প্রতিবেদনগুলো পাচ্ছি, তাতে আমি সত্যিই সন্তুষ্ট। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা লিখিত ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ভিত্তি করে 'ইন্ডাক্টিভ' (পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক) ও 'এক্সজেক্টিভ্যাল' (বিশ্লেষণমূলক) অধ্যয়ন বা শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। মোটেও তা নয়; বরং এই বিষয়গুলো এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে আমরা মৌখিকভাবে যা করছি তা— ১) লিখিত বাক্যের অধ্যয়নের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটি সেগুলোর বিকল্প নয়; ২) এমন অনেক মানুষের কাছে পৌঁছায় যারা পড়তে পারেন না বা পড়েন না; ৩) সাধারণ মানুষও এটি ভালোভাবে করতে পারেন (আমরা সাধারণ বিশ্বাসীদের কাজে লাগাচ্ছি); ৪) যাদের কাছে আমরা সরাসরি পরিচর্যা করি তাদের বাইরেও অন্যদের সাথে এটি অনেক সহজে ভাগ করে নেওয়া যায়, অর্থাৎ এটি ছড়িয়ে পড়ে; ৫) কোনো কঠোর বা সীমাবদ্ধ দেশে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ

উপায়; ৬) এটি কোনো বাইরের অর্থায়ন, যন্ত্র বা অন্যান্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল নয়! **এটি মিশনারি কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজে অনুকরণযোগ্য বা ছড়িয়ে দেওয়ার মতো একটি কৌশল।**

আবারও বলছি, আমি বিভিন্ন সংস্থার এই পদ্ধতির নানা সংস্করণ দেখেছি, কিন্তু সেগুলোর অনেকটিতেই বাইবেলের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে মৌখিকভাবে তুলে ধরা হতো না। 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply the Story) পদ্ধতিটি বাইবেলের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বলার ওপর বিশেষ জোর দেয়—অর্থাৎ শাস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে এমনভাবে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা যাতে তা মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা না হয়; ফলে আমরা যা ভাগ করে নিচ্ছি তা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য—মৌখিক বাক্য—ঠিক সেভাবেই, যেভাবে আমরা লিখিত বাক্য পাঠ করি।

ঈশ্বরের লিখিত বাক্যই হলো প্রামাণিক শাস্ত্র বা 'ক্যানন', এটিই মূল উৎস। আমাদের অবশ্যই এটি শেখাতে হবে এবং কীভাবে এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে হয় তা জানাতে হবে। তবে, লিখিত বাক্য থেকেই আমরা মৌখিক বাক্যটি পাই। যখন আমরা মৌখিকভাবে বাইবেল শিক্ষা দিই, তখন আমরা বাইবেলটি খোলা রাখি যাতে দেখানো যায় যে এটি বাইবেল—অর্থাৎ লিখিত বাক্য—থেকেই নেওয়া হয়েছে। এভাবেই আমরা মানুষকে দেখাই যে শাস্ত্রই হলো মূল উৎস।

আদি মণ্ডলীর সময়ে মানুষ শাস্ত্র থেকে পাঠ করত এবং অন্যরা তা শুনত। পৌল যখন তাঁর চিঠিগুলো পাঠাতেন, তখন তিনি সেগুলো উচ্চস্বরে পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিতেন। সংগ্রহ করা একটি সিডি-তে আমি একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম: “প্রথম শতাব্দীতে কত শতাংশ মানুষ পড়া বা লেখার ক্ষমতা রাখত—এমন এক সময়ে যখন একদিনেই ‘তাদের সংখ্যার সাথে ৩০০০ জন যুক্ত হয়েছিল’? আমাকে জানানো হলো যে, এর উত্তর হলো প্রায় ৫ শতাংশ।”

বাইবেল-ভিত্তিক তথ্যের নির্ভুলতা ‘সিম্পলি দ্য স্টোরি’ (Simply the Story)-কে পছন্দ করার একটি কারণ। তবে আরেকটি কারণ হলো, তারা মানুষকে ‘আরোহী পদ্ধতি’ বা ‘ইনডাক্টিভ’ (inductively) উপায়ে শেখার কৌশলও শেখায়। গল্পটি শোনানোর পর, তারা শ্রোতাদের কাছে সেই গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে এমন সব প্রশ্ন করে যা তাদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। তারা মানুষকে তাদের পর্যবেক্ষণগুলো মুখে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে, সঠিক ব্যাখ্যায় পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য প্রশ্ন করে এবং তাদের নিজেদেরই বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে সেই গল্পের শিক্ষা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সত্যিই এটি একটি চমৎকার মাধ্যম—যা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি এবং দক্ষতার সাথে শেখানো হয়।

ঈশ্বরের কাহিনী: সৃষ্টি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত

STS-এর মূল কার্যক্রম বা 'জনক' হিসেবে পরিচিত 'গডস স্টোরি' (God's Story)-র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাবের ফলে আমরা 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' (Simply The Story) পদ্ধতিটি তৈরি করেছি। বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে ৮০ মিনিটের এই সামগ্রিক উপস্থাপনাটিতে পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রধান ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং এটি অডিও ও ভিডিও—উভয় মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ২০১১ সালের মধ্যেই বিশ্বের ৩০০টিরও বেশি ভাষায় 'গডস স্টোরি' প্রস্তুত করা হয়েছিল।

সৌরশক্তিতে চালিত অডিও প্লেয়ারে 'গডস স্টোরি' শোনার বিষয়টি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

সুদানের এক কিশোর তার এক সহপাঠীর ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল। তাই সে ওই সহপাঠীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে স্কুলে একটি ছুরি নিয়ে এসেছিল। ক্লাসের শিক্ষক তখন স্থানীয় মাতৃভাষায় 'গডস স্টোরি' সম্বলিত একটি সোলার প্লেয়ার বা সৌর-চালিত প্লেয়ার সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বিশেষ দিনটিতে শিক্ষক ক্লাসের শিক্ষার্থীদের শোনালেন কয়িন ও হেবলের কাহিনী।

বাইবেলের সেই কাহিনী শোনার পর রাগান্বিত ছেলেটির মধ্যে এক পরিবর্তন এল। সে তার ছুরিটি বের করল—এবং নিজের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে সেটি শিক্ষকের হাতে তুলে দিল! ঈশ্বর তার হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। সেদিনই ছেলেটি ঈশ্বরের কাছে তার সমস্ত পাপের ক্ষমা চাইল এবং যীশুকে তার ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করল।

ঈশ্বরের বাক্য কথা বলে। যারা 'সিম্পলি দ্য স্টোরি' ব্যবহার করেন, তাদের আমরা উৎসাহিত করি যেন তারা নিজ নিজ অঞ্চলের মানুষের ভাষায় 'গডস স্টোরি'-ও ব্যবহার করেন।

মানুষ সোলার প্লেয়ার, সিডি (CD) এবং এমপি৩ (MP3)-তে 'গডস স্টোরি' ব্যবহার করে থাকে। এর ভিডিও সংস্করণটি—যাতে শত শত মৌলিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে ঘটনাগুলো পুনরায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—বাইবেলের কাহিনীগুলোকে জীবন্ত করে তোলে। সরাসরি বা টেলিভিশনের মাধ্যমে 'গডস স্টোরি' দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাসে সাড়া দিয়েছে এবং যীশুর অনুসারী হয়েছে। হাজার হাজার খ্রিস্টীয় পরিচর্যা সংস্থা ও মণ্ডলী 'গডস স্টোরি' ব্যবহার করে থাকে।

'গডস স্টোরি'-র একক-বর্ণনাকারী (one-storyteller) কাঠামোটি শ্রোতাদের বাইবেলের বিষয়বস্তু অন্যদের কাছে পুনরায় বলার সুযোগ করে দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মৌখিক ঐতিহ্যের সংস্কৃতির মানুষরা যখন 'সম্পূর্ণ কাহিনীটি' শোনে, তখন তারা বিশ্বাসে সাড়া দেয়। সৃষ্টির সূচনা, মানুষের পতন এবং একজন ত্রাণকর্তা আসার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা—এসবের মধ্য দিয়ে সুসমাচার সঠিকভাবে বোঝার একটি ভিত্তি তৈরি হয়। সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব গড়ে তোলা—উভয় ক্ষেত্রেই আমরা 'গডস স্টোরি'-র প্রভাব ও শক্তি প্রত্যক্ষ করি। সোলার প্লেয়ারে 'গডস স্টোরি' (God's Story) এবং এর সাথে থাকা ফ্লিপ চার্টটি (যাতে ভিডিওর দৃশ্য সম্বলিত ১৫০টি প্যানেল রয়েছে) ব্যবহার করে গ্রামের সুসমাচার প্রচারকরা যেন এক একটি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত হন! এছাড়া আলোচনার নির্দেশিকা, বই আকারে স্ক্রিপ্ট এবং রেডিও স্ক্রিপ্টের মতো বাড়তি উপকরণগুলো ব্যবহারকারীদের 'গডস স্টোরি' প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ সুযোগ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

আফ্রিকা: EAfrica@Gods-Story.org

ইথিওপিয়া: Ethiopia@SimplyTheStory.org

পশ্চিম আফ্রিকা (ফরাসি ও ইংরেজি): STSWestAfrica@SimplyTheStory.org

পশ্চিম আফ্রিকা (ফরাসি ও ইংরেজি):
GSWestAfrica@SimplyTheStory.org

ইউরোপ: Europe@SimplyTheStory.org

ভারত: IndiaDirector@Gods-Story.org

নেপাল: Nepal@SimplyTheStory.org

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: Thailand@SimplyTheStory.org

“স্প্যানিশ”: LatinAmerica@SimplyTheStory.org

ওশেনিয়া: Oceania@SimplyTheStory.org

ফিলিপাইন: eb@SimplyTheStory.org

যুক্তরাষ্ট্র: info@SimplyTheStory.org
